শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
সম্পাদিত

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সাহিত্যপ্রকাশিকা

পঞ্চম খণ্ড

॥ পরিচায়িকা ॥

সাহিত্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ক্রমিক সংখ্যায় বারোখানি বারো রকমের পুঁথি এই সম্ভারে সংকলন করিয়া দেওয়া গেল। সংকলিত এই পুঁথিগুলির শীর্ষক বিভিন্ন; কিন্তু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে এই 'মঙ্গল'-গ্রন্থমালার রূপকাশ্রিত ব্যঞ্জনা অভিন্ন।

ধর্মমঙ্গলরচয়িতা বৈদ্য ধর্মদাস রূপরামের অনুবৃত্তিকার। তাঁহার রচিত 'অনাদ্যমঙ্গল'-গ্রন্থের 'জাগরণ'-পালা প্রথম মুদ্রিত হইল। এই সঙ্গে বিশ্বনাথ দাসের ধর্মপুরাণের 'নিশিজাগরণ'-পালা এবং হৃদয়রাম সৌ-এর 'পশ্চিম উদয়'-পালা প্রথম প্রকাশ করা গেল। ধর্মমঙ্গলের সারমর্ম—মুণ্ডা-গাজনে মুণ্ড-বলিদান দিয়া 'হাকণ্ড'-সেবনের তাৎপর্য এই শেষ পালাটিতেই পরিস্ফুট। ভাষা এবং উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য থাকিলেও এই ধরণের রচনাবলী গায়ন ও লিপিকরদের হাতে পড়িয়া রূপান্তরিত হইয়াছে—প্রভূত পরিমাণে। সাহিত্য-প্রকাশিকা তৃতীয় ও চতুর্থ এবং পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় এতৎসম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। ধর্ম-, নাথ- ও বৌদ্ধগন্ধী 'অনাদিপুরাণে'র মূল কথা সৃষ্টিতত্ত্ব, বা কায়া-সৃষ্টির আদ্যকথা। দক্ষিণরায়-মঙ্গলের ব্যাঘ্র-বিতাড়ক বৃক্ষদেবতা চন্-হূ-দড়োর প্রাগৈতিহাসিক মানব-সভ্যতাশ্রিত ভারতীয় বৌদ্ধ জাতক-কাহিনীর নির্যাস। এই সংকলনে রুদ্রদেবের 'রায়মঙ্গল' প্রকাশিত হইল। ইহাতে সুন্দরবনের পুরাকথার অবতারণা সকলের আগ্রহ জাগাইবে। উপস্থাপনায় রুদ্রদেব হরিদেবের যেন পরিশিষ্ট। অজ্ঞাত লেখকের 'আগম গ্রন্থ' সকল পুরাণ-কথার নির্যাস। ত্রিলোচন দাসের 'শরীরনির্ণয়', গোবিন্দদাসের 'সারগীতা' সৃষ্টিতত্ত্ব ও কায়াসাধনার ইঙ্গিতময়। বিনয়লক্ষ্মণের বা লক্ষ্মণদেবের 'শিবের গীত' সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নূতন কাহিনী-সম্বলিত শিবায়ন গ্রন্থ। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের শিবসুত 'পঞ্চানন' কৈবর্ত-খাল-জাত, এবং স্বয়ং শিব, ধর্ম ও প্রলয়ের পরে নবসৃষ্টির দেবতা। দ্বিজ রঘুনন্দনের 'পঞ্চানন মঙ্গল'-গ্রন্থদ্বয় অভিনবত্বের দাবী করিতে পারে। ধর্মমঙ্গল-কার মানিকরামের মূল 'শীতলামঙ্গল'-গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। রায়-মঙ্গলকার হরিদেবের 'শীতলামঙ্গল' বর্তমান গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শীতলামঙ্গল' চণ্ডী-, মনসা-, পঞ্চানন- ও 'দক্ষিণরায়মঙ্গলে'র এবং দক্ষিণরায়মঙ্গল নাথপরম্পরা ও ধর্মমঙ্গলের পরিপূরক। এই সকল কাব্যধারা তুলনামূলকভাবে এই আলোকে আলোচিত হইতে পারে। আরোগ্যপ্রদ সোম-অরণ্য-সম্পৃক্ত মঙ্গলচণ্ডীর বৈদিক ঘট এবং উগ্র-বারিপরিপূর্ণ দক্ষিণরায়ের ও শীতলার 'স্বর্ণবারি' ও 'যুগলভাণ্ডে'র স্বরূপবিশ্লেষণ পূর্বে (সা-প্র ৪) করা হইয়াছে। সর্বশেষে মুদ্রিত হইল— 'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ'-গ্রন্থের সম্পূর্ণ পুঁথি। 'গোর্খ-বিজয়'-গ্রন্থের পরিশিষ্ট (ঘ)-এ প্রকাশিত (১৩৫৬) খণ্ডিত

'গোর্খ-সংহিতা পুস্তকে'র (পৃ. ২০৪-৭) ইহা অখণ্ড রূপ। অতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অভিমত অনুসরণ করিয়া, মীন-মছন্দের দর্শনতত্ত্বের জের বর্তমানে স্বচ্ছন্দে খৃষ্টজন্মের প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বের ক্রীট দ্বীপের মীনবান (Minoan)-সমাজ হইতে টানা যাইতে পারে। সংমিশ্র ভারত-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বহির্ভারতীয় সংস্কৃতি-সংহতির সম্ভাবনা বর্তমানে আর অলীক স্বপ্নবিলাসমাত্র নহে।

প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষণার আকর-গ্রন্থরূপে অন্ত্য-মধ্যযুগের এই অপ্রকাশিত পুঁথিগুলির মূল্য অপরিমেয়। সাহিত্য-সম্পদ্, ভাষাতত্ত্ব এবং পুষ্পিকাংশে সমকালীন সমাজভাবনা ব্যতীত সেকালের স্থিতাবস্থ বাঙ্গালী সমাজের সংস্কৃতিবিপর্যয়জাত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লৌকিক ধর্ম, দর্শন ও সুপ্রাচীন ইতিহাস নিষ্কাশনে এই রচনাবলী প্রভূত নূতন তথ্যের ও তত্ত্বের যোগান দিতে সমর্থ হইবে। বিশ্বভারতীর পরিকল্পিত পুঁথি-প্রকাশের পর হইতে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্রমশঃ বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়াছে; পক্ষান্তরে দুঃখের বিষয়, তথ্যবিকৃতির দ্বারা কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি করা হইয়াছে। যাহাই হউক, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, গবেষক ছাত্র ও সাহিত্যরসিক সাধারণ পাঠকের সমভাবে আনন্দ ও উপকার লাভের দিকে সম্যগ্ দৃষ্টি রাখিয়া মূল 'দ্বাদশ-মঙ্গল' গ্রথিত হইল। 'দ্বাদশ' শব্দের যৌগিক অর্থ—দেহ। এই গ্রন্থপাঠে দেহের 'মঙ্গল' হইবে কিনা জানি না; আপাততঃ, বাঙ্গালী-বিদ্বৎ-সমাজে অপরিজ্ঞাত এই মৌলিক গ্রন্থমালা নব নব বিদ্যাসৃষ্টির কাজে তুলনাত্মক বৃহত্তর গবেষণার ভূমিকাস্বরূপে সমাদৃত ও সংশীলিত হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

বর্তমান বিশ্বভারতী-সংগ্রহের প্রকাশিত এই পুঁথিগুচ্ছের পূর্বাধিকারিগণের নামনিচয় প্রসঙ্গতঃ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি: শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল, শ্রীঅমলেন্দু মিত্র, এম্. এ, বি. টি., ব্যারিষ্টার শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস দত্ত ও ডক্টর শ্রীবিমলকুমার দত্ত, শ্রীগৌরহরি সাহা, মানিকরামের উত্তরপুরুষ শ্রীরামগতি গাঙ্গুলী মহাশয় এবং মদীয় 'পল্লীশ্রী-লাইব্রেরী'র সদা-সক্রিয় সদস্যবৃন্দ। শান্তিনিকেতন-প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয়ের তৎপরতা ও প্রধান কম্পোজিটার শ্রীবলরাম সাহার নিপুণতা এতৎসহ উল্লিখিত রহিল।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ধামার্থে চাটিল সাংকম গঢ়ই
পারগামি-লোঅ নিভর তরই ॥

॥ সাঁকো গড়িলেন চাটিল ধর্মের তরে
পারগামী লোক তাহে নির্ভরে উতরে ॥

সাহিত্যপ্রকাশিকা

পঞ্চম খণ্ড

অনাদ্যমঙ্গল

(জাগরণ)

ধর্মদাস বৈদ্য

শ্রীশ্রীধর্ম্মের জাগরণ ॥

হাকণ্ডে লাউসেন রাজা [ভকিতাগণ মাঝে গৌড় নগরে গুথা] মাহধাড়ি সাজে।
বার দিয়া বসিল পঞ্চম গৌড়ে[শ্বর এক]ত্র বসি[এ আছে ভাট গজাধ]র।
ভট্টাচার্য চক্রবত্তি রাজার সভাতে বিচারে অনল[সম সভাকার] সাথে।
রাজার সভায় জত পণ্ডিতের ঘটা শুক্ল ধুতি পরিধান ভালে [শোভে ফোটা]।
বসিল রাজার আগে সঙ্গে নানা পুথি বুদ্ধে বৃহস্পতি[১] [সম জে]জ্যেষ্ঠ জৌতি[ষী]।
[মুখে] হাসি মধুর মধুর কথা শুনি মানিক অঙ্গুরি করে গলে নীলমুনি।
বাহে দোলে বাজুবন্ধ [চন্দ্র] সমতুল কর্ণেতে স্বুবর্ণ দোলে জেন চাঁপাফুল।
সভার সমান বেশ বি[দ্যা]র সমান সঘনে বাহুর নাড়া বাখানে পুরাণ।
চতুর্দিগে বসিল রাজার দলবল ব্যবহারে [বসিল] আর বাহুত্তরি মণ্ডল।
থরে থরে বসিল সিফাই সরদ্দার কড় কড় লাগিল রাজার দরবার।
গৌড়েশ্বর মহারাজা ধর্মপরায়ণ ধর্মকথা শুনে রাজা কালিয়দমন।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ আনন্দ হইয়া কালীদহে দিল ঝাপ কমল দেখিয়া।
কৃষ্ণেরে বেড়িয়া [আ]সে জত নাগগণ বজ্রকায়[২] ঠেকি কার ভাঙ্গিল দশন।
নাকে মুখে রক্তধারা গড়াগড়ি জায় ভঙ্গি ধরি না[চে কৃ]ষ্ণ কালির মাথায়।
কালির রমণী আসি পড়ে পদতলে কৃপা করি তারে হরি [উঠিলেন] কূলে।
গোকুলে গেলেন কৃষ্ণ পড়ে দ্বিজবর[৩] হেনকালে গেল তোথা মামুত্ত পাতর।
অমৃতসাগর মদ্ধে পড়িল গরল মামুত্তারে দেখিয়া উঠিল দল[বল]।
কেহ করে রামরামি কেহ বা জহার জোড়করে দাণ্ডাইল সিফাই সরদ্দার।
প্রণাম করিয়া সভে রহে জোড়করে গরুড় দেখিয়া জেন কালসাপ ডরে।
আইস পাত্র বলিয়া ভূপতি তুলে কর বসিল মামুত্তা পাত্র সভার ভিতর।
মামুদিয়া বসিতে দরবার হইল ভারি বিষের পুটলিখান বিষে আটষরি।
লাউসেন হাকণ্ড গেল ছাড়িয়া ময়না সেনরাজ্য[৪] নষ্ট হেতু মাহুর ভাবনা।
না দেই উদরে অন্ন দিবস রজনী তপস্বিজনের প্রায় শুষ্ক তনুখানি।
দেখিয়া পাত্রের মূর্তি[৫] জিজ্ঞাসে রাজন মলিন হইলে পাত্র কিসের কারণ।
কি ভাবনা তোমার হয়্যাছে কহ মরে কীসের অভাব কিবা নাহিক ভাণ্ডারে।
শুনিয়া রাজার বাণী কহে মাহুবর কেমনে জানিবে তুমি ভোলা মহেশ্বর।
লাউসেন হাকণ্ড গেল তপস্যা কারণ অরাজকে নষ্ট পুরী ময়নাভুবন।
গণ্ডা এক আসিয়া ময়না কৈল থানা নষ্ট করে সর্ব শস্য প্রজা দুঃখমনা।

১ পা৹ ব্রহস্পতি ২ বর্জ্জ- ৩ দ্বিজ- ৪ -রাজ্য ৫ মুর্ত্তি

নিরবধি ফিরে গণ্ডা নগর ভিতরে   বাহির না হয় কেহ গণ্ডকের ডরে।
চারি পাত্র ছুই কণ্ড উঝানর মাটি   দিবসে নগরের লোক স্বারে দেই টাটী।
বিষম[1] গণ্ডার তেজে কাঁপে ময়নাপুর   দেবতার শত্রু জেন ছিল কৈটাসুর।
সীতার শত্রু ছিল জেন দুর্জন রাবণ   ভুবনের শত্রু জেন বিন[তানন্দন]।
[গৌড় ভুব]নের [শত্রু] হইল গণ্ডক   কি[রূপে ব]ধিয়া রাজা কহে মাহ ঠক।
তিন দিন সে[কা গেল হৈল ছারখা]র   লাউসেন আইলে লজ্জা পাইবে প্রচুর।
শুনি চমকিত হইল নৃপ শিরমণি   মামুত্তারে কহে রাজা আমি নাঞি জানি।
ময়না রক্ষক আছে কালুসিংহবর   ভাল মন্দ কথা তাহার না করে গোচর।
বনজন্তু[2] হয়্যা নষ্ট করিল ময়না   কোন কর্ম করে ঘরে বসিএ ডোমনা।
মামুত্তা বলেন রাজা না জান কারণ   মধুপানে মত্ত সদা ডোমের নন্দন।
ছিল নিচ হইল উচ বাড়াইল সেনে   ধনতেজে সদা গাজে কারে নাঞি মানে।
কহি তত্ত ভোগদত্ত সদা নিদ্রা জায়   রাষ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট না চিন্তে উপায়।
জদি রায় মহাশয় তব আজ্ঞা পাই   সিকার করিতে রাষ্য ময়নাতে জাই।
শুনিয়া পাত্রের বাণী কহে নৃপবর   রাজা পাত্র জাব চল ময়না নগর।
জেখানে থাকিব গণ্ডা মারিব বেড়িয়া   আসিব ময়নার লোকে আশ্বাস করিয়া।
মামুদিয়া বলে রাজা তুমি থাক পাটে   কত বল ধরে গণ্ডা আমারে না আঁটে।
অন্ন কার্যে মহারাজা জাইবে দক্ষিণে   পাছে রাজপাট আসি লয় অন্য জনে।
তুমি থাক আমি জাব দক্ষিণ ময়না   সঙ্কেত করিয়া মাত্র লব কিছু সেনা।
পাত্রকথা শুনিয়া নৃপতি দিল সায়   সাজ করি মামুত্তা ময়নাপুর জায়।
জাত্রাকালে মহীপালে কহে মামুদিয়া   ময়না জাইব তোমার লস্কর লইয়া।
জত দিন গণ্ডার না পাই দরশন   তত দিন ময়নায় রহিব রাজন।
সিকার করিয়া বনে রেন্ধ্যা খাব ভাত   লাউসেনের বাটীর কাটিব কলাপাত।
তা দেখিয়া কালু জদি কহে কটু ভাষা   ভাগিনার চারি গড়ে বুনাব সরিষা।
ইঙ্গিতে যুদ্ধের কথা কহিয়া রাজনে   সাজ সাজ মামুদিয়া কহে ঘনে ঘনে।
রাজার আজ্ঞায় সাজে রাজার লস্কর   কহে কবি ধর্মদাস ডিবজকুমার॥

ওহে বন্ধু কেমন তোমার বাণী[3] রজিয়া।
ঠেকিলে গোপীর ঠাঞি   এবার এড়ান নাঞি
তোমার গরব দিব ভাজিয়া॥

১ বিসম   ২ বোদ   ৩ বাঁশি

সাজ বলি মামুদিয়া ঘন ডাক ছাড়ে   অষ্ট ধাতু দায় লক্ষে ঘন কাটী পড়ে ।
ভো ভো জোরজ বাজে শিঙ্গা ডাকে সাজ   সিপাই সরদার সাজে সাজে মহারাজ ।
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ টমক কাড়া বাজে   পদাতিক মাতঙ্গ তুরঙ্গ জত সাজে ।
তুরঙ্গে সনার জিন করে ঝলমল   মাতঙ্গে আমারি বান্ধ্যে মাহুত সকল ।
বাদ্যকলরবে নাই শুনি কার বোল   গেঁজ গেঁজ গেঁজর বাজায় গেঁজি ঢোল ।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে হাজারে হাজার   কম্প কম্প ধরণী চৌদিগে চমৎকার ।
চমৎকার দেবতা সকলে লাগে ভয়   ভাবে মনে এবার ময়না নাকি রয় ।
সাজে ফৌজ রাজার আছয়ে জত তথা   শুন লোক সকল কহিব সেই কথা ।
ভূপতি সকল ভূঞা মণ্ডল্যা সকল   ত্বরাত্বরি ধাইল লইয়া দলবল ।
ত্রলঙ্গ তেলঙ্গ দেশ সাজে গুজরাট   মালব যাবন ওড় কানাঞি কর্ণাট ।
বীরভূঞা শিখর রাজয় রঘুরাম   এক লক্ষ তঙ্কা পায় রাজার ইনাম ।
নাদে মাজি চলে সাজি জেন জমদূত   লক্ষ সিপাই সাজিল সাজিল রজপুত ।
সেই সব সিপাইর কি কব বাখান   রণে বীর ইন্দ্রজিত সকলি জোয়ান ।
সাজিল ব্রহ্মণ রাজা বড়ই প্রচণ্ড   উড়িস্যার উড়ে পাইক হাথে লম্ব্যা খাণ্ডা ।
তবকিয়া সাজিল তবকে পুরি গুলি   মেঘ জেন উড়ি জেন ধাইল পাইক চালি ।
সাজে বাস্থ মুরারি বাগদি ধনঞ্জয়   দশ বিশ নফর হেত্যার জার বয় ।
হরি হর সাজিল শ্রীরাম কলবটী   জার তেজে কম্পবান প্রিথিবীর মাটী ।
সাজে বীর কালিন্দি জেড্যাড় কালরায়   সংহতি ধনুক জার পঞ্চাশ হাজার ।
প্রিতিহার পড়্যাল সাজিল বাগরায়   রাজার দপ্তরে জার নাম লেখা জায় ।
সাজিল দক্ষিণ রায় রাজার ভাগিনা   তিন লক্ষ জার সঙ্গে চলে বীরপনা ।
সাজে মাল রাজার করিয়া পরিপাটী   শিরে টোপ লোহার অঙ্গেতে লাল সাজি ।
ছুরছুর চঞ্চল ঘাতে চঞ্চল ধরণী   টল টল করে ফণীর মাথার মুনি ।
হাসন হুসন সাজে জবন প্রবল   বার শ পাঠান সাজে ষোল শ মঁগল ।
সাজিল হাসন বীর জেন কাল তক্ষ   সহস্র মাতঙ্গ সঙ্গে ঘোড়া দশ লক্ষ ।
ধনুকি তবকি সঙ্গে হাজার পঞ্চাশ   যুবা চিনে বৃদ্ধ নাঞি হাথে গোটা বাঁশ ।
সভাকার বাঁশে বান্ধা হাঁড়িয়া চামর   উলটী পালটী পাক বহুবলধর ।
সেখ সেয়দ সাজ্যা চলে বড়বড়ি   মাথায় তাকিয়া কার জরদ পগড়ি ।
ওরব্বি[1] তুরগী পিষ্টে ডাকে হান হান   মনে টল টল আখি রুধির সমান ।
ইহুল সাহুল মিঞা সাজে খানজাদা   আগে পিছে শোভিত জমফলি বান্ধা ।

---

১ ওরব্বি

হাসনের কটকে দামায় দেই কাটা গজপিষ্টে চলিল জতেক হেড়া কটা।
সাজিল চূড়াই বীর তামুলির বেটা জার চোটে লোহার সাবল জায় কাটা।
চূড়ার জামাঞ্জি সাজে নাম বিদ্যাধর জার শরে পড়ে গাছ পর্বত পাথর।
সাজিল কন্দর্প রায় মান্ধাতার খুড়া আশি হাজার সঙ্গে জার সিফাই জাজুড়া।
হাথে নেজা বরছি সাঁজোআল জার গায় মলঃমলের জোড়া জার উড়ে মন্দবায়
শিরে টোপ লোহার কাবাই করে কাল মূর্ত্তিমান হইয়া জলধ জেন আইল।
সঙ্গে মুদি হাজার চলিল কত গড়ি লক্ষ দুই মোহর বিরাশি ছালা কোড়ি।
মাষ[১] মুগ মুসরি চলিল কত ছালা ঘৃত দধি শর্করা[২] চাল্যের বহু রেলা।
আর নানা দির্ব জাত চলে সরকারে মিষ্ট পানি গঙ্গাজল করিল কত ভারে।
দলবল দেখিয়া হরিষ মামুদিয়া চলিল ময়নাপুর হরষিত হইয়া।
বরছির ছায় মামুস্তা মাত্র চলি জায় পূর্ণিমার চন্দ্র জেন মেঘে ঢাকি জায়।
আগে পিছে লস্কর চলিল রড়ারড়ি দুরদুর শবদে ঘোড়ার দড়বড়ি।
পথে খানা খন্দক কিছু না রহিল লঙ্কার উপর জেন রাম সাজি আইল।
তেজিল গোউর দেশ গঙ্গা পদ্মাবতী পশ্চাত করিল তবে নগর রমতি।
রমতি তেজিয়া গেল সুরিক্ষার দেশে অনাদ্যামঙ্গল গান কবি ধর্মদাসে ॥

সুরিক্ষার দেশ তেজি পাত্র মামুদিয়া জালন্দা নগরে শাত্র উত্তরিল গিয়া।
অজয় বিজয়পুর তেজিল কর্জনা সসগ্যাতে মাহু বীর বদ্ধমান পাইলা।
পার হইল দামুদর নিশির মিলন তস্য পর সরাই পাইল সেনাগণ।
তেজিল বানরপুর আখড়ার ঘাট সুরপুর তেজিয়া চলিল সর্ব ঠাট।
পাইল পচুয়া বিল ময়না নিকটে পড়িল মাহুদ তাম্বু কালিনীর তটে।
হেনকালে মামুদিএ কহে সেনাগণে নিশবদে সর্বজন রহ এইখানে
শব্দ শুনিলে বীর কালু দিবে হানা তবে রাজ্য জিনিবারে নারিব ময়না।
দামাদার জত্তপি দামায় দেই কাটী আপনার হুকুমে তাহার কাণ কাটী।
সানিদার জত্তপি সানিতে দেই সান খান্দা বোচা করিব কাটিয়া নাক কাণ।
শিঙ্গাদার জত্তপি শিঙ্গাতে দেই ফুক অলন্ত[৩] আনলে তার পোড়াইব মুখ।
ঢাকিদারের বেটা জদি বাজাইবে ঢাকে পরাণ লইব তার ঠেকিবে বিপাকে।
এত জদি বলিল দারুণ মামুদিয়া নিশবদে কটক রহিল উত্তরিয়া।
স্থানে তাম্বু পড়িল পড়িল থরে থর তুরঙ্গ মাতঙ্গ বান্ধে পর্বত সোসর[৪]।

১ মাষ ২ শর্করা ৩ জলন্ত ৪ সোসো।

পশ্চিমে পেলিল তাম্বু হাসন হুসন   উপরেতে মম জামা ধবল বরণ।
উত্তরে পেলিল তাম্বু রাজার জামাত্রি   ধবল বরণ চিহ্ন গাড়ে ঠাঞি ঠাঞি।
পূবে তাম্বু পেলিল চুড়াই মহাবীর   দূরে হইতে দেখি জেন তারের মন্দির।
দক্ষিণে পেলিল তাম্বু বারভূঞা জত   নানা বর্ণে[১] শোভা[২] করে কহিব জে কত
সভাকার মধ্যে তাম্বু গড়ে মামুদ্যার   বসিল তাহার মধ্যে করি দরবার।
বারভূঞা সব বৈসে পাত্রের সমুখে   হাসন হুসন বৈসে ঢাল দিয়া বুকে।
মঁগল পাঠান বৈসে খায় কাঁচা মাস   বাগদি সকল বৈসে হাথে গোটা বাঁশ।
চোয়াড় জাঙ্গড়া বৈসে হাথে খড়্গ ফলা   রসে টলটল আঁখি ঘন গোঁপে তোলা।
করেতে ফটকি মাল জপে শিব শিব   সমুখে বরছি গাড়া ভুজঙ্গের জিব।
মস্তকে বিনোদ পাগ ডাহিন পাশে ভোরা   ঝলমল করে হেম মুকুতার ঝারা।
শিখিপুচ্ছ বিরাজিত শোভা[৩] করে আলি   মহানন্দ মকরন্দ লোভে ধায় অলি।
বসিল দক্ষিণ রায় রাজার ভাগিনা   তিন লক্ষ আগে জার চলে লাল বানা।
হেনকালে মামুদিয়া কহে সভাকারে   কিরূপে জিনিবে দেশ ময়না নগরে।
বল তার উপায় মামুদ্যাপাত্র কয়   মন্ত্রণা বিহনে কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়।
মন্ত্রণাতে রঘুনাথ বন্ধ কৈল সেতু   সবংশে রাবণ মৈল বিভীষণ হেতু।
পাণ্ডব পাইল প্রাণ কৃষ্ণের কারণ   উপায়ে পাতালে বলি নৈলা নারায়ণ।
তোমরা উপায় বল কহিল মরম   কিরূপে ভুলিব বীর কালুসিংহ ডোম।
শুনিয়া সকল দল হেটমাথা করে   হাসিয়া মামুদ্যা কিছু কহে গঙ্গাধরে।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর পার   তোমা বিনে ভুবনে ভরসা নাঞি আর॥

প্রবেশি ময়নাপুরে   কালিন্দী গঙ্গার তীরে
মামুদ্যা মন্ত্রণা করে বসি
সখীগণ করি সঙ্গে   স্নান[৪] করিবারে রঙ্গে
গেল গঙ্গায় লখিয়া রূপসী।
বস্ত্র অলঙ্কার রাখি   তৈল হলিদ্রা মাখি
কালিন্দীতে প্রবেশে ত্বরিত
ছুতা হাঁড়ি অখলাদি[৪]   জলে ভাসে গাদি গাদি
দেখি লখ্যা হৈল চমকিত।

১ বর্ণে   ২ সভা   ৩ প্রাম   ৪ অম্ব-

চমকিত হয়্যা মনে ডাকি কহে সখীগণে
হের আসি দেখ বিদ্যমান
ছুতা হাঁড়ি অশ্বলাদি[১] জলে ভাসে গাদি গাদি
দেখ্যা মোর উড়িল পরাণ।
সখীগণ কহে কথা শুন গো শাখার[২] মাতা
তোরে আমি কহি সবিশেষ
কোন রাজা সিকারে আইল তিমিরেতে বল কৈল
জাইতে নারিল নিজ দেশ।
দেশে নাঞি জেত্যা পায়্যা সন্য সেনাপতি লয়্যা
উত্তরিল কালিনীর কূলে
ছুতা হাঁড়ি অশ্বলাদি ভেস্যা বুলে গাদি গাদি
তে কারণে কালিনীর জলে।
শুনিয়া সখীর বাণী কহে লখ্যা ডুমনী
এই কথা না লয় মোর মনে
মামুন্যা সেনের ঐরি রাজদল সঙ্গে করি
আইল রাষ্য বিনাশ কার[?]ণ।
পশ্চিমে উদয় ভানু শুনিয়া কাঁপয়ে তনু
কাহার শকতি দিতে পারি
তিলেক না করে দয়া রাজারে নাবড়ি কয়্যা
লাউসেনে কৈল দেশান্তরি।
কি করিব কোথা জাব কোন বুদ্ধে রক্ষা পাব
বল সখী ইহার উত্তর
অনাদ্যাচরণ সেবি কহে ধর্মদাস কবি
মহাবীরে করহ গোচর॥

॥ পয়ার ॥

ভাব করতার প্রাণি ভাব করতার ভাবিলে মুকতি গতি ধর্ম সভাকার।
ধরিয়া মনস্ত দেহ না ভজিলা জতি আর কোটী জন্মে প্রাণি না হবে মুকতি।
মিছা মায়া মধু লোভে জনম গোঙালে কি করিবে জেদিন ধরিবে জম চুলে।

১ -স্বাদী ২ শাখার

মোর মোর করি কেন মিছা কাজে মর   সাবধানে পথের সম্বল কিছু কর।
দুয়ারে[1] আইলে প্রাণি জেত্যা হবে ভাটা   বুঝিয়া করহ কায্য পথে আছে কাঁটা॥

তবে ত বিস্মিত[2] হয়্যা উঠিলেন কূলে   কান্দিতে কান্দিতে পথে বীর-আগে চলে।
পথ না দেখিতে পায় নয়নের নীরে   উপনীত হইল গিয়া বীরের গোচরে।
মহাবীর কালুসিংহ আছেন বসিয়া   লখিয়া রোদন করে মুখ পানে চেয়্যা।
বীর বলে কেন কান্দ শুন ডোমের ঝি   কহ সত্য[3] মরমে হয়েছে তাপ কি।
মিথ্যা[4] কথা না কহিবে লখ্যা মোর আগে   মিথ্যা[5] জদি কহ প্রিয়ে মোর দিব্ব লাগে।
লখ্যা বলে প্রাণনাথ তুমি নাঞি জান   কহি আগে বিবরণ মন দিয়া শুন।
শুনিলে পাইবে ত্রাস কহিল নিদান   বিধাতা লাগিল বাদে হবে সাবধান।
এত দিনে প্রভু হে ময়নাপুর গেল   বাইশ লক্ষ দলে পাত্র মামুদ্যা আইল।
দেখিল নয়নে প্রভু কহিল তোমারে   কল কল করে সেনা কালিনীর তীরে।
চতুর্দিগে বেষ্টিত কানাচ তাম্বুখানা   মধ্যে বসি মামুদিয়া কি করে মন্ত্রণা।
না পারি বলিতে কিছু শুন প্রাণনাথ   ভাল মন্দ কর্ম[6] সব বিধাতার হাথ।
সকল বিধাতা করে কেহ নাঞি জানে   মূঢ়মতি[7] কর্মদোষ কেহ নাঞি জানে।
কহিল নিগূঢ় তত্ব[8] না বাসিয় আন   কদাচিত ময়নার হয় পরিত্রাণ।
বুঝিয়া করহ কায্য আপনার হিত   অবলা হইয়্যা আমি কহিল ওচিত।
হাস্য পরিহাস নহে শুন প্রাণেশ্বর   নিশ্চয় মজিল দেশ ময়না নগর।
শুনিয়া কম্পিত কালু বীরচূড়ামণি   লখ্যারে বলিল তোর বড়ই লাফানি।
লাফানি লাফান কথা[9] না কহিয় মরে   পরাণে বাঁচিবে জদি জাও নিজ ঘরে।
লখ্যা বলে বৃদ্ধ হইলাম তের ছেলের মা   আর কি লখ্যার আছে লাফানের গা।
তুমি বীর তোমারে লাফানি ভাল সাজে   রাজার অধিক তুমি ময়নার মাঝে।
ধনে ধান্যে কুবের সদৃশ[10] ঠাকুরালি   এইবার ঘুচিবে তোমার ডিঙ্গরালি।
জে জন ডিঙ্গর আগে তাহার মরণ   ডিঙ্গর রূপেতে মৈল লঙ্কার রাবণ।
অহংকারে না শুনিল মন্দোদরীর কথা   রাম রাজা হানিল তাহার দশ মাথা।
ইন্দ্রের কুমার বাল্যে বড়ই অজ্ঞান   না শুনি তারার কথা হারাইল পরাণ।
শচীর কথা না শুনিল ইন্দ্র সুরপতি   ইন্দ্রজিত কৈল তার বিবিধ দুর্গতি।
সে সব কহিব কত পুরাণের কথা   ইন্দ্রের দুর্গতি দূর করিল বিধাতা।

---

১ দুয়ারে   ২ বিস্মিত   ৩ সত্ত   ৪ মিথ্যা   ৫ মিথ্যা   ৬ কর্ম   ৭ মূঢ়-
৮ তত্ত্ব   ৯ কোথা   ১০ সভ্রম

তোমার দুর্গতি দূর নাইবে এখন   পাথ্যাতে ডুবাইলে নৌকা বুঝিছু কারণ।
শুনিয়া কুপিত কালু বীরসিংহ রায়   পাকল লোচন করি লখ্যার পানে চায়।
লখ্যা বলে কি চাহ পাকল কর্যা আঁখি   বুদ্ধিহীন তোমার মঙ্গল নাহি দেখি।
আমার বচনে জদি না হও পিত্যয়   পাঁচীরে চাপিয়া দেখ বীর মহাশয়।
শুনিয়া লখ্যার বাণী কালুসিংহবর   লাফ দিয়া উঠে গিয়া পাঁচীর উপর।
পাঁচীরে চাপিয়া বীর ফিরাইল দিঠ   দেখিতে পাইল মত্ত মাতঙ্গের পিঠ।
টাঙ্গন তুরঙ্গী দেখে পর্বতিয়ে ঘোড়া   বার দিয়া বসি আছে মামুদ্যা নাবড়া।
দেখিয়া ত্রাসিত বীর উড়িল পরাণ   কাতর কোপিত জেন দেখিএ সয়চান।
কম্প কম্প কলেবর হত বুদ্ধি বল   রাবণ কাতর জেন দেখি রামদল।
ঐমনি কাতর মনে কালুসিংহবর   লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া ধরণী উপর।
ধীরে ধীরে চলিল লখ্যার বিদ্যমানে   লখ্যা বলে কি দেখিলে আপন নয়নে।
কহ সত্য সাক্ষাতে সকল বিবরণ   বিধুবদন মলিন হইলে কি কারণ।
বীর বলে কি আর জিজ্ঞাস লখ্যা তুমি   সত্য হইল তোমার কথা দেখিলাম আমি।
কি হবে উপায় বল শাখাস্বরার মা   উচিত হইল মন নাহি চলে পা।
আর বড় কুলক্ষণ শুন শশিমুখী   জেই দিগে চাই সব রক্তময় দেখি।
বাঁম চক্ষু বাঁম বাহু নাচে ঘনে ঘন   হেন বুঝি হবে মোর নিকট মরণ।
লখ্যা বলে প্রাণনাথ না করিহ ভয়   ভয় কৈলে বুদ্ধিনাশ জীবন সংশয়।
না করিহ ত্রাস প্রভু শুন হে উত্তর   সমাচার কহ গিয়া রানীর গোচর।
রাজার রমণী রামা রাজবুদ্ধি ধরে   বিচারিয়া সারদ্ধার কহিব তোমারে।
যুঝিতে কহিলে রানী যুঝিবে নিদান   পালাইতে বলিলে পালাবে লয়্যা প্রাণ।
শুনিয়া হরিষ কালু কহিল লখ্যারে   চল জাই দুই জনে মোর দিব্ব তোরে।
লখ্যা বলে জাও তুমি আমি জাই ঘরে   শাখাস্বরা পুত্র কোথা প্রাণ কেমন করে।
এত বলি লখিয়া চলিল নিজ ঘরে   রাজার মহলে জায় কালুসিংহবরে।
ধীরে ধীরে গমন করিল বীর বালা   কহে কবি ধর্মদাস বিধাতার খেলা॥

লখিয়া চলিল ঘরে দোলাইয়া গা   কি হবে কি হবে বলে কোথা পড়ে পা।
বীর কালু চলিল কতেক ভাবি মনে   চকল ভুজঙ্গ জেন গরুড় দরশনে[1]।
ধীরে ধীরে গমন করিল ঢুলি ঢুলি   হুতাশে হরিল জ্ঞান হৃদে[2] হইল কালি।
কি হবে কি হবে মুখে বলে কত বার   একে একে আদশ বৃহন্দ হইল পার।

১ দরশনে   ২ হিয়ে

রাজার মহলে চলি গেল খিরি খিরি   কলিঙ্গা রাউতি বলি খেলে পাশাসারি।
দশ দশ ডাকিতে দেখিল কালুবীরে   পেলিয়া হাথের পাশা প্রবেশিল ঘরে।
সেন রাজা বলে কালু সম্বন্ধে শ্বাশুর   মহাস্যবদনে কলি লজ্জিত প্রচুর।
কলিঙ্গা কম্বল বীরে দিল পেলাইয়া   না বসিল বীর কালু আছে দাণ্ডাইয়া।
কি সুখে বসিব মাতা পাতিয়া কম্বল   গড়ের বাহিরে গো বিপক্ষ পরদল।
কল কল কালিনীকূলেতে করে সেনা   চঞ্চল ধরণীধর কম্পিত মনুনা।
চঞ্চল পরাণ মোর বুদ্ধি বল মাতা   না জানি কপালে আজি কি করে বিধাতা।
কি খেদে গেলেন রাজা নগর হাকণ্ড   শূন্য পুরী দেখি দেশে আইল পাষণ্ড।
শুনিয়া কলিঙ্গা কান্দে শিরে হানি হাথ   আচম্বিতে জেমন পড়িল বর্জাঘাত[1]।
কম্প কম্প কলেবর মুখ হইল কালি   হেটমুখে রহে জেন চিত্রের পুত্তলি।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চক্ষে পড়ে পানি   সুমেরু বাহিয়া জেন ধায় মন্দাকিনী।
ঐমনি ধাইল ধারা সুরধনী প্রায়   প্রবোধ করিল বীর কালুসিংহ রায়।
কেন মাতা হেন কথা তুমি কর মনে   কি করিতে পারে বেটা মানুষ্যা দুর্জনে।
জতক্ষণ পরাণ থাকিব মর ঘটে   কোন বেটা আসিবেক গড়ের নিকটে।
জানিয়া না জান মোর বিক্রম সকল   শত লক্ষ মাতঙ্গবরের ধরি বল।
মোর শরে পর্বতশিখর খস্যা পড়ে   স্বর্গের[2] দেবতা ইন্দ্র জেন বজ্র ছাড়ে।
ঐমনি কালুর শর ব্যর্থ[3] নাঞি জায়   কি ছার মনস্থ ত্রাসে দেবতা পালায়।
কহ যুক্তি জননী করিব কোন কর্ম   কলিঙ্গা বলেন বীর জে তোমার ধর্ম।
সরম ভরম বীর তোমারে ত লাগে   অবলা হইয়া আমি কি কহিব আগে।
তুমি রাজা তুমি পাত্র তুমি ত কটাল   তুমি ঘুচাইলে ঘুচে সকল জঞ্জাল।
অর্জুনের সখা হরি কমললোচন   তুমি মোর সখা বীর ডোমের নন্দন।
তোমার বিক্রম জদি না জানে রাজন   তবে কেন তোমারে সপিল জাতি ধন।
সকল তেজিয়া প্রভু হইলা তপস্বী   বুঝিয়া করহ কর্ম কহিল রূপসী।
বীর বলে বিধুমুখী চিন্তা কিছু নাঞি   বুঝিব পাত্রের সঙ্গে জে করে গোসাঞি।
শুনি রানী কলিঙ্গা হরিষ বড় মন   বীরেরে দিলেন কৌড়ি পঞ্চাশ কাহন।
ইনাম পাইয়া বীর হরষিত বড়ি   বিদায় হইয়া গেল শুড়িদিগের বাড়ি।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর সার   ভাবিয়া দেখিনু প্রভু সকলি অসার॥

চলিল ডোমের বেটা দিয়া মালসাড়া   রাজার মহল তেজি পাইল শুড়িপাড়া।
কালুর রাইআত শুড়ি দিশাধর ঘর   লেজরা সাবেতে শুড়ি গ্রামের ঈশ্বর।

১ বর্জাঘাত   ২ স্বর্গের   ৩ ব্যর্থ

তাহার দুয়ারে বৈসে বীর গুণরাশি   উকি দিয়া চায় ঘন ডাকে মাসী মাসী।
বীরের শবদ শুনি শুড়ি রহে ঘর   শুড়িনী ধাইয়া আইল শুড়িনীগোচর।
মাসী মাসী বলি কালু বৈসে তার কাছে   সত্য করি কহ মাসী মেসো কোথা গেছে।
শুড়িনী বলেন বাপু তুমি নাঞি জান   কহি আগে বিবরণ মন দিয়া শুন।
শুন বাপু বীর কালু বাক্য শুন মোর   দিনা দশ হৈল ঘরে মেসো নাঞি তোর।
রমতি নগরে গেছে কুটম্বের বাড়ি   ঘরের জতেক কর্ম সব হইল ডেড়ি।
বাড়িতে বাড়িল মধু ফিরে জত লোক   ভাবিতে গুণিতে বাপু পাই বড় শোক।
দুয়ারে বসিয়া বেচি আশী কাহন কৌড়ি   সে কৌড়ি ফিরিয়া মোর জায় অন্য বাড়ি
বীর কালু বলে মাসী ছাড় ভুরিভারি   সপ্ত ষড়া[১] মধু মোরে দেহ ত্বরা[২] করি।
এতদিন মধু দেহ তারে নাঞি গণি   আজি মধু দিলে মাসী জশের কাঁহিনী।
সামুন্তা বেড়িল আসি দক্ষিণ ময়না   মধুপানে মত্ত হয়্যা রণে দিব হানা।
এত জদি বীর কালু কহিলেন তুণ্ডে   আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শুড়িনীর মুণ্ডে।
শুড়িনী বলেন বাপু শুনহ বচন   তোর দোষ নাঞি তোর জেতের লক্ষণ।
দশ দিন কেনা বেচা নাহি মোর ঘরে   কোন লাজে সপ্ত ঘড়া[১] মধু মাগ মরে।
আসল হইলে কেহ না বলে এমন   বিপরীত কথা কহে জে জন ঢেমন।
ঢেমনের মত কথা[৩] দেখিনু তোমার   শুনিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার।
এতেক শুনিয়া তবে কালুসিংহ রায়   ঘূর্ণিতলোচনে শুড়িনীর পানে চায়।
কি চাহ ডোমের বেটা পাকললোচনে   লেহ তোর ঘর বাড়ি জাব অন্য স্থানে।
রাজার অধিক বীর তোমার অধিকার   সহিতে না পারি আর তোমার জঞ্জাল।
না পারি রহিতে আর শুন ডোমের পো   আজি হইতে ছাড়িল ময়নার মায়া মো।
দিনা দশ রাখ কালু তোর অধিকারে   রাজা দেশে আইলে জাইব অন্যান্তরে।
এ কথা অন্যথা নয় শুন বীরবর   বিরক্ত হইল শুড়ি বিশাশয় ঘর।
কত মধু তোমারে জোগাব রাত্রি দিনে   তোমা সম মাতাল নাহিক ত্রিভুবনে।
আর এক কর্ম তোর বড় বিচক্ষণ   খাইলে না দেহ কৌড়ি জায় বিসরণ।
পূর্বে মধু খাইলে বসন বান্ধা এড়ি   মাস ছয় গেল তার না পাইলাম কৌড়ি।
খেয়্যা গেলে বিসরণ সদাই তোমার   কহ বীর কেন কর হেন অবিচার।
তোমা হইতে তব পুত্র দুটী মাতোআল   নিরবধি আসি মরে করএ জঞ্জাল।
জত খায় তত চায় তত্তপি না পায়   আগুন জালিয়া[৪] ঘর পোড়াইতে চায়।
তরাসে জোগাই মধু প্রাণ কাঁপে ডরে   ডোম হইল ঠাকুর বসত গেল দূরে।
হাসিয়া কহেন বীর বলিলে বিস্তর   কার ধন লৈয়া মাসী পূর্ণ[৫] কৈলে ঘর।

১ ঘোড়া   ২ ত্বরা   ৩ কোথা   ৪ জ্বালিয়া   ৫ পূর্ণ

ছুরাক্ষর কথা[1] মাসী না কহিয় আর   মাতালজনের কৌড়ি সকলি তোমার।
দূর কর ক্রোধ মাসী দূর কর ক্রোধ   পূর্ব্বের জতেক কৌড়ি আজি দিব শোধ।
কালি দিব নিশ্চয় কহিনু তোর কিরো   না পাইলে রাখ সোনার জরি চিন্যা।
আজিকার কৌড়ি গুণি পাইবে নগদ   তোমার বাপের পুর্ণ্যে দেহ ভাল মদ।
ভাল মদ মাসী জদি না দেহ আমারে   পূর্ব্বের জতেক কৌড়ি জাবে গুণাগারে।
এত বলি দিল কৌড়ি পঞ্চাশ কাহন   কৌড়ি পেয়্যা শুড়িনী হরিষ বড় মন।
পঞ্চাশ কাহন কৌড়ি গণনা করিয়া   বিচিত্র দলিছ্যা বীরে দিল বিছাইয়া।
হাসে বীর কালুসিংহ ভুলিছে দেখিয়া   বসিল কৌতুকে শুড়িনীর মুখ চেয়্যা।
শুড়িনী বিচার করি প্রাণনাথ সনে   সপ্ত ঘড়া[2] মধু দিল বীর সন্নিধানে।
সুরা দেখি বীর সুখী কালিকারে দিল   এমন সমএ তথা বার ডোম আইল।
শঙ্খচিতি কালচিতি জগাই মাধাই   ঘোরনন্দ তারাচন্দ্র তারা দুটী ভাই।
রণসিংহ রণজয় বাগরাএর বেটা   চিয়াড়ে পাথর বিন্ধে শরে বিন্ধে ফটা।
সিংহরায় আইল কেবল সিংহবীর   শাখাসুরা দুটী ভাই আর হরিহর।
দেখিয়া মধুর ঘটা হরিষ অন্তর   বসিল বীরের আগে করিয়া জোহার।
জোহার করিয়া বৈসে করি পরিপাটী   শুড়িনী জোগায় মধু আর দশ ভাটী।
দেখিয়া হরিষমনে ডোম তের জন   অংপর মধুপানে সবে দিল মন।
মধু খায় ডোম সব শুনি চড়চড়ি   মধু খেয়্যা শূন্য কৈল সপ্ত ঘড়া[2] জাড়ি।
সেই সব কলসের কি কব বাখান   এক এক কলসে ধরে দুই দুই সলি ধান।
মধু পান করি সুখী ডোম বার জন   শুড়িনীরে মাগে কিছু নকুল কারণ।
সেইকালে শুড়িনী রামা ঈষৎ[3] হাসিয়া   [নকুলের] আওজন জোগাইল লয়া।
নকুল করিয়া সভে মুখে দিল জল   মাতিল বিষম মদ অঙ্গ টলটল।
টলমল করিয়া চলিল বার ডোম   মূর্ত্তি দেখি লাগে ত্রাস জেন কাল জম।
টলমল করি কেহ মন্দির গিয়া পায়   অর্ধ[4]-পথে পড়ি কেহ গড়াগড়ি জায়।
বীর কালু ঢলিয়া পড়িল সেইখানে   চেতন পাইয়া তবে চাহে চারি পানে।
চাহিতে শুড়িনী-মুখ দেখিবারে পায়   লখ্যা বলি কা[লুবীর] ধরিবারে চায়।
সময় বুঝিয়া রামা হইল অদর্শন[5]   চেতন পাইয়া চলে বীরের নন্দন।
ক্ষেণে বসে ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে গায় গীত   ক্ষেণে ক্ষেণে ভূমে পড়ে হইয়া মুর্চ্ছিত।
দূরে পড়ে ঢাল খাণ্ডা মাথার পাগড়ি   হাথের ধনুক শর জায় গড়াগড়ি।

---

১ কোথা   ২ ঘোড়া   ৩ ইসত   ৪ অধ্য   ৫ অত্রদন

এইরূপে করে বীর নগরভ্রমণ মামুন্ডা পাত্র লয়্যা কিছু শুন বিবরণ।
ধর্মের বিষয় মায়া বুঝা নাঞি জায় ধর্মের মঙ্গল কবি ধর্মদাসে গায়॥

অঙ্গদ কি কর কি কর [রে] বাছাধন দেখ দেখি বসিয়া কি করে দশানন॥

মামুদিয়া বলে শুন ভাট গঙ্গাধর বীর কালু ভুলাইতে চলহ সত্বর[১]।
ঝিলমিল পামরি লহ দিব্য খাসাজোড়া মাথার পাগড়ি দিব হংসরাজ ঘোড়া।
তাড় বাজুবন্ধ লহ সুবর্ণের বালা সুবর্ণ কুণ্ডল লহ সুবর্ণের মালা।
লক্ষ ঢাল তরয়াল কাচার মোহর দেখিলে ভুলিবে বীর কালুসিংহবর।
লহ ঝারি জাব [রূপাল রূসঘটা] সোনার বসিতে লেহ সুবর্ণের খট্টা।
লহ লেপ নেহালি ছুলিচা বি[ছান মলমল] জরকসি জগতমোহন।
আর কিছু কহিবে বীরের বিগ্যমানে অবশ্য [ভাণ্ডার পুরি] দিব তোরে দানে।
বেদমন্ত্রে দ্বিজগণ করিব জজ্ঞ হোম দুষ্ট নাম ঘুচাব [সে বীর কালু]ডোম।
ইলাম করিয়া দিব জাজই নগর আনন্দে করিবে ভোগ নাই লব কর।
[রাজার] জামাই হবে মাঙের ঠাকুর দিবসে দিবসে মান বাড়িব প্রচুর।
পরের রাষ্যের তরে জদি কর [মন] সবংশে মরিবে তবে জমের নন্দন।
রাখিতে নারিবে রাষ্য বীর কালুরায় পাবক [পড়ি]এ নর রক্ষা নাঞি পায়।
চন্দ্রের নিকটে তারাগণ নাঞি সাজে না রহে [চ]ন্দ্রের মান তপনের তেজে।
সিন্ধু মধ্যে পড়িল অচিন নদী নালা জাহাজ সমুখে শোভা[২] নাঞি করে ভেলা।
সতীজন[৩] আগেতে পাতকীর নাঞি তেজ কাল পূর্ণ হইলে কি করে রাজা ব্যাজ
তুরঙ্গে মাতঙ্গে কভু না হয় সমান পর্বত বান্ধিতে নারে মক্ষিকার প্রাণ।
আমি পাত্র রাজার নৃপতি আমার বশ মোর স[ঙ্গে যুঝি]য়া করিবে কোন জশ।
চাকরে চাকর হয়্যা বাড়িবে হেত্যার [পড়িলে আমার] ঠাঞি পাইবে নিস্তার।
এই কথা কহিহ বীরের বরাবর অবশ্য ভুলিব কালু [বীরের কো]ঙর।
তবে জদি নাই আইসে শুন ভাটবালা তের ডোম কাটিয়া গাঁথিব মুণ্ডমালা।
দুই ভাই ময়না পশ্চাত জেবা হউ হাসন হুসনে দিব চারি ভাগিনা-বউ।
শুনিয়া পাত্রের কথা হাসে গঙ্গা[ধর] সাজ করি ত্বরিত দোলায় করে ভর।
দোলায় চাপিয়া চলে ভাটের নন্দন অঙ্গদ চলিল [জেন] বুঝাইতে রাবণ।
দশ জন কাহার দোলাতে দিল কান্দ ঝলমল করে জেন পূর্ণিমার চন্দ্র।

১ সত্বর ২ শোভা ৩ সতি-

দীপ্ত করি অবনী চলিল গঙ্গাধর   জেন রাজা পুরান্দর দোলার উপর।
তৈলক্ষবিভই জেন রসে টলে গা   আশেপাশে পড়ে শ্বেতচামরের[১] বা।
ঠাকুরের দ্বিগুণ চাকর তেজ ধরে   ভূরভার বাহিরে সম্বল[২] নাহি ঘরে।
সহজে ভাটের জাতি তাহাতে উকিল   কথার সাগরখানি উত্তম সুশীল।
বীরের কারণে দির্ব[৩] নিল শত ভার   অংপর কালিনী গঙ্গায় হৈল পার।
দেখি পুরী ময়না হরিষ মতিমান   গড়ের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন।
হেনকালে বীর কালু সুরাপান করে   ঢুলঢুল গড়ের চৌদিগে বুলে ফিরে।
ভট্টেরে দেখিয়া মহাবীর কৈল নতি   কোন কায্যে আগমন কহে নিশাপতি।
আশীর্বাদ করি বীরে কহে গঙ্গাধর   মন দিয়া শুন বীর কালুসিংহবর।
না জান কারণ তুমি পড়িআছ ভোলে   পাত্র আসি কৈল থানা কালিনীর কূলে।
তোমারে লইতে বড় পাত্র অভিলাষ   বিধি বিষ্ণু শঙ্কর পূরিল তোর আশ।
লহ নানা দির্ব[৩] বীর পাত্রের ইলাম   চড়িয়া ঘোড়ার পিষ্টে চল গুণধাম।
পাত্রের প্রিতিজ্ঞা কন্যা দান দিব তোরে   জৌতুক দিবেন রাষ্য জাজন নগরে।
বেদমন্ত্রে ব্রাহ্মণ করিব জজ্ঞ হোম   দুষ্ট নাম ঘুচাব চুপড়ি-বেচা ডোম।
পাত্রের জামতা হবে মান্যের ঠাকুর   দিবসে দিবসে মান বাড়িব প্রচুর।
পরকার্য কারণ জদ্যপি কর রণ   রাখিতে নারিবে রাষ্য হারাবে পরাণ।
দেখ শত সহস্র বাইশ লক্ষ সেনা   কি করিতে পার তুমি ডোম তের জনা।
তুমি বীর মহাশয় সমর[৪]-পণ্ডিত   বুঝিয়া করহ কাষ্য আপনার হিত।
জে জন সকল গুণে সুধীর ভুবনে   সময় বুঝিয়া কর্ম করে সেই জনে।
তবে তার নিস্তার কহিল বিদ্যমান   মন দিয়া কহি শুন বাল্মীকপুরাণ।
না শুনিল দশানন অঙ্গদের কথা   রামরাজা কাটিল তাহার দশ মাথা।
কৃষ্ণের কথা না শুনিল রাজা দুর্যোধন   পাণ্ডবের রণে তার সবংশে মরণ।
সে সব যুদ্ধের কথা বড় চমৎকার   জে যুদ্ধেতে হর্তা কর্তা[৫] প্রভু গদাধর।
তোমারে কহিনু আমি হিতের কারণ   বুঝিয়া করহ কাষ্য ডোমের নন্দন।
শুনিয়া ভট্টের কথা বীর হেটমাথা   অঙ্গুলেতে লিখে খিতি মুখে নাঞি কথা।
জেমন শরদ চাঁদে রাহু কৈল গ্রাস   মলিনবদন বীর সঘনে নিশ্বাস।
গঙ্গাধর বলে কেন হেটমাথা ভাই   মুখ তুলি কহ কথা পাত্র-আগে জাই।
জাবে কি না জাবে বীর কহ সত্য[৬] করি   পরের চাকর আমি রহিতে না পারি।

---

১ সেত-   ২ সবুল   ৩ দির্ব্ব   ৪ সমর   ৫ কর্তা   ৬ সত্ত

বীর কালু বলে ভাই শুন গঙ্গাধর   কহিলে বিষম কথা কি দিব উত্তর।
শুন ভাই গঙ্গাধর কহি আগে মর্ম   সেনেরে ছাড়িয়া জাব একি মোর ধর্ম।
অন্তের আছুক দায় সঁপিল যুবতী   ছাড়িলে দয়াল সেনে নরকে বসতি।
জীবনে মরণে আমি সেনে না ছড়িব   গুণের সাগর সেন কোথা গেলে পাব।
দোষের নাহিক লেশ বড় গুণগ্রাম   জানকী জীবনধন জেন রঘুরাম।
আমি হীন ডোমজাতি বিদিত সংসারে   আমারে ছুইলে লোক স্নান সন্ধ্যা করে।
লাউসেন করিল মো[ে]র অঙ্গের ভূষণ   কেমনে ছাড়িয়া জাব হেন মহাজন।
জন্মিলে মরণ হয় মরিলে জনম   মরণে জে করে ভয় সেই জন অধম।
খেএছি সেনের মুন এবার শুধিব   পাত্রের সংহতি রণ অবশ্য করিব।
চল ভাই গঙ্গাধর পাত্রে বল গিয়া   না আইল বীর কালু মরিব যুঝিয়া।
গঙ্গাধর বলে বীর হইলি পাগল   হেন বুঝি আজি তুমি মজাইলে সকল।
পুনুপুনু কহি হিত না শুন শ্রবণে   মাছি হয়্যা কর বাদ পর্বতের সনে।
তোমা হেন রাউত কতেক রাজদলে   কত জন জিনিবে তুমি গঙ্গাধর বলে।
রামরাজা সদৃশ[১] মাহুর সাজখানি   সেনাদাপে টলমল করয়ে ধরণী।
বীর কালু বলে ভাই শুন মন দিয়া   লখ্যার সহিত আগে যুক্তি করি গিয়া।
ভাল ভাল বলিয়া গঙ্গাধর দিল সায়   অনাগুমঙ্গল কবি ধর্মদাসে গায়॥

লখ্যার সহিত বীর করিতে যুকতি   ভাটেরে রাখিয়া ঘরে চলে শীঘ্রগতি।
কথ দূর গিয়া বীর করেন রোদন   আছাড় খাইয়া পড়ে হরিয়া চেতন।
শব্দ শুনি লখিয়া আইল তার পাশে   দুই কর যুড়ি লখ্যা বীরেরে জিজ্ঞাসে।
লখ্যা বলে প্রাণনাথ কহ বিবরণ   কি লাগি ভূমেতে পড়ি করহ রোদন।
কি তাপ হইল মনে কহ প্রাণনাথ   নিবেদন করে লখ্যা জোড় করি হাথ।
বীর বলে কি আর বলিব লখ্যা তোরে   বিষম সংকটে বিধি ঠেকাইলে মোরে[২]।
মামুদ্যা পাঠাইলেন ভাট গঙ্গাধর   আমারে লইতে চাহে গোউড় সহর।
নানা দির্ব ভার দশ দিল পাঠাইয়া   রাজযোগ্য[৩] দির্ব সব শুন মন দিয়া।
চড়িতে অপূর্ব ঘোড়া দিবে কন্যাদান   সদাই সভার মাঝে বাড়িবে সম্মান।
পরকার্য্য লেগ্যা কেন তেজিব পরাণ   পাত্র-আগে চল জাই প্রাণ বড় ধন।
যুদ্ধ করি রাখিতে নারিব ময়নাপুর   দলবল দেখি বুক করে দুরদুর।

১ সত্রস   ২ মরে   ৩ রাজ্য

তবে জদি নাঞি জাবে পাত্রবিভমানে   পালাইয়া জাব চল সিংহদেবের বনে[১] ।
ধুজনি চুপড়ি বুনি বেচে অন্ন[২] খাব   পরকাষ্য লাগি কেন পরাণ হারাব ।
প্রাণ জায় জন্তশি তাহারে আমি পারি   দিবা নিশি কোমর[৩] বান্ধিতে আর নারি ।
কোমর[৩] বান্ধিয়া গো কোমরে[৩] হইল বাত   ত্রেষ্ণায় না মিলে জল খুধায় নাহি ভাত ।
না জানি কি আর বিধি করে পরিণামে   চল লখ্যা পালাই ডাকহ তের তোমে ।
লখ্যা বলে মর পাপী কি বোল বলিলে   বজ্রসম শেলঘাত মোর বুকে মাইলে ।
আমি কিছু তোমার বুঝিতে নারি মন   সিংহ হয়্যা শৃগাল[৪] হইলে কি কারণ ।
এতদিনে জানিল তোমারে বাম বিধি   কি দোষে ছাড়িয়া জাবে সেন গুণনিধি ।
নীচ জাতি অল্পবুদ্ধি কভু নহে ভাল   হীনজনে লাউসেন সকল সঁপে গেল ।
ভুলিল লাউসেন ভৃঞা হইয়া পণ্ডিত   নীচজনে রাষ্যভার হইল বিপরীত ।
পরপোষে পাগল আপনি হৈল নাশ   দেখিয়া শুনিয়া মোরে লাগিল তরাস ।
শুনি বীর অজ্ঞান পূর্ব্বের কথা বলি   আমি জানি তোমার জতেক ঠাকুরালি ।
রমতি নগরের সুখ বিসরণ গেছে   স্মরণ করিয়া দিব মোর[৫] মনে আছে ।
তালগাছে উঠিয়া কাটিতে তালপাত   উদর পূরিয়া কভু নাঞি পেতে ভাত ।
পাসরিলে কালাকচু শামুকের ঝোল   বনফল বনের শাক আর কুন ওল[৬] ।
পাসরিলে মেটে খোরা হীরা মদন কৌড়ি   পাসরিলে পূর্ব্বের মিরাস ঘর বাড়ি ।
পাসরিলে খুদ কুড়া পুরাণা কলাই   অন্ন[২] বিনে মরিল তোমার বাপ ভাই ।
শুভক্ষণে সেন সঙ্গে আইলে ময়না   ঘুচিল সকল দুঃখ কাণে হইল সোনা ।
ডোম হয়্যা পরিলে সোনার কণ্ঠামাল   গলাএ গরুড়মুনি হাথে তাড়বাল ।
জাহার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ   হেন জনে ছেড়ে জাবে দেখিয়া বিপদ ।
তবে জে পুরুষ নাম ধর কি কারণ   পাতকী পাষণ্ড প্রাণ ত্যজ[৭] নাঞি কেন ।
কি চাসি পাকল করি শুন মাতালিয়া   কাতর হইলে প্রাণে জাও পলাইয়া ।
আমি না ছাড়িব সেনে জতক্ষণ জীব[৮]   শাখাসুরা পুত্র লয়্যা ময়না রাখিব ।
বীর বলে মর ছার পাগল ডুমনী   অবলা হইয়া কহ বিপরীত বাণী ।
দেখিয়া মাছুর দল কাঁপে মোর হিয়া   ময়না রাখিতে চাহ শাখাসুরা লয়্যা ।
ছি ছি না বাস লাজ কহে কালকেতি   চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জনির পঁদে বাতি ।
তবে জদি লখিয়া ধরিস এত বল   এক শরে বিন্ধহ পাষাণ জগদল ।

---

১ বোনে   ২ অন্ন   ৩ কমর   ৪ শ্রগাল   ৫ মর   ৬ ঝোল   ৭ তেজ
৮ জিব

জগদল পাথর জদি বিন্ধ এক শরে   তবে ত বুঝিব আমি কহে মহাবীরে।
লখ্যা বলে প্রাণনাথ কত বড় কথা   এক শরে[1] জগদল আমি বিন্ধিব সর্বথা।
দণ্ড চারি বিলম্ব করহ প্রাণেশ্বর   সাজন করিয়া আসি মন্দির ভিতর।
ভাল ভাল বলি বীর কালু দিল সায়   সাজন করিতে লখ্যা নিজ ঘরে জায়।
প্রবেশিতে মন্দিরে দুয়ারে লাগে পিট   কাণঝাপা বাঁশেতে পড়িয়া গেল দিট।
লাফ দিয়া বাঁশ লখ্যা আনিল পাড়িয়া   নেতের বসনে ঝুল পেলিল ঝাড়িয়া।
গন্ধ তৈলে বাঁশ-অঙ্গ করিল মর্দ্দন   দুদিগে চামর বান্ধে করিয়া জতন।
ঠাঞি ঠাঞি রজত কাঞ্চন শোভা[2] করে   জেন ঘন বিজুলি জৈছেন মেঘ পরে।
তবে লখ্যা তুরিত করিয়া নিজ সাজ   মন্দির তেজিয়া গেল আঙ্গিনার মাঝ।
ভূমে হুল রাখিয়া বাঁশেতে দিল পা   বুক জায় বলিয়া ধরণী কাড়ে রা।
মরি মরি লখ্যা গো পরাণে নাঞি জী   হুল তুল প্রাণ রাখ শুন ডোমের ঝি।
পৃথিবীর কথা শুনি লখ্যা কোপে জলে[3]   গঞ্জনা করিয়া কিছু পৃথিবীরে বলে।
মর মর নির্লজ্জি লাজের মাথা খা   তোর কথা শুনে মোর মুখে নাহি রা।
কলাবতী নারী তুমি কত কলা জান   কহি কিছু বিবরণ মন দিয়া শুন।
কহে কবি ধর্মদাস অনাদ্যের বরে   হরি হরি বল সভে পাপ জাকু দূরে॥

হায় রে কি জানি কি কৈল কালিয়া ভ্রমরা   কালিকূট জিনি রূপ রাধার মনচোরা॥

পৃথিবীরে গঞ্জি কোপে লখিয়া ডুমনী   কহিতে লাগিল কিছু পুরাণকাহিনী।
লখ্যা বলে শুন গো পৃথিবী পাপমতি   তুমি বল বিক্রম সভার বল স্থিতি।
জন্মিয়া জঞ্জাল জীব করএ তোমারে   কখন কাতর ক্রোধ নহ গো কাহারে।
শুন্যাছি পণ্ডিতমুখে পুরাণের কথা   শুনিতে বাসনা মনে করেন বিধাতা।
জখন হইল রণ শ্রীরাম রাবণে   তাহার গাণ্ডীব-হুল সহিলে কেমনে।
বালি বলি অর্জুন নরক মহাবীর   তোমার উপরে কত হইল মহাধীর।
পবননন্দন নাম বীর হনুমান   কেমনে সহিলে তার বীরদর্পখান।
সুভদ্রা জঠরে জন্ম পিতা ধনঞ্জয়   বিক্রমে বিশাল অভিমন্যু মহাশয়।
লক্ষ লক্ষ প্রণাম তাহার দুই পায়   হেলায় হানিলে শর আশী ক্রোশ[4] জায়
সে জন হইল বধ কৃষ্ণের মায়ায়   তুমি তা[?]র ধরণী ধরিলে বাম পায়।

---

১ ঘরে   ২ রতা   ৩ জলে   ৪ আশি ক্রস

জন্ম কর্ম কর্তা তুমি সভাকার স্থিতি   তবে কেন কহ মোরে কপট ভারথি।
ধরণী আপারা তুই করিস গুমান   এক শরে বিন্ধিয়া করিব খান খান।
এত বলি লখিয়া কুপিত হয়্যা মনে   রাখিল ধনুক-হুল বাঁম নখের কোণে।
দক্ষিণ পায়ের ভর বাঁশ বুকে দিয়া   ভাবিয়া ভবানী ভুরা দিলেক তুলিয়া।
ভরা দিয়া লখিয়া টংকার ঘন মারে   চমৎকার সিকাই সরদার কাঁপে ডরে।
কাঁপে ইন্দ্র বরুণ পবন দিকপাল   বাসকি ভুজঙ্গ কাঁপে সপ্তম পাতাল।
কাঁপে মহীমণ্ডল জতেক নরগণ   হাকগুেতে প্রমাদ গুণিল তপধন।
রাজপাটে কম্পিত নৃপতি গৌড়েশ্বর   বাইশ লক্ষ দলে কাঁপে মামুন্তা পাত্রর।
ত্রিভুবন কম্পবান না জায় কথন   ভাবে লখ্যা পুরুষ প্রধান পুরাতন।
মার্জনা করিয়া গুণ দিয়া নাজা রস   বাছিয়া বাছিয়া শর নিল গটা দশ।
সে সব শরের[১] কিবা কহিব বাখান   বিচিত্র বন্ধান শর অতি খরসান।
হাথে শর ধনুক লখিয়া পেলে পা   চলিল বীরের আগে দোলাইয়া গা।
গা খানি দোলায়্যা জায় ঘন বাহু নাড়া   দশ হাথ ঘুড়িয়া পড়িল নেত ধোড়া।
উত্তরিল লখিয়া বীরের বিগুমানে   লখ্যারে দেখিয়া বীর হাসে মনে মনে।
হাসি হাসি লখ্যায় বলে দেখি তোর বল   বিন্ধ শরে[১] সাক্ষাতে পাথর জগদল।
লখ্যা বলে কি বল দেখিতে চাহ তুমি   শুন বীর পূর্বের বিক্রম বলি আমি।
শিশু সনে[২] খেলিতাম জখন শিশু সনে   জাহারে মারিতাম চড় না জীত[৩] পরাণে।
জখন বয়েস ছিল দ্বাদশ বৎসর   শুন্ডভরে ফিরাইতাম মত্ত করিবর।
ত্রিয়োদশ বৎসরে বল বাড়িল বিস্তর   উড়াপাক মাইলে জাই লঙ্কার দুয়ার।
চোদ্দ বৎসরে বড় বল হইল বাড়া   বাঁটুলে করিতাম গুড়া পর্বতের চূড়া।
পোনর বয়েসে লখ্যা বড়ই সেয়ানা   থুড়িলাফে পার হইতাম আশী হাথ খানা।
পোনর হইল পার ষোল[৪] প্রবেশিল   শাখা নামে বড় পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
দশ মাস দশ দিনে প্রসবিহু বেটা   টুটিল বিক্রম বল লোকে দেই খোটা।
আহা মরি মরি লো প্রাণের হীরা সই[৫]   সে জদি থাকিত সত্য জত কথা কই।
বৃদ্ধ হইলাম আমি তের ছেলের মা   হয় জে রাউতের বেটা সহে শেলের[৬] ঘা।
কি দেখিতে চাহ প্রভু বাহুকের বল   পাড় দেখি তুরিত্ত পাথর জগদল।
পারি কি না পারি হে বিন্ধিতে এক বাণে   দেখ প্রভু প্রাণনাথ আপন নয়নে।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর পার   তোমা বিনে ভুবনে ভরসা নাঞি আর॥

---

১ শরের   ২ সোনে   ৩ জিত   ৪ ষোল   ৫ সোই   ৬ শেলের

ভাব ধর্মপদ তাই ভাব কর সার   ভাবিলে ভকতি পতি প্রভু সভাকার।
জন্মিয়া মনস্ত দেহ না ভজিলে জতি   তবে আর কোন জন্মে নাহিক মুকতি।
হেলায় মজাইলে জন্ম পড়ি মায়াজালে   কি করিবে জেদিন ধরিবে জম চুলে।
নহে প্রাণ কেহ কার মিছা কাজে মর   সাবধানে পথের সম্বল কিছু কর॥

লখ্যার বচনে বীর ঈষৎ[১] হাসিয়া   পাঁচীর উপরে উঠে এক লাফ দিয়া।
পাঁচীরে উঠিয়া পাথর দেই নাড়া   নড়ে চড়ে নাঞি জেন পর্বতের চূড়া।
প্রাণপণে বীর কালু করে টানাটানি   নাড়িতে নাহিক পারে দারুণ পাষাণখানি।
দেখিয়া বিস্মিত বীর কালু মহাশয়   মনে করে কি জানি হইল হিমালয়।
ধন্য রাজা লাউসেন ময়নামণ্ডলে   বাম করে লুফিল পাষাণ জগদলে।
এমন পাষাণ আমি নারিনু নাড়িতে   কেমনে করিব রণ মাহুর সাক্ষাতে।
এত মনে ভাবনা করিয়া মহাবীর   লাফ দিয়া ভূমেতে পড়িল রণধীর।
হেটমাথে দাণ্ডাইল লখিয়ার পাশে   বীরমুখ চেয়্যা রামা মন্দ মন্দ হাসে।
হাসিতে হাসিতে সব বাঁশ ভূমে থুয়্যা   পাঁচীরে চাপিল লখ্যা এক লাফ দিয়্যা।
বাঁম করে পাষাণখান পেলিল ঠেলিয়া   পড়িল পাষাণখান গড়াগড়ি দিয়া।
আগে পড়ে জগদল লখিয়া পশ্চাত   হুরহুর শব্দ হইল জেন বজ্রাঘাত।
শুনিয়া চমক লোক উকড়িয়া পড়ে   ফণিপতি সহিত ময়নাপুর নড়ে।
তবে লখ্যা রামা করে পাষাণ ধরিয়া   বার দশ লুফিয়া রাখিল বসাইয়া।
তবে হাথে তুলিয়া লইল ধনুক বাণ   শ্রীরাম ভাবিয়া গুণে পূরিল সন্ধান।
দাক্ষা শিক্ষা গুরু[র] জে চরণ বন্দিয়া   প্রাণনাথে করে স্তুতি ধরণী লোটায়্যা।
অগ্রে ধরি বাঁমপদ দিষ্টি জগদলে   টানিয়া ধনুক শর আকর্ণের মূলে।
মার মার বলিয়া ছাড়িয়া দিল শর   পাষাণ বিন্ধিয়া শর গেল দূরন্তর।
তালি খেয়্যা পড়ে গিয়া কালিনীর নীরে   কম্পবান বরুণ বাসকি কাঁপে ডরে।
দেখিয়া হরিষ লখ্যা স্মঙরে গোবিন্দ   জেন চোর টক্কর কাটিয়া গেল সিন্দু।
ঐমনি হইল পথ পাষাণের গায়   ধন্য ধন্য বলে বীর কালুসিংহ রায়।
ধন্য ধন্য বলিয়া লখ্যারে কোল দিয়া   ময়নার চারি গড় দিল সমর্পিয়া।
লখ্যারে সঁপিয়া গড় কালুসিংহবর   তুরিত করহ লখ্যা শয়নের স্থল।
জতক্ষণ কালনিদ্রা থাকিব আমার   ভাল মন্দ লখিয়া সকল তোর ভার।

---

১ ঈষত

তের ডোম ডাকিয়া দুয়ারে দেহ থানা   গড়ে জেন প্রবেশিতে নারে একজনা।
লোহার কপাট দেহ গড়ের দুয়ারে   কি করিতে পারে যাহ থাকিয়া বাহিরে।
লোহার শাবল পুরি পেল্যা দেহ কাঁটা   চারি দ্বারে পেলাহ লোহার চারি ঘণ্টা।
এত বলি ঢলিয়া পড়িল বলধর   রাবণ-অনুজ জেন কুম্ভকর্ণ বীর।
লটপট ধূলায় ধূসর বীরবর   লখ্যা বলে কোথা গেল ভাট গঙ্গাধর।
মারিব টাকর দশ তাহার মাথায়   এত বলি লখিয়া ভাটের পানে ধায়।
চতুর ভাটের বালা ছিল অদর্শনে[1]   লখিয়া কালুর কথা শুন্যাছিল কাণে।
সেইকালে গঙ্গাধর চারি পানে চাই   দোলা ছাড়ি তরাসে দিলেক এক ধাই।
দেখিয়া ডুমনী কোপে বলে ধর ধর   পড়িতে পড়িতে ধায় ভাট গঙ্গাধর।
ঝাঁপ দিয়া কালিনী গঙ্গাতে হইল পার   ভাগ্যেতে পাইল প্রাণ দুইটি নফর।
প্রাণদান পাইল কাহার দশ জন   ভারীগুলা কাটা গেল দিবের কারণ।
ভারীরে কাটিয়া লখ্যা লুট কৈল ভার   ভাটেরে পাড়িয়া গালি ফিরে পুনর্বার।
মহাবীরে সঙ্গে করি করিল গমন   আপন মন্দিরে গিয়া দিল দরশন।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর পার   তোমা বিনে ভুবনে ভরসা নাঞি আর॥

দুয়ারে বসিয়া ঢুলে বীর কালুরায়   জেন মত্ত মাতঙ্গ মাতাল পানে চায়।
মধুপানে মত্ত অঙ্গ করে টলটল   অতর্পর করে লখ্যা শয়নের স্থল।
দিব্ব ঘর মনোহর পাষাণের দেয়াল   স্ফটীকের খুটী যারে হিঙ্গুলের চাল।
হেটে বস্ত্র-ছাওনি উপরে গন্ধ-বেনা   নানা চিত্র[2] পরিপাটী জ্বলে জেন সোনা।
চতুর্দিগে দ্বাদশ দুয়ার বিলক্ষণ   নিরবধি গতাআত করেন পবন।
নিকটে জলের ঢেউ উড়ে চিল কাক   বিকশিত পদ্ম কত ভ্রমরার টাক।
রাজার অধিক ঘর করিআছে বীর   আড়ে দীর্ঘে দশ বিঘা বেড়িয়া পাচীর।
নির্মাইল[3] কামিলা লক্কেক টাকা খেয়্যা   নিত্ত জায় অরুণ ঘরের মুখ চেয়্যা।
চালে শোভে সনার সকল নেত্র রায়   বার কোশ হইতে লোক দেখিবারে পায়।
এমন রসের ঘরে ফিরাইয়া খাটা   বার দশ ঝাড়িয়া পেলিল লোহ খট্টা।
তাহার উপরে নেপ নেহালি বালিসে   বিচিত্র সোনার ঝাপা বান্ধে চারিপাশে।
স্থানে স্থানে খাটাইল চামর চামরী   রসের প্রদীপ[4] সব জ্বলে[4] সারি সারি
কর্পূর তাম্বুল লঙ্গ বাটাতে রাখিয়া   রাখিল খট্টার নিচে বীরের লাগিয়া।

---

১ অগ্রসনে   ২ চিহ্ন   ৩ নির্মাইল   ৪ খিলিপ

আর কিছু রাখিল ভক্তের আগুজন চারি শিয়রের কথা ভাবে মনে মন।
পূর্ব্ব শিয়রে নিদ্রা জেই জন[১] করে দ্রপমই আসন করেন তার শিরে।
উত্তর শিয়রে নিদ্রা জায় জেই জন[১] তার শিরে জমদূত বৈসে অনক্ষণ।
পশ্চিম শিয়রে নিদ্রা জায় জেই নর তার শিরে আসন করেন গদাধর।
দক্ষিণ শিয়রে নিদ্রা জায় জেই প্রাণী তার শিরে জগন্নাথ থাকেন আপনি।
চারি শিয়রের কথা মনেতে ভাবিয়া দক্ষিণ শিয়রে বীরে রাখে শুওাইএ।
অচেতনে নিদ্রা জায় কালু মহাবীর রাবণ-অনুজ জেন কুম্ভকর্ণ বীর।
নাকের নিশ্বাস জেন ঘন বহে ঝড় উলট পালটে খাট ডাকে কড়কড়।
সুগন্ধি চন্দন লখ্যা দিল বীরের গায় দ্বিগুণ[২] পড়িল ঘুমে কালুসিংহরায়।
লখ্যা বলে নিদ্রা জাও আসল মাতাল শিয়রে জাগুক তোমার খড়্গ ঢাল।
এত বলি লখিয়া আইল বাহির হয়্যা সেইক্ষণে তের জনে আনে ডাক দিয়্যা।
লখিয়ার ডাকেতে আইল তের জন সভারে বলেন লখ্যা মধুর বচন।
সাবধানে থাক বাছা শুন সর্বজনা মামুস্তা বেড়িল আসি দক্ষিণ ময়না।
নিদ্রা জান মহাবীর মত্ত মধুপানে দেখিয়া আমার বড় ত্রাস লাগে মনে।
তোমরা গড়ের দ্বারে থাক সাবধানে গড়ে জেন প্রবেশিতে নারে কোন জনে।
পুনঃপুনঃ লখ্যা রামা এই কথা কয় এবার রাখিলে ময়না বড় জশ রয়।
গড় প্রবেশিতে চায় রাজার সিফাই পুনঃপুনঃ দিয় তোরা রাজার দোহাই।
না মানে দোহাই জদি বল করে তারা মারিবি টানিয়া শর বাঁশে দিয়া ভরা।
উচ নিচ সেইকালে না করিবি ভয় এবার রাখিলে ময়না বড় জশ রয়।
বারেক রাখিতে জদি পারহ ময়না হাথে দিব তাড়বালা কাণে দিব সোনা।
মাথায় বাঁদিয়া দিব সোনা জরি চিরা গলায় গরুড়মণি মরকত হীরা।
দ্বিগুণ[২] মাহিনা দিব মহারাজার বাড়ি মদ খেতে দিব নিত্ত কাহনেক কৌড়ি।
শুনিয়া হরিষমনে বীর তের জনা সাবধানে গড়ের দুয়ারে কৈল থানা।
লখিয়া ভ্রমনী তবে ফিরে চারি গড় ঘন আইসে ঘন জায় জেন বহে ঝড়।
হুসার হুসার বলি কহে ঘনে ঘন গঙ্গাধরে মহাপাত্র করে জিজ্ঞাসন।
পাত্র বলে মহারাজা কহ ত কুশল কি বলিল মহাবীর কালুসিংহ বল।
গঙ্গাধর বলে পাত্র কি কর জিজ্ঞাসা আরে কার নাহি দেখি জীবনের আশা[৩]।
না তুলিল বীর কালু যুদ্ধ কৈল সার লখ্যার বিক্রম দেখি লাগে চমৎকার।

---

১ জোন ২ দ্বিগুন ৩ আসা

ধন্য সে তোমের মেয়্যা ধরে এত বল   এক শরে বিন্ধিল পাথর জগদল।
শুন্যাছ শ্রবণে তার ধনুক টংকার   সর্গ মর্ত পাতালে লাগিল চমৎকার।
ভাগ্যেতে পেয়্যাছি প্রাণ শুন মহাশয়   কদাচিত ময়না করিতে পার জয়।
ভট্টের বচন শুনি পাত্র মামুদিয়া   ইন্দ্রা চোরে তুরিত আনিল ডাক দিয়া।
পাত্র বলে শুন পুত্র ইন্দ্রা মনোহর   ঘোর নিদ্রা দেহ রাখ্য ময়না ভিতর।
পড়িব ময়নার লোক নিদ্রায় ভোর হয়্যা   ঘরে ঘরে বীরগণে হানিব ধরিয়া।
পাত্রবাণী শুনি ইন্দ্রা উঠাইল পান   রামের সাক্ষাতে জেন বীর হনুমান।
ধর্মদাস কবি গান মান্দারণে ঘর   পাষণ্ডজনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥১২॥

মোরে দয়া কর গো ভবানী ॥

পাত্রের গোচরে ইন্দ্রা বিদায় হইয়া   নানা দির্ব নিল দেবীপূজার লাগিয়া।
আতব তণ্ডুল চালু চিনি চাঁপা কলা   পায়েস পিষ্টক জবা কুসমের মালা।
সিন্দুর কর্জল নিল ধূপ ধুনা চুয়া   সুরঙ্গ[১] নারেঙ্গ দির্ব নারিকেল গুয়া।
কর্পূর তাম্বুল নিল কেসরি পানিফল   সহস্র শ্রীফলপত্র বিংশতি ছাগল।
ঘৃত দধি পঞ্চামৃত পঞ্চ বর্ণের ভাজা   মেষ মহিষ বরাহ [আর] হংসরাজা।
সুগন্ধি সৌরভ পুষ্প মল্লিকা মালতী   দিব্ব চাঁপা স্থলপদ্ম[২] অপরূপ যুতি।
ঘটা খণ্ড দির্ব নাড়ু শর্করা নবাত   পুষ্পের প্রধান পুষ্প তুলসীর পাত।
এই সব দির্ব লয়্যা ইন্দ্রার গমন   কালিন্দী গঙ্গার তীরে দিল দরশন।
মুক্ত কৈল স্থানখানি দিয়া ছড়াঝাটী   স্নান[৩] কৈল গঙ্গাজলে করি পরিপাটী।
লোহিত বসন শিরে সিন্দুরের ফটা   আশেপাশে হেলিয়া পড়িল দিব্বজটা।
পঞ্চমুখ ফটীক হৃদের[৪] মাঝে ঢুলে   তড়িতে জড়িত জেন বিজুলি বিজলে।
ঐমনি কর্যাছে শোভা ইন্দ্রার শরীর[৫]   আসন করিয়া তবে বৈসে চোরা[৬] বীর।
দেবীঘট আরম্ভিয়া পূজায় দিল মন   শ্রীধর্মে স্মরণ করি কৈল আচমন।
অঙ্গন্যাস করন্যাস বিধান করণ   ভূতশুদ্ধি করি ইন্দ্রা হরষিতমন।
জোড়কর করিয়া ঐকান্ত ভাব করে   ইহাগচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ডাকেন কালীরে।
মংম পূজা গ্রহণ করহ মাতা মায়া   তেজি গিরি কৈলাস আমারে কর দয়া।
রাম সেবি তোমারে রাবণে কৈল নাশ   গোকুলে গোপালে রাখি কংসের বিনাশ।

১ সুরঙ্গ   ২ -পর্দা   ৩ স্নান   ৪ হৃদের   ৫ শরির   ৬ চরা

ইন্দ্ররাজ অমর তোমার পূজা করি   অনন্তরূপিনী অন্ত না পাইল হরি ।
পাণ্ডব পাইল রাষ্য তোমার সেবনে   তোমারে সেবিয়া ভদ্র পাইল অর্জুনে ।
তোমা সেবি অনিরুদ্রে পাইলেন উষা   তোমার আশিষে পূর্ণ জশোদার আশা ।
রাধিকা পাইল কৃষ্ণ জতেক গোপিনী   একমনে পূজি তোমার চরণ দুখানি ।
দৈবকী সুন্দরী পূজা করি তব পা   তে কারণে হইল কৃষ্ণের [আপন] মা ।
আমি ছার অধম পরের আজ্ঞাকারী   মোর আশা পূর্ণ কর পর্বতকুমারী ।
এত বলি পূজা করি ধ্যানে দিল মতি   মূর্তিমান[1] সেইখানে হইল পার্বতী
চাহিয়া ইন্দ্রার মুখ অট্ট অট্ট হাসি   বর মাগি লহ কহেন শিখরনিবাসী ।
তোমার পূজাতে বাছা বড় তুষ্ট আমি   জেই ইশ্চা মনে বর মাগি লহ তুমি ।
ঈশ্বরীর কথা শুনি ইন্দ্রা মনোহর   প্রণাম করিয়া বলে যুড়ি দুই কর ।
শুন মাতা গিরিসুতা মোর নিবেদন   বিষম আরতি দিল পাত্র দুষ্টজন ।
নিদ্রা দিতে বলে রাষ্য ময়না নগরে   তে কারণে নারায়ণী ভাবিনু তোমারে ।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর   নিদ্রারূপিনী তুমি ভুবনের সার
আপনা আনিতে ক্ষেমা না করিবে মনে   উঠিতে না পারে জেন ডোম তের জনে ।
ভবানী বলেন বাছা শুন মন দিয়া   লইবে ইন্দুরমাটী নিশ্বাস ধরিয়া ।
মন্ত্র পড়ি ছড়াইবে গড়ের ঈশানে[2]   লাগিব অঘোর নিদ্রা সভার নয়ানে ।
এত বলি মন্ত্র দিয়া হৈল অন্তধ্যান   ধীরে ধীরে ইন্দ্রা চোর করিল পয়ান ।
দেবীর প্রসাদ পাইল পূর্ণিত করিয়া   চলিল রাজার চোর ঢুলিয়া ঢুলিয়া ।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে প্রসাদের বলে   গড়ের ঈশান[2] কোণে গেল কুতুহলে ।
ঈশান[2] কোণেতে পূর্ণ ইন্দুরের ঘর   দেখিয়া হইল ইন্দ্রা হরিষঅন্তর ।
নমস্কার করে ইন্দ্রা হয়্যা একদিঠি   নিশ্বাস ধরিয়া লৈল ইন্দুরের মাটী ।
মাটী করে লইয়া বন্দিল ভোজভূপে   কালিকাচরণ ভাবি মহামন্ত্র জপে ।
শুন রে ইন্দুরমাটী সিন্দালিয়া চোর   লাগ মাটী নিদাটী [লাগ] অঘোর ঘোর ।
বৃক্ষে লাগ পক্ষে লাগ আর পশু নরে   লাগ লাগ অঘোর ঘোর নগরচাতরে ।
তুরঙ্গে মাতঙ্গে লাগ নাছের কুকুরে   উদয়নাগনীচর[3] লাগ ময়না নগরে ।
বনজন্তু বনে লাগ জলজন্তু জলে   উনপঞ্চাশ পবনে লাগ পক্ষ বিরুডালে ।
রাউতি সকলে লাগ দাসদাসীগণে   বিশেষে কালুরে লাগ ডোম তের জনে ।
লাগ লাগ ঘোর নিদ্রা লাগ সভাকারে   ভোজের দোহাই লাগ কালিকার বরে ।

১ মূর্তি-   ২ ইসানে   ৩ উদয়-

এত বলি ইন্দ্রা চোর ছড়াইল মাটী   কালিকার বরে ময়নায় লাগিল নিদাটী।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম জারে সখা   দ্বিজরূপে মহাপ্রভু জারে দিলে দেখা ॥২॥

॥ পয়ার ॥

আজি রঘুপতি জলনিধিতীরে   কহে হনুমানে মার রাজা লঙ্কেশরে[১]।

মন দিয়া শুন ভাই ধর্ম-ইতিহাস   দু-মন হইলে হয় ধন পুত্র নাশ।
ইন্দ্রা চোর নিদাটী দিল সর্ব জীবে লাগে   জে জন শুতিয়া আছে বস্যা জেবা জাগে।
নিদ্রা[২] ভোর মহাবীর কালুসিংহবর   শাখাসুয়া নিদ্রা গেল তেজি ধনুক শর।
এক ঠাঞি ঢাল খাণ্ডা এক ঠাঞি পাগড়ি   আর জত বীর সব জায় গড়াগড়ি।
রাজরানী মহলে আছিল পাশাখেলে   ঐমনি পড়িল ঢলি পাশা করি কোলে।
চিত্রসেন দুগ্ধশিশু দুগ্ধ করি মুখে   দুগ্ধ ছাড়ি নিদ্রা গেল জননীর বুকে।
দাস দাসী নিদ্রা ঘোর অবনীতে পড়ি   তুরঙ্গ মাতঙ্গ ঢুলে পায় করি দড়ি।
ছাগ মেষ মহিষ আর জত বৎস ধেনু   পড়িল অঘোর ঘুমে নাঞি নাড়ে তনু।
পুষনিয়া[৩] পক্ষ ঢুলে পঞ্জর ভিতর   নিদ্রায় পড়িল প্রজা নব লক্ষ দল।
বনজন্তু বনে নিদ্রা জলজন্তু জলে   সুস্থির পবন বহে পক্ষ ঢুলে ডালে।
নিদ্রায় কাতর সব ময়নার দেশে   লখ্যারে না লাগে নিদ্রা ধর্মের আশিসে।
দেখিয়া হরিষ ইন্দ্যা করিল গমন   পাত্রের সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন।
শুনিয়া হরিষ হইল মামুদ্যা নাবড়   সেইক্ষণে বেড়ে গিয়া ময়নার গড়।
পিপীলা সমান চারিদ্বারে লাগে ঠাট   অঙ্গে অঙ্গে ঠেলাঠেলি লাগিল কপাট।
গড়খান ভাঙ্গিয়া করিল সব গুড়া   বেউড় বাঁশ কাটিয়া উপাড়ে তার গড়া।
ঠক ঠক শবদ হইল দুরন্তর   শুনিতে পাইল লখ্যা গড়ের ভিতর।
চিন্তিত হইয়া মনে করিল গমন   গড়ের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন।
গবাক্ষে নয়ান দিয়া অনিমিখে চায়   পিপীলিকা সম ফৌজ দেখিবারে পায়।
দুরদুর শব্দ ঘন ঘোড়ার হেস্কারি   শুনি চমকিত হইল ময়না নগরী।
সারেস সদৃশ[৪] শুনি কুঞ্জরের ডাক   চলিল লখিয়া রামা শুনিয়া বিপাক।
শ্রীধর্মের মায়া কভু বুঝ[নে না] জায়   ধর্মের মঙ্গল কবি ধর্মদাসে গায়।

---

১ লঙ্কেশ্বরে   ২ নিদ্রা   ৩ পুষনিয়া   ৪ সদৃশ

চতুর্দ্দিগে দেখিয়া মাহুর দলে কান্দিতে কান্দিতে ত্বরিত চলে।
জথা আছে বীর শয়ন করি কান্দেন লখ্যা রামা চরণে ধরি।
উঠ উঠ প্রভু তুল হে গাত্র বেড়িল ময়না মামুত্তা পাত্র।
কত নিদ্রা জাও হেমখাটে অন্ধকার পুরী মামুত্তার ঠাটে।
কান্দি কহে বীরের কাছে না জানি বিধাতা কি করে পাছে।
এত কহে লখ্যা বীরের কাণে নিদ্রাঘোরে বীর কিছুই না জানে।
নারীর পরশে দ্বিগুণ নিদ্রা কোপেতে লখ্যা তেজিল মাত্রা[১]।
বজ্র চাপড় হানিঞা বীরে সাক্ষাতে রহিল যুড়িয়া করে।
নিদ্রাভঙ্গ বীর উঠিয়া চায় সাক্ষাতে লখ্যারে দেখিতে পায়।
কাঁপে বীর রক্ত-আঁখি দুটি বাঁম করে ধরে লখ্যার ঝুটি।
কহে বীরবর হইয়া রাগী কুকর্ম করিলে কিসের লাগি।
খড়্গেতে কাটিব তোমার মাথা তবে সে ঘুচিবে আমার ব্যেথা।
চেড়ি হইয়া জে এ বুদ্ধি তোর চাপড়ে ভাঙ্গিলি পাঁজর মোর।
লখ্যা বলে কত নিদ্রা জাহ হেমখাটে ময়না বেড়িল মাহুর ঠাটে।
বীর কহে শুন লো ডোমের ঝি বেড়িল ময়না তোমার কি।
ভাল মন্দ আমি সব জানি তুঞি কেন মরিস ডুমনী।
লখ্যা বলে খাইনু মাটী প্রাণ জায় ছাড়[২] ঝুটী।
অনেক দোষের দুষী আমি দোষ ক্ষেমা কর তুমি।
শুনি বীরের দয়া হইল লখ্যার কুন্তল ছাড়িয়া দিল।
হায় বল্যে উঠে ডোমের বালি দূরে গিয়া পাড়ে গালি।
মর মাতালিয়া ডোমের বেটা প্রথম সমরে জাইবে কাটা।
শৃগাল[৩] কুক্কুরে খাবেক মাংসে এখন না জান জানিবে শেষে।
শুনি বীর ওষ্ঠ চাপে মরিবে পাপিনী তোমার সাঁপে।
আমি মৈলে ঘুচে তোর ভেড়ি সুখে জাহ বাপবাড়ি।
শূন্য করি দুই হাথ কাটনা কাটিয়ে খাবে ভাত।
লখ্যা বলে সেহ মোর সুখ আর না দেখিব তোর মুখ।
আসল মাতালিয়া তুঞি কত লাথি খাব মুঞি।
বিপক্ষে না [বলিব দু]র পড়াব জত শুড়ির ঘর।

১ মাত্রা ২ ছাড় ৩ শৃগাল

এত বলি লখ্যা জায়   শাখার মন্দির ভুরিত পায়।
পুত্র বলি তা[কে] মনে মনে   একাবলি ধর্ম্মদাসে ভনে ॥

তা[র ধর্ম]পদ তাই তার ধর্ম্মপদ   [তত্ত্বজ্ঞা]ন সঙরণে খণ্ডে সকল আপদ।
পাপকথা কহিলে পাথর হয় মুখে   ধর্ম্মকথা কহিলে গোলোক[১] জাবে সুখে।
সতী দেখ্যা অসতী সদাই মরে ফেট্যা   ধর্ম্মনিন্দা করি কত নর হইল কুটে।
ঘন ঘন ডাকে লখ্যা বাছা বাছা বলি   বাছুরি হারায়্যা জেন গাভীর বিকলি।
ওরে বাছা প্রাণধন শাখা গুণমণি   উত্তর না দেহ কেন ডাকে অভাগিনী।
বিভোল হয়্যাছ বাছা কত কাল ঘুমে   হেন বুঝি বিপাক পড়িল পরিণামে।
গা তুল গা তুল বাছা বলে ঘনেঘন   শুনিয়া না শুনে বীর নিদ্রায় অচেতন।
সরুয়া মরুয়া নামে শাখার রমণী   শাখার কাণের কাছে কহে ডাকে ঠাকুরানী।
শুনি চমকিত শাখা পাইল চেতন   কর্ণ পাতি শুনে বীর মায়ের রোদন।
আস্তেবেস্তে চলিল শাখা অঙ্গ তুলি   জননীগোচরে বীর গেল ঢুলি ঢুলি।
ঢুলিতে ঢুলিতে গেল জননীর কাছে   তথাপি কালের নিদ্রা তার চক্ষে আছে।
প্রণাম করিয়া শাখা করে নিবেদন   কহ মাতা কি কারণে করহ রোদন
কে বলিল দুরাক্ষর কেবা দিল গালি   কিসের কারণে মাতা হয়্যাছ ব্যাকুলি।
কহ মোরে মরমে হয়্যাছে কিবা তাপ   লখ্যা বলে বাছারে মেরেছে তোর বাপ।
শাখা বলে কেন বাপা মারিল তোমারে   কহ সত্য জননী আমার বরাবরে।
লখ্যা বলে শুন বাছা জানিয়া না জান   কহি আগে বীর কর্ণ মন দেন্ত্যা শুন।
মধুপানে মত্ত বীর নিদ্রা জায় খাটে   অন্ধকার ময়না মাহর যোড়া ঠাটে।
চেতন করিতে মোরে পাড়িয়া কিলায়   উঠিতে বসিতে নারি বেদনা হইল গায়।
ভাগ্যে সে রহিল প্রাণ মণ্ডপের ঠাঞি   কি করিব কোথা জাব বুদ্ধি মোর নাঞি।
তুমি বাছা গুণমণি পরাণপুতলি   বারেক দুখের মোর দূর কর কজ্জলি।
হাসিয়া বলিল শাখা চিন্তা কর কেনে   আনন্দে মন্দিরে থাক আমি জাব রণে।
অন্তের আছুক দায় মোরে নাঞি আঁটে   কাটিয়া করিব গুঁড়া মামুতার ঠাটে।
মামুতারে কাটিয়া পূজিব নারায়ণী   এ কথা[৩] অন্যথা [ন]রে শুন গো জননী।
শাখার বচন শুনি লখ্যা সুখী হইল   লক্ষ লক্ষ পুত্রের বদনে চুম্ব দিল।
বাপ মার পরাণপুতলী বাছাধন   বারেক রাখহ সেনের মর্য্যাকুবন।

১ বেগ্নে   ২ গোলক   ৩ কোথা

লাউসেনের গুণে প্রাণ হইআছে বন্দী তে কারণে এত করি শুন বাছা সান্দি।
শাখা বলে জাও ঘরে কহিনু তোমারে কালিকাচরণ বন্দি জাইব সমরে।
তবে লখ্যা চলিল হরিষ হয়্যা মন শাখাসুয়া বীর পূজে কালিকাচরণ।
বিধিমতে দেবীর করিল বীর পূজা না দিল শাখারে বর দেবী দশভুজা।
চিন্তিত বীরের বালা বিষাদ অন্তরে পূজা সাঙ্গ করি সাজে যুঝিতে সমরে।
নানা অভরণ পরে অঙ্গের উপর রূপের সাগর জেন নৃপতিকুমার।
তাম্বু বর্ণ অঙ্গ দুই লোহিত লোচন ভ্রমরা আকার দন্ত যুদ্ধে বিচক্ষণ।
কপালে চন্দন চাঁদ কি কহিব ছবি দেখিয়া কামিনী কান্দ[১] সলজ্জিত রবি।
ঐমনি সুয়ার বেশ ডোম তের জন বিবিধ বন্ধানে সাজে অপূর্ব কথন।
দেখিয়া হরিষ শাখাসুয়া দুই ভাই সাজে বীর শঙ্খচিতি[২] জগাই[৩] মাধাই।
কালচিতি রণজয় রণসিংহ বীর শুনিয়া রণের কথা কেহ নহে স্থির।
দড়বড় করিয়া বান্ধে কসিয়া কোমর সদা মাদা সাজে আর বীর হরিহর।
ঘোরনন্দ তারাচন্দ্র করিল সাজন মূর্ত্তি দেখি লাগে ত্রাস কেবল শমন।
দক্ষিণে শরের মুচি বাম করে ধনু কালা মেঘ সমান সভার দেখি তনু।
কালিয়া ধবল পাগ মাথার উপর দপদপ করে মুখ চাঁদের সোসর।
অঙ্গে নানা অভরণ গলে হেমকাটী রাজসুত সমান জমের পরিপাটি
পঞ্চম হেত্যার বান্ধে কসিয়া কোমর কহে কবি ধর্মদাস ভিষজকুমার॥

॥ ত্রপদী ছন্দ ॥

সাজত শাখা বীরদম্ভে
দামামা ভোরঙ্গ কাড়া বাজে সঙ্গ
ধরণীধর কম্পে।
ঐমনি রূপুদলে কম্পিত সকলে
শুনিয়া বাদ্যের ধ্বনি
ত্রিপুরাচরণে ভাবনা করে মনে
শাখা ভ[৪] [করে সাজ]নি।
বান্ধে শিরে পাগড়ি করিয়া দড়বড়ি
ডাহিনে রাখিয়া ভোয়া

১ কান্দ ২ শঙ্খ- ৩ জোগাই ৪ জেষ্ঠ শাখা

বেষ্টিত কক্ষ [সযতনে] করি অতি সুশোভনে[১]
মুণ্ডে গজমুক্ত ঝারা।
তথি পর বীর শাখাই সুন্দর
পরিল ফুলমালা।
মধুকর মধুকরী গুঞ্জরে ফিরি ফিরি
মধুলোভে হইয়া ভোলা।
পরে বীর চেলনা ভুবনমোহনা
নেত বাঁশ বান্ধিল মাথা।
ছুরি ছোর কাঠার বান্ধিল সুরধার
অঙ্গে বীরবর তেজা।
পিষ্ঠেতে পেলি ঢাল জাইছে মেঘমাল
নব চাঁদ সারি সারি সাজে
ঘাঘর উড়ামাল সোভিত বিড়াজাল
ঝমঝম ঝুমঝুম বাজে।
নব বিধু পরে ঝলমল তিমিরে
চঞ্চল পবনে মন্দে
ঝামারি গনগনে জেছন[২] গমনে
ঐ[মনি] ঝিমির নন্দে।
সাজে শাখা বীর বড় রণবীর
রণবাঁশ আনিল পাড়ি
হাথে করি বাঁশ মনেতে উল্লাস
নেত বাঁশে ঝুল ঝাড়ি।
বীরবাঁশ অঙ্গে তৈল লৈয়া রঙ্গে
গুণ দিয়া তিন বার শোকে[৩]
শুনিয়া কপুদল ভয়ে বড পাতাল
কম্পিত হইল ত্রাসে।
চামর গঙ্গাজল করে কলস[জল]
উপরে হংসের পাখা
বাছিয়া বাছিয়া নিল ভিজ শর শাখা।

---

১ সুশোভনে ২ জেছন ৩ শোসে

সাজ করি রঙ্গে তের ডোম সঙ্গে
শাখাই চলিল রঙ্গে
ধর্ম্মপদতলে ধর্ম্মদাস বলে
পার কর কিঙ্করজনে ॥

সাজন করিয়া শাখা তের ডোম লয়্যা গড়ের দুয়ারে শীঘ্র উত্তরিল গিয়া।
বজ্র চাপড়ে ভাঙ্গে দুয়ারের কপাট পিপীলা সমান দেখে মামুত্তার ঠাট।
চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত সকল দলবল পেলিলে সরিষামুটা নাঞি জায় তল।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈয়া শাখা বীরে কয় এবার ময়না ভাই কদাচিত রয়।
দ্বাদশ বৎসর জদি যুঝি নির[ন্ত]র তথাপি রাখিতে নারি ময়না নগর।
অকারণে আইলে ভাই করিয়া সাজন ঘরে ফিরে জাই চল প্রাণ বড় ধন।
শাখা বীর বলে ভাল বুদ্ধি বল ভাই এমন অপূর্ব জ্ঞান পাইলে কার ঠাঞি।
সাজন করিয়া আসি সমর[১] ভিতরে বিনি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পালাইব ঘরে।
ছি ছি প্রাণ অকারণে তবে কেন ধরি অকারণে করি লাউসেনের চাকরি।
জাও জে জাইবে ঘরে আমি নাঞি জাব জে করে ভবানী মাতা বারেক যুঝিব।
ভবানী ভাবনা বিনে মনে নাঞি আন মন দিয়া শুন ভাই ভারথ পুরাণ।
লক্ষ্য[২] বিন্ধি অর্জুন দ্রুপদী পাইল দান এক লক্ষ রাজার হইল অপমান।
অপমান পেয়্যা যুক্তি[৩] করে রাজাগণে দলবল লয়্যা সভে বেড়িল অর্জুনে।
অর্জুনে বেড়িল সভে সমুদ্রের প্রায় দেখিয়া দ্রুপদ রাজা করে হায় হায়।
হায় হায় করে রাজা শিরে মারে কর দ্রোপদী সুন্দরী ত্রাসে কাঁপে থরেথর।
থরথর কাঁপে কন্যা মলিন বদন অর্জুনে বলিল প্রভু কি হবে [এখ]ন।
তুমি একা লক্ষ রাজা বেড়িল সকল কি করিতে পার তুমি কত ধর বল।
অর্জুন বলেন [শুন] দ্রুপদী সুন্দরী বেড়িল সকল রাজা ভয় নাঞি করি।
বধিব সকল রাজা জত সেনা আছে নির্ভয় হইয়া থাক তুমি মোর কাছে।
দ্রোপদী কহেন কহ অপূর্ব কাহিনী কেমনে জিনিবে তুমি লক্ষ নৃপমণি।
অর্জুন বলেন মনে না করিহ শঙ্কা একেশ্বর হনুমান দহিলেক লঙ্কা।
এত বলি অর্জুন দ্রুপদী আশ্বাসিয়া প্রবেশিল রণমধ্যে গোবিন্দ ভাবিয়া।
চতুর্দ্দিগে লক্ষ রাজা মধ্যে ধনঞ্জয় ইন্দ্র আদি দেবতা সকলে করে ভয়।

---

১ সমর   ২ লক্ষ-   ৩ যুক্তি

অর্জুনের জত বল কহিতে না পারি কম্পমান হইল ত্রিবিধ তিন পুরী।
অর্জুন করিল রণ করি মহামার শুন্যাছি সে সব কথা ভারথ পুরাণ।
যুঝিব সমরে ভয় কর অকারণে আজি মরি কালি মরি অবশ্য মরণে।
মরণে জে করে ভয় সেই মূঢ়জন শুনিয়া লজ্জিত হ্যা ডোম ভেয় জন।
কালিকা সেবিয়া শাখা প্রবেশিল রণে ধাইল শাখাই বীর ধরিতে জোগণে।
রণে প্রবেশিয়া শাখা বলে কাট কাট ত্রাসেতে ভুবিয়া মৈল লোক শয় আট।
চিন্তিত ভূপতি তুঙ্গা সিকাই সদার মার মার করে ধায় হাজারে হাজার।
খড়্গ হাথে ঢাল মাথে আগে ধায় ঢালি তার পিছে তবকি তবকে পূরে গুলি।
তার পিছে পিছে ধায় ধানকি স[কল] হাঁড়িয়া চামর সব করে ঝলমল।
পাইকে পাইকে গালাগালি বাজিল নিশান ঘোড়ার পিঠেতে সওার দেখি কানেকান।
মুদগর বান্ধিয়া শুণ্ডে চালাইল হাথি মূল পায়া দন্তগুলা জলধ-আক্রিতি।
[ঝা]পিয়াত শাখা বীর যুঝে রণমাঝে বাণ সনে সেনাগণে সিংহ জেন[1] গাজে।
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে [খরসান বাণ] ঠনঠন শবদে ঠকের টুটে প্রাণ।
কেহ বলে রাম রাম কেহ বলে হরি উখড়িয়া পড়ে কেহ ব[াহে তরবারি]।
ধূলায় ধূসর কেহ করে ছটপটী তেজিল পরাণ কেহ কামড়ায় মাটী।
বড় বড় [ঘো]ড়া পড়ে আ[ছাড়িয়া] পা কুঞ্জর সকল পড়ে সারসের ঘা।
ক্ষেণে ধরে ধনুক ক্ষেণেকে ধরে খাঁড়া [রা]উত মাউ[ত প]ড়ে কেট্যা করে গুড়া।
শোণিতে[2] বহিল নদী ভাসে হাথি ঘোড়া কাকে [লাকে] ভাসিয়া ফিরয় কত মড়া।
হস্তীর[3] আমারি ভাসে তুরঙ্গের জিন পুখুরগাবালে জেন ভেস্যা বুলে মীন।
ঐমনি ভাসিয়া বুলে অশ্বার মুণ্ড তুলতা সদৃশ[4] ভাসে কুঞ্জরের শুণ্ড।
রুধিরবিবকি ভাসে চঞ্চল পবনে বীর [ক]ত লোহিত কমল হুতাশনে।
ক্ষেণে ক্ষেণে মুদিত প্রকাশ [হয়] ক্ষেণে বিধির ক[থন অ]ন্ধ খণ্ডে কোন জনে।
ক্ষেণে ক্ষেণে ফিরে জেন কুমারের চাক ভঙ্গ দিল রাজদল দেখিয়া বিপাক।
চারিদিগে পলায় মাহুর জত ঠাটে ছাগলের সমান ধরিয়া শাখা কাটে।
কাট কাট হান হান ডাকে ঘনেঘন ভুজঙ্গসমাজে জেন বিনতানন্দন।
যুঝে শাখা জেমন মাতঙ্গ মাতআল সিংহের গর্জনে জেন পালায় শৃগাল।
ঐমনি রাজার দল পলায় তরাসে অনাত্তামঙ্গল গান কবি ধর্মদাসে।

১ সেন ২ যুদ্ধিতে ৩ হস্তির ৪ ময়স

পলায় রাজার দল গণিয়া প্রমাদ   বানরের ভঙ্গ জেন দেখি মেঘনাদ।
কুরুক্ষেত্র রণ জেন পাণ্ডবের সঙ্গ   ভীমের সমরে জেন কুরুদল ভঙ্গ।
রামের সংগ্রাম জেন লব কুশ সনে[১]   জর্জর[২] হইল সভে ঝোহাকার বাণে।
ঐমনি শাখার যুদ্ধে ভঙ্গ রাজদল   প্রাণেতে কাতর হয়্যা পলায় সকল।
দশ জন পাইক তারা কোন কর্ম কৈল   পেলিয়া ধনুক শর কেশরী খুলিল।
দস্ক করি গেলা শাখা তাহার গোচরে   গরুড় দেখিয়া জেন কালসর্প জরে।
কাকুতি মিনতি করি শাখা বীরে কয়   আমরা চণ্ডাল জাতি শুন মহাশয়।
বিনি অপরাধে বীর নাঞি দিয় ঘা   নরকেতে পড়িব তোমার বাপ মা।
নিদয়া নিষ্টুর বীর না করিল দয়া   চণ্ডাল পেকের মাথা পেলিল কাটিয়া।
আর দশ পাইক বুদ্ধি স্বজন[৩] করিয়া   অস্ত্র ছাড়ি রহে বসি বৃক্ষেতে চাপিয়া।
বৃক্ষেতে উঠিয়া কেহ উকি দিয়া চায়   দূরে থাকি শাখা বীর দেখিবারে পায়।
দম্ফ করি শাখা বীর বৃক্ষ দিল নাড়া   ভূমেতে পড়িল সভে হাড় হইল গুড়া।
আর পাইক দশ জন জলেতে ডুবিল   তাহাকে ধরিয়া বীর শাখাই কাটিল।
নদী নালা পূরিল ঠাটের রুধিরে   বিকশিত লোহিত কমল জেন নীরে।
দেখিয়া হরিষ বীর কালুর নন্দন   কূলেতে উঠিয়া পুনু বধে সেনাগণ।
বকের সমাঝে জেন ফিরে হংসবর   ঐমনি সংগ্রামে ফিরে কালুর কুমার।
সন্তের বিপত্য আর কহিব জে কত   ঠেকিল শাখার হাথে তাঁতি পাইক জত।
পলাইতে পথ নাঞি চাহে চারি পানে   জল বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে উলুবনে।
উলুবনে পড়ি তাঁতি ঘুড়িল সাঁতারে   বুকে মুখে ছড় গিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
দেখিয়া হাসেন বীর শাখা ত প্রচণ্ডা   ভবানী ভাবনা করি উসারিল খাণ্ডা।
কাটিয়া করিল গুড়া সভাকার অঙ্গ   ঐখানে বহিল নদী রুধিরতরঙ্গ।
দেখিয়া হরিষ বীর শাখা ধনুদ্ধর   গোদা পাইক লইয়া পড়িল অংপর।
পরিত্রাই ডাকে গোদা দশনে করি তৃণ   না কাটিহ শাখা বীর দেহ পরিত্রাণ।
অথর্ব জনেরে বীর নাহি দিয় ঘা   নরকগামিনী হবে তোর বাপ মা।
শাখা বলে আরে গোদা কালু জদি আইসে   তথাপি হানিব তোরে কহি তোর পাশে
শুনিয়া ত্রাসিত গোদা কাঁপে থরথর   কাটিল তাহার মাথা কালুর কুমার।
গোদারে হানিয়া শাখা চাহে চারিপানে   ঢাল পিঠে দিয়ে পলায় মগল পাঠানে।
ফির ফির বলিয়া শাখাই ছাড়ে ডাক   কোপিয়া ফিরিল সভে দিয়া উড়াপাক।

১ সোনে   ২ জর্জর   ৩ সাজন

শাখার সহিত সঙ্গে কৈল বড় রণ   অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি শুনি ঝনঝন।
শাখার সমর কেহ সহিতে না পারে   করিয়া বিস্তর রণ পড়িল সমরে।
মগল পাঠান পড়ে লক্ষ দুই সেখ   কোপেতে যুঝিয়া মৈল না ফিরিল এক।
বিশেষে হরিষ বীর কালুর কুমার   বিপাকে ঠেকিয়া গেল পাইল কর্ম্মকার।
ধারগুরু বলি ডাকে সমর ভিতর   ঈষৎ[1] হাসিয়া বীর ছাড়ি দিল তারে।
ধারগুরু বলি জদি ছাড়িল শাখাই   প্রাণ লয়্যা কামার বীর দিল এক ধাই।
ব্রহ্মণে ছাড়িয়া দিল ধর্ম্ম দেখি বীর   আর জত পাইকের কেটা্যা পেলে শির।
কাটিতে ছিড়িতে বীর মুখ নাঞি মুড়ে   যুবক রজক জেন কলাবন[2] খুড়ে।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ সেনা লুটে ভূমে পড়ি   ভাদ্র মাসে তাল জেন জায় গড়াগড়ি।
থানা মারি দুরন্তে করিয়া রাজদলে   শ্রমযুত শাখা বীর বৈসে বৃক্ষতলে।
মামুত্তা মন্ত্রণা করে লয়্যা সেনাগণ   কেমনে বধিব বেটা শাখার জীবন।
প্রাণপণে যুঝে বেটা করি মহাঘটা   একেশ্বর ভঙ্গ দিল কালুডোমের বেটা।
শাখার মস্তক কাটি জে দিবেক মোরে[3]   আমার জে কন্যাদান করিব তাহারে।
এত জদি কহে পাত্র সভা বিদ্যমান   দম্ভ করি চূড়া বীর উঠাইল পান।
দেখিয়া হরিষ মাহু করিল বিদায়   অনাদ্যামঙ্গল কবি ধর্ম্মদাসে গায়॥

পাত্রের গোচরে চূড়া উঠাইল পান   দম্ভ করি আইল বীর শাখা বিদ্যমান।
অহংকারে কহে কথা[4] রুধিরলোচনে   হেটমাথা করি তথা শাখা বীর শুনে।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ কাটি নৃপতির দলে   কোন লাজে বসিয়া রয়্যাছ বৃক্ষতলে।
হীনবল সঙ্গে রণ কর অকারণ   সমানে সমান রণ ভুযে সর্ব্বজন।
তুমি আমি সমান সংগ্রাম কর এস্তে   কি কর ভাবনা বেটা বৃক্ষতলে বস্যা।
নিচ হয়্যা উচ হইতে বড় সাধ মনে   জেমন রাবণ রাজা লঙ্কার ভুবনে।
ঐমনি তোমার মন বুঝিনু কারণ   তোর দোষ নাঞি তোর জেতের লক্ষণ।
রমতি নগরের সুখ বিসরণ[গেছে]   সে সব জতেক কথা মোর মনে আছে।
কহিতে নাহিক ওর শুন রে ডোমনা   হয়্যাছে মহত্ত বড় প্রবেশি রয়না।
তোর জত বড়াই সকল লোক জানে   মোর-আগে বড়া কহ কি কারণে।
জদি প্রাণে বাঁচিবি দশনে কর খড়   তুরিত ছাড়িয়া দেহ ময়নার গড়।
পাত্রের স্মরণ[5] লহ পড়ি পদতলে   তবে তোর পরিত্রাণ চূড়া বীর বলে।

১ ঈষত   ২ কোদাবোন   ৩ মরে   ৪ কোথা   ৫ স্মরণ

শুনিয়া চূড়ার কথা শাখা বীর কয়   জতেক বলিলে চূড়া মিথ্যা কিছু নয়।
সংসারে জন্মিয়া কার সম নহে দিন   দুখ সুখ দুই ভাই কাহার অধীন।
অহংকার করি সভে আপনা বাসে বড়   তোমার পূর্বের কথা আমি জানি দড়।
সে সব কহিতে গেলে জাতি নাহি রয়   সংগ্রামেতে ভাল মন্দ সব জানা জায়।
ঘোড়ার কাটিয়া ঘাস ফিরে জার ভাই   ঢাল খাণ্ডা বান্ধি সেহ বলায় সিফাই।
কোন লাজে রণমাঝে কহ হেন কথা   বহিয়া পরের বোঝা টেক্যে হইল মাথা।
কি জান রণের খেলা তামুলির বেটা   সবেমাত্র জানিস পানের বোঁট কাটা।
তোর অঙ্গে না দেখি লোহার কভু ঘা   সে [কেন মরি]তে রণে বাড়াইল পা।
খাইলে রাজার ধন করি ভূরভার   পড়িলি শাখার হাথে নাহিক নিস্তার।
[না] জানি কখন তুমি শাখাইর কাণ্ড   ফিরিয়ে না জাবে ঘরে মাণ্ড হবে রাণ্ড।
শুনিয়া কোপিত চূড়া শাখার বচন   ঘৃত দিলে জেমন বাড়য় হুতাশন।
কোপভরে চূড়া বীর খড়্গ করি হাথে   ধাইল শাখার পানে ঢাল করি মাথে।
দেখিয়া দাণ্ডায় শাখা মারি মালসাট   হানিল চূড়ার ঢালে চোট সাত আট।
ঝনঝন শব্দ ঘন ঢাল গেল কাটা   ভঙ্গ দিল চূড়া বীর তামুলির বেটা।
ছি ছি বলিয়া শাখা বীর দেই গালি   পলায় সন্ধার চূড়া নাঞি বান্ধে চুলি।
না চাহে পশ্চাত ফিরে্য না দেই উত্তর   শাখা টানিয়া [তারে] মারিল এক শর।
ভাগ্যে জিল চূড়াই লাগিল বাঁম [হাথে]   লাগিল হাথির দন্ত স্থমেরু পর্বতে।
পর্বত ভেদিয়া জেন বেগে জায় গঙ্গা   ঐমনি চূড়ার অঙ্গ রক্তে হইল রাঙ্গা।
লাফ দিয়া চূড়াই বাহনে করে ভর   ত্রেষ্ণাতে আকুল শাখা [কালুর] কুমার।
জলপান হেতু বীর করিল গমন   মান সরোবর ঘাটে দিল দরশন।
মরণ [নিকটে] সব বল বুদ্ধি টুটে   সময়ের বেশ বীর পেলে রাখে ঘাটে।
তবে জলে নাবিয়া শাখাই মহাবীর   আনন্দিত হয়্যা মনে পান করে নীর।
জলপান করে বীর করি হেট মাথা   সময় বুঝিয়া চূড়া বীর গেল তথা।
শাখার জতেক দির্ব পড়্যাছিল ঘাটে   লুট করি নিল স[ব] বিপক্ষের ঠাটে।
মার মার করি চূড়া তিন ডাক দিল   শাখার মুখের জল খসিয়া পড়িল।
কি [হল্য কি হল্য] বল্যা চারি পানে চায়্যা   কম্প কম্প কলেবর শুখাইল হিয়া।
মলিন বদন বিধু নাই স্বরে রা   [হায় হায়] করিয়া লল্লাটে মারে ঘা।
এই মোর কপালে ছিল বিধাতার লেখা   শৃগালে[১] বধিল [ব্যাঘ্র] কহে বীর শাখা।

---

১ শ্রগালে

এ বড় প্রভুর হাত বড় ঠাকুরাল   কি দিব কাহারে দোষ পূর্ণ[১] মোর কাল।
কাল পূর্ণ[১] হইলে হয় অবশ্য বিপাক   ঘন ঘন চূড়া বীর মারে উড়াহাঁক।
কূলে থাকি চূড়া বীর ঘন ঘন তর্জে   কি কর ভাবনা বেটা সলিলের মাঝে।
ঠেকিলি বিপাকে বেটা নাহি পরিত্রাণ   কোথা গেল ধ[নুক বাণ] ঝটে ধরে আন।
শুনিয়া কোপিত শাখা কোপানলে জলে[২]   ঘৃতের প্রদীপ জেন আগুন মে[শা]লে।
কোপে কাঁপে কলেবর রুধিরলোচন   চূড়ারে ডাকি[য়া বলে] তর্জন [গর্জন]।
কি বো[ল বলিলি] চূড়া কি কাড়িলি রা   দেখ অঙ্গ আপনার আছে মোর ঘা।
ভাগ্যে[তে] পাইলি [প্রাণ] রাখিল গোসাঞি   তে কারণে মোর-আগে তোমার বড়াই।
কি কর [চূড়াই] বেটা [হাথে] অস্ত্র করি   অস্ত্র[৩] পেলা আইস দেখি মল্লযুদ্ধ করি।
শুনিয়া বিস্মিত চূড়া [না দে]ই উত্তর   [মারিল] গুবিয়া[৪] শাখারে এক শর।
শর খেয়্যা শাখা বীর বলে রাম রাম   কাল পূর্ণ কপালে ফুটিল কাল ঘাম।
সরবরের মান ঘাঁটা তুলে নিল কান্ধে   কহে কবি ধর্মদাস পাঁচালীর ছন্দে॥

॥ পয়ার ॥

লক্ষ্মণ পড়িল শেলে লোটায় ধরণী   কি হইল কি হইল বল্যা কান্দে রঘুমণি।
মানি ঝাট ধরিয়া শাখাই দেই পাক   মহাশব্দে ঘুরে জেন কুমারের চাক।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল জত রাজদল   কোপানলে উঠে কূলে শাখা মহাবল।
এক পদ কূলে দিল আর পদ নীরে   হেনকালে চূড়া বীর টাঙ্গি পেল্যা মারে।
টাঙ্গি খেয়্যা ফিরে বীর চাকের ভঁওরি   পড়িল ঘাটের মধ্যে বাপ বাপ করি।
হাথ পা আছাড়ি বীর পড়ে ভূমিতলে   দেখিয়া হরিষ চূড়া জত দলবলে।
রুধির পড়িল ধারে ভাসিল [অবনী]   লটপট ধূলায় ধূসর বীরমণি।
শাখার সঙ্কট দেখি মাহুর জত ঠাটে   দড়া[দড়ি আইল সভে] শাখার নিকটে।
কেহ নিল তাড়বালা মাথার টোপর   কেহ কাড়ি লইল [গলার সুব]র্ণ-হার।
[কেহ লয়] কর্ণের কাড়িয়া দুই সোনা   কেহ নিল মুণ্ড কাটি করি দুই খানা।
পড়িয়া র[হিল বীর প]র্বত সমান   [শাখার] সকল ঠাট মাহুর সদন।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর পার   তোমা বিনে ভুবনে ভরসা না[ঞি] আর॥

ডিঙ্গয় করিল চোট আখালি পাখালি   পাত্রে ভেটিবারে জায় চূড়া মহাবলী।
বাম করে কেশে ধরি মাথা লয়্যা জায়   হেনকালে সুরা বীর দেখিবারে পায়।

---

১ পুরু   ২ জলে   ৩ অস্ত্র   ৪ যুলিয়া

লাফ দিয়া রণমধ্যে পড়ে মহাবীর   দিব্ব[1] দিয়া চূড়ারে সঘনে বলে ফির।
কুপিল চূড়াই বীর ফিরিয়া দাণ্ডায়   পাকল লোচন করি সুরা পানে চায়।
সুরা বলে কি চাহ পাকল করি আঁখি   ঠেকিলি আমার হাথে কার বাপে রাখি।
বিপাকে শৃগাল[2] সিংহে করিলে বিনাশ   পলাইয়া জাবে ঘরে না করিহ আশ।
ভেয়্যার দোসর তোরে করিতে না পারি   সুরা বীর নাম তবে ব্রথায় আমি ধরি।
চূড়া বলে মর রে পাগল ডোমের বেটা   অহংকার করি তোর ভাই গেল কাটা।
ভেয়্যের বিপত্য বেটা ঠেকিল তোমারে   অকারণে দর্প কর আমার গোচরে।
সুরা বীর বলে বেটা মর রে অধমা   আপনা জানিতে মরে না করিহ ক্ষেমা।
শুনিয়া কোপিত দোঁহে দোঁহাকার বাণী   মহাযুদ্ধ রণস্থলে হইল তখনি।
কেহ কারে নহে টুটা সম দুই জন   নানা অস্ত্র[3] বরিষণ করে ঘনে ঘন।
জার হাথে জার মিত্তু [না জ]ায় অন্তথা   হানিল সুরাই বীর চূড়া বীরের মাথা।
গড়াগড়ি জায় মুণ্ড দেখে সর্ব জন   [ধাইল] সুরার পিছে হাসন হুসন।
খেদাড়ি হাসন বীর এড়ে শেলখান   শেলঘায় সুরা বীর তে[জিল পরা]ণ।
শাখা সুরা দুই বীর পড়িল রণমাঝে   ধনুক ধরিয়া তবে তের ডোম যুঝে।
শঙ্খচিতি কালচিতি জগাই[4] মাধাই   ঘোরনন্দ তারাচন্দ্র তারা দুটী ভাই।
রণসিংহ রণজয় বাগরায়ের বেটা   চিয়াড়ে পাষাণ বিন্ধে শরে বিন্ধে ফটা।
চাপড়ে হাথির দন্ত উপাড়িয়া [পা]ড়ে   হেন বীর ভূমিতলে লোটাইয়া পড়ে।
তবে সিংহ রায় পড়ে রণসিংহ[বর]   কালুর জামতা পড়ে নাম হরিহর।
খেদা বাগ পড়িল কালুর জেষ্ট নাতি   প্রধান ঝিএর বেটা জেন মত্ত হাথি।
একে একে বার ডোম রণমধ্যে পড়ে   আনন্দ মাহুর দল সিংহনাদ ছাড়ে।
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গীত গায়   দুয়ারে থাকিয়া লখ্যা দেখিবারে পায়।
শোকেতে আকুল প্রাণ চক্ষে পড়ে পানি   হাথে ঢাল তরআল ধাইল ডুমনী।
ধাইতে ধরণী কাঁপে কাণে দুলে সোনা   তরাসে ফৌজ পলায় মিঞা খানখানা।
পদাতিক পলায় সিফাই সরদ্দার   রাজার দপ্তর মধ্যে নাম লেখা জার।
পদাতিক পাইকের নিকট না জায়   কেবল লখ্যার চোট সিফাএর গায়।
সেই সব সিফাই কেবল ইন্দ্রজিত   দুই খান হয়্যা পড়ে সদ্দার সহিত।
জর্জর রাজার দল লখিআর ঘায়   গঙ্গাতে পড়িয়া কেহ জলে ভেস্তে জায়।
ভূমেতে পড়িয়া কেহ করে ধড়পড়   দেখিয়া ত্রাসিত বড় মামুন্তা নাবড়।

---

১ দিব্য   ২ শৃগাল   ৩ অস্ত্র   ৪ জোগাই

লখিয়া ডুমনী ঘন বলে মার মার খেদাড়িয়া কালিনী গঙ্গার কৈল পার।
পতুমা প্রেবেশ করি মামুত্তার দলে কান্দিতে কান্দিতে লখ্যা ধীরে ধীরে চলে।
শাখাই সুরার মাথা করেতে করিয়া গড়ের দুয়ারে লখ্যা উত্তরিল গিয়া।
দেখিল কুয়াটি ঘোর প্রেবেশিতে গড়ে শাখা সুরা বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
কান্দে লখ্যা ডুমনী মাথায় মারি হাথ উচ্চস্বরে কান্দি কহে কোথা প্রাণনাথ।
শাখা সুরা পুত্র মৈল মামুত্তার রণে আমি অভাগিনী আর জীয়ে অকারণে।
না জায় প্রবোধ মন ঝুরে দুটী আঁখি পুত্রের বিহনে সব অন্ধকার দেখি।
কি করিব রাখ্য ধন কি কাজ জীবনে সব সুখ দূরে গেল শাখা সুরা বিনে।
পুত্রশোক মহাতাপ জন্ত্রণা বিশেষ লখিয়া রোদন করে নাঞ্চি বান্ধে কেশ।
শ্রীরাম হারাএ জেন কান্দয়ে কৌশল্যা তেমতি কান্দয়ে লখ্যা হায় হায় বল্যা।
সমি[ত্রা] রোদন জেন লক্ষণ কারণ অভিমন্যুশোকে জেন সুভদ্রা রোদন।
মথুরা গেলেন জেন রাম জদুমনি ভূমিতলে পড়ি কান্দে জশদা রুহিনী।
লক্ষণের বাণে জেন মৈল মেঘনাদ মন্দোদরী কান্দে জেন ভাবিয়া বিষাদ।
শিশুকালে খেলা করে পবননন্দন গগনে প্রকাশ ভানু রুধিরবরণ।
দেখিয়া কৌতুক হনু পবননন্দন লাফ দিয়া সূর্য্যরে[1] ধরিতে বীর যান[2]।
দেখিয়া কোপিত ইন্দ্র হানে বজ্রঘাত[3] অঞ্জনা রোদন করে পুত্র হইল পাত।
উনশত ভাই রণে পড়ে দুর্যোধন[4] গান্ধারী সুন্দরী কান্দে হরিয়া চেতন।
ঐমনি পুত্রের শোকে লখ্যা রামা কান্দে সরুয়া মরুয়া কান্দে কেশ নাঞ্চি বান্ধে।
মল্লিকা মালতী কান্দে সুরার রমণী বীর কালুর বেটী কান্দে নিদয়া ডুমনী।
কান্দএ ডোমের মেয়্যা শিরে মারি ঘা বিনায়ে বিনায়ে কান্দে তারাচন্দ্রের মা।
সিংহ রাএর নারী কান্দে চিয়াড় বাগের ঝি লখ্যা বলে সভাই কাঁন্দিলে হবে কি।
কাঁন্দিলে না পাবে আর সত্তে জাহ ঘরে তবে সে পাইবে জদি লাউসেন ফিরে।
শুনিয়া রমণী সব ঘরে গেল কান্দি লখিয়া পুত্রের মাথা ঘারে রাখে বান্ধি।
এইখানে থাক বাছা জাও কালঘুম অবোধ মায়ের প্রাণ কাটামুখে চুম।
চলিল লখিয়া রামা ফিরি ফিরি চায় অনাদ্যমঙ্গল কবি ধর্ম্মদাসে গায়॥

কান্দিতে কান্দিতে জায় লখিয়া ডুমনী ভত্তর হারায়্যা জেন ফুকরে বাগিনী।
পথ না দেখিতে পায় নয়নের নীরে বীরের নিকটে গিয়া দ্বিগুণ ফুকরে।

---

১ সূর্য্যেরে ২ জাব ৩ বজ্রাঘাত ৪ দুর্য্যোধন

দেখিয়া চমক কালু লখ্যারে জিজ্ঞাসে   কেন লখ্যা রোদন করহ মোর পাশে।
লখ্যা বলে কি আর জিজ্ঞাস প্রাণেশ্বর   মজিল সকল মোর ময়না ভিতর।
এমন হইব বলি আমি নাঞি জানি   পসরা সাজিয়া দিনু লুট কৈল দানী।
কাটা গেল ভের ডোম পুত্র শাখা শুরা   কহিতে বিদরে প্রাণ জীয়ন্তে সে মরা।
না দেখি নিস্তার আর শুন প্রাণনাথ   বুঝিয়া করহ কায্য বিধাতার হাথ।
এত দিনে বিধাতা আমারে বাম হৈল   কুরুবংশের বিপত্য আমারে ঠেক্যে গেল।
সে সব বিপত্য হইল বাদ বিসম্বাদে   আমার বিপত্য হৈল কোন অপরাধে।
বীর কালু বলে লখ্যা কি বোল বলিলি   না হবে তোমার কিছু আমারে খাইলি।
কি আর জীবনে সাধ[১] কি করিব ধনে   সব সুখ দূরে গেল শখা শুরা বিনে।
না ধরিব প্রাণ মুখ না দেখাব কারে   পুত্রের দোসর হব কহে মহাবীরে।
বারেক নিষেধিনু না শুনিলে মানা   তোমার পাকেতে গেল পুত্র দুই জনা।
শাখা শুরা পুত্র গেল না জানিনু আমি   বিপাকে আমার ধন হারাইলে তুমি।
আমিহ মরিলে তোর ঘুচে সব ডেড়ি   আনন্দে চলিয়া জাও মা বাপের বাড়ি।
কাল হয়্যা আলি লখ্যা নিদান খালি মোরে[২]   কালি হৈল জামাঞি
আজি কাটাইলি তারে।
খেদা বাগে কাটাইলি চন্দ্রের সমান   কি দিয়া রাখিব আমি নিদয়ার প্রাণ।
জে গতি হইল পুত্রের সে গতি আমার   বাছার বিহনে দেখি ভুবন অন্ধার।
আরে বাছা শাখা শুরা দেহ না উত্তর   অভাগিয়া ডাক ছাড়ে ধূলায় ধূসর।
আমার কপালে কাল এই ছিল লেখা   কালনিদ্রা হৈল মোরে[২] না হইল দেখা।
এ বড় মনের তাপ মরমে লাগিল   সিংহের সম্পদ আসি শৃগালে[৩] লুটিল।
এত বলি কান্দে বীর চক্ষে পড়ে পানি   দু কর যুড়িয়া বলে লখিয়া ডুমনী।
অকারণে রোদন করহ প্রাণনাথ   ভোগ রোগ দুখ সুখ বিধাতার হাথ।
বিধাতা সকল করে কহিনু নিদান   ধর্ম্মেতে রহিলে প্রভু সকলি কল্যাণ।
ধর্ম্ম ভাবি যুদ্ধ করি রাখ ময়না রাঘ্য   সেনের প্রসাদে সব সিদ্ধি হব কায্য।
জানিয়া না জান প্রভু পাসরিলে কেনে   মরিয়া পাইলে প্রাণ লাউসেনের গুণে।
ঢেকুরে মরিয়াছিলে[৪] ইছা ঘোষের রণে   প্রাণদান দিল সেন ধর্ম-আরাধনে।
এমন সাধুর কাজে না করিহ হেলা   কাটিয়া মাহুর দল দেহ মুণ্ডমালা।
বীর বলে কত আর বুঝাহ ডুমনী   সকল খাইলে তুমি বিষম ডাকিনী[৫]।

---

১ সাধ   ২ মরে   ৩ শৃগালে   ৪ মরিয়াছিলে   ৫ ডাকিনি

পুত্রের মরণে হৈল আমার মরণ   কারে না দেখাব আমি এ ছার বদন।
এত বলি সংগ্রামে চলিল বীরবর   প্রেবেশে সমরমদ্ধে বাঁশে যুড়ি শর।
বীর কালু দেখিয়া পলায় রাজদল   সিকাই সদ্দার ভুঞা মণ্ডল্যা সকল।
মহারাজা সৌদাস পশ্চাত নাহি চায়   কি হবে কি হবে বল্যা করে হায় হায়।
ঝোড়ে ঝাড়ে পড়ে কেহ প্রাণের বিকলে   ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ কালিনীর জলে।
বীরের বাণের পেটে কাঁপে গিরিবর   কোপে বজ্র হানে জেন দেব পুরন্দর।
ঘারে[১] বাজে রণমাঝে জায় রসাতল   হস্তী[২] ঘোড়া পদাতিক জত পরদল।
প্রাণেতে কাতর হয়্যা পড়ে শত শত   রুধিরে বহিল নদী সভে মিত্তুবত।
মামুন্তা বলেন শুন হাসন হুসন   বলহ উপায় মোরে[৩] ক[রিব] কেমন।
অদ্ধেক মরিল সেনা পিতা পুত্র রণে   কি লয়্যা করিব জয় ময়নাভুবনে।
না দেখি উ[পায়] কিছু বুদ্ধি হইল নাশ   ডোমের বিক্রম দেখি লাগিল তরাস।
যুঝে একা ডাকাবুকা কালুবীরবর   গজ বাজী পদাতিক কেহো নহে স্থির।
নিশ্চয় সংগ্রামে আমি জিনিতে নারিল   ভাগিনাবধূর সঙ্গে দেখা না হইল।
জে পারে বধিতে বীর কালুর পরাণ   করিব ময়নার রাজা কন্যা দিব দান।
এ কথা অন্যথা নহে বীর মাহু বলে   কহে কবি ধর্মদাস ধর্মপদতলে ॥

মাহুর ভাষণা[৪] শুনি [জত] দলবল   হেটমাথা করি তথা রহিল সকল।
কামদেব মহাবীর যুদ্ধের সাগর   মারীচ সমান [তার] মায়া বহুতর।
লইল পাত্রের পান মহামায়া-তেজে   করি-ঐরি সমান সঘনে ঘোর তর্জে[৫]।
বধিতে বীরের প্রাণ যুক্তি করি মনে   অতঃপর নরকুন্ডে ডাক দিয়া আনে।
নরকুন্ডে আনি[য়া] হইল পঞ্চচূলা   কালিচুণ-ফটা নিল গলে জবামালা।
আপন নয়নে নিল মরিচের গুড়া   বাম করে নিল ঢাল দক্ষিণ করে খাঁড়া।
নাসিকা বাহিয়া পড়ে নয়নের পানি   বাপ বাপ শব্দ করি চলিল ঐমনি।
বীর কালু বসি আছে বকুলের তলে   কান্দিতে কান্দিতে কাম গেল সেই স্থলে।
দেখিয়া বিস্মিত[৬] কালু বীরচূড়ামণি   এ কি বিপরীত ভাই কহ দেখি শুনি।
কামদেব বলে বীর কি কর জিজ্ঞাসা   বিধাতা করিল দূর জীবনের আশা।
প্রাণেতে বধিত জদি সেই ছিল ভাল   মামুন্তা দারুণ শেল জীয়ন্তে হানিল।
না হবে বাহির শেল জীব জত কাল   মরিলে ঘুচিব ভাই জতেক জঞ্জাল।

১ ঝারে   ২ হথি   ৩ মরে   ৪ ভাসনা   ৫ গজ্জে   ৬ বিথিত

হাসিয়া বলেন বীর ডোমের নন্দন   তোমার দুর্গতি কৈল কিসের কারণ।
কামদেব বলে ভাই জানিয়া না জান   দারুণ মাহুর কথা মন দিয়া শুন।
তোমারে জিনিতে আমি নারিল সমরে   তে কারণে আমার দুর্গতি এত করে।
পুরুষে [পুরুষে] মোরা[১] রাজসেনাপতি   কখন এমন কেহো না করে দুর্গতি।
চাকরে চোরের শাস্তি[২] মামুদিয়া করে   না দেখি এমন দুষ্ট সংসারভিতরে।
মামুদ্যার অধিকারে এ গতি আমার   হেন শ্চার চাকরি আমি না করিব আর।
মরণে অধিক দুঃখ মস্তক মুণ্ডন   ত্রিভুবনে হেন কর্ম করে কোন জন[৩]।
আমারে রাখিতে জদি পারহ আপুনি   বিচার বর্ণ[ন হে]তু কহ বীরমণি।
সরম ভরম বীর সকল তোমার   সত্য করি মোর আগে কহ তিনবার।
এতেক শুনিয়া কালু হরষিতমন   সত্য করি কহে তারে না বুঝি কারণ।
কালু বলে সত্য আমি কৈল অঙ্গীকার   কখন খণ্ডিব নাঞি বচন তোমার।
বীর বলে এই সত্য জদি কর আন   গোব্রাহ্মণবধভাগী হইবে নিদান।
তোমার বচন অন্ত জদি করি শেষে   নারকী হইব মোর সপ্তম পুরুষে।
কামদেব বলে সাক্ষী হউ ধর্মরাজ   সত্য কৈল মহাবীর না বুঝিয়া কাজ।
এ সত্য অন্যথা জদি করে কালুবীর   প্রিথিবী হরিব শস্য গাভী হরে নীর।
এ সত্য করিয়া জেবা পালাইয়া জায়   পঞ্চ মহাপাপ তার পশ্চাত গড়ায়।
শুনিয়া হাসয় কালু কামপানে চেয়্যা   বিপরীত কহে কাম নিদারুণ হয়্যা।
শুন ভাই কালুবীর শুন মোর কথা   আপনি কাটিয়া দেহ আপনার মাথা।
পাত্রের গোচরে আমি লইআছি পান   তোমার মস্তক দিব পাত্রবিদ্যমান।
এত বলি কামদেব পাছু পানে চায়   না জানি মন্দপ বেটা হানে বা আমায়।
বীর কালু এত শুনি কান্দিতে লাগিল   এত দিনে বিধি মোরে[৪] বিপাকে ঠেকাইল।
খলের চরিত্র আমি নারিনু বুঝিতে   বিপাকে পরাণ গেল দুষ্টজনহাথে।
সত্যে বন্দী হয়্যা জদি সত্য করি আন   পরিণামে প্রমাদ নাহিক পরিত্রাণ।
সূর্য্যবংশে দশরথ রাজা মহাশয়   সংসারের সার রাম তাহার তনয়।
সে রাম তেজিল রাষ্য সত্যের কারণ   ভরথ হইল রাজা রাম গেল বন[৫]।
সত্যের কারণ বীর ইন্দ্রের তনয়   রাষ্য তেজি বনবাসী হৈল ধনঞ্জয়।
হরিচন্দ্র মহারাজা ধর্মশীল ছিল   সত্যের কারণে স্ত্রী পুত্র বান্ধা দিল।
সত্য করি করে জেবা সত্যের লঙ্ঘন   অবশ্য তাহার হয় নরকে গমন।

১ মোর   ২ সাস্তি   ৩ জোন   ৪ মরে   ৫ বোন

আজি মরি কালি মরি অবশ্য মরণ   মরণে জে করে ভয় সেই মূঢ়জন[1] ।
এতেক মনেতে ভাবি ডোমের তনয়   কামদেবে বলে মুণ্ড কাট মহাশয় ।
এক চোটে মুণ্ড কাটি লহ ভাই কাম   এত বলি পূর্বমুখে বলে রাম রাম ।
মরণে না করে ভয় বসিল সাহসে   পতিব্রতা[2] নারী জেন মিত্যুকালে হাসে ।
এত শুনি কামদেব লয়্যা অসিধার   কাটিয়া বীরের মাথা লইল সত্তর ।
গড়াগড়ি জায় কালু ধূলায় ধূসর   মুণ্ড লয়্যা কামদেব হরিষ-অন্তর ।
নদী নালা বহি জায় বীরের রকত   পড়িয়া রহিল জেন সুমেরুপর্বত ।
মুণ্ড কাটি কামদেব পলাইএ জায়   ভুখিলি বাগিনীপ্রায় লখ্যা পিছে ধায় ।
ধাইল ডোমের মেয়্যা তারা জেন ছুটে   মার মার বলিয়া কতেক বীর কাটে ।
আর কত কাটিল সিকাই সরদার   কামের কাটিয়া মাথা ফিরে পুন্নর্বার ।
সমরে পড়িয়া কাম গড়াগড়ি জায়   দেখিয়া মামুদ্যা পাত্র করে হায় হায় ।
কামের রমণী কান্দে করি উচ্চধ্বনি   সমর ছাড়িয়া ফিরে লখিয়া ডুমনী ।
বীরের মস্তক রামা নিল জত্ন করি   কান্দিতে কান্দিতে চলে রাজ-অন্তঃপুরী[3] ।
রাজরানী কলিঙ্গা বসিয়া খেলে পাশা   সেইখানে কান্দে লখ্যা হয়্যা মুক্তকেশা ।
নাসিকা বাহিয়া পড়ে নয়নের পানি   দেখি চমকিত প্রাণ জিজ্ঞাসেন রানী ।
কহ দিদি লখিয়া গো কহ সমাচার   কি কারণে মনস্তাপ হয়্যাছে তোমার ।
লখিয়া বলেন রানী জানিবে কেমনে   সর্বনাশ হইল মোর তোমার কারণে ।
মামুদ্যা বেড়িল আসি নগর ময়না   যুঝিয়া মরিল রণে ডোম তের জনা[4] ।
জামতার ভাই মৈল পুত্র শাখা হয়্যা   প্রাণের পুতলি মোর লোচনের তারা ।
পুত্রশোকে সমরে গমন কৈল বীর   সত্যে বন্দী কাটা গেল হের দেখ শির ।
বীরমুণ্ড দেখিয়া কলিঙ্গা রামা কান্দে   কহে কবি ধর্মদাস পাঁচালীর ছন্দে ॥

বীরমুণ্ড দেখিয়া কলিঙ্গা রাজরানী   হায় হায় করি কান্দে শিরে কর হানি ।
নয়ানে বহিল নীর মলিন বদন   লখিয়া বলেন দিদি কি হবে এখন ।
লখ্যারে বলেন তবে রানী চন্দ্রামুখী   শুখাইয়া গেল প্রাণ অন্ধকার দেখি ।
কম্প কম্প কলেবর দেখি কুলক্ষণ   দুরদুর করে প্রাণ চঞ্চল নয়ন ।
লখ্যা বলে শুন দিদি রাজার কুমারী   বল বুদ্ধি বিধাতা সকল নিল হরি ।
শোকানলে প্রাণ দহে আছি অকারণে   সর্বনাশ হইল মোর[5] কী কাজ জীবনে ।

১ মূড়জোন   ২ পতিব্রথা   ৩ অন্তসপুরি   ৪ যোরা   ৫ মর

মরিব মরণে ভয় নাহিক আমার   কি গতি হইবে রানী তোমা সভাকার।
এ বড় রহিল তাপ মোর হিয়া মাঝে   হাথে হাথে সঁপিয়া গেলেন মহারাজে।
এতেক বলিল জদি লখিয়া ডুমনী   প্রবোধ করিয়া বলে ধলের নন্দিনী।
না কান্দ না কান্দ লখ্যা রাজরানী বলে   জা করে করুণামই জে থাকে কপালে।
না জাব সমরে দিদি আমি গর্ব্ভবতী[১]   কানড়া সতিনী পাশে জাহ শীঘ্রগতি।
কহিবে তাহারে তুমি সব সমাচার   সমর করিয়া রাখ্য রাখ এইবার।
তুমি জদি রাখ রাখ্য তবে রক্ষা পায়   কহিবে মধুর কথা চলহ তরায়।
মোর হয়্যা দুই চারি কহিবে বচন   কলিঙ্গা না গেল রণে গন্তের কারণ।
শুনিয়া রানীর বাণী লখ্যা রামা চলে   উপনীত হইল গিয়া কানড়াগোচরে।
পালঙ্কে বসিয়া আছে কানড়া রূপসী   চরণ মর্দ্দন করে বসিয়া ধুমসী।
হেনকালে লখিয়া গেলেন বিদ্যমানে   একদিষ্টে চাহে রানী লখিআর পানে।
মলিন বদন দেখি আর মুক্তকেশা   বিস্মিত হইয়া রানী করেন জিজ্ঞাসা।
কানড়া কহেন কহ লখিয়া বহিনী   মুক্তকেশী দেখি কেন মলিনবদনী।
লখিয়া বলেন তুমি জানিবে কেমনে   মজিল সকল মোর তোমার কারণে।
তোমার রাখ্যার হেতু মোর সর্বনাশ   আনন্দে বসিয়া আছ না কর তল্লাস।
অস্ত্রঘাতে ময়নার বুক্ষে নাহি পাত   কোন সুখে তোমরা[২] উদরে দেহ ভাত।
বেড়িল ময়না মাহু বেহুরাএর বেটা   প্রথম সমরে তের ডোম গেল কাটা।
তথাপি রাখ্যার রক্ষ্যা কিছুই না দেখি   কি কর নিশ্চিন্দে বসি শুন চন্দ্রামুখী।
কলিঙ্গা না গেল রণে গন্তের কারণ   আপনি যুঝিয়া রাখ ময়না ভুবন।
শুনিয়া কুপিত কন্যা হরিপালের বেটী   কহে কথা লখ্যারে করিয়া পরিপাটী।
পরিপাটী কয় কথা সব প্রবঞ্চনা   ঘন ঘন বাহুনাড়া কাণে দুলে সোনা।
বয়েস বৎসর বার তের নাঞি হয়   জেন বুড়া গুর্বিণী[৩] বসিয়া কথা কয়।
লখিয়া ডুমনী শুনে মুখপানে চেয়্যা   ধর্ম্মদাস কহেন ধর্ম্মের আজ্ঞা পেয়্যা॥

শুনি লখ্যা ডুমনী কানড়া পড়ে পাঁজি   মুখানি করিল জেন খেয়্যা জন্ধা কাঁজি।
হাথ নেড়ে কহে কথা রাজার রমণী   অন্তরে জর্জ্জর জেন দণ্ডহত ফণী।
তুমি লখ্যা কহিলে সহি তে কারণে   অন্য জন হইলে সে মরিত পরাণে।
আমার জতেক দুঃখ সব জান তুমি   তোমারে কি পরিচয় দিব আর আমি।

১ গন্তবতী   ২ তোমারা   ৩ গুর্ব্বিনি

মোর পিতা হরিপাল সিমুলভূপতি   তার কন্যা হয়্যা মোর এতেক দুর্গতি।
না জানিয়া না শুনিয়া ইচ্ছাবরী হনু   সোনার বরণ তনু ছারখার কৈনু।
পঞ্চ মাস পরবাস প্রাণনাথ গেছে   পঞ্চম অবস্থা মোর সতিনী করেছে।
আহার হইল বিষ[১] দিবস রজনী   ভাবিতে গুণিতে জরে গেল তনুখানি।
মনের আগুনে মোর দেহ হইল কালা   কত না সহিব আর সতীনের জালা[২]।
এক বলিতে পাঁচ বলে প্রাণ কাঁপে ডরে   গরুড় দর্শনে[৩] জেন কালসর্প জরে।
কলিঙ্গা কালিয়া [জেন] সর্পের মড়াই[৪]   অন্তর বাহিরে কাল লোকের বালাই।
কন্দুল পাইলে মাগী তেজে অন্ন[৫] জল   কেবল[৬] হস্তিনী[৭] গো হস্তীর ধরে বল।
মুখানি খুরের ধার খই জেন ফুটে   গঞ্জে মাগী সদাই গরব মোর কাটে।
প্রভু বিনে কাহার গরব নাঞি করি   সে জন পাড়য় গালি বৃথা প্রাণ ধরি।
শয়ন সোনার খাটে নেহালি বালিসে   তার উপর শয়ন করে বালিস দুট পাশে।
রাত্রি দিন শয়ন মাগী নাই তুলে গা   কি জানি দেখেচে বুঝি সাপের দুটী পা।
প্রভু বিনে সভার তিলেক নাই সুখ   মনে নাই মাগীর পাষাণ পারা বুক।
পাশা খেলে সদাই বদনে হাসিখানি   দিনে তিন বার করে খোপার সাজনি।
বিরক্ত হইল প্রাণ ইহা সব দেখি   মিথ্যা জদি বলি লখ্যা খাই দুটী আঁখি।
ভাল মন্দ কথা কহে বিরস বদন   হাস্যমুখে মোর সঙ্গে না কহে বচন।
দুর্জনের পিরীত গজ-কচ্ছপের প্রায়   কপালে লিখিল বিধি দোষ দিব কায়।
না কর জঞ্জাল বোন কহে নিতম্বিনী   না জাব সংগ্রামে আমি শুন গো ডুমনী।
তবে জদি মোর[৮] সঙ্গে করিস জঞ্জাল   নিদান কহিল আমি পূর্ণ[৯] তোর কাল।
এত শুনি লখিয়া ডুমনী তুলে গা   লখিয়া গমন করে বড় করে পা।
চক্ষুর নিমেষে গেল কলিঙ্গাগোচর   কহিল সকল কথা যুড়ি দুই কর।
শুনিয়া কুপিত রানী রাজার কুমারী   কহে কবি ধর্মদাস পূজেন ঈশ্বরী॥

লখ্যার বাণী কর্ণে শুনি রাজার নন্দিনীং   পূজে কালী কুতূহলী শিখরবাসিনীং[১০]।
বিধিমত দিব জত ছাগ মেষ ছেদনং   কৃতাঞ্জলি করি রানী বহুবিধি স্তবনং।
বুঝি ভক্তি আদ্যাশক্তি মূর্তিমান আসনিং   শূন্যে রই জই জই দেই সর্ব ডাকিনীং।
কহে মাতা গিরিসুতা শুন রাজকুমারীং   কি কারণে দুঃখ মনে কহ দুঃখসংহারিং।

১ বিস   ২ জালা   ৩ দ্রসনে   ৪ মরাই   ৫ অন্ন   ৬ কেবোল
৭ হস্তিনি   ৮ মর   ৯ পুন্ন   ১০ সিখির-

কহি তত্ত জেই মত্ত তোমাপ্রিতি হিংসনং   জমদ্বারমুক্ত তার দ্রুতরূপে কহিলং।
দেবীবাণী কর্ণে শুনি কহে রানী ভাষণং[1]   কহি মায় নষ্ট জায় সর্বসুখবাসনং।
ভূপ তক্ষ পাত্র দক্ষ বিপরীত মন্ত্রণাং   নষ্ট কায্য বেড়ি রায্য দিল যুদ্ধঘোষণাং।
কর্ণ প্রায় ডোম রায় বলবুদ্ধিধারণং   যুদ্ধমাঝে মহাতেজে সত্তে বন্দী ছেদনং।
তস্ত পুত্র জাতগোত্র তস্ত সঙ্গে গশ্চতং   লখ্যা আসি কহে ভাসি কবি ধর্ম ভাবিতং[2] ॥

কলিঙ্গার কথা শুনি হাসে মহামাই   মধুর মধুর কথা কহে মুখ চাই।
শুন ঝিএ কলিঙ্গা অবোধ বড় তুমি   নিরবধি তোমারে বুঝাব কত আমি।
পূর্বাপর তোমারে কহিল সমাচার   না ভেদিব তোমার অঙ্গে কাহার হেত্যার।
আপনি জদ্যপি মর তবে সে মরণ   তোমারে জিনিতে নারিব কোন জন।
আমার অধিক তোর বল হব বাড়া   কি করিতে পারে বেটা মান্ধাতার খুড়া।
ফণিমণি সহিতে প্রিথিবী টলে জদি   আমার বচন মিথ্যা না হব কদাপি।
তুরিত চলহ বাছা বান্ধহ হেত্যার   এত বলি কৈলাসে কালীর আগুসার।
কলিঙ্গা সাজন করে রণে দিতে হানা   ত্রিপুরার পাদপদ্ম[3] একান্ত ভাবনা।
দড়বড় সুন্দরী ভাণ্ডারঘরে জায়   কিঙ্করী সকল আস্তা[4] হেত্যার জোগায়।
রণহেতু রমণী করেন রণসাজ   রমণী সাজিল জেন রাজ যুবরাজ।
মাথায় বান্ধিল পাগ টানিয়া দক্ষিণে   নানামত শোভা[5] করে রজত কাঞ্চনে।
পাগে বেড়া জোড়া জোড়া নানা ফুলের মালা   মধুলোভে মত্ত অলি করে নানা খেলা।
তাড়ঝাঁপা বাযুবন্ধ নানা অভরণ   পরিল কলিঙ্গা রানী করিয়া জতন।
কপালে চন্দন চাঁদ সিন্দুরের ফটা   জলধ নিকটে জেন জলধের ফটা।
নাসিকায় বেসর পড়িল বিলক্ষণ   কর্ণে পরে কর্ণফুল বিচিত্রগঠন।
গলায় কনক হার অপরূপ সাজে   ঝিকিমিকি করে সব বক্ষস্থল মাঝে।
সুমেরু বাহিয়া জেন পড়ে শ্রমজল   নয়ানে পরিল রানী রসের কাজল।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ[6] অঙ্গুরী[7] অঙ্গুলে   কনক মাদুলী গলে ধিকি ধিকি জলে।
চরণে পাশলী[8] পরে কনক-নপুর   কটিতে কিঙ্কিণী ঘণ্টা বাজে সুমধুর।
পরিল চন্দন চুয়া ভরি সর্ব গা   কোকিল সুনাদ পূরে বসন্তের রা।
রণবেশ করিয়া জে কলিঙ্গা বিকল   প্রাণনাথ মনে করি চক্ষে পড়ে জল।

---

১ ভাষনং   ২ ভাসিতং   ৩ পদ্ম   ৪ আর্দ্ধা   ৫ সভা   ৬ শঙ্খ
৭ অঙ্গুলি   ৮ পাসলি

হুতাশ করিয়া মনে করেন রোদন   কিঙ্করী সকল সেই পুছিয়া বচন ।
তবে রানী বিধুমুখী তেজিয়া কান্দনা   রত্নতে রচিত দির্ব দিব্ব[১] চেলনা ।
বান্ধিল বাঁশের আগে হাড়িয়া চামর   ছুরি ছোরা কোদার যুগল অবধর ।
সাজন করিয়া রানী হরষিত মন   ঈশ্বরীসাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন ।
কলিঙ্গা সাজন দেখি হাসে মহামাই   মধুর মধুর কথা মুখপানে চাই ।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর পার   তোমা বিনে ভুবনে ভরসা নাই আর ॥

কহেন কমলা মাতা কলিঙ্গের তরে   কি কারণে চিন্তা কর কহ না আমারে ।
শুন ঝিএ কলিঙ্গা অবোধ বড় তুমি   নিরবধি তোমারে বুঝাব কত আমি ।
পূর্বাপর তোমারে কয়েছি সমাচার   না ভেদিব তোর অঙ্গে কাহার হেত্যার ।
আপনি জত্তপি মর তবে সে মরণ   না কর বিলম্ব রণে করহ গমন ।
এত বলি ভবানী হইল অন্তর্ধ্যান   তুরিত কলিঙ্গা গেল কানড়ার স্থান ।
কলিঙ্গা রাউতি কোলে চিত্রসেনে লয়্যা   কানড়া সতিনীস্থানে উত্তরিল গিয়্যা ।
সতিনী দেখিয়া রামা কৈল হেটমাথা   কলিঙ্গা কহেন তারে দুই চারি কথা[২] ।
শুন রানী কানড়া আমার মুখ চাই   চিত্রসেনে কোলে লহ আমি রণে জাই ।
জয় পরাজয় কায্য বিধাতার হাথ   লহ পুত্র জাই আমি মরণের পথ ।
সতীনের পুত্র বলি না করিহ ঘ্রণা   এই পুত্র লয়্যা রাথ্য করিবে মন্ত্রনা ।
করিবে পালন পুত্রে করি আপনার   আজি হৈতে চিত্রসেন তোমার কুমার ।
তোমার সহিতে জত করেছি কোন্দল   মনে না করিহ তুমি সে দুঃখ সকল ।
সুসর্প হইলে বিষ হুহুঙ্কারে ফিরে   জে মুখে খাইয়া থাকে সেই মুখে মরে ।
কুসর্পের বিষ হইলে না ফিরে কখন   হাড় গলে মাংস গলে শরীর[৩] দাহন ।
কানড়া কুমারী কাল বিগোত্তিয়া বোড়া   হেটমাথা করি রহে কোন্দলের গোড়া ।
মুখ তুলি না চাহিল কলিঙ্গার পানে   কলিঙ্গা করিল আজ্ঞা দিয়া চিত্রসেনে ।
নয়ানে গলিত ধারা পড়ে বুক বেয়্যা   করিল উত্তম সাজ ভবানী ভাবিয়্যা ।
রমণী হইয়া কৈল পুরুষের সাজ   চিনিতে না পারে কেহ জেন জুবরাজ ।
লখিয়া সাজন করে অখিল পাথরে   তুরিত জোগায় আনি রানীর গোচরে ।
রানীরে দেখিয়া ঘোড়া হেকারিয়া উঠে   বদন চুম্বিয়া রানী তার পিঠে উঠে ।
দড়বড় চলে ঘোড়া কান্দনা করিয়া   মত্ত শিখী ধায় জেন পেখম ধরিয়া ।

১ দির্ব্ব দির্ব্ব   ২ কোথা   ৩ শরীর

দুরদুরে দুরন্ত চরণঘাতে জায় গড়ঘার তেজিয়া মাহুর দল পায়।
লখিয়া গড়ের ঘারে করিল নিশান দলবলে মামুদ্যা পাত্র হৈল সাবধান।
হেনকালে কলিঙ্গা ধনুকে দিল চড়া কাঁপে সব চমকে মাহুর হাথি ঘোড়া।
কেহ বলে দেখ ভাই এ কোন রাউত আচম্বিতে রণমধ্যে হৈল উপনীত।
কেহ বলে লাউসেন কেহ বলে নয় এইরূপে বিচার সকল দলে কয়।
কেহ বলে এই জন সেনের রাউতি নাসাপুটে বেসর ঝলকে গজমতি।
কেহ বলে সত্য বটে নহে অন্যজনে একবার দেখিআছি কামিক্ষার রণে।
হেনকালে মহাপাত্র মামুদিয়া কয় কোন জন আইল রণে দেহ পরিচয়।
ভাল গেছে লাউসেন নগর হাকণ্ড গুপ্তবেশে রহি দেশে মোরে করে দণ্ড।
এ নহে ক্ষেত্রিয়ধর্ম কহে মামুদিয়া সংগ্রাম করিতে আইস বর্ণচোর হইয়া।
কলিঙ্গা কহেন পাত্র মুখে নাই লাজ কোনখানে দেখিলে ময়নার যুবরাজ।
সে জন রহিলে দেশে রাখ্য মজে তার শূন্য ঘর দেখি বল বেড়্যাছে তোমার।
অবলারে কর বল হইয়া শ্বশুর[১] ছারখার করিলে কনক ময়নাপুর।
বীর ক্ষয়[২] করিলে না থুইলে একগুটী আছি মাত্র আমরা লেগেছে ছটপটী।
এ সব লাজের কথা কহিব কাহারে মামাশ্বশুর সাজিল ভাগিনাবধূর তরে।
পাইবে ইহার শাস্তি[৩] দেবেন গোঁসাঞি ঠেকিলে আমার হাথে আর রক্ষা নাঞি।
চিনিয়া না চিন আমি পরিচয় দি সেনের রমণী আমি ধল রাজার ঝি।
শুনিয়া ত্রাসিত মাহু শুখাইল হিয়া হাসন হুসনে কিছু বলে ডাক দিয়া।
এত দিনে কলিকাল প্রবল হইল ভাগিনাবধূর সঙ্গে রণে দেখা হৈল।
ধর পুত্র হাসন হুসন ধর পান ঘোড়া হইতে কলিঙ্গার জটে ধর্য্যা আন।
বক্সিস করিব তোরে জৈবনের ডালি নিরমল সেনবংশে লাগাইব কালি।
এ কর্ম জত্তপি আমি করিতে না পারি পাত্র মামুদ্যা নাম তবে ব্রথায় আমি ধরি।
এত বলি হাসন হুসনে দিল পান পান উঠাইয়া চলে ভাই দুই জন।
টাঙ্গন তুরগীপিঠে থাইল সিকাই ধানকি[৪] তবকি ঢালীর ওর নাঞি।
চতুর্দিগে বেড়িল কলিঙ্গা পয়দলে মহাশব্দ কলরব পিপীলা না গলে।
দেখিয়া কলিঙ্গা রানী ভাবে মনে মনে চতুর্দ্দিগে বেড়িল আসিয়া জবনে।
জয় পরাজয় জত বিধাতার হাথে অসম্ভব সমর নহে জবনের সাতে।
মামুদ্যার কথা শুনি কাঁপে মোর প্রাণ বক্সিস করিতে চাহে সভা বিত্তমান।

১ সশুর ২ বিরক্ষের ৩ সান্থি ৪ ধনকি

এতেক ভাবনা করি বিধুমুখী রামা   ফিরায় ঘোড়ার বাগ রণে দিয়া ক্ষেমা।
বাহির হইতে পথ না পায় রূপসী   কালিকাচরণ ভাবি করে নিল অসি।
কাটিয়া মাহুর দল কৈল এক পথ   গড়াগড়ি যায় কত ভাসয় রকত।
নানা অস্ত্র পেলি সেনা কলিঙ্গারে মারে   না লাগে রানীর অঙ্গে ভবানীর বরে।
সানাতে ঠেকিয়া সব ডাকে টনটন   তরআল টাঙ্গির চোট ভন ঝন ঝন।
দাম দুম পড়ে গুলি কাঁহনে কাঁহন   হুড় হুড় ডাকে গোলা মেঘের গর্জ্জন।
তথাপি কলিঙ্গা রানী মুখ নাঞি মুড়ে   বাছিয়া বাছিয়া শর[১] চোখ চোখ এড়ে।
যারে[২] বাজে রণমাঝে সংশয় জীবন   দেখিয়া ত্রাসিত বড় হাসন হুসন।
কলিঙ্গা রাউতি গিয়া গড়ের নিকটে   ভূমিতলে পড়িয়া কাঠার দিল পেটে।
বুক ভেদি কাঠার পিষ্টেতে হৈল পার   পড়িল কলিঙ্গা রানী তেজি খিতিভার।
ধন্য ধন্য বলে তবে সদ্দার সিকাই   মামুদিয়া পাত্র বলে ঘুচিল বালাই।
ধর ধর ঘুড়িরে বলিল সর্ব জন   উড়িয়া চলিল ঘুড়ি জেমন পবন।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া গড়ের ভিতর   পিষ্টেতে লেগ্যাছে তার আশী[৩] হাজার শর[১]।
নই হাজার টাঙ্গির চোট দশ হাজার গুলি   বরছি শেলের চোট আধালি পাধালি।
এত অস্ত্র খেয়্যা ঘোড়া অশ্বিল পাথর   আছাড় খাইয়া পড়ে কানড়াগোচর।
কহে কবি ধর্ম্মদাস ধর্ম্ম জারে সখা   দ্বিজরূপে সরোবরে[৪] জারে[২] দিলে দেখা।

করতার কর পার লইলাম শরণ[৫]   তুমি না তারিলে মোরে তারে কোন জন।
তারিয় ত্রিলোকে ধর্ম তারিয় ত্রিলোকে   উত্তম অধমাধম[৬] প্রণয় সেবকে।
তোমার বিষম মায়া বুঝিতে না পারি   কারে [কর] ইন্দ্র কারে নাছের ভিখারী।
কলিঙ্গা পড়িল রণে নিজ অস্ত্রঘাতে   অশ্বিল পাথর কান্দে কানড়াসাক্ষাতে।
কান্দে ঘুড়ি বিষাদ নয়নে পড়ে পানি   কানড়া বলেন রণে পড়িল সঙ্গিনী।
কার মুখ চাউ গো ধুমসী পয়দল   কলিঙ্গা পড়িল রণে মজিল সকল।
আহা মরি কোথা গেল কলিঙ্গা ভগিনী   পুনু না হইল দেখা মুঞি অভাগিনী।
মরিবে বলিয়া এত পিরীতিবচন   চিত্রসেন আমারে করিলা সমর্পণ।
নয়ানে নয়ান দিয়া না কহিলাম কথা   এই বড় রহিল হৃদয়ে মনব্যেথা।
কাটিয়া সকল মায়া গেল কোন দেশ   দুধের দুলাল বাছা রাখিয়া সন্দেশ।
হয়্যা খর্ব করি গর্ব[৭] না গেলাম রণে   তেজিলে পরাণ তুমি সেই অভিমানে।

১ সর   ২ জারে   ৩ আসি   ৪ সরবরে   ৫ স্মরণ   ৬ অধমধম   ৭ গর্ব্ব

তুমি বড় অভিমানী কান্তসোহাগিনী   তেজিব পরাণ প্রভু তব মিত্ত শুনি।
হায় কি করিলে কালী ভুবনজননী   এক কালে এ ঘোর বিপত্য দিলে আনি।
সিংহের সম্পদ নষ্ট করিল শৃগালে[১]   কি করিব একা আমি মাহুর দলবলে।
কান্দে রানী কানড়া কমলা বিত্তমানে   অভাগিনী কানড়া তারে পাসরিলে কেনে।
তোমা বিনে আমার ভরসা নাই আর   এ ঘোর সাগরে পার কর একবার।
বিপত্যসাগরে মাতা নহীর নিষ্টুর   এ ঘোর বিপত্তে মাতা হউ অনুকূল।
তেজি গিরি কৈলাস আমারে কর দয়া   রিপুভয় প্রাণ কাঁপে দেহ পদছায়া।
তুমি নারায়ণী মাতা তুমি ভগবতী   জগতজননী মাতা তুমি যতি[২] সতী।
তোমা বিনে উতপতি প্রলয় নাহি হয়   তোমা সেবি রামচন্দ্র লঙ্কা কৈল জয়।
তোমার মহিমা জশ গায় হরিবংশে   করিলে কৃষ্ণের কর্ম ভাণ্ডাইলে কংসে।
দুষ্ট সংহারি মাতা দুর্গতিনাশিনী   দূর কর মোর দুখ ঈশানমুহিনী।
এত বলি কান্দে রানী মুখ পানে চাই   বাছরা হারায়্যা জেন ধেএ বেড়ায় গাই।
ঐমনি কৈলাস তেজি আইল কমলা   কানড়া রানীর কাছে শীঘ্রগতি গেলা।
রক্তমুণ্ডি আসনে বসিলা মহামাই   কহেন মধুর কথা রানী পানে চাই।
কহ বাছা কানড়া আপন বিবরণ   কিসের লাগিয়া বাছা করহ রোদন।
কানড়া কহেন মাতা কী কহিব আর   জানিয়া না জান মাতা করম আমার।
সর্বনাশ হইল মোর মামুন্তার তরে   আনন্দে আছয় মাতা কৈলাসশিখরে।
এক তিল আমারে তোমার নাই দয়া   কিসের ল্লাগিয়া মোর দূর কৈলে মায়া।
তুমি জার সখা তার এতেক দুর্গতি   অকারণে রাখি প্রাণ কহে রূপবতী।
অভয়া বলেন মাতা না কান্দ বিস্তর   জিনিতে নারিব মাহু ময়না নগর।
সাজ বাছা কানড়া বিষাদ কর দূর   আমি রক্ষা করিব সেনের ময়নাপুর।
এত বলি কানড়া রানীরে কৈল কোলে   লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে।
ভবানীর পাদপদ্ম[৩] করিয়া প্রণতি   অংর্পর সাজন করেন রূপবতী।
সাজে রামা তুরিত ধুমসী কামকর   কহে কবি ধর্মদাস ভিষজকুমার॥

করেন কানড়া সাজ কালিকা ভাবিয়া   কষিয়া বান্ধিল পাগ কপালে টানিয়া।
ঝলমল তাহাতে করিল তিন তোরা   কাঞ্চনে জড়িত দিব্ব মুকুতার ঝারা।
কপালে সিন্দুর-ফোটা চন্দনের বিন্দু   আশে পাশে শোভা[৪] করে পূর্ণিমার ইন্দু।

১ শৃগালে   ২ রতি   ৩ -পদ্ম   ৪ সোভা

কর্ণে শোভে কর্ণপূর সোনার বউলি   জলধ নিকটে জেন প্রকাশে বিজুলি।
নয়ানে কাজলরেখা কাম-অধিষ্ঠান   ভূরুযুগ ভঙ্গি দুই কামের কামান।
নাসাপুটে বেসর মাতঙ্গ-যুক্তি তায়   তার বায়ুবন্ধ ঝাঁপা শোভে দুই বায়।
করেতে অপূর্ব শঙ্খ[১] নাই পড়ে কালি   অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে কণ্টেতে মাদুলী।
পরিপাটি চিত্রকাটি হার সরস্বতী   বিচিত্র কাঁচলী দিয়া ঝাঁপে কুচ দুটি।
পদাঙ্গুলে পাশলী পরিল রূপবতী   অপূর্ব নপুর পায় চন্দ্রের আক্রিতি।
ঝমঝম ঝমকি ঝমক বাদ্য বাজে   কটিদেশে কিঙ্কিণী অপূর্ব সাজ সাজে।
পরে রূপবতী রামা অপূর্ব চেলনা   ঝিকিমিকি তাহাতে করএ কাঁচসোনা[২]।
পরে দিব্ব কাবাই জরদ জরিনাল   বান্ধে সোনাঘুটি থাঙ্গল কষিয়া দোয়াল।
ছুরি ছোরা কোদার যুগল জমধর   বান্ধিল সুন্দরী রামা কষিয়া কোমর।
পিষ্টের উপরে পেলে গণ্ডকের ঢাল   শতদলে আসন করিল জেন কাল।
ঐমনি করিল শোভা শিরে জলে মণি   জলধ নিকটে জেন জলধ উঠালি।
বাছিয়া লইল শর হাজার পঞ্চাশ   অৎপর পাড়িয়া আনিল জয়বাঁশ।
জয়বাঁশ নাম বিশ্বকর্মার গঠন   ঝিকিমিকি করে জেন জলদবরণ।
আগে পিছে চামরি চামর গঙ্গাজল   মন্দবায় ঘন [ঘন] করে ঝলমল।
হরিহর ইন্দ্রধনু সম শোভা করে   গুণ দিয়া সুন্দরী ধরিয়া বাম করে।
আগে পিছে সমান টলটল করে ভরা   বার তিন টানিয়া করিল কিছু জরা।
রানী কানড়া [রণে] করিল আগুসার   চক্ষুর নিমিষে গেল ভবানীগোচর।
কানড়ার সাজ দেখি বলে মহামাই   চল বাছা কানড়া তোমার সঙ্গে জাই।
তোমার সঙ্গেতে আমি রণমধ্যে জাব   দণ্ড চারি রণখেলা রণেতে খেলাব।
শুনি রানী বিধুমুখী হরিষ-অন্তর   ধনুক চামরে দুর্গা করিলেন ভর।
লখিয়া সাজন করি জোগাইল ঘোড়া   লাফ দিয়া নৈল পিট কুমারী কানড়া।
ঐমনি চাবুক দুই ঘোড়ার উপর   চাবুক পরশে ঘোড়া পাবকসোসর।
পদখুরে বিদার করএ বসুমতী   সঘনে গর্জন ঘোর ভুজঙ্গ-আক্রিতি।
কড় কড় দশন ঘন জিহ্বার[৩] ললনা   রক্তবর্ণ দুই আঁখি মুখে বহে ফেনা।
তুরিত চলিল ঘোড়া জেন বাউবেগে   ঢাল খাণ্ডা বান্ধিয়া ধুমসী চলে আগে।
অতি শীঘ্র হইল গিয়া গড়ের বাহির   ধাইল রাজার দল বাঁশে বুড়ি তীর।
ধনুকি ধাইল পাইক হাজার পঞ্চাশ   যুবা বিনে বৃদ্ধ নাহি হাথে গোটাবাঁশ।

১ সঙ্খ   ২ -সনা   ৩ জিভ্বায়

সভাকার বাঁশে বান্ধা হাঁড়িয়া চামর   উলটি পালটি খেলে মহাবলধর।
গুলি মারি তবকি তবকে পূরে গুলি   মার মার করি ধায় হাজার দশ ঢালি।
ভূপতি সকল ভূঞা সিফাই সর্দার   ঘোড়ারে গরম করি বলে মার মার।
চতুর্দিগে বেড়িল পাত্রের পয়দল   পাবকের মধ্যে জেন ফুটিল কমল।
চতুর্দিগে বাজনা অস্ত্রের ঝনঝনি   গগনে কর্কশ ডাকে গুধিনি গৃধিনী[১]।
উল্কাপাত নির্ঘাত পড়য়ে রণমাঝে   ডাখিনী দানবগণ ঘন ঘোর গাজে।
না চিনে আপন পর নৃপতির দল   মিশামিশি দুই দল হইল সকল।
কাটাকাটি চটাচটি আপনা আপনি   বহে রক্ত নদী নালা হাসেন ভবানী।
ধুমসী যুড়েছে চোট আথালি পাথালি   বাপ বাপ মরি মরি সেনার বিকলি।
ধানকি যুড়িতে শর ধনুক না পায়   তবকি তবক বুকে গড়াগড়ি জায়।
চোট খেয়্যা ঢালি পাইক করে ছটফটি   প্রাণ তেজে রণমাঝে কামড়াএ মাটি।
হাসন হুসন মিঞা ভূপ ভূঞাগণে   বিস্মিত[২] হইল সভে কানড়ার রণে।
হাহাকার করিয়া তেজিল প্রাণ-আশা   কহে কবি ধর্মদাস গোবিন্দ ভরসা॥

ত্রাসিত মাহুর দল কানড়ার রণে   মামুন্দা কহেন কিছু হাসন হুসনে।
শুন ভাই হাসন হুসন দিয়া চিত   কানড়ার রণ দেখি প্রাণ চমকিত।
হাসন হুসন বলে দেখি বিপরীত   কানড়া করেন রণ জিনি ইন্দ্রজিত।
কর্ণের সমান বীর সুরথ-আকার   অর্জুন সমান বীর হাজার হাজার।
ভীমের সমান বল জেই জন ধরে   হেন জন গড়াগড়ি কানড়া-সমরে।
কুলক্ষণ দেখি শুন পাত্র মহাশয়   বিচারিয়া কার্য্য কর জেবা মনে লয়।
হাসনের কথা[৩] শুনি কহে মামুদিয়া   বলিতে লাগিল কিছু মন্ত্রণা করিয়া।
মামুন্দা বলেন কলি প্রবল হইল   ভাগিনাবধূর সঙ্গে রণে দেখা হৈল।
শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করি কর্ণে দিল কর   চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করে মামুন্দা পার্থর।
মাহু বলে চন্দ্র সূর্য্য শুন দুই জন   না করে কানড়া লজ্জা দেখি গুরুজন।
মাস চারি ছাড়ি পুরী ভাগিনা গিয়াছে   তে কারণে চারি স্বামী উন্মত্ত হয়্যাছে।
মত্ততা হইব চুর হাসনের ঠাঞি   পরিণামে আমার কিছুই দোষ নাঞি।
এত জদি মামুন্দা কানড়াপ্রিতি[৪] বলে   শুনি স্বামী কানড়া অগ্নিহেন জ্বলে।
কহে কথা দুই চারি লোহিতলোচনে   কম্পমান কলেবর দন্তে দন্ত হানে।

---

১ গিধিনি   ২ বিস্মিত   ৩ কোথা   ৪ -প্রীতি

মর রে নাবড়া লজ্জা না বাসিস মনে   কোন লাজে ভা।গনা বলিস তপধনে।
নাবড়ি করিয়া সেনে পাঠালি হাকণ্ড   অরাজকে আসি রাষ্য[1] কৈলি লণ্ডভণ্ড।
ইহার উচিত শাস্তি[2] করিব এখন   চঞ্চল হয়্যাছ কেন স্থির কর মন।
ধুমসীর হাথে তোর উপড়িব দাড়ি   মাথার চুল·উপড়িব মেয়্যা ঝাটার বাড়ি।
প্রাণে না মারিব তোরে রাখিব বান্ধিয়া   এ কথা অন্যথা নয় শুন মামুদিয়া।
জত দিন প্রাণনাথ না আসিব ঘরে   ভাঁড়াশালে খুদ কুড়া খাউয়াইব তোরে।
এত বলি রাউত্তি ধুমসী পানে চায়   মার মার বলিয়া ধুমসী আগে ধায়।
হানে চোট ঝটঝটি আখালি পাখালি   কাটে মুণ্ড হাথির ঘোড়ার মুখনালি।
রাউত মাহুত সেনা লক্ষ লক্ষ পড়ে   কুরুক্ষেত্র রণ জেন হস্তিনার[3] গড়ে।
বহে রক্ত নদী নালা হইয়া তরঙ্গ   ভীমের সমরে জেন কুরুদল ভঙ্গ।
কানড়ার বাণ অগ্নি কার বাপে ধরে   যারে[4] বাজে রণমাঝে জায় জমঘরে।
মহাশব্দ কলরব ঝনঝনি শুনি   মার মার শব্দ করি উঠিল ভবানী।
কানড়া রাউতি যুঝে দেবীর পশ্চাত   দানব গর্জন ঘোর ঘন উল্কাপাত।
যুঝে কালী করালবদনী কাত্যাঅনী   ভবানী ভাবিনী জয়া[5] নৃমুণ্ডমালিনী।
উমা কাত্যায়নী[6] গৌরী শিবানী ভবানী   চণ্ডিকা চামুণ্ডা কালী ধাইল ইন্দ্রাণী।
অপর্ণা পার্বতী দুর্গা যুঝে ক্ষেমঙ্করী   ধরাধর কম্পিত হইল তিন পুরী।
কাটিয়া করিল গুড়া মামুদের দল   দারুণ গর্জনে মহী করে টলটল।
মড়ার উপরে মড়া হাথির উপর হাথি   ঘোড়ার উপর ঘোড়া পিপীলা-আক্রিতি।
পড়িল সকল সন্য সে সবার ঘোড়া   হেনকালে ভঙ্গ দিল দারুণ নাবড়া।
মার মার বলিয়া কানড়া পিছে ধায়   কাতর মামুষ্যা পাত্র তরাসে পলায়।
ধুমসী পয়দল তেড়্যা বার ঘোড়া হানে   ত্রাসযুক্ত মামুষ্যা পড়িল ইক্ষুবনে।
ইক্ষুবন বেড়িয়া ধুমসী অগ্নি দিল   অগ্নির জ্বালাতে মাহু বাহির হইল।
তরাসে পড়িল গিয়া কুমারের গাড়ে   লাফ দিয়া ধুমসী পড়িল তার ঘাড়ে।
কাটিয়া বাহির করে ধরি তার কেশে   গটা দশ পদাঘাত মারে মধ্যদেশে।
ধুম ধাম ধুমসী কিলের পরিপাটী   আড়াই হাথ কেঁপে গেল ময়নার মাটী।
মামুষ্যার মাথার চুল মারিয়া টাকর   মরি মরি ডাক ছাড়ে মামুষ্যা পাথর।
বন্দী[7] করিয়া লয়্যা দুই জন চলে   বিপাকে ঠেকিনু বল্যা মামুদিয়া বলে।
ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া[8] জেন রাবণকুমার   আনন্দে চলিয়া গেল লঙ্কার ভিতর।

১ রায   ২ সাস্থি   ৩ হস্তিনার   ৪ জারে   ৫ জায়া   ৬ কাত্যায়নি
৭ বন্দ   ৮ বান্দিয়া

ঐমনি মাহুরে বান্ধি[1] নিল ছুই জনে   আনন্দে চলিয়া গেল আপন ভুবনে।
ঈশ্বরী[2] চলিয়া গেল কৈলাসশিখরে   ঢেকিশালে বান্ধিয়া[1] রাখিল মাহুবরে।
সমরের বেশ তেজি থানে বান্ধি[1] ঘোড়া   চিত্রসেন কোলে করি কান্দেন কানড়া।
সোহাগী[3] বিমলা কান্দে ধুমসী লখমা   ভূমিতলে পড়ি কান্দে আর জত রামা।
দিবা নিশি কাহার সুস্থির নাই মন   নিরবধি শোকাকুলে করেন রোদন।
ছুর্গন্ধে মনস্থ পথ চলিতে না পারে   দিবসে বিষম ভয় ময়না নগরে।
গিধিনী শুকনি পক্ষ কুঃকুরের বোলে   শৃগাল[4] বসিয়া কান্দে মিত্তু লয়্যা কোলে।
কহে কবি ধর্ম্মদাস সেবি নিরঞ্জন   হাকণ্ডে কামনা করে সেন তপধন[5] ॥

॥ ত্রিপদী ॥

হাকণ্ডে লাউসেন লইয়া সঙ্গিগণ
চলে স্নান[6] করিবারে
নানা বাগ্য বাজে সুখী যুবরাজে
গেলি[7] সরবরতীরে।
পুতিয়া আলম সেন গুণধাম
নাবিলেন গিয়া জলে
স্নান[6] করি সুখে করি উদ্ধমুখে
অর্ঘ্য দিল কুতূহলে।
সেন-অর্ঘ্য টলে সূর্য্য নাহি চলে
সুমতি শরীর[8] হেতু
দেখি চমকিত লাউসেন পণ্ডিত
হইল মনের ভিতু।
করিয়া করুণা করএ ভাবনা
কি হইল ময়নাপুরে
না জানিহু তত্ত ভঙ্গ হইল ব্রত
প্রভু ঘ্রণা কৈল মোরে।
কি বুদ্ধি করিব কাহারে পাঠাব
নিজ দেশ দূরন্তর

১ বান্দি   ২ ইষরি   ৩ ষহাগি   ৪ স্রগাল   ৫ তপধোন   ৬ স্ন্যান
৭ গোল   ৮ ষরির

নৌকায় গমন হেন কোন জন
সাহসে করিব ভর।
নইল কার্য্যসিদ্ধি বাম হইল বিধি
আর কি জীবনে আশ
সেন মনে দুখী কহে শুখি পাখী
মধুর মধুর ভাষ[১]।
কেন চিন্ত মনে কিসের কারণে
স্থির কর রাজা মন
লিখহ পরআনা জাইব ময়না
মোরা[২] পক্ষ দুই জন[৩]।
দুই চারি দণ্ডে আসিব হাকণ্ডে
শারী শুক পক্ষ কয়…
শুনিয়া রাজন হরষিত মন
দুর্খ তেজি উঠে কূলে
ধর্ম্মদাস বলে ধর্ম্মপদতলে
পত্র লিখে কুতূহলে॥

॥ পয়ার ॥

ঐকান্তক ধর্ম্মপদ করিয়া ভাবনা মসীপত্র[৪] লয়্যা সেন লিখেন পরআনা।
প্রথমে লিখিল ধর্ম্ম পুরুষ প্রধান স্বস্তি[৫] আদি লিখিলেন বিবিধ বিধান।
প্রথমে কলিঙ্গার নাম পরে তিন রানী বিধিমত আশীর্বাদ লিখে গুণমণি।
শুন গো কলিঙ্গা রানী পরআনা আমার সদাই কল্যাণ চাহি তোমা সভাকার।
প্রাণপতি কুশলে হাকণ্ডে আছি আমি পঞ্চ মাস পরবাস কিছুই না জানি।
কুলক্ষণ দেখি মোর আকুল পরাণী কি করিল বিধি [মোরে] কিছুই না জানি।
বিধিমতে ধর্ম্মসেবা করিনু প্রচুর তথাপি না দেন বর শ্রীধর্ম্মঠাকুর।
না জানি কতেক দিনে প্রভু করে দয়া পশ্চিম উদয় হেতু কয়্যাছেন মায়া।
তে কারণে চিন্তান্তর হয়্যাছে আমার শীঘ্র[৬] করি পাঠাবে মঙ্গল সমাচার।
শারী শুক পক্ষে না রাখিবে এক দণ্ড বিদায় করিয়া দিবে আসিবে হাকণ্ড।

---

১ ভাস ২ মরা ৩ জনা ৪ মুসি- ৫ মুস্থি ৬ সিগ্র

এত লিখি দুবরাজ গুড়াইল পাতি   পক্ষগলে বন্ধন[১] করিল শীঘ্রগতি।
খির খণ্ড শারী শুখে ভক্ষণ করায়   বিদায় করিল শুকে বদন চুমিয়া।
প্রণাম করিয়া সেনে শারী শুক চলে   শুকেরে ডাকিয়া কিছু লাউসেন বলে।
নিকটে না জাবে বাছা উড়িবেক দূরে   দুষ্ট ডিন্দর পাছে বাঁটুলেতে মারে।
সেনের বচন শুনি শারী শুক হাসে   দম্প করি দুই বীর উড়িল আকাশে।
আকাশে উড়িয়া চলে পক্ষ দুই জন   পশ্চাত করিল পুরী হাকণ্ড ভুবন।
দুর্বার পাটনখান পশ্চাত করিয়া   সিংহল সফরখান গেল পার হয়্যা।
গগনমুণ্ডলে চলে নাই করে শঙ্কা   দক্ষিণেতে রাখিল কনকপুর লঙ্কা।
সেতবন্ধ[২] রামেশ্বর তেজি দহ শঙ্খ[৩]   চড়ই পর্বত দেখি মনে বাড়ে রঙ্গ।
রাঙ্গামেট্যা পর্বত করিয়া পাছুআন   তবে পাইল বাজার[৪] জগন্নাথের স্থান।
উদ্দেশে বন্দন কৈল দারুব্রহ্ম শিলা   চিলিকা হইয়া পার চিত্রকূট গেলা।
চিত্রকূট পার হইল বাবুর মকাম   হিজলি পশ্চাত কৈল টঙ্গির বারাম।
তেজিল সাগরদ্বীপ কপিলদেহরা[৫]   দেখিতে না পায় কেহ জেন ছুটে তারা।
তিলেক বিশ্রাম নাই ঘন নাড়ে পাখা   নগরের লোক কেহ নাই পায় দেখা।
গুমগড় হইল পার ময়না গেল দেখা   দেখিয়া ময়না শারী শুকে লাগে শঙ্কা।
সুবর্ণ ময়নাপুর ছারখারময়   দেখি পক্ষ শারী শুকের হইল বড় ভয়।
নয়নে গলিত বারি করে হাহাকার   শারীরে কহেন শুক কি গতি ময়নার।
এক কালে সীতাকে রাবণ কৈল চুরি   হনুমান দাহন করিল লঙ্কাপুরী।
ঐমনি ময়নার গতি কৈল কোন জন   বুঝিতে না পারি কিছু বিধির করণ।
রুধিরে হইল পূর্ণ জত সরবরে   লক্ষ লক্ষ মড়া ভাসে তাহার উপরে।
শৃগাল[৬] কুকুরে ডাকে শুকিনি গিধিনী   মিত্তু কোলে খায় দেখ কোরে টানাটানি।
হায় হায় এ কি দেখি বিপরীত কাজ   শুনিলে এ সব প্রাণ দিব দুবরাজ।
হেন বুঝি রাউতি সকল নাই গড়ে   যুঝিয়া মরেছে সব বিপক্ষের বেড়ে।
এতেক ভাবিয়া পক্ষ হইল বিকল   ধীরে ধীরে প্রেবেশিল রাজার মহল।
চমকি চমকি ঘন বৈসে গিয়া চালে   মাতা মাতা বলি শুক ডাকে সেইকালে।
পক্ষের ভাষণা[৭] শুনি কানড়া রাউতি   চিত্রসেনে কোলে করি ধায় শীঘ্রগতি।
ভবন বাহির হয়্যা চারিদিগে চায়   শারী শুক পক্ষ চালে দেখিবারে পায়।

---

১ বন্দন   ২ -বন্দ   ৩ সঙ্ক   ৪ রাজার   ৫ কোপিল   ৬ স্র্যাগাল
৭ ভাসনা

নয়নে গলিত বারি ঝিরি মন্দাকিনী   আইস বাছা শারী শুক ডাকে রাজরানী ।
রানীর নিকটে আসি শারী শুক বৈসে   রাজের কল্যাণ জেন জানকী জিজ্ঞাসে ।
কহ বাছা সমাচার প্রভুর কল্যাণ   কেমনে আছেন প্রভু অভাগীর প্রাণ ।
কি কর্ম করেন তথা বসি পঞ্চ মাস   এথায় মামুদা পাত্র কৈল সর্বনাশ ।
গোপ্ত বেশেতে আসি ময়না বেড়িল   শাখা সুয়া তের বীর প্রমাদ পড়িল ।
সত্ত করি কাটা গেল কালুসিংহবর   লজ্জাতে কলিঙ্গা নৈল সমরভিতর ।
অবশেষে আপুনি করিয়া মহারণে   বিনাশ করিনু বাপু জত সেনাগণে ।
মামুদারে রাখিয়াছি বন্ধন করিয়া   কি কর্ম করেন প্রভু হাকণ্ডে বসিয়া ।
কার্য্যসিদ্ধি হইল কিম্বা কহ দেখি শুনি   জার তরে দেশান্তরী হইল গুণমণি ।
কি কার্য্য তপস্যা আর অসম্ভব হেতু   আসিতে কহিবে সেনে দূর করি ভীতু ।
শারী শুক বলে মুখে কি বলিব আমি   গলে হইতে পত্র লয়্যা পাট কর তুমি ।
আমারে বিলম্ব মাতা না করিয় আর   চারি দণ্ডে লৈয়া আসি জাব সমাচার ।
আমি গেলে স্থির হবে নৃপতির প্রাণ   বুঝিয়া লিখহ পত্র কহিল নিদান ।
শুনি রানী বিধুমুখী পত্র করে লয়্যা   পত্র পড়ি পত্র লিখে কান্দিয়্যা কান্দিয়্যা ।
কহে কবি ধর্মদাস ভিষগ্জকুমার   পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥

॥ ত্রিপদী ॥

সেন-পত্র পাট করি   নয়ানে পূর্ণিত বারি
লিখে পত্র বিবিধ বিধানে
আগে ইষ্টদেব নাম   লিখিল পত্রের ধাম
স্বস্তি[১]-আদি করিলেন সেনে ।
মহামহিম সিন্ধু   শুন প্রভু প্রাণবন্ধু
আজ্ঞাকারী লিখেন কানড়া
নৃপতি পাত্রের বোলে   হাকণ্ডে গমন কৈলে
ময়না আসিএ তিন নাবড়া ।
নিশা রাত্রে দিল হানা   কাটা গেল তের জনা
সত্যে বন্দী বীর মহাশয়

---

১ স্বস্থি

কামদেব তাহারে হানে কলিঙ্গা পড়িল রণে
দেখিয়া লাগিল বড় ভয়।
কেবল ভরসা দেবী তাহার চরণ সেবি
প্রবেশিলাম সমরভিতর
সংহারিয়া দলবলে বন্ধন করিআছি খলে
শুন প্রভু প্রাণের ঈশ্বর।
একেশ্বর আছি আমি স্বদেশে[1] আসিবে তুমি
পশ্চিম উদএ নাই কাজ
ত্রাস না করিয় মনে দলিলাম দুষ্টজনে
কি করিতে পারে মহারাজ।
কতেক লিখিব আমি প্রাণনাথ বিজ্ঞ তুমি
অভাগী করিল নিবেদন
মনে না করিহ রোষ পত্রের না লবে দোষ
কবি ধর্মদাসে স্বরচন ॥

একমনে শুন সভে ধর্ম-ইতিহাস দু মন করিলে হয় ধন পুত্র নাশ।
পত্র লিখি রূপবতী বিবিধবিধানে ভক্ষণে শীতল কৈল পক্ষ দুই জনে।
কহিয়া বিশেষ কথা পত্র বান্ধি গলে শারী শুকে বিদায় করিল কুতূহলে।
শারী শুখা কানড়ারে প্রণাম করিয়া উড়িল দক্ষিণমুখে হরষিত হইয়া।
তেজিল ময়নাপুর গুমগড় দেশ সাগরসঙ্গম পার হইল অবশেষ।
চিত্রকূট পশ্চাত করিয়া শুখ শারী[2] মহানদী পার হইল আর নীলগিরি।
নীলগিরি-মধ্যভাগে বন্দে জগন্নাথে চলে পক্ষ শারী[2] শুখ হাকণ্ডের পথে।
তেজিল অনেক স্থান সলিলের পথ দেখিতে দেখিতে পাইল পক্ষ চড়ই পর্বত
চড়ই পর্বতখান পশ্চাত করিয়া সেতবন্ধ রামেশ্বর গেল পার হইয়া।
দক্ষিণে সিংহল বামে দুর্বার পাটন পশ্চাত করিয়া চলে পক্ষ দুই জন।
পাইল হাকণ্ডপুরী শুভক্ষণ বেলা জেইখানে লাউসেন সেইখানে গেলা।
আইস বাছা বলিয়া ডাকেন তপধন না ভাণ্ডিবে সত্য কথা কহ দুই জন।
আগে কহ প্রজার কল্যাণ বাছাধন কেমনে আছয় মোর ডোম ডের জন।

---

১ সদেসে ২ সারি

কেমনে আছেন ঘোড়ী অঙিল পাথর   লখ্যার মঙ্গল আগে কহ পক্ষবর।
কেমনে আছেন রামা ধুমসী যুবতী   কেমনে কলিঙ্গা আছে কানড়া রাউতি।
কেমনে আছেন ধল[১] চিত্রসেন বালা   কেমনে আছেন রানী সোহাগো বিমলা।
শারী শুখ বলে রাজা কি জিজ্ঞাস আর   সুবর্ণ ময়নাপুর সব ছারখার।
তুমি আইলে হাকণ্ডে রাজার আজ্ঞা পেয়্যা   ময়নাপুর নষ্ট কৈল পাত্র মামুদিয়্যা।
কতেক কহিব আমি পত্র লেহ রায়   এত বলি শারী শুখ সেনপানে চায়।
শুনি চমকিত সেন পত্র পাট করে   কহে কবি ধর্মদাস বাকুড়ার ঘরে॥

॥ ত্রিপদী ॥

পড়িয়া খিতিমাঝে   কান্দে যুবরাজে
লোচনে বহে জলধার
ধূলায় ধূসর   হইল কলেবর
লোটায় কুন্তলভার।
ধরিঅা দ্বিজবরে   প্রবোধ[২] সেনে করে
ভকতিয়া সর্ব জন
না শুনি কাহার বাণী   কান্দে সেন গুণমণি
নিশ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন।
কি করিলে বিধি   কহে গুণনিধি
তিলেক না কৈলে দয়া
সুবর্ণ ময়নাপুর   হইল ছারখার
ঘুচিল সংসারমায়া।
বীর কালু মোর[৩]   প্রাণের সোসর
কোথাকারে গেলে তুমি
ময়নাপুর গিয়া   তোমা না দেখিয়া
কি সুখে বঞ্চিব আমি।
তোমার জতেক গুণ   না জায় কথন
রূপের নাহিক সীমা

১ ধন   ২ প্রবধ   ৩ মর

স্বর্ণ কায়ার অন্তরে মিলায়
গজেন্দ্রগামিনী রামা।
বা[মার] পদ ভাট সরল নহে কাট
ভূরু নিন্দে কামের কামান
পূর্ণশশিমুখী কুরঙ্গিনী আঁখি
গৃধিনী নিন্দিয়া কান।
কপালের চাঁদ জিনি মৃগফাঁদ
কোকিল জিনিয়া ভাষা[1]
দশন গজমতি ভ্রমরা [জিনি আ]ক্রিতি
তিলফুল জিনি নাসা।
করি-ঔরি জিনি মধ্যদেশখানি
অতুল চম্পকপ্রিয়
জিনি ত্রিভুবন তোমার কিরণ
মদন মূর্চ্ছিত জায়।
সে হেন শরীর[2] অস্ত্রের প্রহার
কেমনে সহিলে জ্বালা[3]
তোমার বিহনে না জীব পরাণে
কহেন সেনের বালা।
কান্দে তপধন নিশ্বাস সঘন
সামলা সুন্দরী কয়
ধর্মপদতলে ধর্মদাস বলে
পার কর দয়াময়॥

পার কর মহাপ্রভু কাতর কিঙ্করে তোমার মহিমা কেবা বলিবারে পারে।
কান্দে রাজা লাউসেন পড়ি মায়াজালে সামলা সুন্দরী কিছু লাউসেনে বলে।
শুন বাছা লাউসেন শুন যুবরাজ মায়াতে মোহিত হয়্যা পাসরিলে কাজ।
নানা শাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত[4] অবলা কারণ কান্দ এ কি বিপরীত।
মরিলে জনম হয় জন্মিলে মরণ চিরজীবী ত্রিভুবনে নাঞি কোন জন।

---

১ ভাসা ২ শরির ৩ জালা ৪ পাণ্ডিত

সংসার অসার মোর কপটের মেলা   কুহকভেজেতে যেন নাচায় পুতলা ।
আপনার তনু বাছা আপনার নয়   পর তনু বাছাধন আপন কি হয় ।
দিব্ব[1] চক্ষু পেয়্যা বাছা কেন হউ অন্ধ[2]   কলিঙ্গা সহিত তব কিসের সমন্ধ[3] ।
তেজ বাছা মনতাপ কর লোকাচার   কলিঙ্গার পিণ্ড দিয়া পূজ করতার ।
কার্য্যসিদ্ধি করি বাছা চল নিজ পুরী   পুন্নবার বিভা দিব পরম সুন্দরী ।
লাউসেন বলে কত বুঝাহ জননী   তোমার প্রসাদে মাতা সব আমি জানি ।
নারীরূপে মোহন করেন মহামায়া   তে কারণে জননী নারীতে বড় দয়া ।
সংসারের সার রাম কমললোচন   জানকী হারায়্যা বনে হইল অচেতন ।
ভিন্ন নয়[4] নারী গো পুরুষের আধা   তে কারণে কৃষ্ণচন্দ্র জপে রাধা রাধা ।
মরিলে ছাড়ান নাই শুন গো জননী   কহিল নিগূঢ় তত্ত শুন ঠাকুরানী ।
কলিঙ্গার শোক আমি পাসরিতে নারি   না ঘুচিব শোক মোর জাবদ প্রাণ ধরি ।
রহিল হিয়ার মাঝে জীব জত কাল   এত বলি নরবৃন্দে ডাকিল দুলাল ।
নাপিতের কিত্তিশেষে স্নান করি জলে   কলিঙ্গার পিণ্ডদান করে মহীপালে ।
জত দান ছিল মহীমণ্ডল ভিতরে   তত দান লাউসেন দিল দ্বিজবরে ।
কতেক বলিব তাহা বহু পুণ্যধন   দ্বিজ-আদি সভে কৈল মিষ্টান্ন[5] ভোজন ।
লাউসেন আহার করিল পুষ্পপাত   একমনে পূজা করে প্রভু বিশ্বনাথ[6] ।
বিশাশয়[7] ভকত্যাগণ গলে দিব্ব পাটা   তস্ত পর দিনেতে পূজার কৈল ঘটা ।
স্নান[8] করি সরবরে দিল অর্ঘ্য দান   পূজে ধর্ম পারব্রহ্ম পুরুষ প্রধান ।
গগনে বসিয়া দেখে দেবতা সকল   বিরচিল ধর্মদাস অনাদ্যামঙ্গল ।

শ্রীধর্মের পূজা করে লাউসেন কুমার   অন্ন জল তেয়াগিয়া পবন আহার ।
করে পূজা বিধিমত বিশেষ কঠোর[9]   তথাপি না দেন বর শ্রীধর্ম ঠাকুর ।
উর্ধ[10] পদ হেট মুণ্ড অগ্নির উপর   সপ্ত দিন রহিল তবু না পাইল বর ।
অগ্নিসেবা নৃপবালা করিল বিস্তর   শাল সপ্ত বুকে ভাজি না পাইল বর ।
জৌঘর প্রেবেশে সেন তিন সপ্ত বার   না দিল তথাপি বর প্রভু করতার ।
দ্বাদশ দিবস নিশি শিরে ধূনা জ্বালি[11]   তবে কুপ্ত্যা লাউসেন দিল অঙ্গ বলি ।
অঙ্গ বলি দিয়া জদি না পাইল বর   সামুলা সেনেরে কিছু কহিছে উত্তর ।

১ দিব্য   ২ অন্ধ   ৩ সম্বন্ধ   ৪ নয়   ৫ মিষ্টান্ন   ৬ বিশ্বনাথ
৭ বিশ্রাশয়   ৮ স্নান   ৯ কঠোর   ১০ উর্দ্ধ   ১১ জ্বালি

সামলা কহেন কথা ছুবরাজ-আগে   জত সেবা কর তুমি মনে নাই লাগে।
আন্তের কমল দিয়া পূজ যুগেশ্বর   তবে ত পাইবে বাছা পশ্চিম উদয় বর।
লাউসেন বলে মাতা নিবেদি চরণে   আন্তের কমল পুষ্প পাইব কেমনে।
এক পুষ্প আছে মাতা মান-সরবরে   দেবতা গন্ধর্ব তথা জাইতে না পারে।
কালীদহে[১] আছে আর কমলের বন   তাহারে বেড়িয়া আছে জত নাগগণ।
কেমতে আনিব পুষ্প পূজিতে ঈশ্বর[২]   কহ মাতা উপায় কহেন নৃপবর।
সেনের বচনে মাতা হাসে খলখল   তাহারে না বলি বাছা আন্তের কমল।
কমলের বৃক্ষ তুমি কমলের লতা   কমলের পুষ্প বাছা তোমার নিজ মাথা।
ঐ পুষ্প দিয়া পূজা কর মায়াধর   তবে ত পাইবে বাছা পশ্চিম উদয় বর।
শুনিয়া বিস্মিত[৩] ভূঞা লাউসেন সুন্দর   সামলাগোচরে কহে যুড়ি দুই কর।
কেন মাতা হেন কথা কহ কী কারণ   মস্তক কাটিলে পুনু বাঁচে কোন জন।
অসম্ভব কহ কথা নিদারুণ হয়্যা   মন্ত্রণা দিয়াছে পারা দুষ্ট মামুদিয়্যা।
সামলা বলেন সেন কি বোল বলিলি   অভাগী-অন্তরে শেল দারুণ হানিলি।
এত কেন হলি সেন পরাণে কাতর   আমি আন্তের কমল দিয়া পূজি মায়াধর।
এক কমল দিতে বাপু তুমি ভাব ব্যেথা   কেমনে কাটিল রাবণ দশগোটা মাথা।
তবে কি রাবণ রাজা না পাইল বর   শুন শুন ওরে বাছা দুল্লভ সদাগর।
সামলার কথা শুনি লাউসেন লজ্জিত   বিনয় করিয়া বলে বচন পিরীত।
আমি শিশু জননী তেজিবে মোর[৪] দোষ   মোর দিব্ব[৫] মনে কিছু না করিহ রোষ।
পুত্রের শতেক দোষ না লয় জননী   কাতর হইয়া বলে সেন গুণমণি।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে করিব আন   আন্তের কমল দিয়া পূজিব ঈশান[৬]।
শুনিয়া সামলা সুখী হইলেন মনে   লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল সেনের বদনে।
স্নান করি অর্ঘ্যদান দিল ধর্ম-পায়   শুভক্ষণে লাউসেন বসিল পূজায়।
দ্বিজবর পূজার পদ্ধতি[৭] ধরে আগে   ধর্ম পূজি লাউসেন পশ্চিম উদয় বর মাগে।
ভকত্যা আমিনী দেই জয় জয়কার   কহে কবি ধর্মদাস দ্বিজকুমার॥

পূজায় বসিল বালা লাউসেন ভূপতি   দ্বিজগণ ধরে আগে পূজার পদ্ধতি[৭]।
ভকত্যা আমিনী তবে দেই জয়কার   ধূপ ধূনা ধূমে ঘর ঘোর অন্ধকার।
শত শত ঘৃতের প্রদীপ সব জ্বলে   বাজে বাদ্য মধুর হাকণ্ড মহাস্থলে।

---

১ কালিদহে   ২ ইশ্বর   ৩ বিশ্বিত   ৪ মর   ৫ দিব্বি   ৬ ইসান   ৭ পধুতি

ধর্ম পূজে লাউসেন গলে জোগপাটা   ললাটে পরিল গঙ্গামৃত্তিকার ফটা।
তাম্রের অঙ্গুরী সেন করাঙ্গুলে পরি   ঐকান্ত ভাবনা করে জেন ব্রহ্মচারী।
শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করি কৈল আঁচমন   অঙ্গন্যাস করন্যাস বিধান করণ।
ভূতশুদ্ধি করি রাজা হরিষ-অন্তরে   ইহাগশ্চ ইহা তিষ্ঠ কহে মায়াধরে।
মম পূজা গ্রহণ করহ সুখা হয়্যা   পূর্ণ কর মোর আশা দূর করি মায়া।
এত বলি পাদ্য অর্ঘ্য দিল আঁচমন   সুগন্ধিত পুষ্প দিল কুমকুম চন্দন।
দিল পুষ্প চাঁদমালা ধূপ দীপ[1] আর   মনোহর নৈবিদ্য অপূর্ব বেবহার।
পুনুর্বার আঁচমন দিল গুয়া পান   জাপ্য করে মহামন্ত্র মুদিত নয়ান।
এইরূপে দ্বাদশ দিবস গেল জদি   না দিল অনাদ্য বর চিন্তিত ভূপতি।
ধ্যান তেজি নিল বালা অস্ত্র খরসান   কাটিয়া অঙ্গের মাংস অনলে জোগান।
মাংস কাটি শেষ মাংস পূর্ণাহুতি[2] দিলা   হেনকালে নব খণ্ড কৈল সেন বালা।
বাম ভুজের মাংস কাটিয়া তপধনে   শিব শিব বলিয়া পেলিল হুতাশনে।
তবে ত হৃদের[3] মাংস কাটি ডুবরাজে   শিব শিব বলিয়া পেলিল অগ্নিমাঝে।
তবে বালা লাউসেন কাটি দুই উরু   পেলিল আনলমধ্যে ভাবি দেব গুরু।
কাটিতে পিষ্টের মাংস কর নাই পায়   ধর্মরাজ ভাবি কাতি কণ্টাতে ভেজায়।
বিশ্বের নির্মিত কাতি অতি খরসান   পরশে সেনের মুণ্ড হইল দুই খান।
গড়াগড়ি জায় মুণ্ড অবনী উপর   কাটামুণ্ড বলে দেহ পশ্চিম উদয় বর।
সেইকালে সামলা কেমন বুদ্ধি কৈল   লাউসেনের মুণ্ডে ঘৃতের প্রদীপ[4] জ্বালিল।
প্রদীপ কাষ্টেতে রাখে অনাদ্যের পাশে   কাটামুণ্ড প্রভুর পাশে মন্দ মন্দ হাসে।
সেনের মরণে প্রাণ দিল দ্বিজবর   সামলা তেজিল প্রাণ গম্ভীরভিতর।
ষণ্ড[5] মনরথ গাই কপিলা সুন্দরী   মালাকার নাপীত মরিল শুক শারী।
ডোমা হাড়ি মরিল নাবিক পাইকগণ   হরিহর তেজিল প্রাণ বাইতিনন্দন।
দ্বাদশ ভকত্যা মৈল ভাবিয়া ঠাকুর   কেবল রহিল মাত্র বাটুয়া কুক্কুর।
মিত্তুগণে আগুলিয়া থাকে সাবধানে   দিবা নিশি নিদ্রা নাই তাহার নয়নে।
চতুর্দ্দিগ বেড়িয়া পবনপ্রায় গতি   না দিল অনাদ্যে বর সপ্ত দিন রাতি।
সেনের জাতনা দেখি পর্বতকুমারী   কোকিল পক্ষের বেশে চলিল ঈশ্বরী।
অনাদ্যর মায়া কভু বুঝনে না জায়   অনাদ্যমঙ্গল কবি ধর্মদাসে গায়॥

---

১ দিপ   ২ পুন্নাহুতি   ৩ হ্রিদের   ৪ প্রিদিব   ৫ সাণ্ড

কোকিল পক্ষের বেশে চলিল কমলা   চক্ষের নিমিষে মাতা ধর্মপাশে গেলা ॥
ধ্যানেতে আছেন প্রভু সর্বগুণধারী   কোকিল পক্ষের বেশে ডাকেন ঈশ্বরী ॥
কুহু কুহু করি দুর্গা তিন ডাক দিল   কোকিলীর শব্দে প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল ॥
ধ্যান ভঙ্গ হয়্যা প্রভু চতুর্দ্দিগে চান   সম্মুখে কোকিলী পক্ষ দেখিবারে পান ।
ধর্মরাজ বলে শুন পাপীষ্ট কোকিলী   আচম্বিতে আসি মোর[1] ধ্যান ভঙ্গ কৈলি ॥
কে দিল তোমারে বুদ্ধি মরিবার তরে   ভ্রম হয়্যা ঝাপ দিলি অগ্নির উপরে ।
কোকিল কহেন তবে মন্দ মন্দ ভাষা[2]   হিয়াতে কাতর[3] মুখে মন্দ মন্দ ভাষা[2] ।
শুন প্রভু মোরে গালি দেহ কি কারণ   ইন্দ্রের গায়েন মোরা জানে সর্ব জন ।
নিত্ত গীত গাই সদা এই পথে জাই   কেন প্রভু গালি দেহ কি তোমার খাই ॥
এত বলি মহামায়া কি বুদ্ধি করিল   ঘোরনাদে ডাক ছাড়ি গগনে উঠিল ।
দ্বিগুণ জ্বলিলা কোপে প্রভু করতার   ধাইল কোকিল-পিছে করি মার মার ।
মায়া পাতি মহামায়া যান[4] পলাইয়া   পিছে পিছে ধর্মরাজ যান[4] খেদাড়িয়া ।
জেই দিগে যান[4] মাতা ধর্ম তথা যান[4]   কোপে তার পিছে জেন ধাইছে সঞ্চান ।
প্রভুর পশ্চাতে ধায় পবননন্দন   নিমিষে পাইল পুরী হাকণ্ডভুবন ।
জেইখানে লাউসেন আছেন মরিয়া   অন্তর্ধ্যান হইলা[5] মাতা সেইখানে গিয়া ।
লাউসেনের দুর্গতি প্রভু দেখিয়া আপুনি   কান্দিতে লাগিল প্রভু চক্ষে পড়ে পানি ॥
আহা মরি লাউসেন তোমার বালাই লয়্যা   কে করিতে পারে এত মনস্থ[6] হইয়্যা ॥
জে বর মাগিবে বাছা সেই বর দিব   তবে পুরী হাকণ্ড তেজিয়া আমি যাব[7] ।
হনুমান বলে প্রভু কত জান মায়া   লাউসেন সেবকে তিলেক নাই দয়া ।
মনস্থ[6] হইয়া সেন হেন সেবা করে   ব্রহ্ম হরি শঙ্কর করিতে কেহ নারে ।
প্রাণদান দিয়া দেহ পশ্চিমে উদয় রবি   তবে তোমার পূজা হয় মর্ত্তভিতর ।
নতুবা তোমার পূজা রহিব অবনী   কলিকালে নরের না পারে পুষ্প পানি ।
শুনিয়া হনুর বাক্য প্রভু যুগেশ্বর   ব্রাহ্মণের বেশে গেল হাকণ্ডভিতর ।
প্রভুরে দেখিয়া ধায় বাটুয়া ঈশান[8]   বাটুআর মূর্তি[9] দেখি প্রভু অন্তর্ধ্যান ।
সেইকালে অনাদ্যে কেমন বুদ্ধি কৈল   বাটুয়া উপর ঘোর মায়ানিদ্রা দিল ।
নিদ্রাতে ঢুলিয়া শান[10] হইল অচেতন   সেনের নিকটে গেলা ধর্ম সনাতন ।
সেনের দুর্গতি দেখি ধর্ম গুণমণি   মিত্র দেহ কোলে করি চক্ষে পড়ে পানি ॥

---

১ মর   ২ ভাসা   ৩ কাতার   ৪ জান   ৫ হইলা   ৬ মনস্ত   ৭ জাব
৮ ইসান   ৯ মুর্ত্তি   ১০ শান

আহা মরি বাছাধন রঞ্জার পরাণ কান্দিতে কান্দিতে মুণ্ড কন্ধেতে জোড়ান।
ধর্মের আশিষে[1] মুণ্ড লাগে সেনকন্ধে পুষ্প জল দিল পুনু পরম সানন্দে।
সুন্দর শরীর[2] হইল সুবর্ণের প্রায় পুনুর্বার পুষ্প জল দিল ধর্মরায়।
গিয়াছিল প্রাণ পুনুর্বার আইল ঘটে ধর্ম ধর্ম বলি বালা লাউসেন উঠে।
চক্ষু মেলি চাহিতে দেখিল ধর্মরাজে ঐমনি ধরিল সেন ধর্মপদাম্বুজে।
প্রভুর চরণে ধরি কান্দে অভিমানে এতেক নিষ্টুর কেন অনাথ লাউসেনে।
স্মরণ[3] করিলে আমি তব দেখা পাই সর্ব দুখ দুর হয় তখনি যুড়াই।
ছয় মাস হাকণ্ডে তোমার সেবা করি ক্ষেণেক বিশ্রাম নাই দিবস শর্বরী।
তথাপি আমারে দয়া নাই কর কেনে কি দোষ কর্যাছি তব অতুল চরণে।
অনাদ্যে কহেন বাছা শুন তপোধন বিপরীত কর্মহেতু তোমার স্তবন।
পশ্চিম উদয় বর মাগ বাছা তুমি তে কারণে বিশেষ চিন্তিত আছি আমি।
কত কত যুগ গেল কত কত হৈল কখন এমন বর কেহ না পাইল।
এ বর ছাড়িয়া তুমি মাগ অন্য বর কপটে[4] কহেন কথা প্রভু যুগেশ্বর।
শুনিয়া করুণা করে সেনের নন্দন পুনু প্রাণ দিতে চাহে প্রভুবিদ্যমান।
না জাব ফিরিয়া ঘর ময়না নগর এত বলি নিল সেন কাতি হীরাধার।
সেনের ধরিয়া কর কহে যুগপতি দিব বর বাছাধন স্থির কর মতি।
শ্রীধর্মের মায়া কভু বুঝনে না যায়[5] অনাদ্যমঙ্গল কবি ধর্মদাসে গায়।

অনাদ্যে বলেন শুন রঞ্জার কুমার জে ইশ্চা তোমার মনে মাগ সেই বর।
লাউসেন বলে প্রভু এই বর চাই পশ্চিম উদয় হইলে তবে ঘরে জাই।
শুনিয়া সেনের বাণী হরষিত মনে কহেন মধুর কথা বীর হনুমানে।
অনাদ্য বলেন শুন পবননন্দন সূর্য্যের মন্দিরে তুমি করহ গমন।
তুরিত ডাকিয়া আন আমার সাক্ষাতে আমি তারে বলিব পশ্চিম উদয় দিতে।
চল শীঘ্র বাছা রে রজনী অবশেষ সিদ্ধি হইলে কামনা সেবক যায়[5] দেশ।
দেশে গেলে সেবক গোলোকে[6] আমি জাই পূর্ণ হয় বারমতি মরতে পূজা পাই।
শুনিয়া প্রভুর বাণী পবনকুমার সূর্য্যের মন্দিরে চলি গেলেন সত্বর।
বসি আছেন সূর্য বীর সুবর্ণের রথে হনুমান প্রণাম করিল জোড়হাথে।
প্রণাম করিয়া বলে বিনয় বচন চল সূর্য তোমারে ডাকেন নিরঞ্জন।

১ আশিসে ২ শরির ৩ স্মরণ ৪ কপটে ৫ জায় ৬ গোলকে

তুমি গেলে মর্ত্তেতে[1] পশ্চিম উদয় হয় বারমতি ধর্মের পূজা পূর্ণ তবে হয়।
শুনিয়া কুপিত সূর্য জলে কোপানলে তর্জন গর্জন করি হনুমানে বলে।
সূর্য বলে মর মর পাগল বানরা ত্রিভুবনে অজ্ঞান নাহিক তোর পারা।
বনের বানর হয়্যা কহ বিপরীত শুনিয়া চমকে প্রাণ হইলাম বিস্মিত[2]।
স্বপনে[3] না শুনি কাণে পশ্চিম উদয় মিথ্যা বলে বানরা ধর্মের আজ্ঞা নয়।
মিথ্যের কারণে পূর্বে পুড়েছে বদন তথাপি বলহ মিথ্যা শুন রে ঢেমন।
এত যদি বলে সূর্য্য বীর হনুমানে মহাক্রোধ করি হনু চাহে সূর্যপানে।
সূর্যপানে চাহে হনু চক্ষু করি লাল গর্জনা করিয়া বলে অঞ্জনাদুলাল।
হনুমান বলে সূর্য শুন মোর[4] কথা আমি ত ঢেমন তুঞি আসল দেবতা।
তোমার জন্মের কথা আমি ভাল জানি কহিতে সে সব কথা পোহায় রজনী।
ভাল চাহ তরাসে তরাসে চল তুমি নতুবা বান্ধিয়া লেজে লয়্যা যাব[5] আমি।
পাসরিলি পূর্ব কথা নাই পড়ে মনে পূর্বের বিত্তান্ত সব গেছে বিসরণে।
এত বলি সমূলে ফিরায় লেজখান তরাসে কম্পিত সূর্য করিল পয়ান।
হাকণ্ডে চলিয়া গেল সুবর্ণের রথে প্রভুরে প্রণাম করি রহে জোড়হাথে।
সূর্যরে দেখিয়া সুখী ধর্ম নিরঞ্জন কহেন মধুর কথা উদয়কারণ।
শুন সূর্য গুণমণি কশ্যপতনয় পশ্চিম উদয় বাছা কর দণ্ড ছয়।
তবে পূজা ভুবনভিতর আমি পাই সেবকের কার্য্যসিদ্ধ গোলোকেতে জাই।
অবেথ প্রভুর কথা কে করিব আন প্রণাম করিয়া সূর্য করিল পয়ান।
হরিহর বাইতি আগে পাইল পরাণি দণ্ড[6] মনোরথ গাই সামলা আমিনি।
দ্বাদশ ভকত্যা দ্বিজ আর দ্বিজবর বাটুয়া পাইল জ্ঞান নৌকার পাবর।
নাপিত রজক মালাকরি মিত্তজয় পাইল পরাণ সভে দেখিতে উদয়।
জ্ঞান পেয়্যা প্রভুর পদেতে কৈল স্তুতি হরিহর লাউসেন চলে সূর্যের সংহতি।
হাকণ্ডেতে বসিয়া রহিল নিরঞ্জন সংহতি রহিল বীর পবননন্দন।
অস্তগিরি[7] পর্বতে গেলেন দিবাকর সংহতি লাউসেন ভৃঞা সাক্ষী হরিহর।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর পার তোমা বিনে ভুবনে ভরসা নাই আর।
করতার কর পার লৈয়াছি শরণ[8] ধর্মের পিরিতে হরি বল সর্ব জন॥

পোহাইতে আছে রাত্রি প্রহরেকশেষ হেনকালে লাউসেন করিল আদেশ।
দেউ সূর্য মহাশয় পশ্চিম উদয় বিনয় করিয়া বীর লাউসেন কয়।

১ মর্ত্ত্যে ২ বিস্মিত ৩ স্বপনে ৪ মম ৫ জাব ৬ সাত ৭ অস্ত-
৮ স্মরণ

সেনের বচনে সূর্য হরষিত মনে প্রকাশিত দিনমণি পশ্চিম গগনে।
রাত্রি ছিল দিন হইল ঘুচে অন্ধকার দেখিয়া হরিষ মনে লাউসেন কুমার।
সংসারের লোক বলে পোহাইল রজনী নিজকার্যে হৈল রত পুরুষ রমণী।
মহারাজা বারামে বসিল সিংহাসনে নৃপতির শিরমণি পূর্ণ সর্বগুণে।
পশ্চিমে দেখিয়া সূর্য্য উদয় হইল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে কহিতে লাগিল।
লাউসেন মনুষ্য নয় জানিল নিশ্চয় এত দিনে দিল বালা পশ্চিম উদয়।
ধন্য ধন্য লাউসেন শুভক্ষণে জন্ম দেবতা করিতে নারে হেন সব কর্ম।
আনন্দে আবেশ রাজা জত পুরীজন সেনের মহিমাগুণ গায় অনক্ষণ।
মহারাজা ধার্মিক বিস্তর দান করে নানা বাদ্য নৃত্য গীত[১] গৌড়ের নগরে।
আনন্দে নাহিক সীমা প্রিতি ঘরে ঘরে লাউসেনকুমার তথা কহে হরিহরে।
শুন ভাই হরিহর বাইতিতনয় ধর্মের আশিসে দিলাম পশ্চিম উদয়।
দেখ ভাই সাবধানে আপন নয়নে সত্য কথা কহিবে রাজার বিদ্যমানে।
হরিহর বলে সেন দেখিলাম উদয় তোমার প্রসাদে আর নাহি জমভয়।
দেখিলাম দেবের পদ মনস্থ হইয়্যা পাইলাম পরম গতি প্রভুমুখ চেয়্যা।
এত বলি কান্দে হরি ভাসে প্রেমজলে আশ্বাস করিয়া কিছু লাউসেন বলে।
শুন ভাই হরিহর না কর রোদন মনেতে জানিহ তুমি ঈশ্বরের জন।
তুমি আমি ভিন্ন নহে দুই সহদর এই সত্য জানিহ নিশ্চয় হরিহর।
এত বলি আলিঙ্গন দিল যুবরাজে পূর্ণ হইল উদয় ছ[য় দ]ণ্ড[২] মহীমাঝে।
তস্য পর দিনপতি ছাড়িল আকাশ পুনর্বার রাত্রি হইল লোকেতে তরাস।
লাউসেন বিমানে গেল হাকণ্ডভুবনে প্রণাম করিল গিয়া ধর্মের চরণে।
আশীর্বাদ করি ধর্ম করিলেন কোলে বিদায় হইয়া রবি নিজস্থানে চলে।
ধর্মরাজ কহেন শুনহ বাছাধন কার্য্যসিদ্ধি হইল দেশে করহ গমন।
সুখে রাষ্য কর গিয়া ময়নার দেশ আজি হইতে হইল তোমার দুঃখ শেষ।
প্রভুর বচন শুনি হরষিত মন বর মেগ্যা লইব ভকত্যা সর্ব জন।
বাটুআর কথা শুনি হাসে নিরঞ্জনে আকন্দের পুষ্প করি রাখিল ভুবনে।
সভাকার মনপ্রীত করি মায়াধর গোলোকে[৩] গেলেন প্রভু বিমানে করি ভর।
জয় জয় মহাশব্দ মঙ্গলবাজনা দেশে জাইতে লাউসেনের পড়িল ঘোষণা।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম কর পার তোমা বিনে কুবরের ভরসা নাই আর॥

---

১ নিত্য ২ দণ্ড ৩ গোলকে

চাপিয়া তরণী সেন গুণমণি
চলিল আপন স্থানে
বাহ বলি বলে বাঙ্গাল সকলে
হরষিত হইল মনে ।
বাহে ডাঁড়িগণ হরষিত মন
বাউবেগে চলে তরী
নানা বাদ্য বাজে সলিলের মাঝে
তেজিল হাকণ্ডপুরী ।
জলের গর্জন জিনি মেঘগণ
আকাশ পাতাল যুড়ি
দিবস রজনী চলিল তরণী
হেমগিরিবর বেড়ি ।
দুর্বার পাটনে রাখিল দক্ষিণে
সিংহল করিল বাঁয়ে
কালীদহ[1]-খান তেজি গুণবান
চলিল বহু নির্গমে ।
বাহে সেতবন্ধ হইয়া আনন্দ
পশ্চাত করিয়া লঙ্কা
তবে নানা দহে তরাতরি বাহে
মনে করি বহু শঙ্কা ।
বাহে অবিরত চড়ুই পর্বত
তেজিল উত্তম স্থান
বিংশতি দিবসে মনের হরিষে
নীলাচল সেন পান ।
দেখি জগন্নাথ সভে কিনে ভাত
আনন্দে ভক্ষণ করে
সেনের নন্দন খায় এক অন্ন
তাহাতে উদর পূরে ।
শিরে পুছে হাথ স্মরে[2] জগন্নাথ
হরষিত হয়্যা মনে

১ কালিদহ ২ স্মরে

নানা স্থান জত ভ্রমে সেনসুত
অহর্নিশি সেইখানে।
চাপিল তরণী সেন গুণমণি
পুত্র চাঁদমুখ দেখি
বাহ বাহ বলে নাবিক সকলে
মনে হয়্যা বড় সুখী।
সেনের বচনে নাবিকনন্দনে
কেরয়্যালে ভর দিল
ঝটঝটি সাড়া বাজে দামা জোড়া
চিত্রকূটে তরী গেল।
চিত্রকূটরাজা কৈল সেনপূজা
পিতাসম ভাব করি
আনন্দে সে নিশি বঞ্চি গুণরাশি
প্রভাতে চাপিল তরী।
বাবুর মকাম সেন কৈল বাম
দক্ষিণে হিজলি দেশ
সঙ্গম সাগর বাহি সদাগর
সিন্ধুদ্বীপে[১] পরবেশ।
দেখি দেবগণে চলে সেইখানে
চাপিয়া নৌকার পিঠে
তেজি নানা দেশ গুমগড় প্রেবেশ
গেল কালিনীর তটে।
ডিঙ্গা বান্ধি ঘাটে কালিনীর তটে
উঠিলেন সর্ব জন
শ্রীধর্মচরণ সেবি কহে ধর্মদাস কবি
হরি হরি বল সর্ব জন॥

১ -দ্বিপে

॥ পয়ার ॥

একমনে শুন সভে ধর্ম্ম-ইতিহাস দু-মনা হইলে হয় ধন পুত্র নাশ।
বান্ধিয়া[১] তরণী বালা কালিনীর ঘাটে ধর্ম্ম ভাবি লাউসেন উঠিলেন ঘাটে।
কূলে উঠি লাউসেন আছাড় খাইয়া পড়ে কলিঙ্গা কলিঙ্গা বলি ঘন ডাক ছাড়ে।
কোথা গেলে কলিঙ্গা মরমে দিয়া দুঃখ ঘরে গিয়া কাহার দেখিব চাঁদমুখ।
কোথা গেলে বীর কালু পরাণ আমার পুনুর্ব্বার দেখা ভাই না হইল আর।
কোথা গেলে শাখা সুরা বীর তের জন দলশোভা বাছা সব বিপক্ষদলন।
আহা মরি ময়নার প্রজার বালাই লয়্যা কোথা আছ বাছা সব দেশান্তরি হয়্যা।
কি খেণে গেলাম আমি হাকণ্ডভুবন সর্ব্বনাশ কৈল মোর মামুদ্যা দুর্জ্জন।
না আসিতাম দেশে জদি সেহ হইত ভাল রায্য দেখি প্রাণ মোর বিকল হইল।
না মরে লাউসেন কেন অকারণে আছে গলায় কাঠারি দিলে তবে দুঃখ ঘুচে।
কান্দে বালা লাউসেন ধূলায় ধূসর কোলে করি প্রবোধ করেন দ্বিজবর।
সামলা প্রবোধ করে পুছিয়া বদন হিত বুঝাইল হরি বাইতিনন্দন।
তবে রাজা লাউসেন প্রবোধ মানিয়া মনদুখে পাটশালে উত্তরিল গিয়া।
বসিলেন সেইখানে চারিপানে চাই গড়ের দুয়ারে বাজে টমক জোড়া ঘাই।
তরণীর দির্ব্ব বহে নাবিক সকল সমাচার পাইল কানড়া পয়দল।
চিত্রসেনে কোলে করি কান্তপাশে গেল ভূমিষ্ট হইয়া সেনে প্রণাম করিল।
বিধিমত আশীর্ব্বাদ কৈল গুণমণি চিত্রসেনে কোলে করি চক্ষে পড়ে পানি।
বদনে বদন দিয়া লক্ষ চুম্ব[২] দিল সঙ্গের সঙ্গিনীগণে বিদায় করিল।
হরিহরে বাঁসা দিল মহলভিতরে দশ বিশ নফর তাহার সেবা করে।
লাউসেন বীর তবে কানড়ারে কহে আছে কি ছাড়িয়া দিছে পাত্র মহাশএ।
হেনকালে লখিয়া ধুমসী সেনে বলে আছে বেটা নাবড়া বন্ধন ঢেকিশালে।
শুনি রাজা লাউসেন বিস্মিত[৩] হইল ধীরে ধীরে চলিয়া পাত্রের আগে গেল।
লাউসেনে দেখি মাহু হেট কৈল মাথা কহিতে লাগিল সেন দুই চারি কথা।
সেন বলে এ কি মামা চরিত্র তোমার আমার রাউতি সঙ্গে এত কেন জোর।
কোন কর্ম্ম করিবারে তোমার ভাজ্ঞন এতেক দুর্গতি মোর কৈলে কি কারণ।
সময় বুঝিয়া কথা মামুদ্য কহিল আমি কি করিব সেন বিধাতা করিল।

---

১ বান্ধিয়া ২ চুম্ব ৩ বিস্মিত

আইনু ময়নাপুর করিতে শিকার   ছুয়াক[র] বৈল কালু ডোমের কুমার।
তে কারণে এ সব প্রমাদ উপজিল   বুঝিয়া করহ কায্য মামুদ্যা বলিল।
উচিত হইল শাস্তি শুন তপধন   এত দিন প্রাণ আছে তোমার কারণ।
আর না সহিতে পারি এ সব জাতনা   লোচনে পূর্ণিত বারি মাহুর ভাষণা[১]।
ধর্মপুত্র লাউসেন দয়া উপজিল   ছত্রিশ বন্ধন তার মুক্ত করি দিল।
হায় বোলে উঠে দাণ্ডাইল মামুদিয়া   কহে বৈদ্য ধর্মদাস শ্রীধর্ম ভাবিয়া॥

শুন ভাই ভকত হইয়া একমন   পাইবে পরম গতি তরিবে শমন।
মামুদ্যারে সঙ্গে করি লাউসেন চলে   তুরিতে গেলেন বালা আপন মহলে।
নাপিতের কিস্তি করি স্নান[২] করাইল   পরিতে পট্টের বস্ত্র[৩] পাত্রে আনি দিল।
কুমকুম চন্দন মালা দিল মাহুবরে   নানা অভরণ সব প্রচুর শরীরে[৪]।
পূর্বাধিক সুবেশ হইল মামুদ্যার   দেখিয়া হরিষ মনে লাউসেন কুমার।
রন্ধন করিল অন্ন দ্বিজ নারায়ণ   পঞ্চরসে মামুদিয়া করিল ভোজন।
কর্পূর তাম্বুল খায় আচমনশেষে   সে দিন বঞ্চিল তথা মনের হরিষে।
প্রভাতে তুলিয়া গাত্র দারুণ নাবড়া   লাউসেন সাজিয়া আনিল দিব্ব ঘোড়া।
কনকের চিত্র বাস দিল বহুতর   তবে সেন বিদায় করিল মাহুবর।
হেনকালে লাউসেনে মামুদিয়া বলে   কি লইয়া জাব আর গৌউড়মুণ্ডলে।
কেমনে দেখাব মুখ গৌউড়মুণ্ডলে   ময়নাতে মজিল মোর লস্কর সকলে।
কি লয়্যা আইলাম আমি কিবা লয়্যা জাব   রাজার সাক্ষাতে গিয়া কি বোলে বলিব।
রাখ বাপু জশ কিত্তি ভুবনভিতর   মিত্তুসেনা জিয়াইয়া দেহ পুনুর্বার।
ভস্ম[৫] করি বটবিক্ষে দিলে প্রাণ দান   তেঞ্চি তোমার ভরসা কর্য্যাছি গুণবান।
মাহুর ভাষণা[১] শুনি জুবরাজ হাসে   করিল বহুত স্তুতি[৬] ধর্মের উদ্দেশে।
সেনের স্তবন ধর্ম জানিয়া ধেয়ানে   পুরান্দরে ডাকিয়া কহেন ততক্ষণে।
অনাদ্যে বলেন বাছা শুন পুরান্দর   সুধাবিষ্টি কর গিয়া ময়নাভিতর।
প্রভুর আরতি পেয়ে চলে শচীপতি   আষ্ট মেঘ চারি গজ আনে শীঘ্রগতি।
ইন্দ্ররাজ বলে শুন গজ মেঘগণ   সুধাবিষ্টি কর গিয়া ময়নাভুবন।
জত দূর যুড়িয়া পড়ি আছে রাজদল   তত দূর যুড়িয়া পেলাবে সুধাজল।
অস্ত ঠাঞি পেল পাছে অসুর উপর   সাবধান হবে বাছা শুন পুরান্দর।

১ ভাসনা   ২ স্ন্যান   ৩ বস্ত্র্য   ৪ শরিরে   ৫ ভষ্ম   ৬ স্তুতি

ইন্দ্রের আরতি পেয়্যা ধায় মেঘগণ কুঞ্জর সকল ধায় পঞ্চাশ পবন।
অমৃতকুণ্ডের জল জোগায় কুঞ্জর চারি মেঘ বরষয় ময়না উপর।
মন্দ মন্দ বরিষয় মিত্তুলোক-গায় অমৃতপরশে সভে প্রাণ দান পায়।
ঝাকে ঝাকে উঠে সব রাজার লস্কর টাঙ্গন তুরগী অশ্ব মত্ত করিবর।
বীর কালু উঠিল দলই তের জন কলিঙ্গা পাইয়া প্রাণ গেল নিকেতন।
দলবল মাহুর সকল প্রাণ পাইল গজ মেঘ পবন আপন স্থানে গেল।
মামুস্তা চলিল দেশ লয়্যা সর্ব সেনা লাউসেন রহিল দেশে দক্ষিণ ময়না।
সঙ্গে কালুসিংহবর ডোম তের জন, আশ্বাস করিয়া আনে জত প্রজাগণ।
সেনের গুণেতে পুনু বৈসে চালে চাল মামুদিয়া গেল চলি জথা মহীপাল।
মিথ্যা কথা কহিয়া ভাণ্ডিয়া নৃপবর না পাইনু শিকার কিছু ময়নাভিতর।
গণ্ডা নহে দেবতা হইল অন্তধ্যান শুনিয়া হরিষ রাজা পাত্রঘরে যান[১]।
জত সন্থ প্রণাম করিল নৃপবরে পাত্রগুণ মরমে রাখিয়া গেল ঘরে।
মামুস্তার ত্রাসে কেহ না কহিল রাজে রহিল মনের কথা মরমের মাঝে।
কহে কবি ধর্মদাস ধর্মরাজবরে লাউসেন সাজন করে ময়না নগরে॥

সেন তপধন করিয়া সাজন
চাপে হয়বর-পিঠে
সঙ্গে তের স্থর তেজি নিজপুর
পার কালিনীর ঘাটে।
তেজিল পত্নুমা বাদ্য বাজে দামা
পশ্চাতে রাখিল কাশী
তেজি কংসনিধি সেন গুণনিধি
বাণপুর পাইল আসি।
স্থফুল্যা[২] সহর গঙ্গা দামুদর
তেজিল সেনের বালা
পার বদ্ধমান কাজলা এড়ান
চলিতে নাহিক হেলা।
রন্ধন ভোজন করে তপধন
কোথা করে[৩] জলপান

১ স্নান ২ মুফুল্যা ৩ কোথাকারে

আমান্তার গড় ত্তেজি দড়বড়
গোলাহাট গ্রামে যাব[1]।
ত্তেজিয়া বসতি পার পদ্মাবতী[2]
গোউড় সহর পাইল
সহর বাজার ত্তেজিল সত্তর
রাজার সাক্ষাতে গেল।
নৃপতিচরণ করিয়া বন্দন
বসিল লাউসেন রায়
লাউসেনে দেখি রাজা হইল সুখী
পাত্র হেনকালে যায়[3]।
রাজা বসি আছে পাত্র গেল কাছে
লাউসেনে জিজ্ঞাসে রাজা
ধর্মপদতলে ধর্মদাসে বলে
করহ ধর্মের পূজা ॥

॥ পয়ার ॥

তোমরা হরি বল রে কাল গেল বয়্যা[4] ॥

রাজা বলে শুন বাপু ময়নামুণ্ডল কহ সর্ব সমাচার কুশল মঙ্গল।
কত দূর হাকণ্ড কতেক দিনে গেলে পশ্চিম উদয় বাছা কেমনে করিলে।
লাউসেন বলে শুন নৃপশিরমণি[5] তিন মাস জলপথে চলিলাম তরণী।
তিলেক বিশ্রাম[6] নাই দিবস রজনী তবে পাইলাম হাকণ্ডস্থানখানি।
হাকণ্ডস্থানের কত কহিব মহিমা চতুর্মুখে বিধাতা নারিব দিতে সীমা।
সুস্থান হাকণ্ডপুরী সর্বস্থানসার তাহাতে আছেন ধর্ম জত দেব আর।
বিচিত্র মন্দির সব অপূর্ব নির্মাণ ঝলমল করে সব সুবর্ণ সমান।
নানা পুষ্প বিকশিত হয় বার মাস মত্ত মধুকর ফিরে হইয়া উল্লাস।
আর অপরূপ কথা শুন দণ্ডধর হাকণ্ডে ছিল এক জিব্ব সরবর।
পর্বত প্রমাণ পড়ে জোজন যুড়িয়া টলে পাগ মাথার তাহার পানে চেয়্যা।

১ জান ২ পর্দাবতি ৩ জায় ৪ বোয়্যা ৫ সিরমনি ৬ বিস্রাম

পঞ্চ দিগে পঞ্চ ঘাট পাষাণে রচিত   এক ঘাটে স্নান[১] করে দেবগণ জত।
আর ঘাটে স্নান[১] করে গন্ধর্ব কিন্নর   আর ঘাটে স্নান[১] করে[২] [জত] নিশাচর।
এক ঘাটে স্নান[১] করে বনপশুগণ   পঞ্চম ঘাটেতে স্নান[১] করে নিরঞ্জন।
আর এক অপরূপ শুন নৃপমনি   চারি বর্ণ হয় সেই সরবরের পানি।
প্রভাতে খিরের বর্ণ মধ্যাহ্নেতে[৩] দধি   সন্ধ্যাকালে ঘৃত বর্ণ শুন গুণনিধি।
নিশাকালে নির্মল জেমন গঙ্গাজল   তার মধ্যে আছে বিক্ষ পদ্ম[৪] শতদল।
দিনে চারি বর্ণ ফুল ফুটে তার ডালে   প্রভাতে লোহিত বর্ণ শুক্ল সন্ধ্যাকালে।
সায়েহ্নে[৫] চঞ্চল নীল লোহিত জরদ   সেই পুষ্প দিয়া পূজা কৈনু ধর্মপদ।
বহু সেবা করিলাম শুন নৃপবর   তথাপি না দিল বর প্রভু যুগেশ্বর।
আত্মের কমল দিয়া করিলাম পূজা   তবে বর দিলা প্রভু ভুবনের রাজা।
তৃতীয়[৬] প্রহর নিশি ভুবন ভিতর   হেনকালে প্রকাশ হইল দিবাকর।
তস্য পর তপন গেলেন নিজস্থান   গোলোকে[৭] গেলেন প্রভু স্বরূপনারাণ।
হাকণ্ড তেজিয়া তবে আইলাম দেশে   এই সব বিবরণ লাউসেন ভাষে[৮]।
শুনিয়া হরিষ রাজা জত সভাগণ   নাবড়ি করিয়া বলে মামুদ্যা দুর্জন।
মামুদ্যা বলেন শুন নৃপ মহাশয়   পশ্চিম উদয় বর কদাচিত হয়।
পর্বতে রজক সব খার পোড়াইল   তা দেখিয়া বলে লোক পশ্চিম উদয় হইল।
পাগল হইলে রাজা লাউসেনের বোলে   দুগ্ধের ছাওাল জেন দুগ্ধ পাইলে ভুলে।
লাউসেন জত বলে সত্ত কিছু নয়   তবে সত্ত জানি জদি হরিহর কয়।
হেনকালে কহে সেন ধর্ম অবতার   আন পাত্র হরিহরে করহ বিচার।
আমার জতেক কথা সব মিথ্যা হৈল   শীঘ্র আন হরিহরে লাউসেন কহিল।
সেনের ভাষণা[৯] শুনি হাসে সভাগণ   কোটালে ডাকিতে আজ্ঞা করিল রাজন।
শুন বাপু নিশানাথ কহে দণ্ডধর   শীঘ্র আন ডাকিয়া বাইতি হরিহর।
রাজার আরতি পেয়্যা কোটাল চলিল   হেনকালে মামুদ্যা পাত্র কহিতে লাগিল।
আজি নৃপ বিদায় করহ সভাকারে   বিচার করিব কালি আনি হরিহরে।
ভাল ভাল বলিয়া নৃপতি সায় দিল   ভাঙ্গিল রাজার সভা কোটাল ফিরিল।
রাজারে প্রণাম করি সভে গেল ঘর   বাজে বাদ্য দামা কাড়া উঠিল দপ্তর।
রাজা গেল মহলে লাউসেনে সঙ্গে লয়্যা   রমতি নগরে গেল পাত্র মামুদিয়্যা।

১ স্ন্যান   ২ বরেন   ৩ মধ্যায়েতে   ৪ পদ্দ   ৫ সায়েন্নে   ৬ ত্রিতিয়
৭ গোলকে   ৮ ভাসে   ৯ ভাসনা

বীর কালুসিংহ করে রন্ধন ভোজন   রাজলোক জোগায় জত তার আওজন।
মামুত্তা মন্ত্রণা করে আপনার বাসে   অনাদ্যমঙ্গল গান কবি ধর্মদাসে॥

॥ ত্রিপদী ॥

পাত্র মাহুবর   ভাবিয়া অন্তর
সঙ্গে করি কিছু ধন
রাত্রিশেষ কালে   বাইতিমহলে
গেলা হরষিতমন।
পাত্রে দেখি হরি   বহু জত্ন করি
জোগায় আসন পানি
মামুত্তা দুর্জন   পাখালি চরণ
বসিল বিরল জানি।
জিজ্ঞাসে বাইতি   মধুর ভারথি
জোড় করি দুই ভুজ
কহ বিবরণ   আইলে কি কারণ
আমার ভুবনমাঝে।
মামুদিয়া কয়   বাইতিতনয়
কহ মোর সত্ত বাণী
সেনের তনয়   পশ্চিম উদয়
কিরূপে করিল শুনি।
হরিহর বলে   পাত্র মহা খলে
সেনের মহিমা জয়
শুন মহাশয়   কহিব নির্ভয়
লাউসেন মনষ্য নয়।
হাকণ্ড সুস্থানে   সেন গুণবানে
বিস্তর করিল পূজা
সুখী হয়া মনে   আসি সেইখানে
বর দিল ধর্মরাজা।
অনাদ্যের বরে   গগনমণ্ডলে
পশ্চিম উদয় হইল

সিদ্ধি করি কাম সেন গুণধাম
তবে নিজ দেশে আইল।
মিথ্যা কথা নয় পাত্র মহাশয়
আমি সাক্ষী আছি তার
ধর্ম্মপদতলে ধর্ম্মদাসে বলে
ভক্তজনে কর পার॥

॥ পয়ার ॥

বাইতির কথা শুনি মামুদ্যা বিস্মিত[1] বলিতে লাগিল কিছু বচন পিরিত।
মামুদিয়া বলে বাপু শুন হরিহর বারেক মর্য্যাদা রাখ সভার ভিতর।
লেহ এই টাকা কড়ি খাইবে বসিয়া রাজার গোচরে আইস মিথ্যা কথা কহিয়া।
এই কথা কহিবে রাজার বরাবর পশ্চিম উদয় নাই দেই সদাগর।
ছয় মাস বস্যা ছিল ঘরের ভিতরে টাকা কড়ি দিয়া বশ করিল আমারে।
না গেছে হাকণ্ড সেন মিথ্যা মারে গাল বিচার করিয়া কার্য্য কর মহীপাল।
এ কথা কহিবে আর না কহিবে বাড়া সেইখানে সভামধ্যে চড়াইব ঘোড়া।
ময়নার মণ্ডল করি লিখে দিব পাটা আনন্দে করিবে ভোগ সেন জাবে কাটা।
পাত্রের বচন শুনি বাইতি ভুলিল মিথ্যা কথা বলিব বলিয়া পাত্রে বৈল।
তোমার অধিক লাউসেন নহে বড় রাখিব তোমার মান কহিলাম দড়।
শুনিয়া হরিব পাত্র গেল নিজ গারে প্রভাতে উঠিয়া চলে রাজার দরবারে।
বার দিল মহারাজা পাত্র মন্ত্রী লয়্যা চতুর্দ্দিগে দলবল বসিল বেড়িয়্যা।
বসিল লাউসেন রাজা সভার ভিতরে মামুদ্যা কহিল আনিতে হরিহরে।
পাত্র-বাণী শুনিয়া নৃপতি দিল সায় হরিহরে আনিতে রাজার দূত যায়[2]।
হরিহর বসি আছে আপন মন্দিরে দূত গিয়া সমাচার কহিল তাহারে।
শুনিয়া হরিব মনে বাইতিকুমার সাক্ষি দিতে চলিল রাজার বরাবর।
হেনকালে হরিহরে কহে তার মাতা শুন পুত্র হরিহর কোর ধর্ম্মকথা।
মিথ্যা না বলিহ বাছা সভার ভিতরে মিথ্যার সমান পাপ নাহিক সংসারে।
মিথ্যা কথা সভামধ্যে কহে জেই জন তার সপ্তম পুরুষ করে নরকভোজন।
আপনি নরকী হয় শুন বাছাধন যুধিষ্টির নরক দেখে মিথ্যার কারণ।

---

১ বিম্বিত ২ জায়

কুরুক্ষেত্র কুরুবংশ পাণ্ডবসহিত   ভগদত্তে মহামনি ভুবনপূজিত।
অশ্বত্থামা হত হরি কহে কনিষ্ঠানে   পিত্যয় না গেল মনি গোবিন্দবচনে॥
কহে রাজা যুধিষ্ঠির সভার ভিতরে   অশ্বত্থামা হত ইতি নর বা কুঞ্জরে।
স্বর্গপথে[1] বৈকুণ্ঠে বিমানে রাজা যায়   নরক দর্শন[2] করি বিষ্ণুলোক পায়।
নারকী হইল পার রাজার বাতাসে   চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হয়্যা গেল স্বর্গবাসে[1]।
এমন ভারথকথা শুনাচি পুরাণে   মিথ্যা না কহিয় বাছা রাজসন্নিধানে।
মামুদ্যা করিলে বল নিবে ধন প্রাণ   মিথ্যা কথা কহিলে নাহিক পরিত্রাণ।
মাএর বচন হরি শুনিঞা শ্রবণে   প্রণাম করিয়া চলে রাজবিদ্যমানে।
সঙ্গতি করিয়া নিল মামুদ্যার ধন   কহে কবি ধর্মদাস সেবি নিরঞ্জন॥

আজ্ঞা পেয়্যা চলিল বাইতি হরিহর   উপনীত হইল রাজসভার ভিতর।
হরিহরে দেখিয়া হরিষ সর্ব জন   রাজারে প্রণাম করে বাইতিনন্দন।
একে একে বন্দিয়া রাজার সভাগণে   বসিল সভার মধ্যে হরষিতমনে।
হেনকালে ভূপতি কহেন হরিহরে   শুন বাপু হরিহর জিজ্ঞাসি তোমারে।
সেনসঙ্গে গিয়াছিলে হাকণ্ডভুবনে   পশ্চিম উদয় সেন করিল কেমনে।
সত্য কথা কহিবে ধর্মেতে করি ভয়   মিথ্যা কথা কহিলে নরক ভোজ্যা হয়।
সত্য মিথ্যা জানা যাবে তোমার বচনে   পিত্যয় না হয় মোর[3] সেনের বচনে।
হরিহর বলে শুন নৃপ মহাশয়   সত্য কথা কহিব কাহারে করি ভয়।
বিশেষে কহিব কত সেন-পরিশ্রম   সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন মহরম।
লাউসেন ধর্মপুত্র ধর্ম অবতার   পশ্চিম উদয় মিছে কহিলাম সার।
ছয় দণ্ড দিবাকর উদয় গগনে   অস্ত পর হয়্যাছে নিশি দেখেছি নয়নে।
শুনিয়া হরিষ রাজা যত সভাগণ   হেটমাথা করি রহে মামুদ্যা দুর্জন।
মামুদ্যা বলেন বেটা কি কর্ম করিল   তুলিয়া গগনমধ্যে পুহ আছাড়িল।
এক তিল আমারে বেটা নাই করে ভয়   সভামধ্যে বসিয়া সেনের যশ[4] কয়।
তবে মামুদ্যার আজ্ঞা[5] বেহুদ্য নন্দন   ত্রিশূলে বাইতি বেটার বধিব জীবন।
কটালে কহিল মাহ নয়ানের ঠাঁরে   হরিহরে নষ্ট কর ত্রিশূল উপরে।
পাত্রকথা শুনিয়া কোটাল সাবধান   বিদায় হইয়া হরি নিজ ঘরে যান[6]।
ছল ছল করে মন না চলে চরণ   মধ্যপথে বান্ধে তারে নিশির রাজন।

---

১ সর্গ-   ২ দরশন   ৩ মর   ৪ জস   ৫ আজা   ৬ জান

বসন ভূষণ নিল করিয়া প্রহার হরিহর বলে ধর্ম্ম তার এক বার।
মাহুর মন্ত্রণা বলি জানিল অন্তরে করেন'মিনতি কিছু কোটালগোচরে।
শুন ভাই কোটাল কহেন হরিহর নিদ্দয় হইলে কেন নহি ভিন্ন পর।
কার বোলে আমার দুর্গতি কর তুমি ইহার বিত্তাস্ত[1] কিছু না পাইলাম আমি।
কোটাল বলেন শুন বাইতিনন্দন বিধাতা লিখিল তোর অবশ্ব মরণ।
সত্য কথা কহিতে বিপত্য হয়্যা গেল তোমারে ত্রিশূল দিতে পাত্র আজ্ঞা দিল।
হরিহর বলে তবে বান্ধ[2] কি কারণ আজি মরি কালি মরি অবশ্ব মরণ।
মুক্ত করি দেহ স্নান করি সরোবরে তবে বধ কর[3] মোরে[4] ত্রিশূল উপরে।
শুনিয়া কোটাল তবে দয়া উপজিল স্নান করিবারে তারে মুক্ত করি দিল।
হরিহর বাইতি নাবিল গিয়া জলে স্নান পূজা দেবীর করিল কুতুহলে।
দেবলোকে পিত্যলোকে জলাঞ্জলি দিয়া কূলে উঠে হরিহর শ্রীধর্ম ভাবিয়া।
হরিহরের স্তব ধর্ম ধেয়ানে জানিয়া তুরিত কহেন কিছু হনুরে ডাকিয়া।
অনাত্তে বলেন হনু জাউ মত্তপুরে মামুদিয়া নষ্ট করে বাইতিকুমারে।
বিনি অপরাধে তারে ত্রিশূলে বিনাশে কোলে করি হরিহরে আন স্বর্গবাসে।
প্রভুর আদেশে বীর চলিল তুরিত গোউড়মুণ্ডলে গিয়া হইল উপনীত।
হরিহরে ত্রিশূল জথা দেই নিশানাথে সেখানে বসিয়া হনু রহে শূন্তপথে।
জেইমাত্র বাইতি ত্রিশূলে কৈল ভর সেইক্ষণে কোলে নিল পবনকুমার।
স্বর্গবাসে লয়্যা গেল পরম হরিষে চমৎকার কোটাল কহেন ধর্মদাসে॥

স্বর্গপুরে গেল হরি বাইতিকুমার দেখিয়া কোটাল বড় হইল ফাঙ্কর।
পাত্রের গোচরে গিয়া কহে বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত হইল মামুদ্যা দুর্জ্জন।
বাইতি হইয়া বেটা গেল স্বর্গপুরে মোর এক পুত্রে দেহ ত্রিশূল উপরে।
স্বর্গপুরে গিয়া পুত্র করুক ঘর বাড়ি পশ্চাত জাইব আমি গৌউড় দেশ ছাড়ি।
অবেধ মাহুর বাণী বেধ না হইল জেষ্টপুত্র আনিয়া কোটালে আজ্ঞা দিল।
কান্দে শিশু বিষাদে কোটালের মুখ চেয়্যা বাপ হৈয়া বধ করে ত্রিশূলে চাপায়্যা।
না দেখি এমন দুষ্ট ই তিন ভুবনে পুত্র বলি এক তিল দয়া নাই মনে।
জাউ পিতা ছারেখারে সাঁপ দিল তোরে পুত্রপিণ্ড নাই পাবে ভুবনভিতরে।
এত বলি কুমার চলিল মহা শোকে স্নান পূজা করি তুষ্ট কৈল দেবলোকে।

---

১ বিত্তান্ত ২ বান্দ ৩ কোর ৪ মরে

কৃষ্ণ ভাবি কৈল ভর ত্রিশূল উপরে   প্রাণ তেজি বিমানে চলিল স্বর্গপুরে।
দেখিয়া কোটাল তবে [করে] হাহাকার   পাত্র-আগে কহিল সকল সমাচার।
মামুদ্যা বলেন বেটা পরাণে কাতর   কান্দিয়া করিল ভর ত্রিশূল উপর[১]।
তে কারণে মৈল বেটা গেল জমঘরে   আর এক পুত্রে দেহ ত্রিশূল উপরে।
আজ্ঞামাত্র কোটাল ত্রিশূলে চাপাইল   ত্রিশূল উপরে শিশু প্রাণ ত্যায়াগিল।
সে পুত্র তেজিল প্রাণ ত্রিশূলে চাপিয়া   তথাপি না করে দয়া দুষ্ট মামুদিয়া।
একে একে সাত পুত্রে ত্রিশূলে বধিল   ভুবনভিতরে মাহু আঁটকুড়া হইল।
কান্দে পাত্র মামুদিয়া জত পুরীজন   হায় হায় করে রাজা কান্দে তপধন।
কান্দিতে কান্দিতে সেন কহে মামুদ্যারে   কেন নষ্ট কৈলে দুষ্ট আপন কুমারে।
মহাপাপী হইলে তুঞি শুনহ দুর্জ্জন   হেন মনে লয় তোর না দেখি বদন।
মনে করি তোমারে করিএ ভস্মরাশি[২]   নারকী হইব এই মনে ভয় বাসি।
না করিব ভস্ম[২] তোরে শুন মামুদিয়া   কাল ক্ষয় কর[৩] তুমি ব্যাধযুক্ত হৈয়া।
অবেথ সেনের বাক্য বেথ নাই যায়[৪]   সেইক্ষণে ব্যাধি হইল মামুদ্যার গায়।
অষ্টঙ্গ বেড়িল বিবর্ণ হৈল অঙ্গ   লোহিত বরণ আঁখি নাসাপুট ভঙ্গ।
পুষ্ট হৈল কলেবর রক্ত হৈল পানি   খানি খানি খসে মাংস গলিত রসানি।
সশূল[৫] মক্ষিকা তায় ক্রিমির সঞ্চার   উঠিতে বসিতে নারে তনু হৈল ভার।
দেখিয়া ত্রাসিত রাজা জত সভাগণ   লাউসেন মহাবীরে করেন স্তবন।
রাজা বলে শুন বাপু সেনের তনয়   তোমার মহিমা জশ ত্রিভুবনে কয়।
আমি কি বলিতে পারি এ শ্চার বদনে   কৃপা কর এক বার মূঢ়মতিজনে।
সর্ব দিন দোষ ক্ষেমা করিআছ তুমি   অল্পহেতু এত ক্রোধ[৬] কি বলিব আমি।
বুঝিয়া করহ কায্য শুন বিজ্ঞবর   অধিক কি কব আর তোমার গোচর।
রাজার বচনে শান্ত হৈল সাধুজন   মামুদ্যারে দিল পরিধানের বসন।
সেন বলে ঐ বস্ত্র ফিরাউ শরীরে[৭]   বসন পরশে ব্যাধি পলাইব দূরে।
সেনের বচন শুনি পাত্র মামুদিয়া   ফিরায় বসন অঙ্গে সময় বুঝিয়া।
বসন পরশে ব্যাধি ছাড়ে পাত্র-অঙ্গ   গরুড় দর্শনে[৮] জেন ভুজঙ্গের ভঙ্গ।
পূর্বাধিক হৈল মাহুর সুন্দর শরীর[৭]   দেখিয়া হরিষ মনে রাজা গৌড়েশ্বর।
ঘৃণা করি বসন বদনে নাঞ্চি দিল   আঙ্গের ধবল ব্যাধি বদনে রহিল।

১ উপরে   ২ ভষ-   ৩ করি   ৪ জায়   ৫ সবল   ৬ ক্রধ   ৭ শরিরে
৮ প্রসনে

চিরদিন জেই মুখে কজিল বাবড়ি   জেই মুখে যামুন্তার রয়্যা[1] গেল ভেড়ি ।
কহে কবি ধর্মদাস অনান্তের খায়   মা বাপ করিয়া মুক্ত সেন ঘরে জায় ॥

ধন্য ধন্য সেনে বলি রাজা নিল কোলে   লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে ।
হেনকালে নৃপে বলে সেন গুণমনি   মুক্ত করি দেহ মোর জনক জননী ।
জদ্যপি বিষয় আর আছে কোন কাজ   কহ শীঘ্র মাতুল কহেন ছুররাজ ।
ভুঞ্জিলাম অনেক সুখ তুয় অধিকারে   আর সুখে কায্য নাঞি কহিনু তোমারে ।
রাখ আপনা করিয়া ময়না[র] পুর   আজি হৈতে আমার বিষয় হৈল দূর ।
আমি তোমার ভাগিনা আমার তুমি মামা   আপনা জানিতে মোরে না করিলে ক্ষেমা ।
সে সব কহিতে বুক বিদরিয়া যায়   নারিলে করিতে কিছু ধর্ম্মের কৃপায় ।
কর মামা ঠাকুরালি কহে সদাগর   মা বাপে ছাড়িয়া দেহ জাই নিজ ঘর ।
শুনিয়া লজ্জিত মাহু সেনের ভাষণে[2]   নৃপতি আনিয়া দিল রঞ্জা কর্ণসেনে ।
মা বাপের লাউসেন বন্দিল চরণ   কোলে করি রাজা রানী করেন রোদন ।
রঞ্জা বলে কোথা ছিলে আমারে ছাড়িয়া   তোমা লাগি সদাই আকুল মোর হিয়া ।
আহার হইল বিষ তোমার বিহনে   দিবসে রজনী হৈল আঁখির নয়নে ।
আজি বিধি সদয় হৈল গেল সব দুখ   শীতল হইল প্রাণ দেখি চাঁদমুখ ।
কান্দে রানী পুনুপুনু চুম্ব দিয়া মুখে   লাউসেন প্রবোধ করি দেশে চলে সুখে ।
প্রণাম করিল সেন নৃপতির পায়   সভাগণে সম্ভাষিয়া চাপিল ঘোড়ায় ।
কর্ণসেন রঞ্জাবতী দোলায় চাপিল   তেজিয়া রাজার পুর গমন করিল ।
সেনের ঘোড়ার আগে বীর কালু ধায়   বাজে বাদ্য টমক শবদ দূর যায় ।
ধন্য ধন্য বলে সভে গৌড়ের নর   পদ্মাবতী[3] তেজি পাইল রমতি নগর ।
গোলাহাট তারাদীঘি তেজি লঘুগতি   পাইল জালন্দাগড় হরষিতমতি ।
তেজিল ত্রিপথস্থান অজয়ার জল   কজলা হইল পার ময়নামুণ্ডল ।
পৃথিবীর[4] নাভিপদ্ম তেজি বর্দ্ধমান   পার হইল দামুদর সেন গুণবান ।
তেজি গ্রাম সুকুল্যা সরাই যাগপাট   পশ্চাত করিল তবে আখড়ায় ঘাট ।
চলে পথ দিবা নিশি শ্রীধর্ম্ম ভাবিয়া   সুবর্ণ ময়নাপুরে উত্তরিল গিয়া ।
আনন্দিত সর্ব লোক দেশে আইল রাজা   ঊর্দ্ধবাহু[6] করি নাচে ময়নার প্রজা ।

---

১ রোয়্যা   ২ ভাষনে   ৩ পর্দ্মাবতি   ৪ প্রিথিবির   ৫ -পর্দ্ম   ৬ উদ্ধ-

বনমালা তুলে প্রিতি দুয়ারে দুয়ারে   রামরাজা সদৃশ[১] প্রজারা সেনে করে।
মিনি করে চসে চাস প্রজা সকল   সুমঙ্গল বিনে দেশে নাহি অমঙ্গল।
সভার সমান বেশ সম সর্বাগার   সুরপতি জিনিয়া রাজার দরবার।
ধর্মকথা সভার অধর্ম লেশ নাঞি   সদাই পূজেন সেন শ্রীধর্ম গোসাঞি।
ধর্মজজ্ঞ কৈল সেন হরষিতমনে   তস্য পর আউ শেষ বিধির লিখনে।
কুলক্ষণ লাউসেন সদা স্বপ্নে দেখে   প্রচার না করে রাজা গোপ্তবেশে রাখে।
হেনকালে ধর্মরাজ কহেন হনুরে   চল যাব[২] বাছাধন ময়না নগরে।
মুক্ত করি লাউসেনে আনি স্বর্গপুর   হইল প্রচার পূজা কহেন ঠাকুর।
শুনিয়া প্রভুর বাণী সুখী হনুমান   কহে কবি ধর্মদাস সাজেন বিমান ॥

॥ ত্রিপদী ॥

প্রভুর আদেশে   পরম হরিষে
রথ সাজে হনুমান
রথে করি ভর   প্রভু যুগেশ্বর
মরতভুবনে যান[৩]।
গিয়া ময়নাপুরে   রহে শূন্যকারে
বিমান-উপর বসি
দ্বিজবরবেশে   সেনের নিবাসে
চলে হনু গুণরাশি।
লাউসেন কুমার   করি দরবার
বসি আছে নিজ কাজে
পবননন্দন   হরষিতমন
গেল সেনসভামাজে।
ব্রাহ্মণে দেখিঞা   সেন হুতি হয়্যা
দিলেন আসন বারি
পাখালি চরণ   বৈসে হনুমান
জেন দেখি ব্রহ্মচারী।

১ সদৃস   ২ জাব   ৩ জান

লাউসেন পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তুরিত
জোড় করি দুই কর
কহ কি কারণে আমার ভুবনে
আসিআছ দ্বিজবর।
হনুমান কয় সেনের তনয়
আমারে না চিন তুমি
শুন সাবধানে কহি বিদ্যমানে
বীর হনুমান আমি।
তোমার কারণ প্রভু নিরঞ্জন
উরিলেন মর্তপুরে[১]
চলহ তুরিতে তোমারে লইতে
পাঠাইল ধর্ম মোরে[২]।
পূর্ণ হৈল পূজা শুন মহাতেজা
তুমি চল স্বর্গপুর
হৈল কলিকাল বিষম জঞ্জাল
শুনহ চরিত্র তার
ধর্মপদতলে ধর্মদাসে বলে
প্রভু মোরে কর পার॥

॥ পয়ার ॥

শুন বাপু লাউসেন ময়নার মহীপাল তেজ পুর ময়না হইল কলিকাল।
কলিকালে পাপিলোক হইবে বিস্তর সুখে রাজা শমন করিব অধিকার।
মায়াজালে সকল সংসার হব বন্দী পাপ বিনে পুণ্যের কেহ নাহি পাবে সন্ধি।
আপন স্বধর্ম[৩] তেজি মজিব সংসার তার কথা কহি শুন সেনের কুমার।
ব্রাহ্মণ হরিব বেদ ব্রহ্মার ভারথি কপিলা হরিব খির শস্য বসুমতী।
ইন্দ্র না করিব বিষ্টি বুঝিয়া সময় অকালে পবনতেজ হইব প্রলয়।
দেবতা ছাড়িব মহী না পাইয়া পূজা প্রজার হইবে দুঃখ কলি[৪] হবে রাজা।
কলির জতেক লোক অধর্মী হইবে নানারূপে প্রজা সব নানা দুঃখ পাবে।

---

১ মর্ত্ত ২ মরে ৩ সধর্ম ৪ কাল

রাজা হয়্যা হরিবেক প্রজার রমণী   লুটিব পরের ধন পরকথা শুনি।
সদাই অন্যায় করিবেক নৃপবর   জব্দ করি জমিন তাহার নিবে কর।
ভূমিকর দিতে প্রজাগণ হব বহু   অঙ্গনার হাথে না থাকিব খাড়ু শঙ্খ[1]।
অন্নহীন বস্ত্রহীন হব দিনে দিনে   কলিতে এতেক দুঃখ পাব প্রজাগণে।
বৃদ্ধ দ্বিজের রমণী তেজিব বার ব্রত   মৎস্য মাংস ভোজনে হইব অনর্থ[2]।
কামরসে মত্ত হয়্যা হরিবে গুরুজনে   অনাদরে আলিঙ্গন দিব হীনজনে।
ব্রাহ্মণী হরিয়া হবে বেশ্বিনীর[3] পতি   শমনসদনে তার অশেষ দুর্গতি।
শূদ্র হয়্যা বিপ্রনারী করিবে হরণ   সে জন করিব বহু নরকভোজন।
শূদ্র হয়্যা ব্রাহ্মণে করিব কথাভেদ   হরিব পরের ধন পরবিত্তিছেদ।
গোপথে চসিবে চাস বুজাবে পুখরি   রাখিবে আপন পুত্রে পরপুত্র মারি।
পুত্র হয়্যা না করিব মা বাপ পালন   তার বড় দুঃখ দিবে নৃপতি শমন।
নারীরূপে মোহন করিব মহামায়া   তে কারণে নারীজনে পুরুষের দয়া।
মির্থ্যা বিনে সত্য না কহিবে কোন জন   অর্দ্ধেক বেহালি হবে অদ্ধেক ঢেমন।
অকুলীন কুলীন হইব কলিকালে   কুলীন হারাব কুল হনুমান বলে।
নির্দ্ধনের ধন হবে সর্বত্র[4] সম্মান   ধনী ত হইব দুখী ভিক্ষুক[5] সমান।
উচ লোক নিচ হবে নিচ উচ হবে   অবলা বলিব বহু অফলা ফলিবে।
শিষ্য হয়্যা গুরুসঙ্গে হইব বিবাদ   সিংহে দেখি শৃগাল[6] ছাড়িব[7] সিংহনাদ।
বধূজন ভয় না করিব গুরুজনে   জননী জহর দিব পুত্রের বদনে।
অসজ্জাতি সজ্জাতি সমান ব্যেবহার   না মানিবে লঘু গুরু ভুঞ্জিবে শৃঙ্গার[8]।
সপ্তম বয়সে নারী হব ঋতুবতী[9]   সেই দিন পৃথিবী[10] ছাড়িব বসুমতী।
গঙ্গা আদি তীর্থস্থান অদ্রশন হবে   ব্রহ্মার দুলব নাম ব্রহ্মা লয়্যা যাবে।
তবে লোক সকল হইব একবর্ণ   যার জথা ইস্চা সে মাগিয়া খাবে অন্ন।
নারীজন করিব পুরুষ-ব্যেবহার   এক নারীর বিভা হবে তিন সাত বার।
শুনিয়া হাসেন সেন রাজার নন্দন   স্বর্গবাসে জাইতে হইল বড় মন।
কপট করিয়া কিছু কহে হনুমানে   কথ দিন রাখ মোরে[11] মরতভুবনে।
মনষ্য দুর্লভ জন্ম শুন বীরবর   অনেক দুখেতে আমি পাতিআছি ঘর।
সে সব দুখের কথা কি কহিব আমি   পবননন্দন বীর সব জান তুমি।

১ সঙ্খ   ২ অন্নরত   ৩ বেশ্বিনির   ৪ সর্বস্ত   ৫ বিক্ষুক   ৬ শ্রগাল
৭ ছাড়িল   ৮ শ্রঙ্গার   ৯ রিতুমতি   ১০ প্রিথিবি   ১১ মরে

ছাড়িতে সংসারমায়া ইশ্চা নাহি হয়   ধরিয়া হনুর পায় লাউসেন কয়।
হনুমান বুঝিয়া ধরিয়া সেন-করে   কহে কবি ধর্মদাস অনান্তের বরে ॥

হনুমান বলে শুন রঞ্জার নন্দন   না চিন আপন পর তুমি কোন জন।
স্বর্গের আদিত্য[১] তুমি স্বর্গ তব বাস   অকারণে ভুবনে রহিতে কর আশ
ধর্মের সেবক তুমি পূজাহেতু জন্ম   হইল ভুবনপূজা সুখী দেব ধর্ম।
উরিলা ভুবনে প্রভু উদ্ধারিতে তোমা   স্বর্গ চল সংসারসুখেতে দিয়া ক্ষেমা ॥

শুন বাপু লাউসেন [তুমি] গুণমণি   তোমার জননী রঞ্জা ইন্দ্রের নন্দিনী।
ধর্মসাঁপে ভুবনে মনষ্যজন্ম হৈল   ধর্ম পূজি তোমা পুত্র উদরে ধরিল।
শুভক্ষণে জনম তোমার মর্তপুরী[২]   মামুদ্যা মাতুল তোমার হৈল ঐরি।
চোর দিয়া চুরি করি তোমারে লইল   সে সঙ্কটে ধর্মরাজ তোমারে তারিল।
শুন বাপু লাউসেন ময়না-গুণমণি   তুমি ত পূজিলে ধর্ম দিয়া পুষ্প পানি ॥

কহে বীর হনুমান সেনের গোচর   হাথ পা ভাঙ্গিল তোমার মাল সারেঙ্গধর।
সংশয় জীবন হৈল আখড়ার শালে   স্তবন করিলে তুমি ধর্মপদতলে।
সংঙ্কটে তারিল তোমায় প্রভু মায়াধর   দলিলে দুর্জনজনে পাইলে পদ্মকর[৩]।
শুন বাপু লাউসেন ময়নার গুণমণি   দেউ বাপু লাউসেন ধর্মে পুষ্প পানি ॥

সঙ্কটে তারিল তোমায় প্রভু নিরঞ্জন   ঘুচাইলে পথের কাটা মারিয়া দুর্জন।
কহে বীর হনুমান সেনের নিকটে   সুরিক্ষা তোমারে বন্দী কৈল গোলাহাটে।
সে সংঙ্কটে তোমারে তারিল যুগপতি   আনন্দে করিলে জাত্রা দলিয়া দুর্মতি।
শুন বাপু লাউসেন ময়নার ভুবরাজে   দেউ বাপু দানপতি ধর্মপদাম্বুজে ॥

কহে বীর হনুমান শুন সদাগর   মামুদিয়া বান্ধিলেক রমতিভিতর।
ধর্মের প্রসাদে মুক্ত হৈলে গুণমণি   দেউ বাপু লাউসেন ধর্মে পুষ্প পানি ॥

কহে বীর হনুমান শুন তপধন   শুভক্ষণে কৈলে তবে রাজসম্ভাষণ।

---

১ আদিত্ত   ২ মত্তপুরি   ৩ পদ্ম-

নাবড়ি করিল পাত্র সভার ভিতর   ভস্ম[১] করি দেউ সেন বটবৃক্ষবর।
শুনিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার   ধর্মের প্রসাদে বৃক্ষ কৈলে ছারখার।
ভস্ম[১] করি প্রাণ পুন্থ দিলে গুণমণি   ধন্য ধন্য বলে লোক সকল অবনী।
টাকা ছত্র বাদ্য পেয়্যা আইলে ভুবনে   দেউ বাপু দানপতি শ্রীধর্মচরণে॥

কহে বীর হনুমান সেন গুণধামে   পাত্রের হুকুমে গেলে কামিক্ষা মহিমে।
কামিক্ষাতে কামরূপী আছেন ঈশ্বরী   তাহায় চরণ পূজে ধলের কুমারী।
সে জন তোমারে জিনি কৈল বন্দিখান   ধর্মের কৃপাতে তাতে পাইলে ছাড়ান।
কলিঙ্গারে বিভা করি সেনের কুমার   হরষিতে আইলে আপন নিজ গার।
শুন বাপু লাউসেন ময়নার গুণমণি   দেউ বাপু লাউসেন ধর্মে পুষ্প পানি॥

কহে বীর হনুমান পুর্ব্ব ইতিহাস   শুন শুন সর্ব লোক করিয়া বিশ্বাস।
মাহুর মন্ত্রণাহেতু রাজার কুমতি   বিভা করিবারে চাহে কানড়া যুবতী।
কানড়া রাজার কন্যা ইশ্চাবরিজন   গোউড়েশ্বরপ্রিতি তার না মজিল মন।
মন্ত্রণা করিয়া গণ্ডা গৌড়ে পাঠাইল   রাজা পাত্র দলবলে হানিতে লাগিল।
নাবড়ি করিল পাত্র রাজা দিল পান   ধর্মের প্রসাদে গণ্ডা কৈলে দুই খান।
ধন্য বলে রাজা [আর] জতেক লস্কর   ধুমসী করিল জাত্রা গিয়া স্বয়ম্বর[২]।
না দেখি মামুস্তা পাত্র পড়ে বড় লাজে   দেউ পুষ্প দানপতি ধর্মপদাম্বুজে॥

কহে বীর হনুমান শুন ভুবরাজ   মন্ত্রণা করিল মাহু পেয়্যা বড় লাজ।
তোমারে রাখিয়া গৌড়ে নৃপতিরে লয়্যা   সিমুল নগর পাত্র[৩] চলিল সাজিয়্যা।
কানড়া করিল যুদ্ধ ভবানীর বরে   রাজা পাত্রে বন্ধন[৪] করিল কারাগারে।
তপ্ত[৫] পর গমন করিলে তপধন   তোমারে জিনিয়া রামা করিল বন্ধন[৪]।
সে সংকটে ধর্মরাজ তারিল তোমারে   বিভা করি কানড়া আইলে নিজ ঘরে।
ধন্য ধন্য বলে জত পুরুষ রমণী   দেউ বাপু দানপতি ধর্মে পুষ্প পানি॥

কহে বীর হনুমান পবনকুমার   রাজার আদেশে গেলে ঢেকুর নগর।
ইছাই ঘোষের রণে সংশয় জীবন   সে সংকটে তোমারে তারিল নিরঞ্জন।

---

১ ভষ্য   ২ সয়ম্বর   ৩ পত্র   ৪ বন্দন   ৫ তপ

জয় করি ঢেকুর আইলে গুণমণি   দেউ বাপু দানপতি ধর্ম্মে পুষ্প পানি ॥

কহে বীর হনুমান পূর্ব্বের ভারথি   পশ্চিম উদয় দেউ রাজার আরতি।
হাকণ্ডভুবন গিয়া পুজিলে ঈশান[১]   সে সংকটে তোমারে তারিল ভগবান।
শুন বাপু লাউসেন ময়নার ভুবরাজে   দেউ বাপু দানপতি ধর্মপদাম্বুজে ॥

কহে বীর হনুমান পূর্ব্বকথাব্রত   দেশে আসি জিয়াইলে মিত্তুলোক জত।
মা বাপে উদ্ধার করি আইলে স্বদেশে[২]   পূর্ণ কাল বিভোগ চলহ স্বর্গবাসে[৩]।
না জাইবে স্বর্গ[৩] জদি শুন তপধন   শূন্যকারে আছেন ঠাকুর নিরঞ্জন।
শুনিয়া হনুর বাণী কহে ভুবরাজ   স্বর্গবাসে[৩] জাব আমি মর্ত্তে[৪] নাহি কাজ।
দণ্ড চারি বিলম্ব করহ মহাশয়   বিনয় করিয়া বীর লাউসেন কয়।
ভাল ভাল বলে হনু বীরচূড়ামণি   দেউ বাপু দানপতি ধর্ম্মে পুষ্প পানি ॥

ধর্ম্মের বিষম মায়া বুঝনে না যায়[৫]   কহে কবি ধর্ম্মদাস ধর্ম্মের ক্রুপায় ॥

শুন শুন সর্বলোক করিয়া বিশ্বাস   লাউসেন মহারাজা যান[৬] স্বর্গবাস[৩]।
চিত্রসেনে রাজা করি টীকা দিল মাথে   লাউসেন সঁপে দিল প্রজাগণহাথে।
শুন সর্ব প্রজাগণ কহে তপধনে   আনন্দে বসতি কর ময়নাভুবনে।
চিত্রসেন শিশুমতি দিলাম অধিকার   দোষ গুণ কেহ কিছু না লবে ইহার।
এই সত্য পালিহ আমার তুমি সব   বিনয় ভাষণা[৭] করে নৃপতি দুর্লভ।
সেন-বাণী শুনি প্রজা কান্দে মুখ চাই   কালুবীরে কহে সেন পুত্ত্রেরে বুঝাই।
শুন ভাই বীর কালু পরাণ আমার   চিত্রসেন নাম রাজা সকল তোমার।
আমারে অধিক স্নেহ করিবে বাছারে   তোমা বিনে বন্ধু নাই ভুবনভিতরে।
রাজনীত অনক্ষণ বুঝাইবে তুমি   তোমারে সঁপিয়া পুত্ত্রে স্বর্গ জাই আমি।
করুণা করিয়া সেনে কহে কালকেতি   আমি যাব[৮] স্বর্গবাসে তোমার সংহতি।
লাউসেন কহেন প্রভুর আজ্ঞা নাই   তুমি স্বর্গ গেলে ক্রোধ করিব গোসাঞি।
থাক তুমি ভুবনে কহেন মহারাজা   ধর্ম্মের আশিষে তুমি পাবে নর-পূজা।

১ ইসান   ২ সদেসে   ৩ সর্গ-   ৪ মস্তে   ৫ জায়   ৬ জান
৭ ভাসনা   ৮ জাব

শুনিয়া ব্যাকুল বীর চক্ষে পড়ে পানি   লাউসেন বলে শুন লখিয়া ডুমনী।
মায়ের অধিক দয়া আমারে তোমার   না পারিলাম তোমার শুধিতে কিছু ধার।
আমি কি করিব বিধি না রাখিল ভূমি   আশীর্বাদ কর লখ্যা স্বর্গ জাই আমি।
চিত্রসেনে দেখিবে জেমন শাখা সুরা   শুনিয়া কান্দেন লখ্যা চক্ষে বহে ধারা।
লাউসেন প্রবোধ করিয়া তার তরে   প্রণাম করিয়া কথা কহেন পিতারে।
স্বর্গপুরে জাই আমি দেহ পদধূলি   নাতিরে করহ বাপু ময়নামুণ্ডলি।
কর্ণসেন কহে কথা চুমিয়া বদন   আমারে সংহতি কর শুন বাছাধন।
লাউসেন কহে পুন্থ ধরিয়া চরণে   প্রভুর নাহিক আজ্ঞা লইব কেমনে।
দূর কর মনস্তাপ কহেন দুলাল   পশ্চাত জাইবে স্বর্গ প্রাপ্তি হইলে কাল।
শুনিয়া ব্যাকুল সেন ছাড়িল নিশ্বাস   অৎপর লাউসেন চলিল স্বর্গবাস।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া চিত্রসেন-মুখে   বিমান উপরে ভর করিলেন সুখে।
রঞ্জাবতী প্রবোধ করিল সর্ব জনে   স্বামীর চরণ বন্দি চড়িল বিমানে।
কলিঙ্গা কানড়া রানী সোহাগো বিমলা   করুণা করিলা বহু কোলে করি বালা।
চিত্রসেন কান্দেন মায়ের মুখ চেয়্যা   কোথাকারে জাউ মাতা আমারে ছাড়িয়্যা।
তোমা বিনে বেদনা কেবা জানিব জননি   খিদাতে কে দিব অন্ন তেষ্ণাতুরে পানি।
মা বলিয়া নিরবধি ডাকিব কাহারে   বিষস্তন দিয়া কেন না মারিলে মোরে[১]।
কলিঙ্গা বলেন বাছা না কর রোদন   মা বাপ লইয়া ঘর করে কোন জন।
সংসার অসার বাছা কপট সকল   জলের বিম্বুক জেন করে টল টল।
মরিলে সোমন্দ নাই মিছা মায়াজাল   দূর কর মনপীড়া শুন হে দুলাল।
এত বলি পুত্রের বদনে চুম্ব দিয়া   বিমান উপরে রানী চাপিলেন গিয়া।
কর্পূর চাপিল রথে অন্তিল পাথর   সামলা ধুমসী চাপে বিমান উপর।
মালতী কল্যাতী চাপে পক্ষ সারি সুয়া   ঘরে সভে রহিল আকাশপানে চাইয়া।
ভূমি পড়ি চিত্রসেন গড়াগড়ি যায়[২]   বিমানগমনে সভে মন্দাকিনী পায়।
মন্দাকিনীজলে[৩] সভে স্নান দান করি   নিজমূর্তি[৪] ধরিয়া চলিল নিজপুরী।
আদিত্য হইল বীর লাউসেন সুন্দর   রঞ্জাবতী চলি গেল ইন্দ্রের নগর।
আর সব নারীগণ ইন্দ্রের নাচনী   কর্পূর প্রভুর অঙ্গে মিলিল কি জানি।
সারী সুখ দুই পক্ষ দুয়ারী হইল   অন্তিল পাথর অশ্ব নিজস্থানে গেল।

১ মরে   ২ জায়   ৩ চলে   ৪ মুক্তি

ধবল আসনেতে বসিল নিরঞ্জন   চামর ব্যাজন করে বীর হনুমান ।
ধর্ম্মের আদেশে বৈস্ত ধর্ম্মদাসে গায়   হরি হরি বল সভে বারমতি হইল সায়[১] ॥

১ ইতি শ্রীধর্ম্মের জাগরণ পুস্তক সমাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি ভীমস্তা[পী] রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। সতক্ষর শ্রীমহাদেব পুরকাইত। সাং কয়লাপাড়া। শ্রীযুৎ রামসুন্দর লস্কর দাদামহাসয়কে লিখিয়া দিলাম। ইতি তাং সন ১২৩৪ সাল—৬ অগ্রেহাণ।—বেলা দুই প্রহর হৈতে সমাপ্ত হইল।

ধর্মপুরাণ

(নিশিজাগরণ)

বিশ্বনাথ দাস

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

নম ধর্ম্মপুরাণ লিক্ষতে ॥

চল রে লাউসেনের ভক্ত হাকণ্ড সির্ণাব   অজ্ঞানে করেছি পাপ জ্ঞানেতে খণ্ডিব ।
জত পাপ করিআছি জানি বা না জানি   সকল পাপ খণ্ডিবে হাকণ্ডে শূলপাণি ।
ভকিত সন্ন্যাসিগণে নিল ডাক দিঞা   হাকণ্ডের তীরে বালা উত্তরিল গিঞা ।
প্রথমে করিল স্নান[1] জত ভক্তগণ   সর্ব পাপ সভার হইল বিমচন ।
সমএ দিলেন অর্ঘ্য হেম সমতুল   অর্ঘ্যপাত্র হাথে রহে স্বর্গ[2] গেল ফুল ।
লাউসেন বলে মাসি শুন[3] নিবেদন   তুরিতে মিলাব আমি দেব নিরঞ্জন ।
তিন রাত্রে মিলাব ঠাকুর জুগপতি   ইহার উপায় মাসি বল শীঘ্রগতি ।
তে রাত্রে মিলাবে জদি রাজরাজেশ্বর   কমল[4] পুষ্প দিঞা জে ধর্ম্মের সেবা কর ।
রাজ্যে কহিতে জদি কমলের কথা   খুজিয়া আনিতাম গো বন পেতাম[5] জথা ।
এক বন আছে মাসি মান সরবরে   গোউড়পথে কমল[4] আছে তারাদীঘির নীরে ।
আর কমল[4] আছে গো কানাইর বিন্দাবনে[6]   দূর পথে কমল পুষ্প পাইব কেমনে ।
জত্তপি কমল পুষ্প না পাই খুজিয়া   পূজা কর নিরঞ্জন মুণ্ড বলি দিঞা ।
দুটি উরু হক তোর কমলের লতা   দুই হস্ত হক তোর কমলের পাতা ।
দু খানি চরণ হক কমলের মূল   মুখচন্দ হক তোমার কমলের ফুল[7] ।
মুণ্ড বলি দিঞা জদি পার ভজিবারে   দেখিব নয়ান ভরি ত্রিদশবৎসরে ।
এত জদি লাউসেনে বলিল সুন্দরী   সবিনয়ে বলিছে ময়নার অধিকারী ।
শুনিঞা তোমা[র] কথা অসম্ভব লাগে   কাটা মুণ্ড কখন জোড়াল্য কোন জুগে ।
প্রকার প্রবন্ধে কংস বধিতে ভাগিনা   কৃষ্ণকে বধিতে জেমন পাঠাইল পুতুনা ।
তেমতি এসেচ বুঝি মামার অংশ হঞা   তোমার চরিত্র মাসি লইলাম বুঝিঞা ।
শুনিঞা সেনের কথা কোপিল সামুলা   শুনহ অবোধ সেন নিপতির বালা ।
আপন ইচ্ছায় আমি কেটে দিব কায়   তবু জে করিবেন কৃপা দেব জুতিময় ।
এমন বচন জদি সামুলা বলিল   পূর্বে প্রভুর কথা সো[ঙ]র[ণ] হইল ।
তিন দিন মিত্তু লেখা হাকণ্ডের তীরে   অকালে মরণ নাই ধর্ম্মরাজের বরে ।
ভাল উপদেশ মাসি দিলে গো জুগতি   মুণ্ড দিতে বল রে জোগের জোগপতি ।
ভকিত সন্ন্যাসিগণে আনে ডাক দিয়া   সভাকারে বলে সেন পিরিতি করিয়াঁ ।

---

১ স্তান   ২ সর্গ   ৩ সোন   ৪ কোমল   ৫ প্রভাম   ৬ বিন্দ্রাবনে   ৭ কল

মুণ্ড বলি দিয়্যাঁ মরি ধর্মের গাজনে   কত দিন দুখ পাবে আমার কারণে।
ভকিত সন্ন্যাসী বলে ঘর কেনে যাব[১]   তোমার কারণে সভে ধর্মে হত্যা দিব।
কুলপুরহিত তবে আনে ডাক দিয়া   বলিতে লাগিল সেন চরণে ধরিয়্যাঁ।
নব খণ্ড করি আমি সেবি নিরঞ্জনে   তোমি কেনে দুস্ক পাও আমার কারণে।
বিদায় হইঞা যায়[২] ময়না ভুবন   মাএর সাক্ষাতে কঅ আমার মরণ।
ব্রাহ্মণ বলেন আমি ঘর কেনে যাব   তোমার কারণে আমি ব্রহ্মহত্যা দিব।
মালাকার গঙ্গাধরে আনে ডাক দিয়া   লাউসেন বলে জাহ বিদায় হইয়া।
প্রণাম কহিও আমার জননীর পায়   তপস্যা করিআ মৈল[৩] লাউসেন রায়।
মালাকার বলে আমি ঘর কেনে যাব   তোমার কারণে রাজা ধর্মে হত্যা দিব।
কামধেনু গাবীকে আনিল ডাক দিয়্যাঁ   বলিতে লাগিলা তার চরণে ধরিয়্যাঁ।
বিদায় হইয়া জাহ নিজ নিকেতনে   কত দিন দুস্ক পাবে আমার কারণে।
নব খণ্ড করি আমি মরিব এই ঠাই   তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই।
কামধেনু বলে রাজা আমি কেনে জাব   তোমার কারণে ধর্মে গোহত্যা দিব।
ইচ্ছা রাণা হাড়িকে আনিল ডাক দিয়া   সবিনএ বলে রাজা কাতর হইয়া।
শুন বাছা ইছা রাণা তুমি জাহ ঘর   আমি মরে হাকণ্ডে সেবিএ মায়াধর।
মাএর চরণে বল আমার প্রণাম   তপস্যা করিয়্যাঁ রাজা তেজিল পরাণ।
ইছা রাণা বলে আমি ঘর কেনে জাব   তোমার কারণে আমি ধর্মে হত্যা দিব।
সারী সুখ পক্ষ রাজা আনে ডাক দিয়্যাঁ   বলিছে বিনঅ বাক্য কাত[র] হইয়্যাঁ।
লাউসেন বলে পক্ষ তুমি জাহ ঘর   আমার মরণ বল মাএর গোচর।
আমা হেন অভাগ্যানী[৪] নাহিক সংসারে   মাতা পিতা বন্ধনে[৫] রহিল কারাগারে।
আমার লাগিয়্যাঁ মাতা শেলে দিল ভর   শেলে বেন্ধা গেল মাএর বত্তিশ পাজর।
বাসিমরা হঞাছিল্যা পুত্রের নিমিত্তে   হেন মাএ[র] গুণ কীছু নারিল শুধিতে।
কানড়াকে কহিবে সকল বিবরণ   কইয় তপস্যা করিয়া মৈইল প্রাণধন।
চিত্রসেনে বলিবেক করিবে ধর্মের পূজা   তনয় সমান জেন পালেন সর্ব প্রজা।
সারী সুয়া বলে আমি ঘরে কেন যাব   তোমার মরণ মাকে কেমনে কহিব।
তোমার সঙ্গে পূজি ঠাকুর ভগবান   কঠুর করিয়া দুহে তেজিব পরাণ।
বাটুআ কুকুরে রাজা আনে ডাক দিয়া   বলিতে লাগিলা তাকে ধর্ম বুঝাইয়া।
আমি মরি সেবিঞা জুগের জুগপতি[৬]   কত দিন দুক্ষ পাবে আমার সংহতি।

১ জাব   ২ জায়   ৩ মৌল   ৪: অভাগ্যাগীবি   ৫ বন্ধনে   ৬ জগপতি

বিদায় হইয়া যায় আপনার ঘর   আমি মরি হাকণ্ডে সেবিয়া মায়াধর।
বেটুয়া বলে মহাশয় ঘর কেনে যাব   তুমি মৈলে হাকণ্ডে আগুলে রহিব।
চারি দিন ধর্ম্মের নিয়মে আমি আছি   হাকণ্ডে ভকিত্তের [তা]ড়াইব মাচি।
সভাকার মন বুঝি রাজার নন্দন   নব খণ্ড করিতে করিল আওজন।
চারি দিগে চারি কুণ্ড জালিঞা[১] পাবক   তার মধ্যখানে বৈসে ধর্ম্মের সেবক।
নিরঞ্জনমঙ্গলর বচন সুসার   বদন ভরিঞা হরি বল একবার॥

ও ভাল রে ভাল ভায়া রে   আরে রে আরে হায় হায়॥ ধুয়া॥

॥ করুণা কামনা ॥

জখন হাকণ্ডে হইল এক দণ্ড রাত্রি   হাথে করি নিল রাজা খরসান কাত্রি।
বামে পায়ের মাংস[২] কাটি জজ্ঞকুণ্ডে দিল   জবা পুষ্প হঞা ধর্ম্মের চরণে লাগিল।
জখন হাকণ্ডে হইল দুই দণ্ড রাত্রি   দক্ষি[ণ] পাশে[৩] মহারাজা ভেজাইলা কাত্রি।
দক্ষিণ পাশের মাংস[২] কাটি জজ্ঞকুণ্ডে দিল   গন্ধ টগর হঞা ধর্ম্মের চরণে লাগিল।
জখন হাকণ্ডে হইল তিন দণ্ড রাতি   বাম উরে মহারাজা ভেজাইলা কাত্রি।
বাম উরের মাংস কাটি জজ্ঞকুণ্ডে দিল   কুন্দ পুষ্প হঞা ধর্ম্মের চরণে লাগিল।
জখন হাকণ্ডে হইল চারি দণ্ড রাতি   দক্ষিণ উরে মহারাজা ভেজাইলা কাতি।
দক্ষিণ উরের মাংস জজ্ঞকুণ্ডে দিল   গন্ধ মলিকা হঞা প্রভুর চরণে লাগিল।
জখন হাকণ্ডে হইল ছয় দণ্ড রাতি   তল-পাএ লাউসেন ভেজাইল কাতি।
তল-পাএর মাংস কাটিঞা জজ্ঞকুণ্ডে দিল   স্থলপদ্ম হঞা ধর্ম্মের চরণে লাগিল।
জখন হাকণ্ডে হইল সাত দণ্ড রাতি   আপনার কন্ধে রাজা ভেজাইলা কাতি।
কাটিআ কন্ধর মাংস কুণ্ডে ফেলে দিল   চাপা পুষ্প হইয়া ধর্ম্মের চরণে লাগিল।
জখন হাকণ্ডে হইল অষ্ট দণ্ড রাতি   আপনার পিষ্টে রাজা ভেজাইল কাতি।
কাটিঞা পিষ্টার মাংস জজ্ঞকুণ্ডে দিল   কুমদ পুষ্প হইঞা ধর্ম্মের চরণে লাগিল।
জখন হাকণ্ডে হইল্য নয় দণ্ড রাতি   মুখচন্দ্রে লাউসেন ভেজাইল্য কাতি।
মুখচন্দ্রের মাংস কাটিঞা জজ্ঞকুণ্ডে দিল   কমল পুষ্প হঞা ধর্ম্মের চরণে লাগিল।
অষ্টাঙ্গ কাটিঞা রাজা কল্য রতি রতি   প্রভুর চরণে লাগিল হঞা গন্ধ মালতী।
সকল মাংস কাটি দিল অস্তিমাত্র সার   মুণ্ডু কাটে দিতে গাএ বল নাহি আর।

১ জালিঞা   ২ মংসো   ৩ দক্ষিপাসের

বন্ধুকাজ্য করহ সকল ভক্তগণ   মোর মুণ্ড কাটি দেহ অভয়াচরণ।
ভকিতা বলেন মুণ্ড জে জন কাটিব   নরহত্যা পাপ জেঞা তাহাকে লাগিব।
নিজ মুণ্ড কাটিঞা কদলীপত্রে থুল   ঘৃতের প্রদীপ ভক্ত মুণ্ডে জেলে[১] দিল।
কাটামুণ্ড উর্চস্বরে ধর্ম ধর্ম করে   কন্ধে মুণ্ডে মিল জোড়[২] ধর্মরাজের বরে।
সাত বার কাটে মুণ্ড সাত বার লাগে   আর বার মুণ্ড কাটিতে চাহে অনুরাগে।
গোসাঞি থাকিতে নাহি ভক্তের মরণ   পাছ কাছাড়িঞা গেল্যা প্রভু নিরঞ্জন।
গোশৃঙ্গে[৩] সরিষা জতক্ষণ রঅ   ততক্ষণ ভক্তকে ছাড়ে না জুতির্ময়।
পুনর্বার মুণ্ড কাটিআ লাউসেন মরে[৪]   উ[চ্চ]স্বরে ভক্তগণ ধর্মের নাম করে।
বাণভরে মৈল্য সেনের আসাই ব্রাহ্মণ   সামুলা সুন্দরী মৈল্য বাণে দিঞা স্তন।
কোন কোন ভক্ত মরে পঞ্চ কুণ্ড জালি[৫]   কেহ বা মাথার ঘৃতে দিছে পিদিপ জালি[৫]।
হরিহর বাউতি মৈল্য মালি গঙ্গাধর   ইছা রাণা হাড়ি[৬] মৈল্য কোদালে করি ভর।
কামধেনু গাবী মৈল্য কামনা করিঞা   তার কোলে বাছুর মৈল্য[৭] দুগ্ধ না পাইঞা।
সারী স্থক পক্ষ মৈল্য জার বচন মধুর   রহিল রক্ষক হঞা বাটুআ কুকুর।
ধর্মের চরণে বাটুআ করেন আদ্দাস[৮]   হরি হরি বল হবে পাপের[৯] বিনাশ।
সাঙ্গ সহিত রাজা লাউসেন মৈল[৭]   সেই হত্যা গেঞা সুজ্যরথে গেরাসিল।
সিন্দূরে মুণ্ডিত রথ অতি মনহর   পাপে কাল হইল জেন ঘ্যারিঞা[১০] চামর।
চলে জেতে নারে রথের অষ্ট ঘোড়া   টানাটানি করিঞা ছিড়িঞা ফেলে দড়া।
ভারাক্রান্ত হইল রথ কদাচ না চলে   কাতর হইঞা সুজ্য সারথিকে বলে।
এই পথে আমা লঞা নিতি নিতি বায়   আজিকার সমান দুখ্ কক্ষন না পায়।
ভারাস্ত হইল রথ কিসের কারণ   কহ দেখি সারথি সকল বিবরণ।
সারথি বলেন গোসাই কর অবধান   পাপে ভারাস্ত হইল তোমার বিমান।
লাউসেন মরেচেন হাকণ্ডের তীরে   সেই হৈত্যে এসে লাগে রথের[১১] উপরে।
এত শুনি কোপজুক্ত হইল দিবাকর   জত লোক পাপ করে আমার উপর।
এমন বিষয়ে মোর নাহি পিওজন   বিষয় আনিল পিঞা জথা নিরাঞ্জন।
রথ চালাইয়া দিল অতি বড়[১২] কোপে   শতেক জোজন পোড়ে[১৩] সুজের পেতাপে।
দেবসভা করি আছে প্রভু নিরাঞ্জন   রথ লয়া আইল তথা অরুণ তপন।
দেখিআ সুর্জের কোপ দেবতা পালায়   ধবল আসনে বসি রইল্যা ধর্মরায়।

---

১ জেলে   ২ জোর   ৩ গোশ্রীঙ্গে   ৪ মোরে   ৫ আলি   ৬ হারি   ৭ মৈলা
৮ আয়াস   ৯ পাপ   ১০ আরিঞা   ১১ অথের   ১২ অর   ১৩ পোরে

ভাল য়ধিকার মোরে দিলে মায়াধর   জত লোক পাপ করে আমার উপর।
এমন বিষএ মোর নাহি প্রয়জন   রথ রাখি দিবাকর করিলা গমন।
বুঝিআ সুজ্যের কোপ প্রভু নিরাঞ্জন   ফের ফের দিবাকর কহ বিবরণ।
না শুনে ধর্ম্মের কথা পাপ অহঙ্কারে   সেই ফলাফল হবে তাহার উপরে।
পুনুর্ব্বার সভাকে আইলা দেবগণ   দেবগণে বলে ধর্ম ফিরাইতে তপন।
হেঠমুণ্ডে রহিল প্রভুর কথা শুনি   হেনকালে আইলা নারদ মহামুনি।
নারদ বলেন মামা কর অবধান   সূর্জকে আনিব আমি তোমার বিদ্দমান।
এত বলি মহামুনি করিল গমন   সাজন করিছেন মুনি আপন বাহন।
ঢেকির উপরে ভেড়ে[1] ছেড়া ত ধুকুরি   বাগডোর তুল্য বান্ধে নেলের দরি।
ঘাঘরবদনে[2] বান্ধে তিতফলা ঘাটা   চামরবদনে[2] বাধিল মুড় ঝাটা।
সঙ্গে করে নিল মুনি আলুকুসের গুড়ি[3]   সাজানে তুলিয়া বান্ধে কুম্ভুল ধুকুরি।
ঢিকির উপরে চাপে থুরলাফ দিয়া   সুজ্যকে ধরিতে জায় ভুকাটি বাজাঞা।
জেই পথে ক্রোধে সুয্য করেন পয়ান   আগুপথে মহামুনি হইল উপদান।
আপনার বাহন করিল ছারখার   হারুরিয়া করে নারদ শোণিতের [ধার]।
আপনার জটা বান্ধে বেনার মূলে   মিত্তুল[4] করিঞা বসিলা ভূমিতলে।
সেই পথ দিঞে সূর্ধ করিল গমন   মধ্যপথে দেখে মহামুনির নন্দন।
দেখিতে পাইলে[5] তার বধিতাম জীবন   এই বাক্য দিবাকর বলিল জখন।
মুনি বলে হবে কিছ কার্ধ্যর লক্ষণ   [শুন শুন অহে বাপু শুন হে তপন]।
হাহাকার করে বলে তিমিরের রিপু   ধূলা ঝারি কোলে করে নারদের বাপু।
কোলে করি বারতা জিজ্ঞাসে[6] ঝারি ধূলা   মুনি বলে আমার কুষ্ণেলের এই বেলা।
দেবসভা করি প্রভু নিরাঞ্জন আছে   কুন্দল করিঞা দোহে আছে তার কাছে।
সাক্ষি করিব কাক্ষে কেহ নাহি কাছে   লাফ দিঞা ধরে মুনি সূর্ধ্যর কড়ছে[7]।
মধ্যপথে একা কেনি বল সত্ত হয়া   প্রহার করহ মোরে কোন দুখ পাইঞা।
দিবাকর বলে মুনি তোর দুষ নাই   হিতের কারণে বৈরী সাজিল গোসাই।
সুজ্য বলে মহামুনি নিবেদিঞা তোরে   জত্তপি হইল দোষ ভেখা দেহ মোরে।
মহামুনি বলে তোমা ছেড়ে[8] কোথা দিব   শ্রীধর্ম্মের কাছে গিঞা বিচার করিব।
তবে জদি নাই জাবে বল সত্ত হঞা   তোমার ঘরেত্তে দিবগা কুন্দুল ভেজাঞা।

১ ভেরে   ২ -বোদনে   ৩ গুরি   ৪ ভুলো   ৫ পাইল   ৬ জিজ্যাসে
৭ করছে   ৮ ছেরে

কলহের কথা শুনি অহরি ঈশ্বরে   চলিলা ধর্ম্মের কাছে বিচারের তরে।
মধ্যপথে দিবাকর[১] ধরে কেনে মারে   [বিচার করিয়া তুমি কহিবে আমারে]।
দিবাকর বলে শুন প্রভু নিরঞ্জনে   নেয়াই ঝকড়া মোর নাহি কার সনে।
বিমান ছাড়িঞা[২] গেলাম জাহার কারণ   সেই কথা কব পাস্থ করি নিবেদন।
লাউসেন মরেছেন হাকন্দের তীরে   সেই হত্যা[৩] কেনে লাগে আমার উপরে।
কি বোল বলিলা মোর লাউসেন মৈইল   ভারথে আমার পূজা কদাচ না হইল।
তোমাদের কুছুল পোথহ এইখানে   বর দিতে জাই চল দাসীর নন্দনে।
দিবাকর বলেন মুনির দোষ নাই   সকল তোমার মায়া বুঝিলাম গোসাঞি।
নিরঞ্জনমঙ্গলের[৪] বচন সুসার   শুনিয়া আনন্দে হরি বল এক বার॥

দেবগণ বলে জাবে হাকন্দভুবনে   বাটিয়া কুকুরে দেখা দেবে কোন গুণে।
মায়াবিষ্টী হাকন্দে করহ মায়াধর   শিলাবিষ্টী কর গিঞা বাটুআ উপর।
ঝড় বিষ্টী জদি সে পারে সহিবারে   নিজরূপে জেঞা প্রভু দেখা দিবে তারে।
নতুবা এখান কতি জাবে পালাইঞা   লাউসেনে বর দেবে বিরলে জাইঞা।
উনপঞ্চাশ পবনে ধর্ম করিল স্মরণ   অবিলম্বে আইল্যা উনপঞ্চাশ পবন।
প্রভু বলে পবন আমার পান[৫] ধর   শিলাবিষ্টী কর গিঞা বাটুয়া উপর।
ইশানে নামেয়া মেঘ করে দুরদুর   মেঘ দেখে হাসে বড় বাটুয়া কুকুর।
মায়াবিষ্টে রাজা কইল আরম্বন   বাটুয়া বলেন হবে কাজ্যের লক্ষণ।
শিলাবিষ্টী জদি আমি পারি সহিবারে   দেখিব নয়ান ভরি ত্রিদশ[৬] ঈশ্বরে।
উনপঞ্চাশ পবনে দারুণ দিল ঝড়[৭]   বড় বড়[৮] বৃক্ষ[৯] ভাঙ্গে করি মরমর।
দিবসে আধার[১০] হইল জিনিআ জামিনী   আপনার অঙ্গ কেহ না চেনে আপনি।
ফটিকের থম্ব হেন পড়ে[১১] জলধারা   দেখিতে দেখিতে হইল পথমাত্র হারা।
পূরা হেন শিলা পড়ে[১১] কুকুরের গায়   উধ্মুখ করি বেটো ধর্মকে ধেয়ায়।
মাংস ছিণ্ডিয়া জায় রক্ত পড়ে[১১] ধারে   ধর্ম ধর্ম বলে বেট জয় জয় করে।
মাথার ঘৃত উঠে[১২] লাগে গগনমণ্ডলে   উদ্ধমুখ করি বেটু ধর্ম জয় বলে।
জল শিলাঘাতে হানে কুকুরের গায়   ধর্ম ধর্ম সদাই ডাকিছে উভরায়।
ইন্দ্র রাজা গেলা জথা প্রভু নিরাঞ্জন   বলে নিজরূপে বাটুকে দেহ দরশন।

১ দিবাকরের   ২ ছারিঞা   ৩ হত্যা   ৪ -মঙ্গল   ৫ প্রাণ   ৬ ভুবন
৭ ঝর   ৮ বর বর   ৯ বৃক্ষ্য   ১০ আন্ধার   ১১ পরে   ১২ উটে

স্বর্গে[১] ঘর ধর্মের মরতে অবতার   ভারতে নামাতে পারে[২] জয় জয়কার।
ডুর কপীন পরিধান করঙ্গ অধারি   হাকন্দেতে উত্তরিলা হএ ব্রহ্মচারী।
সেনের নিকটে জান শ্রীধর্ম ঠাকুর   শব্দ শুনি মূর্চ্ছা যায় বাটুয়া কুকুর।
প্রভু বলে পাপিষ্টা তুমি ছাড় রে দুয়ার   দেখিঞা গাজন ডুকা দাসীর কুমার।
গুটি চার কথা কহিব তার কাণে   সব্ব হএ কহ কেবা ইহা জানে।
শর্ব্বরী[৩] সমএ আইলা নহে ত দিবস   মায়া করি আইলা বুঝা লঙ্কার আকাশ।
হেসে হেসে বলেন ঠাকুর নিরঞ্জনে   ভস্ম[৪] করিব পুরী তুমি এই স্থানে কেনে।
বাটু বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন   নিচকুলে কেনে বিদ্ধি[৫] আমার জনম।
সহজে কুকুর নহে শুন ব্রহ্মচারি   পূর্ব্বের জনমের কথা নিবেদন করি।
কৌল্য দেশের রাজা নাম পুরন্দর   ধর্মনিন্দা করি অঙ্গে হঞাছে পাথর।
শিবনিন্দা করি আমি হইঞাছি কুকুর   বাণ হাকণ্ডে করিব মুক্ত ধর্ম ঠাকুর।
রাখ্যাছি আপন মন[৬] ধর্মের চরণে   তিন দিন মড়া লয়া থাকি এইখানে।
চতুর্থ দিবসে মড়া ভাসাইঞা দিব   জয় ধর্ম বলি আমি শরীর তেজিব।
বুঝিয়া বাটুয়ার ভক্তি প্রভু জুতির্ময়   ভক্ত বল্যা বাটু কোলে নিল মহাশয়।
মাগ বাছা বাটু রে মাগিঞা লেহ বর   জে বর মাগিবে তাহা দিব ত সত্তর।
বাটু বলে কেবা তুমি কি মাগিব বর   পরিচয় দেহ দেখি আমার গোচর।
ধর্মরাজ বলে বাপু পরিচয় করি   দেখিছো নয়ান ভরি আমি ব্রহ্মচারী।
স্বান বলে তোমার শ্রীচরণে নিবেদি   সত্য বাক্য বলিবে তোমার নাম কি।
হাসিয়া বলেন ইহা বলিতে না পারিব   দশ পাচ নাম নহে কতেক কহিব।
অনন্ত আমার নাম অন্ত নাহি জার   কেবা অন্ত কহিবে নামের আমার।
স্বান বলে তবে গোসাঞি বৈসা কোন পুরেতে   ভক্ত বলে ইহা আমি নারিব বলিতে।
বসত বাড়ির কথা মোর নাহিক নির্ণয়   ভিক্ষা মাগিঞা আমি খাই সর্বত্রে আলয়।
সুরপুরে নিবাস অম্বরাপুরে ধাম   তথাকার ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন নাম।
কোন জাতি বট প্রভু কহ দেখি মোরে   প্রভু বলে ইহা নারিব বলিবারে।
তিন দিবসের কালে মা বাপ মরিল   জাতিহারা হঞা ব্রহ্মচারী বলাইল।
বাটু বলে ব্রহ্মচারী ঘুচায় কপট   হত্যা দিঞা মরি আমি তোমার নিকট।
গোসাই বলেন আইলাম হত্যা এড়াবারে   নিজ হত্যা ঘটে পুন আমার উপরে।
প্রভু বলে কি হত্যা দিবে রে প্রচুর   বর মাগ আমি বটি ধর্মের ঠাকুর।

১ সগর্গে   ২ পরে   ৩ সব্বরি   ৪ ভস্ত   ৫ বিধী   ৬ মোন

বাটু বলে জদি বুট দেব মায়াধর   ধবল মূর্ত্তি[1] ধরহ আমার জন্নাবর।
ধরিল ধবল মুর্ত্তি প্রভু ভগবান   দক্ষিণে উল্লক বস্তা বামে হনুমান।
বাটু বলে আমার পাতক গেল দূর   দেখিল আনন্দ ভরি ধর্ম্মের ঠাকুর।
ব্রহ্ম আদি জাহারে সদত ধেয়ায়   জোগী রিসি মুনি জারে ধ্যানে নাহি পায়।
হেন প্রভু ধর্ম্মরাজা কইনু দরশন   বর মাগি[2] মন হেতু ধরিয়া চরণ।
বলে পছিমে উদয় দেহ মোরে এই বর   লাউসেনের মা বাপে করহ উধার।
পছিম উদয় বর দিব লাউসেনে   নিজ মনহিত বর মাগ আমার স্থানে।
বাটু বলে মনহেতো জদি দিবে বর   তুলসীর পুষ্প কর ভারতভিতর।
এই মনহিত মোর শুন নিরঞ্জন   জন্মে জন্মে থাকে জেন অভয়চরণ।
হাসিতে লাগিলা প্রভু বাটুর বচনে   চড়িতে[3] আমার শিরে ইছা গেছে মনে।
লজ্যা পাঞা কুকুর কয়িছে নিবেদন   শুন ধর্ম ঠাকুর কহিএ বিবরণ।
জাতী জুতী পুষ্প কর কুন্দগণে গন্ধ   শরতের কেয়া কর বসন্তের মালা।
ঝাটি টগর কর নাগেশ্বরপাতা   জবাকুসুম কর মালি মাধবলতা।
হাসিঞা দিলেন বর দেব মায়াধর   আকন্দের[4] পুষ্প হয় হাকন্দের ভিতর।
কেমন গন্ধ বাস বটে কেমন বরণ   কোন স্থলে জন্ম হবে কহ বিবরণ।
উপদেশ কহেন ঠাকুর করতার   নদীর কিনারে জন্ম হইবে তোমার।
বাটু বলে ভাল বর দিলে এ ঠাকুর   উবো দুটি কাণ হইল রাঙ্গা নাঙ্গুল।
বাটুকে করিয়া মুক্তি[5] ধর্ম্মের গমন   গান বিশ্বনাথ[6] দাস সখা নিরঞ্জন ॥

তবে ধর্মঠাকুর বাটুকে বর দিঞা   লাউসেনের কাছে তখন উত্তরিল গিঞা।
সিন্দূর বরণ রক্ত বঞা বঞা জায়   ডাক দিঞা ঠাকুর করেন হায় হায়।
দেবতা অসুরে কর্ম করিতে না পারে   হেন কর্ম সাধ্য কর্য্য মনুষ্যশরীরে।
এত বলি অস্তিরে ছানিল নিরঞ্জন   হাকণ্ডতীর্থের জলে কইল্য প্রক্ষাল[ন]।
মনে হইল্য অবিলম্বে দেব-গা নাশ[7]   অবনীমণ্ডলে পূজা করিব প্রকাশ।
কুশ জল জরমার উচ্চারিল মন্ত্র   অনাআসে সঞ্চয় হইল সেই তন্ত্র।
পঞ্চভূত আসে বস্তা জার জোতা স্থান   গাএর সকল লোম ধরিল উজান।
আচম্বিতে লাউসেন পাইল জীবন   শক্তভরে লুকাইল্য দেব নিরঞ্জন।
মরেছিল্য লাউসেন উটিঞা বসিল   চারি পানে চেঞা কিছু বলিতে লাগিল।

১ মুক্তি   ২ মাগী   ৩ চড়িতে   ৪ হাকন্দের   ৫ মুক্তী   ৬ বৃদ্ধ-   ৭ -পানাস

দেবতা অসুরে কেবা জক্ষক কিন্নরে   কেবা দিল প্রাণ দান হাকণ্ডভিতরে।
জেবা দিল প্রাণ দান সেই দেবে বর   নহে পুত্র হত্যা দিব তাহার উপর।
হত্যা দিতে লাউসেন হাতে নিল খুর   হেন বেলাঅ হাতে ধরে ধর্মঠাকুর।
পুত্ররূপি হত্যা কেনে হাকণ্ডভিতর   আমি ধর্মঠাকুর তোমাকে দিব বর।
জে বর মাগিবে তুমি সেই বর দিব   মনের বাসনা তোর সফল করিব।
এত বলি নিজরূপ ধরিল ধবল   ধবল আসনে [বসিল] ভক্তবৎসল।
আনন্দে বসিল ধর্ম ধবল আসনে   জেই রূপে পূজা নিল শনিবার দিনে।
স্থ[ল] করে সম্মুখে[১] জতেক দেবগণ   হনুমান সম্মুখে উল্লুকুটি মুনিজন।
দেবতার সভা হইল হাকণ্ডভুবনে   ধর্মরাজ আপনে বলেন লাউসেনে।
বর মাগ আগুহঞা আনন্দহৃদয়   লাউসেন বলেন বচন সবিনঅ।
সন্ন্যাসী ভকিতা মোর কুলপুরহিত   সাঙ্গ স্বঙ্গে নিধন হইল অনুচিত।
ভকিত্যা সন্ন্যাসী আগে দেহ জিআইঞা   তরে বর মাগিব আনন্দে মন দিঞা।
এত শুনি বলেন মঅনার তপোধন   আপনে ঠাকুর[২] দিল সভাকে জীবন।
কুশজলে সভাকে করিল অভিষেক   সভাই পরাণ পাইল্য হইঞা পরতেক।
ইছা রাণা হাড়ি নাচে মাথাঅ হাত দিঞা   বলে এই দেখ ধর্মঠাকুর নআন ভুরিঞা।
প্রাণ পাঞা সামুলা আপনি দেয় জয়   সাতুল্যা ধুমুল দেই আগমুনি কঅ।
বেতবাড়ি-হাতে নাচে সন্ন্যাসী ভকিতা   নআন ভরিঞা দেখে উল্লুকুটি দেবতা।
সভা করি বসিল সকল দেবগণ   সনমুখে বসিল ধর্ম ধবল আসন।
হেন বেলায় লাউসেন হইল আগুআন   বর মাগে ধর্মের চরণে সাবধান।
চরণকমলে বর মাগে সবিনয়   বার দণ্ড দেবে ধর্ম পছীম উদয়।
তের[৩] পার পুত্র হবে সিজমনরথ   অনুহিত সেবক সঞ্জয় অনুমত।
পছীম উদয় দেহ ঠাকুর করতার   তবে গউরের হয় মা বাপার উদার।
আপনার বন্ধন মাএর পাএ দিঞা   বৎসর দ্বাদশ[৪] পূজা[৫] একমন হঞা।
সদয় হইঞা বর দেহ তো ঠাকুর   অনাআসে মাএর বন্ধন জাবে দূর।
ধর্মরাজ বলে শুন রঞ্জার তনয়   কেমনে হইবে বাছা পছিম উদয়।
সত তেতা দাপর কলি হইল্য   কোন জোগে কোন জন পছীম উদয় দিল্য।
এই বর ছাড়া বাছা মাগ[৬] অন্ত বর   অধিকার দিয়া তোরে ইন্দ্রের উপর।
কুবের ডাকিআ তরে দিএ বহু ধন   রথে উঠ লয়া জাই বইকণ্ঠ ভুবন।

---

১ সন্মুখে   ২ ঠাকুর   ৩ তেরে   ৪ দিবস   ৫ প্রজা   ৬ মাগো

লাউসেন বলে অন্ন বরে নাহি কাজ ফিরা জায় ঘরেকে ঠাকুর ধর্মরাজ।
নিবুধি মহারাজা বচন না বুঝে পছীম উদয় পিতিজ্ঞা[১] করিল সভামাঝে।
তবে জদি এই বর না দিবে আপুনি কারাগারে[২] মইল মোর জনক জননী।
কোন মুখে জাব আমি গোউর নগর পুন্থরায় হাকন্দে তেজিব কলেবর।
মন্ত্রিবার কথা শুন্যা ধর্মরাজ কয় অবশ্য[৩] করিব বাছা পছীম উদয়।
এত বলি ঠাকুর ডাকিঞে দিবাকরে পছীম উদয় দিতে আজ্ঞা দিল তারে।
জোড়[৪]-করে[৫] দিবাকর বলে সবিনয় এই কাজ কদাচ আমার সাধ্যে নয়।
উদয় করিতে গেলে জত পাপ হব সে সকল পাপে ধর্ম কেমনে তরিব।
পছীম মুখেতে মোর না চলে বাহন এমন অনিত [আমি] করিব কেমন।
প্রভু বলে জত পাপ তোমাকে হইবে কিঞ্চিত করিয়া সর্ব দেবগণে লইবে।
পছীম মুখেতে মোর নাই চলে ঘোড়া দেবগণ[৬] টানিবে রথের ধরে দড়া[৭]।
পিতিজ্ঞা[১] করিঞা সর্ব দেবগণে বলে ধরিব রথের দড়া[৭] উদএর কালে।
বৈশাখ পবিত্র[৮] মাস শনিবার দিনে সাত রাত তারিখ তিথি[৯] আমাবৈসা খেণে।
হেনকালে দিবাকর হইল প্রচণ্ড হাসিআ উদয় করে দ্বাদশ[১০] দণ্ড।
জয় জয় শব্দ করে ভকিতা সন্ন্যাসী দেবগণে পুষ্পবিষ্টি করে রাশি রাশি।
লাউসেন নৃত্য[১১] করে মনের হরিষে [উদএর ছটা লাগিল সকল দেশে]।
গোকুলে[১২] গোয়ালা দিল গোধন মিলিঞা উদএের ছটা গোউরে বাজিল জেঞা।
গোউরনিবাসী লোকে বর পুন্থ পায় দেখিল নয়ান ভরি পছীম উদয়।
ধন্য ধন্য করিল মআনার লাউসেনে মহারাজা দান ধ্যান করিল ব্রাহ্মণে।
শত অশ্বমেধ কইলে জত ধর্ম হয় ততোধিক ফল হয় দেখিলে উদয়।
গোউরের সভাই করে সেনের বাখান ধন্য রাজা লাউসেন বড় পুণ্যবান[১৩]।
সবে ধন্য ধন্য করে রাজা লাউসেনে মহামদ পাতো হইল বিষাদিতমনে।
ভাগিনার জশকথা শুনিতে না পারে জোড়[১৪]-করে বলিছে রাজবরাবরে।
পাথ্য বলে অবধানে শুন মহাশয় কদাচিত নহে এই পছীম উদয়।
পর্বতে পোড়ায় খার আকন্দের পালা আগুনের আতোরে গোউর হইল আলা।
পাষণ্ড হইয়া পাখ্য সভাকারে কয় দরবারে মিথ্যা করে পছীম উদয়।

---

১ পিতাজ্ঞা ২ কাড়া ৩ অবৃস্ত ৪ জোর ৫ কড়ে ৬ -গোনো ৭ দরা
৮ পবিত্তো ৯ তিতি ১০ দাদসো ১১ নিত্তো ১২ গকুলে ১৩ পুন্থ-
১৪ জোর

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজা দান দিঞাছিল   পাষণ্ড হইঞা পাত্র সভাকে ডাকিল।
হেতা লাউসেনে ধর্ম বলেন বিশেষ   হইল বাঞ্ছিত পুন্থ জায় নিজ দেশ[1]।
লাউসেন নিবেদিল প্রভুর সম্মুখে   এবারে গোউরে গেলে ঠকিব বিপাকে।
সাখিরূপে এসেছিলো হরিহর বাউতি   ডাক দিয়া বলিছেন ময়নার অধিপতি।
শুন ভাই হরিহর লাউসেন কয়   পছীম উদয় দেখ দেব জোতির্ম্ময়।
এই দেখ ধর্মরাজ ধবল মুরতি   কহিবে সকল তত্তো জেখানে ভূপতি।
বাএনে করিল সাক্ষি সেন তপধন   প্রভু বলে জায় বাছা নিজ নিকেতন।
দুষ্ট মাহামত পাত্ত সর্ব লোকে জানে   পিতিত না হয় জদি বাউতির বচনে।
ধর্মরাজ বলে বাছা তারে নাহি ভয়   পুনুরুপি করাইব পছীম উদয়।
গোউরে আমাকে করিহ সোঙরণ[2]   এইরূপে আমার পাইবে দরশন।
পিতয় না মান জদি ময়নার নাথ   এত বলি ঠাকুর দিলেন ডাহিন হাথ।
অন্তর্ধ্যেন হইল ঠাকুর জতির্ম্ময়   সাঙ্গ সুঙ্গে ভকিতা দিলেন ধর্ম জয়।
ঢাকে কাটি দিলেন বাএন হরিহর   পূজা সাঙ্গ করিল পুরহিত দিজবর।
নিরাঞ্জনে[র] মায়া জে বুঝা নাহি জায়   নিশিজাগরণ পালা এতদুরে সায়॥

প্রভাতে উঠিঞা ভক্ত করে স্নান দান   ধর্ম´ জয় ভকিতা ডাকিছে সাবধান।
বার ভক্ত লঞা দুর্লভ সদাগর[3]...

---

১ নিজোদেশ   ২ স্মরণ   ৩ এইখানে প্রাপ্ত পুঁথির সমাপ্তি।

অনাদিপুরাণ

অজ্ঞাত

শ্রীশ্রীরামঃ ॥

নম গণেশায়ঃ ॥

দেবী বোলেন শুন প্রভু আমার বচন   আদি অনাদি নিরঞ্জনের কহ ত কথন।
কোন রূপে আছেন তারা বৈসে কোন ঠাই   তোমা হৈতে আর
কেবা আছয়ে গোসাঞি।
কেবা শব্দ কেবা [গন্ধ কেবা] সৃজে[১] কারে   তাহার স্বরূপতত্ত্ব কহ ত আমারে।
শংকর বোলেন দেবী কহি শুন তত্ত্ব   আদিনাথের গুরু হয় অনাদিনাথ।
অনাদিনাথ নিরঞ্জন গুরু নাই তার   [নিগুর্ণ নিরাকার তিঁহো হন্ত সারাৎসার]।
জলের বিম্ব জেন জলেতে মিশায়   উৎপত্তি প্রলয় এইমত জানিবা তাহায়ে।
তুমি আমি আদি করি এ তিন ভুবন   সকল সেই প্রভু করয়ে স্রিজন।
দেবী বোলেন শুন প্রভু আমার বচন   নিরঞ্জনরূপে সেই প্রভু করে সৃষ্টির[২] পালন।
কোন রূপে সৃষ্টি সেই করিল পত্তন   স্বরূপে কথনি[৩] কহ শুনি বিবরণ।
শঙ্কর বোলেন শুন তুমি মোর প্রাণেশ্বরী   জে রূপে সৃষ্টি সৃজন সেই অধিকারী।
এক কালে নিরঞ্জনের হইল স্মরণ[৪]   সংসার সৃজিতে ধর্ম করিলেক পালন।
হেনকালে অনাদি জন্মিলা আচম্বিতে   জন্মিঞা অনাদি আর না দেখে কাহাতে।
আপনাকে আপনি বোলে মুই বড় দেও   মুই হৈতে অধিক আর নাহি কেও।
মুই মুই করিঞা বোলে অনাদি কোঙর   ইহা ত শুনিঞা ঈশ্বর দিলেন্ত উত্তর।
মুই মুই করিঞা করহ মহাদাপ   এখনি চিহ্নিল তোরে আমি তোর বাপ।
অনাদি বোলেন তুমি সৃজিলে আমারে   কিরূপ কোথায় আছ না দেখি তোমারে।
ঈশ্বর বোলেন শুন অনাদিকুমার   রূপ বেশ গুণ কিছু নাহিক আমার।
রূপ গুণ বেশ কিছু নাহি পরিমাণ   চক্ষুরূপ হই আমি শব্দ অধিষ্টান।
মুই মুই করিঞা করিসি অহংকার   সিদ্ধি না পাইবা পিণ্ড পড়ুক তোমার।
সংসার [সৃজিলা][৫] তুমি বড় দুখ পাঞা   তাহা সংহারের আমি কাল চিহ্নিঞা।
এ বোল শুনিঞা ঈশ্বর করেন ধিয়ান   হেনকালে শিব শক্তি হৈল য়ধিষ্টান।
তবে আর হরি ব্রহ্মা হইলা দুই জন   এই চারি জন সৃষ্টি করেন সৃজন।
আকাশের ভাগে হৈলা অনাদিকুমার   ব[রু]ণের ভাগে হৈল্যা বিষ্ণু য়বতার।
পৃথিবীর ভাগে হৈলা ব্রহ্মার উৎপত্তি   বাউর ভাগে শিব হইলা মুরুতি।

---

১ স্রির্জে   ২ স্রিষ্টির   ৩ কসনি   ৪ স্বর্ন্ন   ৫ স্রিজিলা

তেজের ভাগে হৈলা শক্তি[১] আত্যায় রমণ   পঞ্চশিরেতে [তিহোঁ] ধরেন তিন গুণ।
দেবী বোলেন প্রভু শুনহ বচন   পঞ্চভূত হইঞা জনমিলা পঞ্চ জন।
পৃথিবী আপ তেজ বাউ আকাশ   কোথা হৈতে জনমিল কোথাতে প্রকাশ[২]।
পঞ্চ পঞ্চ বসতি হইলা কেনমনে   বিস্তারিঞা কহ শুনি অপূর্ব কথনে।
শঙ্কর বোলেন দেবী শুন সাবধানে   পঞ্চভূত জথা হৈতে জনমিলা জেনমনে।
আকাশে জনমিলা বাউ বাও হইতে রবি   রবিতে জনমিলা আপ আপ হৈতে পৃথিবী
পৃথিবী মিশায়ে জলে জল করে শেষে   রবি নিল বাউ বাউ নিল আকাশে।
পঞ্চ হৈতে হয় ছিষ্টী পঞ্চে পঞ্চ লীন   পঞ্চ তত্ব পরে জেই সেই নিরঞ্জন।
পৃথিবী আপ তেজ বাউ আকাশ   এক জনা পঞ্চ হঞা শরীরে ত বাস।
অস্তি চর্ম নাড়ি মাংস লোম পঞ্চম   পৃথিবী হইলা পঞ্চ শরীর কারণ।
মল মূত্র ঘর্ম স্কন্ধ অস্তি কহি আর   আপ হৈল্যা এই পঞ্চ শরীরে বিস্তার।
খুধা ত্রিষ্টা নিদ্রা শ্রান্তি আলিস্য রবয়   তেজ পঞ্চ হঞা বৈসে শরীরভিতর।
বলাধানঞ্চৈব নিকো ধাক্ষে পয় কুঞ্চন   বাউ পঞ্চ হঞা বৈসে শরীরকারণ।
ভয় ক্রোধ মোহন জ্যার্পে শূন্য পৌরষ আন্তর   আকাশে হইলা পঞ্চ শরীরভিতর।
তোমাকে সকল দেবী কহিল বিবরণ   ইহা হৈতে পর জেই সেই নিরঞ্জন।
যোতিময় নৈরাকার সেই নিরঞ্জন   [শুনহ এহ] শরীরনির্ণয় বচন।
তিন নাড়ি তিন গুণ হরি হর ব্রহ্মা   [এহার গুণের সীমা দিতে পারে কেবা]।
এই তিন নাড়ি বৈসে জোগ জে জে স্থানে   সেই সব স্থানে পদ্ম জন্মিলা আপনে।
গুহ্য লিঙ্গ নাভিদেশ আন্তর হৃদয়   কণ্টদেশ ক্রমদ্ধ এই স্থান ছয়।
মূলাধার স্বাধিষ্টান আম্বর মণিপুর   অনাহত বিশুদ্ধ আজ্যাচক্রমূল।
এই ছয় পদ্ম দেবী আছে ছয় স্থানে   বিস্তারিঞা কহি দেবী শুন সাবধানে।
ষটচক্রভেদ দেবী কহিল তোমারে   দেহে জত পীঠ[৩] আছে কহি শুন তারে।
মহাপীঠ[৩] ওড্ডিআন আন জলধর   কামরূপ পুণ্যগিরি শ্রীহট্ট আন্তর।
এই পঞ্চ পীঠ[৩] আছে দেহা পঞ্চ স্থানে   মন দিঞা শুন দেবী কহি সাবধানে।
শক্তি নাড়ি দ্বারমধ্যে পীঠ উড্ডিআন   নাভির অধতে কিছু জানয়ে সন্ধান।
কামরূপরে আছে যে পূর্ব গিরি   শ্রীহট্টপীঠ আছে তদুর উপরি।
পুষ্প আদি করি শতদল কমলে   মেরুদণ্ড যুড়ি আছে এ পীঠ কমলে।
পঞ্চ পীঠে ত্রিশ গ্রন্থি আছয়ে তাহাতে   ইঙ্গিলা পিঙ্গলা বৈসে তাহার দুই ভিতে।

---

১ অস্তি   ২ আকাশ   ৩ পিট

তাহার মদ্ধেত আছে নাড়ি জে সুষুম্না   তিন নাড়ি তিন গুণে হরি হর ব্রহ্মা।
স্বরূপে কহিল দেবী শুনহ বচন   ইহা হৈতে পর জেই সেই নিরঞ্জন।
দেবী বোলেন প্রাণেশ্বর শুনহ বচন   আর এক কথা শুনিতে লয় মোর মন।
কোথা বৈসে চন্দ্র কোথা বৈসে মন   কোথা[১] বৈসে সুর্য্য কোথা বৈসে পবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কোথা শক্তি তিন   কোথা ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত পাতালপুরীন।
কার কোন রূপ কোথা বৈসে কোন ঠাই   বিস্তারিঞা কহ[২] শুনি ত্রৈলক্ষ গোসাঞী।
শিব বোলেন শুন দেবী বচন আমার   জেই জোথা বৈসে কহি শরীরবিচার।
শিবস্থানে বৈসে চন্দ্রনাড়িতে পবন   সুর্যের আগে বৈসে চান্দ চান্দের আগে মন।
শুদ্ধশক্তি বৈসে কণ্টে অধোশক্তি মূলে   মদ্ধশক্তি নাভিত বৈসয়ে কুতুহলে।
নাভিমদ্ধে বৈসে ব্রহ্মা হৃদয়েতে হরি   শিরে শিব বৈসে জ্যোতিময় অধিকারী।
বিন্দুরূপে ব্রহ্মা মনরূপে হরি   বাউরূপে বৈসে শিব দেব অধিকারী।
রজোগুণে ভাবে ব্রহ্মা সতত শ্রীহরি   তমোগুণে[৩] রুদ্র জত জগতসংহারি।
মেরুশৃঙ্গে[৪] বৈসে চান্দ কমল দীঘল   রবি শশী দুই ঘায়া[৫] বৈসে দুই মূল।
অদ্ধমুখে অমৃত বরিষে নিরন্তর   তাহা পান করিলে চিরর্কার হয় নর।
দুহার সঞোগে প্রাণ দুহোঁ থাকে সুখে   দুহার বিজোগে প্রাণ জায় জমলোকে।
এ সব কহিল দেবী শুনিলা বচন[৬]   ইহা হৈতে পর জেই সেই নিরঞ্জন।
নিরঞ্জন জ্যোতির্ম্ময় সেই নৈরাকার   অব্যক্ত হৈয়া সৃজ্যে জগতসংসার।
দেবী বোলেন তুমি কহ ত এখন   ত্রিভুবনের অধিকারী সেই নিরঞ্জন।
কিরূপ নিরঞ্জন কিরূপে তারে পাই   বিস্তারিঞা কহ তারে তৈলক্ষ গোসাঞী।
শিব বোলেন শুন দেবী কহি বিরবণ   কিরূপ দড়াইতে না পারে কোন জন।
চতুর্দশ শাস্ত্র পড়ি না জানি তাহারে   কোন শাস্ত্র কোন রূপ কে জানিতে পারে।
এক বোল কহি দেবী শুন সাবধানে   শরীরে পঞ্চ ইন্দ্রি বৈসে পঞ্চ স্থানে।
ষড়িন্দ্রিয় হয় তবে মনের সংহতি   মনরূপে নিরঞ্জন প্রতি ঘটে স্থিতি।
নিরঞ্জনরূপে মন সংসারের সার   মায়ায়ে মোহিত করে জগতসংসার।
বাউ হৈতে য়ধিক চঞ্চল মহুরায়   নিরবধি শরীরেত ভ্রমিঞা বেড়ায়।
স্থানে স্থানে গেলে মন ধরে নানা রূপ   মনস্থিরে জোগসিদ্ধি জানিহ স্বরূপ[৭]।
দেবী বোলেন শুন প্রভু আমার বচন   নিরঞ্জন রূপ কহিলা জেমন।

১ কৈথা   ২ কহো   ৩ যম-   ৪ মেরুস্ত্রিঙ্গে   ৫ জয়া   ৬ চরন   ৭ সরূপ

শরীরেত সেই মন ভ্রমিয়া বেড়ায়   কোথা গেলে কোন কর্ম করে মনুরায়[১]।
মন হৈতে অধিক না হয় অন্য জন   বিস্তারিঞা কহ শুনি অপূর্ব কথন।
শিব বোলেন দেবী শুন বিবরণ   জেখানে গেলে জে কর্ম করে সেই মন।
সূর্য্যের ঘরে গেলে মন করায়ে গমন   চন্দ্রের ঘরে গেলে মন করায় রমণ।
তেজের ঘরে গেলে মন ভোজন করায়   ইন্দ্রের ঘরে গেলে মন শুতি[২] নিদ্রা জায়।
সুষুম্নাতে গেলে মন স্বপন দেখায়   স্বপনেত মন জদি সধিষ্টানে জায়।
সেই স্থানে ভগ্নলিঙ্গ আছে প্রতিজনে   ভগ্নলিঙ্গ একত্র করায় সেই মনে।
শৃঙ্গার[৩] করায় মন গেলে সেই স্থানে   স্বপনেতে চন্দ্র টলে সেই সে কারণে।
পিঙ্গলাতে গেলে মন করায় চেতন   এই মত মন ফিরয়ে সর্বক্ষণ।
ত্রিকোণ নাড়িতে গেলে মন হয়ে ত বিভোল   সর্বক্ষণ মন তথা করয়ে চঞ্চল।
শতদল পদ্মে গেলে মন শান্ত হঞা রয়   সহস্রদল পদ্মে গেলে সিদ্ধিপদ পায়।
এইরূপে মন দেবী করয়ে ভ্রমণ   ছায়ারূপে থাকে মন লাগি সর্বক্ষণ।
নিরবধি আখিতে বৈসয়ে সেই মন   ইহাকে সাধিলে দেবী নাহিক মরণ।
এইমতে দেহেতে বৈসয়ে মনুরায়   অমৃত বরিষে চান্দ তারে নাহি খায়।
সাত ধারে সুধা পড়ে না করে ভক্ষণ   ভক্ষণ করিলে সুধা অমর হয় মন জন।
এইরূপে এমন করায় মনরায়   নিষ্টুর হইলে মন সিদ্ধিপদ পায়।
মনে মন ভাবিয়া হৈয় সাবধান   ভাবিতে ভাবিতে জদি শুদ্ধ হয় মন।
তবে মন দৃঢ় করি লয়ে সেই রূপ   সেই নিরঞ্জন তবে জানিহ স্বরূপ।
ইত্যনেন অনাদিপুরাণ সমাপ্ত ॥

কেবল দেবমূর্তি মন বিষ্ণু য়ধিষ্টান   তবে কেনে হর নহে আপনার মন।
মনে ত অধিক চক্ষু আর হাত পাঙ   কি বুঝিঞা জ্ঞান নাহি করে তার ঠাঙ।
আপনে দুখ পাও কেনে[৪] নাহিক বেদন   তবে কেনে মনুরায়ের নাহিক চেতন।
দুখ সুখ পায় কেনে কেন তার মতি   কোন স্থানে বৈসে সেই কোন তার গতি।
কোন স্থানে গেলে [মন] করায়ে স্বপন   কোন স্থানে গেলে মন করায় রমণ।
কোন স্থানে গেলে মন শুতি[৫] নিদ্রা জায়   কোন স্থানে গেলে মন চৈতন্য করায়
কোন স্থানে গেলে মন করায় গমন   কোন স্থানে গেলে মন শুনে জে বচন।
কোন স্থানে গেলে মন করায় ভক্ষণ   তার উপরে আর আছে কোন জন।

---

১ অনু-   ২ র্যতি   ৩ স্রিঙ্গার   ৪ কনে   ৫ সুতি

কোন রূপে আইসে মন কোন রূপে জায় কোন স্থানে গেলে মন সিদ্ধিপদ পায়।
চন্দ্রের ঘরে গেলে মন করায় রমণ সুষুম্নাদে গেলে মন দেখায় স্বপন।
ইঙ্গিলাতে গেলে মন স্বত নিদ্রা জায় পিঙ্গলাতে গেলে মন চৈতন্ন করায়।
ত্রিকোণ নাড়িতে [গেলে] শুদ্ধ হয় মন ভোল হঞা তনু মন রহে সর্বক্ষণ।
শিবা নাড়িতে গেলে মন করায় গমন শতদল পদ্মে গেলে শান্ত হয় মন।
সহস্রদল পদ্মে গেলে সিদ্ধিদেহ পায় বাউ হইতে অধিক চঞ্চল মনুরায়।
সাত ধারে অমৃত পড়ে না করে ভক্ষণ ভক্ষণ করিলে কভু নাহিক মরণ॥

অধোবত্ত চতুর্দলং অরুণরুচিব্বাসতি বর্ণাশ্রয়। রযষশ্র স্বাধিষ্টানে মনে করিহৃতনিভং বাসস্তং ষটপত্রকং রিভময়বনঃ রত্নাভং মণিপুরকং দশনং ড-কারান্তক-কারান্তং ভিচন। তথদধনপক বর্ণে দ্বাদশভিঃ অনাহতপুরং হৈমং কচরান্তকং। কখগঘঙ চছজঝঞ টঠ মাত্রাভিঃ পরি পরিপূরতৈ কুলগতৈ। বিশুদ্ধাম্বুজং। অআইঈ-উঊঋৠঌৡএঐওঔঅংঅ। হংক্ষংদ্বে অক্ষরংযুগলং।···নং তথা তত শুদ্ধং সহস্রদলং নিত্যানন্দময়ীং সদাশিবপুরং। ওঁকারায় নম নম। ভক্তিবত্তশিবচরণে। অথো লমাবলি সত্ত রজ তম[১] পিতা রজঃ মাতা তমঃ কারণে ঘর পাই। লোহিত মাং চর্ম লোমাবলি॥

চারি ধাতু মাতাকে বুলি জে॥ অপ বিষ্য অস্থি তিন ধাতু পিতাকে বুলি জে॥ এতেকে সপ্ত ধাতু পিতাকে বলি জে॥ দুই হস্ত দুই বাহু দুই পদ বক্ষ ললাট এতেকে অষ্টাঙ্গং বুলি জে॥ বর্ণভেদ মুদ্রা এ তিন জে জানন্তি তে সিদ্ধা॥ মন বর্ণ বান্ধয়ে পবনভেদ ভেদিয়ে বিন্দু মুদ্রা মুদ্রিয়ে এ তিন জে জানন্তি তে সিদ্ধা॥ কোন বিচারে কোন খরে কোন ঝরে কোন ঘটভিতরে অকল্পিত রহে॥ এতেক বিচারে সিদ্ধি আত্মাজে বলি জে॥ কোন কোন ঘরে সূর্য কোন কোন ঘরে চন্দ্র॥ নাভিঘরে সূর্য ললাটঘরে চন্দ্র॥ কোন মুখে অগ্নি কোন মুখে বিন্দু॥ সূর্যমুখে অগ্নি চন্দ্রমুখে বিন্দু॥ কোন খরে কোন ঝরে॥ সূর্য খরে চন্দ্র ঝরে॥ কোন তপ্ত কোন শীতল: সূর্য্য তপ্ত চন্দ্র শীতল॥ এই বলি জে ঘটভিতরে॥ খেচর বলি জে মন॥ ভূচর বলি জে পবন॥ গুপ্ত বলি জে ধ্যান॥ পৃর্থী[২] বলি জে শরীর॥ এই বলি জে সর্ব ঘটভিতরে॥ শরীরার্থ পরমার্থ॥ গূঢ়ার্থ ত্রহি বলি জে ঘটভিতরে॥ শরীরার্থ বলি জে শরীরভেদ॥ পরমার্থ বলি জে প্রাণভেদ॥ গূঢ়ার্থ বুলি জে বিচার॥ চার সিদ্ধা বলি জে ঘটভিতরে সে

১ ত্বম ২ পুর্থট

কোন কোন ॥ মন মৎসন্ধর শরীরে ঈশ্বর[1] চৈতন্ন চোরাঙ্গিনাথ জ্ঞান কহিলেন শ্রীগোর্ক্ষনাথ : আছে চতুরিন্দ্রিয় ॥ বলি জে সে কোন কোন ॥ দৃষ্টী বলি জে কীছু লেজ্জয়ে ॥ শ্রুতি কহি কীছু বলিজ্জে শুনি জে : জিভ্যা কহে কিছু স্বাদ বিস্বাদ খায়ে জে ॥ নাসিকা কহি সুগন্ধি দুর্গন্ধি সৌরভ লয় জে ॥ য়ার চার অবদিশা বলি ঘট-ভিতরে সে কোন কোন ॥ শব্দ বলি জে উত্তর ॥ পবন বলি জে পচ্ছিম : দৃষ্টী বলি জে দক্ষিণ : শ্রুতি বলি জে পূর্ব ॥ আর চার অবদিশা বলি ঘটভিতরে সে কোন কোন ॥ উর্ধ ধূর্ম যোতি জ্বালা ॥ উর্ধ বুলি জে মন ধর্ম বলি জে পবন : যোতি বলি জে নেত্র : জ্বালা বলি জে শ্রুতি : উর্ধ বলি জে মুখ : ধূর্ম বুলি জে নাসিকা ॥ জোতি বুলি জে দৃষ্টী : জ্বালা বলি জে কর্ণ : আর চার অবদিসা বলি ঘটভিতরে সে কোন কোন ॥ খেত্রজ জারজ অণ্ডজ ওদিয্য : ক্ষেত্র বুলি জে ত্বক জারজ বলি জে বক্ষ : অণ্ডজ বলি জে রক্ত : উদিজ্য বুলি জে লোমাবলি ॥ আর চার বাণে বলি ঘটভিতরে সে কোন কোন ॥ সহস্র বাণে বলি জে শরীর ॥ শতুত্তম[2] বাণে বুলি জে প্রাণ : সোপান বাণে বলি জে পবন অহেতু বাণে বুলি জে প্রাণভেদ ॥ মহাঁমুদ্রা মহাণ্ড জানে তাহাকে বুলি জে খানি বাণী ॥ কোন বিচারে সোনেরাকার বুলি জেত্তি কার মদ্ধে জলে ঝরো কণা রবি ॥ ষোল কলা শশী কহো রবির বারো কলা কোন কোন ঘরে বাস ॥ উর্ধ ধুম যোতি জলা : এই ভেদ শরীর চারি কলা ॥ মন কর হস্তী বীরে জল পিতো : দুই পক্ষ্যে নিয়া চিনহ ষোল কলা ইতো ॥ বারো কলা সূর্য্য ষোল কলা চন্দ্র ॥ গুরু জাহাকে না বুঝায় সে জনা য়ন্ধ ॥ বারো কলা সূর্য্য বলি ঘটভিতরে সে কোন কোন ॥ চিন্তা ১ তুরঙ্গ ২ কুম্ভ ৩ মোহ ৪ দ্বারগ্রামে ৫ প্রপঞ্চ ৬ হেতু ৭ বুদ্ধি ৮ কাম ৯ ক্রোধ ১০ লোভ ১১ দৃষ্টী ১২ এই বলি জে বারো কলা ঘটভিতরে ॥ ষোল কলা চন্দ্র বলি ঘটভিতরে সে কোন কোন ॥ শান্তি ১ নিবিত্তি ২ ক্ষেমাতি ৩ নির্মল ৪ নিশ্চিন ৫ নিবিস্বয়ে ৬ নিরঞ্জন ৭ জ্ঞান ৮ স্বরূপ ৯ পদ্ম[3] ১০ অকল্পিত ১১ নির্বাণ ১২ অহার ১৩ নিদ্রা ১৪ মৈথন ১৫ বাও ১৬ ॥ এই ষোল কলা চন্দ্র বলি জে ঘটভিতরে। সূয্যের ঠাই কলা সাধিলে ষোল কলা সম্পূর্ণ হয়ে ॥ শুনহ পার্বতী ॥ ইতি রোমাবলি সমাপ্ত ॥

বারোকলা সূর্য্য ষোলকলা শশী ॥ রবির বার কলা কোন কোন ঘরে বৈসে ॥ উর্ধ ধূর্ম যোতি জালা : রবির এই চার কলা হই জোগ না কর হেলা : হেটে বৈঠাইব

১ ঈশ্বর ২ সত্রুত্তম ৩ পদ্ম

জাল উড়ে কুটে চণ্ড তাল ॥ রবি শশী সমরণ মেলা ॥ কহিব চন্দ্রের ভেদ শুন গুরুজন ॥
চন্দ্রভেদ নাম পোথা উদ্ধারি চৈতন্য ঃ
চন্দ্রে রন্দ্রের বিচারহেতু শুন নরগণ জে তিথি জেখানে চন্দ্র করয়ে গমন।
প্রথমে অমাবস্যা চন্দ্র অবয়াত ক্ষীণমূর্তি ধরি রহে ঃ হয়ে প্রণিপাত।
তাত জদি কামরসে পুরুষ আনমন খ্রিজার বহুত হয়ে চলে নিজন ধন।
প্রতিপদ দক্ষিণ অঙ্গে চলে চন্দ্রধন কর্ণমূলে রহে জথা শ্রুতি[র] কারণ।
টলমল করে চন্দ্র নহে [ত] প্রকাশ ভুখি হঞা রহে চন্দ্র হয়ে প্রাণনাশ।
সে দিন পুরুষে জদি রমণ করয়ে বহুল তাড়না হয় সর্ব ঠাঞী খিএ।
দ্বিতিআ কণ্টেত চন্দ্র গমন করয়ে অঙ্কা কণ্টা পরে শুণ্য জথা চন্দ্র বৈসে।
সে দিবস পুরুষ জদি ভুনে কামরসে বাউর মিথন চন্দ্র কলা কলা খসে।
ইতি আদি বৈসে চন্দ্র কমরেত বাস মদ্ধভাগে সর্ব নালে চন্দ্র পরকাশ।
সে দিবস পুরুষে জদি রমণ করয়ে বল বুদ্ধি পরিচ্ছেদ কমরিয়া রোগ হয়ে।
চতুর্থী দিবসে চন্দ্র অপানক মন লয়ে বুঝিঞা দেখহ পণ্ডিত খ্রিজার ভাল নহে।
পঞ্চম তিথিত মণি হাটুভাগে পাশে রমণ কটিন চন্দ্র খসে কাঁপে কাঁপে।
ষষ্টী চন্দ্র বল খোটা মদ্ধে থাকে রমণগমনে চলে বহু পাকে পাকে।
সপ্তমীত রহে চন্দ্র অঙ্গুলির স্থান চালিলে না চলে চন্দ্র জদি হান বাণ।
অষ্টমেত চন্দ্র করে মরা পথে মন তলা মুড়া[১] ভরি রহে কীছু গমাগম।
নবমে পুনি চন্দ্র খোটা করে ভর না করে সুজন জন রমণ বিস্তর।
দশমীত আটুত উটে চন্দ্র দ্বিজরাজ ক্ষেমা মুনি ক্ষেমা জে রমণে নাহি কাজ।
একাদশী গুহ্যসনে চন্দ্রের শয়ান বুঝিঞা ক্ষেমিঞা রহ না হানিহ বাণ।
দ্বাদশী উটে চন্দ্র সমান কাম[২] রয়ে না বরিলে না টুটিলে বহু লাভ হয়ে।
ত্রিয়োদশী উটে চন্দ্র কণ্টা ভরিপুর রাখিয়া দেখিয়া রাখো না করিয়ো দূর।
চতুর্দশী উটে চন্দ্র কর্ণ মুণ্ড লয় ভাবি মনে কর্ম কৈলে সর্বসিদ্ধি হয়।
পুর্ণমাসী উটে চন্দ্র জোথা জোলধাম চন্দ্রমুনি বুলি চন্দ্র [করে] প্রাণদান।
হেন চন্দ্র পুরুষে জদি করয়ে নৈরাশ পিণ্ড প্রালকে করে পাশে করে বাস।
বাম পাকে চলে চন্দ্র জথা শঙ্খতুল চলিতে বহিয়া জায় জায় জথা ঘর।
প্রদিপতি চলে চন্দ্র জথা কর্ণ কর চন্দ্রবারে কর্ণে জান জেন মরহর।
হেন চন্দ্রমণি ধনি খ্রিজারে সে জান খ্রিজনে শৃঙ্গার করে বুঝ ঋতুকাল।

---

১ মুরা ২ কম

দ্বিতিয়া কণ্টেত চন্দ্র বামে করে মন   শুনিঞা করিহ কাম জেন জেমন।
তৃতীয়া বামে চন্দ্র কমরেত জায়   তৃতিয়া তিথির দিন হইয়া উপাই।
চতুর্থীয়ে চন্দ্র রহে বামভাগে   বামে চাহে বামে রহে পুত্র বামে লাগে।
পঞ্চমীত আঁঠুভাগে চন্দ্রে করে গতি   পঞ্চমীর ভেদ বুঝ পিণ্ডির মুকতি।
ষষ্টীত খোটার মদ্ধে চন্দ্রে করে গতি   ক্ষেমিআ রাখিয় চন্দ্র শুদ্ধা জতি[১] সতী।
সপ্তমীত চন্দ্রক অঙ্গনিত থানা   ফিরিঞা চলিতে সেই অই ঘটে দানা।
অষ্টমীত চলে চন্দ্র জথা মুড়া পদ্ম   বুঝিঞা অষ্টমীভেদ না হইহ বদ্ধ।
নবমী তীর্থেত উটে চন্দ্রকলারস   সুজনে উজান দেখে তবে পায় রস।
দশমীতে উটে আঁঠু বাম ধারা   ফকিরে গ্রিহস্তে বুঝি রাখ মতি সারা।
একাদশী উটে চন্দ্র গুহ্য বাম নালে   জানিঞা রাখিয় চন্দ্র না পাইব কালে।
দ্বাদশী উটে চন্দ্র মেরু কমরয়   কমরের পরে পূর্ণ বুঝি করচয়।
ত্রিয়োদশী চলে চন্দ্র কণ্টাপুরীময়   কণ্টাভার সর্বমূর্তি[২] কণ্টাকন্টি রয়।
চতুর্দশী কর্ণে চন্দ্র চলে ভালে ভালে   না করিহ চন্দ্র নষ্ট বিনে রিতুকালে।
সিদ্ধায়ে করিছে চন্দ্রভেদ কয়ে   অমাবস্যার চন্দ্র সেবি শুন পরিচয়।
অমাবস্যা পূর্ণমাসী একজায়ে জানি   বারিবিন্দুসম যুক্ত জেহ্ন অগ্নি পানি।
অমাবস্যা দিনে কেহ শৃঙ্গার করয়ে   সেই দিনে জন্ম জার পাপমতি হয়ে।
প্রিতিপদ তিথির জদি পুরুষের আশা[৩]   চোর ধাউড় হয়ে পূর্ন্নীমাত হয় নাশা।
দ্বিতীয়া দিবসে জদি ঋতু রাখয়ে   সে ঋতুয়ে জর্ম জার জতি সতী হয়ে।
ত্রিতীয়া তিথির ক্ষেণ জদি ঋতু রাখে   শূলে বাহানিয়া পড়ে মৃত্যুপথ দেখে।
চতুর্থীর সময়ে ঋতু জেই ত উপেক্ষে   ধনে জনে স্থিরমতি প্রিথী ভোগে সে।
পঞ্চমী সময়ে ঋতু জার জর্ম হয়ে   গতিতে নাট প্রচণ্ড রসে হাসে রহে।
ষষ্টীর সময়ে জার হয়ে ঋতুকাল   সে ঋতুয়ে জর্ম জার ডাকা ছাণ্ডা জাল।
সপ্তমী তিথিত জার ঋতু জর্ম হয়ে   বেদ ভেদ নানা শাস্ত্র সর্ব কলাময়ে।
অষ্টমীতে জদি ঋতু উপক্ষয়ে   সে ঋতুয়ে জর্ম জার খগ্গাধর হয়ে।
নবমী তিথিত জদি ঋতু রক্ষা করে   কাটা ছিণ্ডা মনছেদ ধরে।
দশমী তিথিত ঋতু রাখে অনুভবে   রাজপাত্র রাজবুদ্ধি জথা তথা লাগে।
একাদশীক্ষেণে ঋতু উপেক্ষিব জে   সে ঋতুয়ে জন্ম জার সাধু সাধু সে।
দ্বাদশীক্ষেণে জার ঋতু রাখে জে   সে ঋতুয়ে জন্ম জার দরিদ্র দুঃখ সে।

---

১ জাতি   ২ -মুর্ত্তি   ৩ আসা

ত্রিয়োদশীক্ষেণে ঋতু উপেক্ষণ করে   সে ঋতুয়ে জন্ম জার জোগমুক্তি ধরে।
চতুর্দশীক্ষেণে ঋতু জার জর্ম হয়ে   দুঃখে সুখে সম কর্মে গ্রিহবাসী হয়ে।
পূর্ণমাসীক্ষেণে জদি ঋতু করে দান   সে ঋতুয়ে জর্ম জার হয়ে কুজা কাণ।
ভাটিয়ে উজানে তিথি ধরি দৃঢ়[1]   জে তিথি জেমন হয়ে জেন তেন ঘরে।

অমাবস্য প্রতিপদী দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী একাদশী দ্বাদশী ত্রিয়োদশী চতুর্দশী পূর্ণমাসী।

জদি তিথ না করে য়স পরিচয়ে   তবে জার সেই তিথি সেই পুনি ধরে।
সিদ্ধায়ে বলেন এই অংশ পরিচয়ে   লিখিয়া দেখিয়া বয়ো তমু মির্থা নহে।
প্রিতিপদতে চন্দ্র কর্ণস্থানে জান   দ্বিতীয়ে ত্রিয়োদশী কণ্টভাগে মান।
তৃতীয়া দ্বাদশী কটিদেশে জানি   চতুর্থী একাদশী গুহ্যভাগে মানি।
পঞ্চমী দশমী আছ আতে বাস   ষষ্ঠী নবমী খোটা পরকাশ।
সপ্তমী অষ্টমী অঙ্গুলিত শেষ   অষ্টমী সপ্তমী মুড়া[2] পরবেশ।
এ সব জানিয় তত্ত তিথি অমুবন্ধ   চন্দ্রভেদ ভাবি বুঝ মনের ভাঙ্গক দ্বন্দ।
স্ত্রী বা পুরুষ নামে জর্ম হয়ে জার   সাধ´য়েক রাতি চন্দ্র হোঁতে কিছু বুরা তার।
পুত্র হৈলে শিবলিঙ্গে রাত্রি ষোল ভাগে   কন্যা জন্মিলে রাত্রি বারো ভাগে লাগে।
দক্ষিণে শুক্লপক্ষে চন্দ্রে করে গতি   কৃষ্ণপক্ষে বামে চলে চন্দ্র মহামতি।
ঘরে ঘরে তিথি তিথি চন্দ্রপরিচয়ে   জানিব সুজন জনে নানা রসময়ে।
ব্রহ্মভেদ কান্ত চন্দ্রভেদ জার   সর্ব ভাবে জ্ঞানে মতি স্বর্গে বাস তার।
চন্দ্রভেদ নামে পুথিচএ কলারস   জে জন জানে মানে পাপ হয়ে বশ[3] ॥
ইতি জ্ঞানচন্দ্রে চন্দ্রভেদ সমাপ্ত ॥

চন্দ্র বাপ চন্দ্র পুত্র চন্দ্র নিজ ধন ॥
শিবশক্তি জন্ম হয়ে তিথি জেই লয়ে   প্রথম তিথির ক্ষণে জার জেই হয়ে।
অমাবস্যা অন্ধ মাসে শক্তি প্রবেশ   প্রতিপদে শিরে ঢালে অমবস্যার শেষ।
তিথি তিথি আগু পাছ লয়ে   জে তি৷থ জে তিথি করে অংশ পরিচয়ে।
প্রথমে দ্বিতি শক্তি প্রতিপদে দেখে   তৃতীয়া তিথিত শিব দ্বিতীয়া শেষ রাখে।
চতুর্থী শক্তি তৃতীয়া শেষ চায়ে   পঞ্চমী শিব চতুর্থী শেষ পায়ে।
ষষ্ঠী শক্তি পঞ্চমীর আধা   সপ্তমীত শিব ষষ্ঠীত রাধা।

১ দৃিঢ়   ২ মুরা   ৩ ষ

অষ্টমীত শক্তি সপ্তমীত ভর   নবমীত শিব অষ্টমে উপর।
দশমে শক্তি নবমে শেষ ধরে   একাদশী শিব দশমী বিহার।
দ্বাদশী শক্তি একাদশে লয়ে   ত্রিয়োদশী শিব দ্বাদশী হয়ে।
চতুর্দশী শক্তি ত্রিয়োদশী বাস   পৌর্ণমাসী শিব চতুর্দশী পাশ।
শুক্লপক্ষ তিথিক্ষেণে জন্ম হয় জার   তিথি অনুক্রমে চালে অসভেদ জার।
কৃষ্ণপক্ষ তিথিক্ষেণে জন্ম হয় জে   রূপে গুণে ভেদাভেদ মন্দামন্দ সে।
সন্ধি না জানে ভেদ কর্ম সারবন্ত   আগু আনাদে ধর্মে কহিলেন সতি জতি পন্থ´।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হরে কহিলেন ঈশ্বরবিচার   পাপ পুণ্য শিব শক্তি মূলে আপনার।
ইতি চন্দ্রভেদ সমাপ্ত॥

মুক্তিরূপে পরমেশ্বর নর অবতার   শব্দ ব্রহ্মরূপে সে সাকার নৈ[রা]কার।
নৈরাকার পরমেশ্বর স্বজিলেক কায়ে   গুরুগম্যে ব্রহ্মজ্ঞান তরিতে উপায়ে।
নারদ মহামুনি কহে পোথা তনুসার   নামগুণজ্ঞান নিজ ব্রহ্ম ওঙ্কার।
হেন নাম জ্ঞান জেবা শুনে মনে   জাতে লাজ ভয় ভঙ্গ ঈশ্বর জে ধিয়ানে।
কৃষ্ণা শুনে গুপ্তকথা আছিল জেমনা   ভক্তিভাবে পুছিলাম্ জ্ঞানের মাননা।
ধর্মজ্ঞানকথা শুনিতে য়র্যুন মহারাজ   কোন হেতু উদ্ধার হয়ে কহ দেবরাজ।
অনন্ত নাম কহে সমিত বীর কোন হেতু   কোন নাম নিজ তোমার কহ চন্দ্রকেতু।
শ্রীভগবানুবাচ॥
কৃষ্ণ কহন্তি তনু শুন পার্থবর   নাম ওঁকার ধ্বনি শুন নিরন্তর।
হং নাম[১] জ্ঞান জে শুনে একবার   জে শুনে হম-জ্ঞান পাপ নাহি তার।
এই তিন নাম জ্ঞান জার দেহেমদ্ধে রহে   পাপ খণ্ডে পুণ্যবাটে সর্বসিদ্ধি হয়ে।
ওঁ নাম মন রহে হং সিদ্ধি হয়ে   হম নাম সমধি সর্বত্র পূজয়ে।
এই তিন নামে এক নাম একে য়ন্ত হয়ে   অজপাতে জপে নাম অনাহত কহে।
সেই সে আমার নাম আমি সেই সে তার   চলিব নাসিকাপথে সেই ব্রহ্মদ্বার।
গীতা ভাগবতে এই নামের মহিমা   আগমে পুরাণে ব্রহ্মা দিতে নারে সীমা।
এই তিন নাম গুণ পুরাণে বাখানে   কর্ম ধর্মে ব্রহ্ম নাম কেবা শুদ্ধি জানে।
তোমাতে কহিব পার্থ শব্দ ব্রহ্ম শুন   লোকাচারে মিথ্যা সর্ব বিচারেতে জান।

১ হম নামের বিজমন্ত্র কৃষ্ণনামে উপাসক বিজ ক্লিঁ এই বিজ এই বিজমন্ত্রে দিক্ষিত সর্বত্রময় আর এই নাম জে বেক্ত´ নহে ওঙ্কারনাম হং নাম হং নাম গুপ্তে রাহে এই নাম কেহ জ্ঞাত নহে।

আমি হিন্দু আমি জবন সংসারের সার   আমি সে সকল জান কেহ নহে আর।
আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি দেবগণ   ফিরাইতে এম[ব] নেই তরিতে চৈতন্ত।
ঈশ্বর নাম জ্ঞান জে তুহু মনে শুনে   চিরজীব ভাবসিদ্ধি ব্রহ্ম গুণে চানে।
রাজরাজেশ্বরপদ কিছু নহে সার   বৈকুণ্ট ধ্যানে ওঁ শুন প্রতিকার।
অর্যুন কহেন কহ বৈকুণ্টের উপায়   বৈকুণ্ট কুমন পুরী কোন কর্মে পায়।
গয়া বারাণসী লোকে কার নাশ কহে   কোন তীর্থস্থান গোসাঞী পিণ্ডমধ্যে রহে।
কৃষ্ণ কহন্তি তত্ত্ব শুন পার্থবর ॥
দেহামধ্যে গয়া গঙ্গা বারাণসী তীর্থ   তৃপিনির ঘাটে স্নান করিয় তীর্থে তীর্থে।
নানা মতে কাজ্যের জঞ্জাল দেহা কর সার   চিরজীবী ত্রেলক্যে বঞ্চিবা চিরকাল।
কিছু নহে ধর্ম কর্ম দেহা হৈলে পাত   দেহমধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু জীব জগন্নাথ।
নানামতে দেহা জত সব একেশ্বর   তুমি আমি এক জীব কিবা ভাব পর।
অর্যুন কহেন গোসাঞী কহ নৈরাকারস্থিতি আদিরূপে নৈরাকার কোথা কৈলা গতি।
স্বর্গ মর্ত জল স্থল পৃথিবী পত্তন   কি সঞ্চয়ে শরীর ধরি ঈশ্বর আরোহণ।
পুনি কৃষ্ণে কহেন তত্ত্ব শুন ধনঞ্জয়   নাম[1] গুণ রূপ ভেদ নহিল নির্ণয়।
স্থলশুদ্ধি জলশুদ্ধি না ছিল অবতার   নাহি ছিল ছোট বড় আচা[র] বিচার।
বারিমধ্যে পরমেশ্বর পাতিলেক খেলা   আদি অনাদি রূপে ভেল ঈশ্বরের মেলা।
প্রথম মায়ারূপে ঈশ্বর তেজ আনল   দ্বিতীয়ে জল স্থলে স্থাপন সৃষ্টি সকল।
নররূপে নরহরি জলে জনমিলা   পশুরূপে পশুপতি ঈশ্বর জীব জলা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সুর নরগণে   উড়ি চলে পৃথিবীতে জীব নারায়ণ।
সৃষ্টি পাতিঞা ঈশ্বর ক্রম অবতার   ধন জন স্ত্রী পুত্র সব লোকাচার।
মায়া বিষ্ণু হইআ ঈশ্বর পৃথিবী পালয়ে   আপে গঢ়ে আপে ভাঙ্গে আপে পরলয়ে।
উৎপত্তিজ দুরসজে তিঞ্চ বহার   হংসাক্রমে প্রলয়ে পৃথিবী সংসার।
তুমি আমি এক জীব কিবা ভাব পর   ঘটে ঘটেশ্বর আমি আমি ঐ সে সার।
তবে ধনঞ্জয় ভক্তি করে কৃষ্ণের চরণে   গ্যাতিবধ[2] পাতকের কি হোক এখনে।
কি কারণে আপনে আপনা সংহারিল   গ্যাতিবধ করি মুই ধর্ম ডুবাইল।
কেনে হেন কর্ম কৈলে গোসাঞী সঙ্গে হঞা তুমি   কি করি রাজ্যপাটে
জ্ঞাতি বধি আমি।
পুহু কৃষ্ণ কহেন তত্ত্ব শুন ধনঞ্জয়   আমি সে করিব উৎপত্তি প্রলয়।

১ কৃষ্ণমন্ত্র এ নাম বিজমন্ত্র ক্লিং এই মাত্র   ২ বধ

রাজ্য দণ্ড তেজি রহ আপনার মনে খণ্ডিব সকল পাপ ঈশ্বর জে ধ্যানে।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ টুটে ব্রহ্মবন্ধে জপয়ে অজপাদ্ধনি শুনিবা আনন্দে।
ওঁঙ্কার ধ্বনি জেবা শুনে দিবা রাত্রি রবি শশী ব্রহ্মবর্ণে প্রকাশিব জ্যোতি।
তবে ধনঞ্জয় ভক্তি করে কৃষ্ণের চরণে শরীরান্ত ভেদ জত শুনিব শ্রবণে।
কোথা কোন নাড়ি বৈসে কার কোন নাম কোথা বা দক্ষিণসিদ্ধি কোথা ভাবি রাম।
পুন কৃষ্ণ কহে তত্ত্ব শুন ধনঞ্জয় এক নাড়ি তিন নাম জথা তথা রয়।
গুহ্য অপান নাড়ি অধো পরিপাক সমান কমল নাড়ি প্রাণগতি নাগ।
প্রাণকমল নাড়ি হংস দিবাকর ইঙ্গ পিঙ্গ নাড়ি নামে উদ্ধান গোচর।
সুষুম্না ভেদ নাড়ি চিত্রিণীর বাস শঙ্খ ভেদি শংঙ্খিনীর ব্যান প্রকাশ।
চোরাশি অঙ্গলি শরীর উড়ে পরিমাণ ছয়ার্ণে অঙ্গলি ধিক দ্বাদশ প্রমাণ।
চর্মনাড়ি হাড়ে রহে জদি পরিচয়ে ছোট বড় শরীর হাড় ছয় কুড়ি হয়ে।
আপন কর্মে কায়া সাধ[১] না কর বিলম্ব নাড়ি ভাগ চিহ্নিলে ডরে পালাইবে জম।
বায়ুর স্থান চাকি চিহ্ন ইঙ্গু পিঙ্গ স্থিতি সেই নাড়ি বায়ু উচলি প্রকাশ করন্তি।
ইঙ্গ পিঙ্গ বন্ধ কর শংঙ্খিনীর ভয়ে ব্রহ্ম ভেদি কর্মজোগে থাকিহ সদায়ে।
আপন সমান জান প্রাণ ওদ্যান ব্যান কমল যুড়ি বায়ু সে প্রমাণ।
হেট কমলে জান অপানের গতি মধ্য কমল সমান নাড়ির বসতি।
দেহামধ্যে স্থিত পদ্ম প্রাণবায়ুর বাস কণ্টগত উদ্যানের করন্তি প্রকাশ।
ব্যান বাউর কথা কহিতে অসম্ভার অধে উদ্ধে শূন্য স্থল ব্যান ঈশ্বর।
য়ার পঞ্চ বায়ুর কথা শুন পার্থবর দেব দত্যে কূর্ম নাগ ধনঞ্জয় কিঙ্কর।
দেহাতে আনল জ্বালি কিঙ্করে খাওয়ায়ে হাছি হাম্পি উশ্বাস দেবদত্তে তোলায়ে।
নয়ান যুগলে নাগ নানা মূর্তি ধরে কূর্ম বাও দেহামদ্ধে চৈতন্য সঞ্চরে।
ধনঞ্জয় নামে বাউ শব্দ প্রকাশ সহস্রদল পদ্ম ভেদি উত্তম নিবাস।
ই সব জানিয় তত্ত্ব ধরণীর স্থিতি দেহেমদ্ধে চারি কর্ম ভাব উর্ধমতি।
নেওলক তারক কুম্ভক পূরক জে আর পঞ্চ কমলের স্থিতি আত্মা বিচার।
নেওলক কর্মে জান জনম লখয়ে তারকে তারিলে চারি বিন্দু রহে।
কুম্ভকে কুম্ভিয়া বায়ু ভরি রহে জে এই কর্মে ব্রহ্মে বাস পাপ হয়ে ক্ষে।
পূরকে পূরিয়া বাও মেরুস্থিরে জানি কায়মনবাক্যে চিত্তে শুন সিদ্ধি জয়দ্ধনি।
জ্ঞানতত্ত্বদ্ধার নাম পোথার বাখান অনাহত শুন ব্রহ্মজ্ঞানে ধ্যান।

---

১ সাধু

রবি শশী তৃপিণীর তিনটি হরির সন্ধি   আজ্ঞি অন্তর্গতে ব্রহ্মরন্ধ্রে মন কর বন্দী।
ভাবনা ভাবিয়া রহ সমাধি গোচর   ব্রহ্ম ভাবি কর্মে জিয় চন্দ্র দিবাকর।
কলিযুগে ঈশ্বর ব্যক্ত হইব দয়াময়   নররূপে নরহরি দিব পরিচয়।
কোটীকের মদ্ধে গুটী একে বুঝি লইব   ঘরে ঘরে ব্রহ্মজোগ প্রচার হইব।
নারদ বোলেন সুলোক ঈশ্বরের লয়ে   শরীর বিচারি কর অন্ত পরিচয়ে।
স্বতি তনুসার ব্রহ্মজোগ নরের ওদ্ধার   সিদ্ধি পরিচয় সর্ব লইব বিচার।
জেন রে জেমত তারে ভাবসিদ্ধি হয়   জন্ম মরণ নাহি সিদ্ধির ভাবয়।
পরিচয় ভাবসিদ্ধ শুন তাত্ব শুন কথা   জর্মান্তরে পরিচয়ে জর্ম হয়ে জথা।
শিষ্যে গুরু পরিচয়ে জন্মান্তরে বুদ্ধি   শিষ্যে চেতাইলে গুরু কহে ব্রহ্মশুদ্ধি।
কালান্তে পাইব স্থিতি মৃত্যু ধরেশ্বর   সে দিবস হইতে ভাবে জন্ম এই মোর।
শব্দ ভেদি ভাবে জার জেই পথ   তার ভাব বের্থ নহে বোলে সত্য সত্য।
জখন শব্দ নিস্বন হয়ে অনাহত ঈশ্বর   তখনে ভাবে রহিব জার জেই ঘর।
শব্দ অঙ্গে মৃত্যু মিশে জেই ক্ষণে   তৃতীয় দিবসে মৃত্যু হয় সেই জনে।
শুন ধনঞ্জয় এই তনুব্রহ্মজোগ   পঞ্চ ভাই মেলি ভাব জার জেই যোগ।
তনুসার আছিল গুপ্ত নৈরাকার   গুরু হৈতে ব্যক্ত নর তরিবার।
সুপ্ত জোগে বোলে শুন মহাসিদ্ধি রায়   পুথি রাখ তনুসার গঙ্গায় ভাসি জায়।
ঈশ্বরের বাণী কর্ণে হৈল অচম্বিতে   প্রনয়ন প্রকাশ হৈল চমকিতে।
শুন শুন ভাই মোর স্বরূপের কথা   নদীকূলে চল জাই পুথি ভাসে জথা।
কূলে ত থাকিঞা দেখে পুথিখান ভাসে   তা দেখিঞা দুই ভাই আনন্দেতে হাঁসে।
পুথি হাথে লইআ পাত খসাইঞা বুঝে   আস্থক পত্রের কাজ্য ডোর নাহি ভিজে।
পুথি পঢ়ি পঢ়ি চাহে ব্রহ্মতনুসার   সিদ্ধাপরিচয় কথা জাহাতে সুসার।
শুন নরলোক এই তরিবার শেষ   সিদ্ধা দুই ভাই কহে ব্রহ্ম উপদেশ।
ইতি সিদ্ধি সাধকের সাধ্য[১] তনুসার সমাপ্ত ॥

জলবিদ্ধ স্থলবিদ্ধ কালান্ত প্রধান   জল বিশ্বরাম স্বরে জানিব পয়ান।
স্থলবিদ্ধ দক্ষিণশ্বরে আপা পরিমাণ।
জদি গিরি আপনা দেখে   জেই ঘরের গিরি সেই ঘরে রাখে।
রাখিতে দেখিতে না লয় ঘর   জেই আপন সেই পর :

---

১ সাদ্ধ

আজি না আইলা কালি না আইলা না রাইলা তিন বার
ছয় মাসের ভিতরে প্রাণ হয়ে তার ॥
ইতি তন্ত্রসার সমাপ্ত শুভমস্তু ॥ মত্ত নম ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নম ॥
শ্রীগুরুচরণে প্রণাম ক্রোটী শত বার শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই এ ভব সংসারে হৈবা উদ্ধার।
গুরুর স্থানে জদি হয় অপরাধী নরকে থাকয়ে সেই জাবৎ আকাশে চন্দ্র সুর্য্য অবধি।
শ্রীগুরুচরণে জার একান্ত হয় মতি চিরকাল হয় তার স্বর্গে ত বসতি।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ মনুষ্যরায় গুরু হৈতে সর্ব সিদ্ধি এড়ায় জমদায়।
শ্রীগুরুর অনেক গুণ অনন্ত আপার দেবে সীমা দিতে নারে মনষ্য কাহার।
গুরু ভজ গুরু জপ গুরু কর সার নিদানেতে গুরু বিনে কেবা য়াছে য়ার।
দয়া করি গুরু গোসাঞী মহামন্ত্র দিলা মন্ত্র দিঞা জীবের জে চক্ষুদান কৈলা।
চক্ষুদান পাঞা জীবের হৈল দিব্বজ্ঞান মহামন্ত্র জপ করে গুরুপদে রহে ধ্যান।
মায়ায় মোহিত হঞা জদি গুরুর চরণ না জপিবে দুই কুল হারাইবেক সব নষ্ট হবে।
ধন জন রাজ্য পদ সব মিথ্যা মায়া এ সকল যোগ করে শ্রীগুরুর চরণছায়া।
স্ত্রী পুত্র বালক তারা দেখ কেহ নহে সঙ্গী এ সব মায়ায় সদত হঞা রহে রঙ্গি।
এ সব মোহেতে জীব গুরুর পদ নাহি ভজে উপরেত জান জম সদত হাসিছে।
নিরবধি আছে কাল আক্কটির জালে কখনে করিবেক না জানে সকলে।
অনিত্য সংসার দেখ কেহ কারু নয় পথে পথিকের সঙ্গে জেন পরিচয়।
পথে সঙ্গ মিলিল কেবা কোথা জায় সেই মত সংসার জানিবা ত নিশ্চয়।
সংখেপে কহিল জত সংসাররহস্য ইহা বুঝি মনুষ্যায় জে হয় করহ য়বস্য।
জমালয়ে জাইতে হবে ইহা নাই জানে সকল বিস্মরিত হইআ না ভজে শ্রীগুরুচরণে।
এ সকল চিন্তা পরিহরি ভজ শ্রীগুরুর পায় ভজিতে ভজিতে জদি কৃপা করেন গুরুমহাশয়।
ভক্তি করি শ্রীগুরুকে করিবেন বশ মাগিঞা লইবে তাঁহার চরণপরশ।
পরশচরণধন থাকে জার মাথে জমের জন্ত্রণা না হয় শ্রীগুরু হইতে।
গুরুকে মনিষ্যবুদ্ধি না করিবে নরে গুরুকে জানিবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে।
গুরু ইন্দ্র গুরু চন্দ্র গুরু বাউ বরুণ গুরু জল গুরু স্থল গুরু নৈরাকার নিরঞ্জন।
গুরু স্বর্গ গুরু মর্ত গুরু দিবাকর দেবে গুরুর সীমা দিতে নারে বেদে য়গোচর।
এইমত জেবা নরে করিব সন্ধানে অন্তে লিপ্ত হবে সেই শ্রীগুরুর চরণে।

আগমের মত কৈল গুরুর মহিমা বর্ণন   একান্তমনে স্মরণ করিলে শুদ্ধ হয় মন।
সে জতির মতে গুরুর মহিমা করিল প্রচার   বেদে কহিয়াছেন গুরু ব্রহ্ম নৈরাকার।
তাঁর মহিমা গুণান বর্ণন করিতে কী শক্তি আমার   তবে জে মহিমা বর্ণন করি কৃপাতে তাহার।
নিবেদন করি অবধান করহ শ্রীগুরু গোসাই   তোমা বিনে অধমের আর কেহ নাই।
স্তুতি ভক্তি নাই জানি আমি বড় দান হীনে   অন্তর্কালে দিবেন [স্থান] শ্রীরাঙ্গাচরণে।
এই নিবেদন প্রভু করি এই হীন দীন জনে   তরাই জশ থাকিবে তোমার [ত্রিভুবনে]॥

...   .

আত্মসঞ্চার নির্ণয়—
পাত ৩॥ সাড়ে তিন
শ্লোক ৪১ একচল্লিষ—
ভাব বহি পাচ প্রকাশ—
পাত ৪ চার—
শ্লোক ৪৪ চোয়ালিষ—
শরীরমদ্ধে তিন পুরি—
পাত ৪ চারি—
শ্লোক ৪৫ পৈতালিষ—
ছয় ঋতুর স্থান
পাত ৪ চার
শ্লোক ৪৬ ছছল্লিষ—
জোগ অবব্যাবস্ত জন্ম নহে
পাত ৪ চার—
শ্লোক ৪৮ আটচল্লিষ
ছয় বেদের স্থান—
পাত ৪॥ সাড়ে চার—
শ্লোক ৫২ বাএন্ন—
জন্মবিবরণ সমাপ্ত—
জল আকাশ রহিছে কোন লক্ষে।—
পাত ৪॥ সাড়ে চার—
শ্লোক ৫৬ ছাপান্ন—
আসন বন্ধান—
পাত ৫ পাচ
শ্লোক ৬২ বাষটী

বাড়িসংস্থান—
পাত ৫॥ সাড়ে পাচ
শ্লোক ৬৭
সাতাত্তর—
স্নান ভোজন মৈথন শুদ্ধ—
ধনগ্রহণ দক্ষিণ পবন—
পাত ৫॥ সাড়ে পাচ
শ্লোক ৭০ সহত্তরি—
জন্ম বিবাহ শান্তিকর্ম বায়েশ্বর
পাত ৫॥ পাচ
শ্লোক ৭১ একত্তর—
যোগ বাও সাধন নাড়িবিচার—
পাত ৫॥ সাড়ে পাচ—
শ্লোক—৭২ বাহাত্তর—
পূজা সঞ্চব লক্ষণ—
পাত ৭। সাত পাত—
মুদ্রার লক্ষণ ৭॥ সাড়ে সাত—
রাত্রি দিন অগ্নিপানির্জতা—
পাত ৮॥ সাড়ে আট—
পুনরায় ভেদ ৯ নয় পাত—
পুদ্মাহারের কথন ৯ শ্লোক—
পদাঙ্গুষ্ট ৮ পাত মস্তক নির্ণয়—
পাত ৯॥ সাড়ে নয়
কালাক্ষ্যাণ—
পাত ১৩ তের পাত
সর্বগ্যাতাবিধি—
পাত ১৪॥ সাড়ে [চন্দ]—

রায়মঙ্গল

(রায়-গাজি-যুদ্ধ- রতা বাউলিয়া- পুষ্পদত্ত বণিক- পালা)

রুদ্রদেব

... ... [*১ক [ব]নবাজে বিন্ধিয়ে পাড়িব এক[১] শরে।
ফকিরের সব[২] সেনা করিব নির্মূল আন ডাক দিয়ে ভাই সকল শার্দূল।
শুনিয়ে রায়ের কথা পাত্র হরষিত কবি রুদ্রদেব গায় মধুর সংগীত[৩]॥

॥ ত্রিপদী ॥

বারি [সু]রভির[৪] তাড়া জথায় বাগের আড়া
পাত্রগণ করিল গমন
রায্যের পুরন বন্দি জাইতে করিল সন্ধি[৫]
ডাক দিয়ে আনে বাগগণ।
পাত্রগণ শুনি ইহা অবিলম্বে বনে গিয়া
কহে জত শার্দূলের তরে
রায়ের [ব]চন য়েই চলহ সকল ভাই
কেহ আর না রহিঅ ঘরে।
জেখানে জাহার আড়া সকলে পাইয়ে শাড়া
কেহ আর না রহিল বনে
বিলম্ব রহিত হয়ে ঐইমনি রায়ের ঠাএ
আইল বাগ লাখে লাখে।
আলুম আলুম [বোলে আইল বার্গ দলে দলে
রো]ষেতে ভাঙ্গিয়ে ফেলে কোটা
মূলা সমান [যার] দাঁত নেঞ্জ দশ বার হাত
গোবাক গাচের তুল্য মোটা।
দুই গো[টা কু]ম্ভের ঘড়া মস্তক ধানের পূড়া
জলন্ত দিয়টী [দুটী আঁ]খি
বিকট সিকটমুখী চায় জদি আড়-আখী[৬]
জমের তরাস লাগে দেখি।
মুখ জেন ভাঙ্গা নাদা নাকগুলা অতি খাদা
নিশেসে[৭] ভাঙ্গিয়ে পড়ে তরু *১ক]

---

১ চক ২ শব ৩ শংগিদ ৪ ...রভিক ৫ শন্ধি ৬ আর আকী ৭ নিষেশে

[*১খ ঘাড় ভেজে দন্তঘায় চুমুকে উধির পয়
ধরিয়ে আনয়ে আর গরু।
রবির উদয়কালে মাটী এনে তা[রে গে]লে
শীকার না পায় জেই রোজে
লোকগ[ণে দেই] শান মাপে আট পালি ধান
ধরে করি-চরণে খে[লে] জে।
হেথা কেদো নাকেশ্বরী অতি জঙ্গ নাহি জুড়ি
হেতালে হেতালবনে থাকে
চক্ষুরে চবুড়ে গোলা দুরন্ত স্মুদ্রকালা
ধরণী কম্পিত জার ডাকে।
তেনাজা হলিদ্রা[বেশ] বগের বরণী কেশ
মাথাটা দেখিবে জার ডাকে
কালান্তর বলি তার অবশ্য জনেক বর
হাজার লোকের মাজে[১] থাকে।
নাহি ফুটে তির গুলি ঝোমরা তাহারে বলি
বড় বড় ফেউ জার ঝোলা
মনে করে তাগে জারে রাখিলেন হরি ঘরে
খায় লইয়ে দেখাইয়ে কলা।
দীর্ঘ দশ বার হাত উভে পোয়া পাঁচ সাত
বাতাশধর বলিয়ে তারে ডাকে
কেহু না দেখিতে পায় বাজ জেন পড়ে গায়
যায় লয়ে জেইখেনে থাকে। *১খ]
[৫ক অতি অপরূপ কথা হেন নাহি থাকে জথা
ধূলায় সঞ্চয় সেই বাঘা
শীকারি পিচু[২] ধায় জালে পড়ে তুলে জায়
দেখাইআ উপস্থর[৩] আগা।
পবন জিনিয়া ওড় চীল জেন ওড়ে ঝড়
শেল শূল হুল ভেঁজে দাঁতে

১ মজে ২ পচু ৩ উপস্তর

মনরিঙ্কে উড়ে বোলা পাইলে টেঙ্গা রইলা
মরণের মরণ জার হাতে।
কি আর বলিব অতি শাদূর্লে আচরি জাতি
হয় নয় হুময়ে যে গণ
যেই জনে বুজি তায় ছুইলে আঠার ঘা[য়]
ইতে আর শঙ্কে নাই কোন।
রায়ের চরণতলে কবি রুদ্রদেব বলে
অবিরত[১] করিয়ে প্রণাম
শুন সবে একমনে ভয় না পাইব বনে
কহিব বাগের জত নাম ॥

॥ পআর ॥

বাদায় চিত আইল হরি জে হাঁড়িভাঙ্গা হেলা খেলা কটাশে কাঁকালভাঙ্গা রাঙ্গা।
ভদ্রমুখ উগ্রচণ্ডা খানদা[উরা আর সভে মেলি ধায় জেন] জমের য়বতার।
বজ্রদন্ত বিজুলে বাগ [আর] হুটিমারা নয়ান ঘু[রায় সদা জেন ভ]াটা পারা।
আসে বাগ] নেউলে দেউলে বলবান ঘরভাঁঙ্গা আইল জমের সমান। ৫ক]
[৫খ [আর জত বাগ সব আসে বীরদাপে] গোদা বাগের গর্জনে সকল লোক কাঁপে।
পেছুআ শামল শাদা[আসে তিড়িবিড়ি আর আসে টঙ্গ]ভাঙ্গা দন্ত কিড়মিড়ি।
কামদল বা[গ] আইল বড় বলমন্ত নআনে[র তারা জেন] আগুন জলন্ত[২]।
কাল ধল কোরোঙ্গা কেওড়ার বনে বাসা চোঁচা চোঁচা বাতাসে আইল বার হাঁসা।
টঙ্গভাঁঙ্গা ডেকিচাপা বেড়াভাগনে[৩] ছুকতিপাতা চাঁদাড়ে আইল দুই জনে।
কুশপাতি কোণ্ডরা ভোমরা আর ভীমে এক লাফে পঞ্চাশ জোজন জার সীমে।
রড়াইলে মামুদা বাগ মুদা য়ার হীরে নখ[৪] দিয়ে আঁচড়ে পাতর দেয় চিরে।
বজ্রনখা ওকামুখা আর তালজঙ্গী মাথায় বিকট[৫] জটা[গুলা] কাঁপে রঙ্গে।
ফাটানাকা পাটাবুক উল্কমুখা আর লেজকাটা নয় নারী জাই হীরেধর।
নঙ্গরা চোঙ্গরা টেরা জায় লাফে লাফে গোদা বাঘের গর্জনে সকল লোক কাঁপে।
মা দাপেটা নবান্ন[৬] খাইল আর মূড়া নেজগোটা শোভে জেন গরা নেকড়া[৭]।

১ রবিরত ২ জলন্ত ৩ -ভাগনে ৪ নক ৫ খিকট ৬ নবার্ন্য
৭ নেকোড়া

তিলে তার পবনা হেতায়া হেঁটমুখ আর ৫খ] …

[৭ক…বাঘ ছিল থ্যানে থ্যানে রায়ের মঙ্গল কবি রুদ্রদেব ভনে ॥

॥ ত্রপদী ॥

নোটাকাণা কোঠরচখে খানদাগুড় পাটাবুক
কাকালনেদা আইল বলমস্ত
নীলে হাঁসা টংভাঙ্গা হেতামে হরিঙ্গে রাঙ্গা
বজ্র সমান জার দন্ত।
বেড়াভাঁঙ্গা মুটিমারা শঙ্খমুখ[১] উদয়তারা[২]
নাদাপেটা রক্তমুখ আর
নেদড়া নবীনে তারা ছেকড়া ছুতিপাড়া
হাঁড়িভাঙ্গা গর্জন[৩] জাহার।
হামিদে হেতামে হীরে মমুদ কুমদশিরে
কোড়া নেড়া কটাশে কোঙর
শঙ্খচুড়া লম্বাজটা [বিস্তর বাঘের ঘটা]
কপাট[৪] ভাঙ্গে কোরঙ্গা ভোমরা।
শামা কামা ভদ্রমুখ নঙ্গরা টোঙ্গরামুখ
শামলা জামলা দীর্ঘনাক
ভদ্রজঙ্গ অঙ্গভীমে বিক্রমে নাহিক সীমে
ট্যারি তিলে আইল শাখা সুখা।
হাঁওকরা হরিঙ্গমারা বিজুলে কাজুলে তারা
বাকড়া বিষম[৫] ঘোরতার
মেঘশা মুশঙ্গ উড়া হাড়চিবু নেবুড়া
বয়েস নাইক জার তর।
লাটিমে নেউশে পাতা কেলে কন্ধে হেঁড়েমাথা
বুদবুদ বিষম বিতং

১ সঙ্ক- ২ উদায়- ৩ গর্দন ৪ কপট ৫ বীশম

মাহিনদ্রণে হাঁদরচালা হাল্যভোলা হেলা খেলা
আইল সাক্ষেত জেন জম। ৭ক]
[৭খ রায়ের চরণতলে কবি রুদ্রদেব বলে
কৃপা করি কর বর দান
ভকত নায়কজনে রক্ষা[১] কর রণে বনে
শুন প্রভু[২] দক্ষিণের রায়॥

॥ মালঝাঁপ রাগ ॥

রোগা শোগা[৩] দামুদা দুর্জয়[৪] কুমদা
বাঘরল বলবন্তা[৫]
নাদাপেটা নেউলে বদগড়া দগুড়ে
বজ্র সমান[৬] দন্তা।
নেছা হুটীমারা রাঙ্গামুখ উদয়তারা
নেদড়া [হে]তাল বনে
চীনিলে রূপচাঁদা বিজুলে পাটাবুকা
হিজুল্যা ট্যারাহুটী কাটাতিনে।
হেলা খেলা জামেলা ছুন্তী পাতাশা মেলা
হেতামা হরিণে হীরে
রোগা কটা কাড়া[৭] বগা শোগ ভোমরা
মটুকা মঙ্গলা মীরে।
বোঁচা ছোঁচা বলবান আইল বাগগণ
খানদাউড়া আইল ধাত্তি
গোদানে দলিল্যা জটে হটে জল্যা[৮]
রায়ের ইন্দ্রিপতি।
চলে জত বাগিনী জপে জেন রাগিণী
ডম্বুর শতে শতে ধায় ৭খ]

---

১ রক্ষে ২ প্রভু ৩ সোগা ৪ দুর্যয় ৫ বালবান্তা ৬ শোমান
৭ কাড় ৮ জল্যো।

[চক জতেক কুজাতি মিরিনী কালচিতি
ছীলীবেগে ধাইএত জায়।
অতিশয় তয় জেনো বাগের এই গর্জ্জন
সাগরের জেম[ন] ঢেউ
পালে পালে বাউই চৌদিগে বেড়িয়ে [লই]
ডাকিয়ে বেড়ায় ফেউ।
রুদ্রদেব কবিবর ভাবিয়ে নিরন্তর
রায়ে[র] মঙ্গল গায়
নায়েকের রিপুমুলে করিবেন [নি]মূ্লে[1]
য়েই বর মাঙ্গ[2] তুআর পায়॥

চৌরাশী শার্দূলে লেখা[3] আসিআ দিলেক দেখা
রায়ের বিজ্ঞতিমাত্র পাই[4]
ছোটি[5] বড় জত বাঘে আসিয়ে রায়ে[র] আগে
কহে সবে আপন বড়াই।
বলে হুমা মহাতেজা[6] আমি সব বাগের রাজা
সাগর ডিঙ্গাতে পারি লাফে
কামড়ায় ভাঙ্গারি আঁচ পান চিরি[7]
ডাকে[তে চক] [চখ স]কল লোক কাঁপে।
কেঁদবনে কইদড় শরীর ডাগ[র] বড়
চলিতে না পারি অতি বাড়া
নাহি করে চলবুলা পড়ে থাকে খালের কূ[লা]
কেওড়া বনের মদ্ধে আড়া।
ডাড়ি পায় সাঁরি গায় শুয়ে থাকে খায় দায়
হেনই সময়[8] আমি আসি

---

১ মুল ২ মাঙ্গা ৩ খেল ৪ পাইবে ৫ ছোট ৬ -তেজাবি
৭ চীরি ৮ শোনায়

নিদ্রে জায় জত নেয়ে　　　নাকের নিশেস[1] পেয়ে
কাচী ধরে টানি বসে বসে[2]।
নৌকা লাগায়াই ভিতে　　　লাপ দিয়ে পড়ি তাতে
ঘাড়ে ধরি লই এক জন
বাগ বাগ হই হই　　　তাড়া[3] করে সঙ্গ[4] যেই
লাপ দিয়ে আমি জাই বন।
বাগে ধরে জেইখেনে　　　ডাড় পোতে ততখেণে
টীক থোয় হারামজাদা নেয়ে
দেখে জতি ডাড় পোতা　　　কেহু নাহি[5] যায়ে তথা
প্রাণ জায় খাইতে না পেয়ে।
সেটা আমি লয়ে আনে[6]　　থাকি গিয়ে অন্য বনে ৮খ]
[৯ক খালের নিকট ছাড়া নই
রুদ্রদেব কহে সার　　　ভরসা নাহিক আর
রায়ের চরণ দুটি[7] বই ॥

॥ পআর ॥

রায়ের চরণতলে বলে সোনাডুরি　মোর ঘরে শীকার কিবলমাত্র চুরি।
হেতালে ওঠিয়ে বলে রায়ের চরণে[8]　আমরা পড়িয়ে থাকি হেতালের বনে।
তোমারে জে না পূজিয়ে কাটে গিয়ে বন　তাহারে ধরিআ করি আমরা ভক্ষণ।
চিকুরে বলে নিবেদন করি রায়　আমরা চলিয়ে জাই বিদ্যুতের প্রায়।
বলেন চুপড়ে-গেলা শুন রায়মুনি　শীকারের জগ্য[9] আমরা ভাল জানি।
কালচিতে বসে গিয়ে করি পরিপাটি　নখেতে আঁচড়ে গিয়া দিয়ালের মাটী।
ঘশঘশ শবদের ভাঙ্গিয়ে জত নিদ[10]　গ্রস্তরা মনে করে চোরে কাটে শীদ।
তবে উঠে গা তুলিয়ে দোয়ার খসায়　চোরে ধরিতে জায় ডাণ্ডা ঘাড়ে লয়।
ধীরে ধীরে কাঁনাচে আসেন গুড়ি গুড়ি　হেনই কালে তার ঘাড়ে লাপ দিয়ে পড়ি।
ঘাড়ে ধরে তার তরে হুতু খেলি জাই　লোকে করে ডাকাডাকি আমি বসে খাই।

---

১ নিষেশ　২ বষে বশে　৩ তারা　৪ শর্ব　৫ নাচী　৬ সেঠা অমলয়ে অনে
৭ দুটী　৮ চন　৯ জোজ্ঞ　১০ নীধ

বলেন সুমুদ্রকালা আমি অতি বুড়া   তবু দাতে চিবায়ে পাষাণ করি গুড়া।
তেলাঙ্গা বলেন রায় আমি অতি গড়ে   না সয় রবির তাপ জলে থাকি পড়ে।
মাঘ মোর কালাচিতে আর তিন বেটা   হুকুমে শীকার করে মনে করে জটা। ৯ক]
[৯খ বাঘরলে নেকিড়া বলে দুই জন   কমিলা বাছুর করি আমরা ভক্ষণ।
বড় গরু দেখিলে নিকটে নাহি জাই   ভায়ে অরি নাহি করি ছাগল জদি পা[ই]।
বাগরল বলে শুন দক্ষিণের রাজা   দইবের বিপাকে আমি হইআছি খোজা।
একদিন বসিলাম পুখরে[র] পাড়ে   অণ্ড দুটি পড়ে গেল কাঁকড়ার গাড়ে।
সহজে কাঁকড়া জাতি বড়ই তেপণ্ড   দাড়া দিয়ে কাটিয়ে লইল দুটি য়ণ্ড।
দাড়ায় কাটিল অণ্ড মরমে বেতা পাই   ওকি মেরে চেয়ে দেখি অণ্ডকোষ নাই।
সেই হইতে জুবতী হউতে নাহি মোর সুখ   সরমে বাগের আগে নাহি তুলি মুখ।
সেই হ[ই]তে আমার ঘুচিল মর্দানা[১]   এক্ষেণে না পারি আর জন্মাইতে ছানা।
বাগিনী আমা[র] কিছু জানি[য়া] খোজা[২]   পরে পরে জন্মায়েচে গুটী দুই ছা।
ভগানিয়ে বাগ বলে মুক পানে চেইয়ে   একদিন হাঁটে জায় জন কথ মেয়ে।
মাঝের মাগীরে ধরিলাম এক লাম্ফে   আর মাগী এসে মোর অণ্ডকোষ চাপে।
ছেড়ে দিয়া পালাইলেম শীকার মিছেমিছি   সেই হইতে কোরণ্ড ফুলেচে হেল বিচি।
তবে ত আসিয়ে বলে বাগ দুবরায়   ৯খ]...

... ... [১১ক...য়   চক্ষেতে পাদীয়ে দিয়ে গায় কামড়ায়।
তখনি করিয়ে বারি[৩] বিপরীত গন্ধ   দেখিতে না [পায়] আর হয়ে আখি[৪] অন্ধ।
কেস[৫] বাগ বলে শুন রায় মহাশয়   আমার দুক্কের কথা অবধান হয়।
য়ে দে[শে] বসতি নাই দুক্ষু বড় পেয়ে   নারাণপুরে রয়ে আছি ছানা দুটী লইয়ে।
মহম্মদ নামে য়েক কাঁঙ্গাল ফকির   য়েক খাশী রাখিয়েছিলেন[৬] বড়খা গাজির।
য়ে[ক] দিন কোনখেনে না পাই শীকার   সেই খাশী খেয়েছিলাম কুবুদ্ধি[৭] আমার।
গলায় লাগিল হাড় দইবের বিপাকে   সেই [হ]ইতে গলা মোর ঘড় ঘড় ডাকে।
শুনিয়ে ডাকিল রায় দয়ার সাগর   রুদ্রদেব রচিল কবিত্বে[৮] মনহর॥

---

১ মর্দানা   ২ জোজা   ৩ বাড়ী   ৪ আঁখী   ৫ কেশ   ৬ -ছীলাম
৭ কুবিদ্ধী   ৮ কবিতে

॥ ত্রিপদী ॥

শুন রায় ম[হা]ভাগ বনমণ্ড হুম জাগ
তাহার খিলাম[১] আমি মেষ
গলায় লাগিল হাড় বল বুদ্ধি গেল ঘাড়
য়েখন সবাই বলে কেস।
য়েই জে সুমুদ্রকালা ওই আমার শালা
নিবেদন শুন গো গোসাই
ছোট বড় বাগগুলা লইত চরণের ধূলা
এখনে সেকাল আর নাই।
যেই বাগ বজ্রদন্ত সবা হইতে বলমন্ত
শীকার শিখেচে মোর ঠাই ১১ক]
[১১খ এখন বড়াই করে শালা জেন দেখে মোরে
আবাগে কালে[র] ধর্ম এই।
বড় গলা করে বলি এই বাগ নাকেশ্বরী
পূর্বে বলিত মোরে[২] খুড়া
এখন তোমার কাছে নেজ ফুলাইয়ে নাচে
আমারে বলেন [তিনি] মুড়া।
এই জে হরিঙ্গে রাঙ্গা আমার কপাল ভাঙ্গা
দেশছাড়া করেচে আমারে
দুখু বড় পাই মনে কাঁদিয়ে বেড়াই বনে[৩]
এত কি সব[৪] ধর্ম তারে।
আর এক দিন দেখি কাল হেন বুড় মাগী
লইয়ে জায় ছাগলের ধাড়ি
থাকিয়ে ঝোপের আড়ে লাপ দিয়ে পড়ি ঘাড়ে
ভূমি গড়াগড়ি জায় বুড়ি।
ছাগল লইয়ে মুখে জাই আমি মনসুখে
মনে করি শুবদিন হইল

---

১ তাহারা চীলাম ২ মরে ৩ যেনে ৪ শব

বজ্রদন্ত তথা গিয়ে ছুটি গালে চড় দিয়ে
তখনি কাড়ি[য়ে] লইয়ে গেল।
দন্তেতে লইনু কুটা ততাপি ত্রিপণ্ড বেটা
নাহি মানে দোহাই তোমার
হীরে বাগ দানশীল ছাগল কাড়িয়ে দিল
বাপ-হিত করিল আমার।
এখন কলির ফলে মাগ না ভাতার বলে
[ছেলে] ছুটি নাহি বলে বাপ
কলসী বাদিয়ে গলে ঝাপ দিয়ে মরি জলে
এমনি মনের মদ্ধে তাপ ১১খ]
[১২ক জে দিন না খাইতে পাই শীকার করিতে জাই
মনে মনে সাত পাচ গুণি
ঘড় ঘড় গলা ডাকে কিবল তা[হা]র পাকে
সবাই সতর্ক হয় শুনি।
শরীর হই[ল] জরা জেয়ন্তে হইনু মরা
কোনখেনে নাহিক ভালাই
মাগ পো শীকার করে আমি বসে খাই ঘরে
তারা বলে আপদ বালাই।
আটিতে না পারি হটে বিধেতা ধরিল জটে
তেই সে য়েকগুলা সই[১]
[দু]ক্ষু আমি জত পাই রাত্র দিন লাথি খাই
সে কথা কি কার আগে কই।
আপন মর্যেতা রাখি কাটা কাণ চুলে ঢাকি
আমার দুখের এই দিনু লেখা
আজি মোর শুবদিন জে বুজি ভালর চিন
তোমার সহিত হইল দেখা।
কালান্তক কয় কথা সবে[২] মোর নেড়া মাথা
কপাট ভাঙ্গি লাথে লাথে

---

১ শই ২ শবে

জাই আমি গুড়ি গুড়ি ভুষেতে পাষাণ তুড়ি
খাইল মাথার লোম টাকে।
করিআ জুগলপাণি জয়[1] রায় বলি বাণী
এগু তুটা বড়[ই] ডাগর
খিতি লুটাইয়ে জায় দাড়াইতে[2] বাদে পায়ে
তুস্কু নাখি আছে য়ের ওপর।
বাতাসে কহেন কথা ত্রিন নাহি থাকে জথা
ধূলায় হইতে পারে সুকি ১২ক]
[১২খ[3] রাজশীর্ষ কাড়া পড়া বেড়া দিয়ে জা[য়] দড়া
ভঅ নাকি করে একটুকি।
বন্য মিস্তু[4] পোকাচয় বড়াই করিয়ে কয়
ভ্রমুল বলেন শুন প্রভু
এমনি আমার ভয় জলেতে লুকায়ে রয়
কামড়ায়ে ছাড়ি গিয়ে তবু।
কুম্ভীর ডাকিয়ে বলে পাইলে জলে[র] কূলে
তখনি ধরিয়ে মোরা খাই
বড় গলা করে বলি হাতী ঘোড়া আড়ে গিলি
মানুষ আসিলে বতন্যা লান[ই]।
জত দেখি বাগ রাঢ়[5] নদী নালা হইতে পার
সভার মদ্ধানা আমি জানি
শুনিএ বলি বেদন করি আর নিবেদন
করি রায় [শুন গুণমণি]।
জিভ্‌ভা নাহিএ সিদায় কিছুই আস্বাদ[6] নাহি পায়
হরষিত রায়মনি কবি রুদ্রদেব গায়
ভকত নায়েকগণে রক্ষে কর রণে বনে
এই বর মাগি তুআ পায়॥

---

১ জোম ২ অড়াইতে ৩ প্রারম্ভে, শ্রীশ্রীদুর্গা— ৪ মিস্তু ৫ রাম ৬ আর্ষাদ

॥ পঅার ॥

সাজ সাজ বলিএ পড়ি গেল শাড়া বাছিয়ে লইলে[ন] রায় জাটী ঝগড়া।
শরারে কাবাই দিলেন পায়ে দিলেন মজা আটিয়ে বাঁন্ধিলেন পটী দক্ষিণের রাজা।
শোমুটী দুই দিঘে বাঁধিল তলআর শামল ১২খ]

… … [১৪ক গলায়ে গাতিয়ে পরে বড় বড় কড়ি।
কেহ বা ধরে [ধনুক] চক চক শরে লহার মুগুর [কার] কাঁন্ধের ওপরে।
বাগের গর্যন করে চলেন[১] ফকির লোহার পবড়ি করে ধরে ধনুক তীর।
ছোট দায়ান সেজে আইল বড় দন্ত বীর জাহা[র] সহিত চলে হাজার ফকির।
শলেমানা বদর সাজিল দুই জন দায়ানা গাজি গোরচাঁদ করিল সাজন।
তানা বিবির হইতে আই[ল] ফকির অনেক পীর পেকম্বর সাজে বড় পরতেক।
মথুরা মোকাম হইতে অনেক ফকির সাজিয়ে আইল তারা ধরে ধনুক তীর।
দফরখা সাজিয়ে আইল গাজির আদেশে আইল ফকির সব[২] থাকি দেশে দেশে।
সাজিল ফকির সেনা বড় পরিপাটী দড়মসা দম[সা] সঘনে পড়ে কাটী।
সাজিল বড়কা গাজি মজা দিলেন পায় লোহার জিজির টোপ দিলেন মাথায়।
কামান তরগজ পিটে খর শর পূরি ১৪ক] [১৪খ করিল মেল্যার সাজ
হাতেরা কুঠ্যরি।
বান্ধিল বড়খা গাজি নানা হাতিআর তুরুকি ঘোড়ার পিট্রে হইল সয়ার।
ফকিরের সেনা আর শার্দূলের ঠাট দুই কটকে দেখাদেখি বলে কাটকাট।
দেখিয়ে ফকিরসেনা বাঘ জলে[৩] কোপে দন্ত কিড়মিড় দিয়ে জায় আরচপে।
গগনের তারা[৪] জেন নয়ান ঘুরায় লাপ দিয়ে পড়ে বাঘ ফকিরের গায়।
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় ছিড়ে ফেলে মুণ্ড কামড়ে ফকির ঠাট করে খণ্ড খণ্ড।
নেড়া মাথা ভাঙ্গে ফেলে বসাইয়ে দাত নখের আঁচড়ে কার বার করে আঁত।
সঘনে হুহুকার মারে কি কহিব কথা লেজের বাড়িতে কার[৫] ছিড়ে ফেলে মাথা।
বুকে বসাইয়ে দাত করে দুই চির হাতিআর ফেলাইয়ে পালাই ফকির।
ফকিরের দুর্গতি দেখি বলে ছুটী খাঁ শুন রে ফকির তোমরা পালাইয় না। ১৪খ]
[১৫ক মারিব গেদড় শর কত[৬] বড় দায় হাত পা কাটিয়ে ফেলে তলআরের ঘায়।

১ জলেন ২ শব ৩ জলে ৪ তার ৫ কর ৬ শবকত

কুপিয়ে দফরথাঁ বলে মার মার   বাঘের ওপরে করে অস্ত্রের প্রহার।
বাণ বরিষণ করে বাঘের ওপর   সকল শার্দুলে বিধি করে জরজর।
হেটমাথা করিয়ে ফকির জায় গুড়িগুড়ি   বাঘের মাথায়ে মারে লোহার পবড়ি।
মুগুর মারিয়ে কার ভেঙ্গে ফেলে দাত   শামশের মারে কার বার করে আঁত।
কার কার লেজ কাটে বুকে মারে শূল   ভূমে গড়াগড়ি জায় জতেক শার্দুল[১]।
কাটারি মারিয়ে কার বা[র] করে ভুড়ি   কাঁকাল ভাজিল মেরে পাবুড়ির বাড়ি[২]।
হাত পা কাটিয়ে ফেলে [কাটারির ঘায়]   রায়ের মঙ্গল কবি রুদ্রদেবে গায়॥

॥ ত্রিপদী ॥ ১৫ক]

[১৫খ বাঘের দুর্গতি [দেখি] কোপে রাঙ্গাইয়ে আখি[৩]
পঞ্চ পাত্র সাজিল সমরে
রণমাজে দিয়ে হানা   ফকিরের জয়বানা[৪]
কাটিয়ে পাড়িল চোক শরে।
পঞ্চ পাত্র সাবধান[৫]   ছাড়িয়ে দিলেক বাণ
বেদে জত ফকিরের সেনা
দামামা গভীর বাজে   ফেরি করনাল গাজে
ওল্যাসে ওড়ায় জয়বানা।
পঞ্চ পাত্র দেখি রণে   আগুইয়ে দুই জনে
গোরাচাঁদ আর মানিক পীর
চলিল[৬] ফকির সাত   লোহার পাগড়ি হাত
কার কার দুর্ধর শরীর।
গোরাচাঁদা মানিক পীর   পুণ্যবন্ত মহাবীর
লড়াই ল[া]গেন তিন জন
খর শর শরাসন   কষিয়ে গুবিজা আন
ছাড়িয়ে দিলেক কোপমন।
পঞ্চ পাত্র এড়ে বাণ   নাহি তার পরিমাণ ১৫খ]
[১৬ক[৭] গোরাচাঁদ হইল জরজর

---

১ জতকে শাধুলু   ২ বাড়ী   ৩ আকি   ৪ -বান   ৫ শব-   ৬ ছলিল
৭ শ্রীশ্রীদুর্গা—

পঞ্চ পাত্র জয় দেখি পীর জত হইল দুখি
সভাই হইল একত্তর।
পীর জত জলে[১] কোপে বাণ মারে এক চাপে
পঞ্চ পাত্র হইল বিমুখ
রুদ্রদেব কহে বাণী কোপে জলে[১] রায়মনি
মরমে পরমে লাগে[২] দুখ ॥

॥ পআর ॥

পঞ্চ পাত্র ভঙ্গ দেখি রায় কোপে জলে[১] নয়ান ভিতরে জেন আনল নিকালে।
বন্ত মিত্তু[৩]পোক জত দিলে[ন] ছাড়িয়ে কুলকুল শবদে জায় চতুর্দিঘ বেড়ায়ে।
দশ দিঘ বেড়িয়ে হইল য়ন্ধকার দেখিতে না পায় কেহু অঙ্গ আপনার।
ফকিরের গায় গিয়ে পড়ে লাখে লাখে বিষম ফকির জাতি আল্যা আল্যা ডাকে।
ভ্রমরার কামড়ে ফকি[র] অস্থির[৪] কি হল কি হল বলে ডাকে জত পীর।
কাণেতে সভায় কভু কারু জায় নাকে[৫] বিষম ফকি[র] জাতি তোবা [তোবা ডা]কে।
ধূলায় ধোশর জত পীর পিকম্বর খোদায় তালা কি দশা করিলে ১৬ক]
[১৬খ মোর ঘর।
বলতার কা[মড়ে ফ]কির ছাড়ে ডাক দেখিলেন বড়কা গাজি বড়ই বিপাক।
রুষিয়ে বড়কা গাজি শুষিয়ে কামান ছাড়িয়ে দিলেক ধুম্বুকেত নামে বাণ।
আকাশ পাতাল ধুম্বু প্রিথুবী জুড়িয়ে বন্ত মিত্তু[৩]পক জত পালায় ওড়িয়ে।
গাজিরে দেখিয়ে রায় কোপে কহে কথা খাইয়ে বাঁদির য়েঁট আসিয়েচ এথা।
অধিকারী[৬] আপনি হইয়েচ এই দেশে মনে না ভাবিলে য়েহা মারা জাবে শেষে।
কা হইতে পীর হইলে শীরণী পয়ন খাইতে আনিলে কুটে গোদের[৭] জায়ন।
পুরুবে ধরিলে পায় মনে নাহি সেটা গোস্ত খাইয়ে মস্ত হইয়ে দোস্ত আকের কেটা।
রায়ের বচন শুনি গাজি জলে[১] কোপে সঘনে মচড়ে দাড়ি হাত দেয় গোপে। ১৬খ]
[১৭ক রায়ের স্বমুখে গিয়ে কোপে জোড়ে বাণ বাণমুখে আগুন নেকালে খান খান।
দশ দিগ বেড়িয়ে আগুনবাণ জায় পুড়ে মরে বাগ জত ডাকে পরিত্রায়।
ঠাকুর দক্ষিণ রায় নানা অস্ত্র জানে জুড়িল বরুণ বাণ ধনুকের গুণে।

---

১ জলে ২ লগে ৩ মিত্ত ৪ অস্তির ৫ নাগে ৬ আধিকারি ৭ গোদের

নিভাইল আগুন সলিল[১] কইল তার   জল খেয়ে মরে এখন জতেক ফকির।
নাকানি চুবনি খায় দারু[ণ] বাতাসে   নেড়া মাথাগুলি জেন তিত লাউ ভাসে[২]।
কুম্বির ভাসিয়ে ঘন ফেরে সেই জলে   পাইলে ফকিরঠাট ধরে ধরে গেলে।
কাটিল বরুণ বাণ বড়কা হরিষে   লেখাজোখা নাই বাণ দুই জন বরিষে।
আয়ত শায়ত বাণ ঘোরতর ফেরে   অর্ধচন্দ্র দিবাকর প্রলয়ে আমলে।
এড়িল খুরুপা বাণ দক্ষিণের রাজা   গাজির কাটিয়ে পাড়ে নিশানের ধ্বজা[৩]।
নগদন্ত বজ্র [বাণ] গাজি য়েড়ে কোপে   কাটিয়ে অনেক ঠাট জায় একেচাপে।
দুই ১৭ক] [১৭খ বাণে কাটাকাটি আগুন [নিকালে]   রুষিআ দক্ষিণ রায় ডাক দিয়ে বলে।
শুন রে বড়কা গাজি সামাল আপনা   নাগপাশ বাণ জায় পসারিয়ে ফণা।
হাত পা জড়াইয়ে বাধে সকল ফকির   দেখিয়ে লাগিল ভয় বড়খা গাজির।
এড়িল গরুড় বাণ দিয়ে হুহুঙ্কার   নাগপাশ বাণ ধরি করিল সংহার।
রুষিয়ে বড়কা গাজি ঝুশিয়ে কামান   এড়িয়ে দিলেক অর্ধচন্দ্র নামে বাণ।
সকল শরীর[৪] বিধি করিল জরজর   কাটিতে না পারিলা[৫] দক্ষিণের ঈশ্বর।
নীলে[৬] হরিতালি বাণ ঘোরদরশন   ব্রহ্মজাল অশনিজাল ঘট্টকিবদন।
দশ দিক আচ্ছাদিলে রবির প্রকাশ   দুই জনা বারাল গিয়া ঢাকিল আকাশ।
বড় খর বাণে রায় হইল কাতর   মনেতে ভাবনা করে দেব মহেশ্বর।
শিবের আদেশে জত দানবের ঠাট   পশিআ ফকিরের মাজে বলে কাটকাট।
দানব বিতাল ভূত পেতিনী পিচাশ   খাবলে খাবলে খায় ফকিরের মাস।
শ্মশানের[৭] কাষ্ট কার কান্ধের উপর   সঘনে হুঙ্কার দেয় মুখ ভয়ঙ্কার[৮]।
রণে সাভাইয়ে মারে ফকিরের ঠাট   রড়য়ে বেড়ায় রণে বলে ১৭খ] [১৮ক কাটকাট।
সহায় পাইয়ে তবে দক্ষিণের রায়   মার মার করে কোপে রণেতে সাভায়।
গাজির উপরে বাণ য়েড়ে লাকে লাকে   অর্ধপথ আসিতে বড়কা তাহা দেখে।
দুই জনে এড়ে বাণ দুই জন কাটে   হইল দারুণ শব্দ[৯] দোহাঁকার ঠাটে।
বাণ বরিষণ করে জুদ্ধ সাত দিন   কেহ কায় নাহি জেনে দুই জন প্রিবিন।
অকালে প্রলয় হয় জানি দেবগণ   নারদেরে পাঠাইল করিয়ে জতন।
দেবগণে আরতি পাইয়ে মনিবর   চড়িয়ে ঢেকির পিষ্টে চলিল সত্বর[১০]।
অভিলম্বে উত্তরিল আসি রণথলে   রায়ের মঙ্গল কবি রুদ্রদেব বলে॥

---

১ শাধুন   ২ ভাগে   ৩ ধজা   ৪ শধুয়   ৫ পাবানা   ৬ নিলে   ৭ শবানের
৮ -কার   ৯ শবদ্ধ   ১০ শত্তর

॥ ত্রপদী ॥

অকালে প্রলয় হয় ব্রহ্ম দিআ[১] মন   হাসিআ নারদেরে কহিল তখন।

বড়খা দক্ষিণপতি   দুই জনে দেয় জুদ্ধ অতি

[ভঞ্জন] কর আপনি থাকি।

শুনিআ ব্রহ্মণের বাণী   অনত্রিক্ষে জায় মনি

ঢেকিতে করে আরাহণ

তবে [জা]ই গুণরাশি   দেখিল বনে আসি

মহাজুদ্ধ করে দুই জন।

গাজি ১৮ক] [১৮খ র নিকটে গিআ   ম[নি]বর কহিল ইহা

না জানি রায়ের পরিচয়

ভাবহ রাজার দম   বল বাবা আদম

তাঁহার [কো]ন পুত্রি হয়।

শুনি গাজি কহে ইহা   রায় মোর বড় ভাআ

নিবেদন তোমার চরণে

নিবেদন করি আমি   ভার্গে হইতে আইলে তুমি

দোচতালি কহ দুই জনে।

শুনিআ গাজির বাণী   অগ্রিয়ে জায় মনি

ওপনীত রায়ের নিকটে

সমুখে দেখিয়ে মনি   রায় করে জোড়পাণি

প্রণাম করিল করপওটে।

মনি বলে রায় শুন   সন্ধেহ না কর কোন

ব্রহ্মা বিষ্টু শিবে এই কথা

পাঠাইল তিন জনে   বড়খা গাজির সনে

করাইতে তোমার বন্ধুতা।

শুনিআ দক্ষিণপতি   আদর করিল অতি

মনিরে করিল পরিহার

তুমি কলির সার[ক্ষ]   আলাজ তোমা[র] বার্ক

কি মোর বিদিত [ত]বে[২] আর।

১ আদি   ২ মর বিদত বে

মনিবর শুনি ইহা গাজির নিক[ট] গিআ
কহিল সকল বিবরণ
সাঙ্কেত হইল রায় সকল আমার দায়
দোস্তালি করহ দুই [জন] ১৮খ]।...

… …[*২ক ভরি নির জএবারি
বাউলে চলে শতে শতে
কুঠার বা কাঁন্ধে কার করাত খরতর
ডাড় বৈঠে কার হাতে।
রতার বড় ত্বরা[1] নৌকায় দিলে ভরা[2]
বাহ বাহ ঘন বলে
রুদ্র কবি মন বাহ কতখণ
রায়ের চরণতলে ॥

॥ পআর ॥

বুলচন্দ্র বলেন পিতা আমি জাব নায় নিষেধ করিয়ে ডাকে অভাগিনী মায়।
রতা বলে শুন পুত্র না জাইয় তুমি বুলা বলে শুন পিতা বনে জাব আমি।
বাজন করিল রতা হরষিত মন নৌকায় উটিল গিয়া লইয়া নিজ গণ।
দড়মুঠি বাহিতে লাগিল জত ডারী কত দিন উত্তরিয়ে গেল খাড়ি জুড়ি।
চাপান করিয়ে তথা হরষিত মন রন্ধন ভোজ[ন] করি রহে সেই খেন।
প্রভাতে উঠিয়ে রতা লয়ে নিজ গণ ভাল কাষ্ট চাহিয়ে বেড়ায় বনে বন।
কোরা বাঁকা গেঠে বিনে ভাল নাহি পায় মনে করে হরি হরি কি হল উপায়।
কাষ্ট না পাইয়ে সভে হইল বিকল উপবাসী রহে সবে[3] নাহি খায় জল।
কেলান্ত হইয়ে সবে[3] রহিল নিদ্রেয় হেনই সময়ে আসি দক্ষিণের রায়।
রতার [শিয়রে বসি] কহিল স্বপনে[4] শয়ান করচ কেন বিষাদিত মনে।
দক্ষিণ ঈশ্বর পূজা ক[রি বনমাজে জা]বে চিন্তা না ক[রিহ ইথে ভাল কা]ষ্ট পাবে।
সমাঙ্গ রুধির পূজা কর শীঘ্রগতি ভাল কাষ্ট পাবে তবে না হবে দুর্গতি।
[সমাঙ্গ রুধির পূজা তুমি কৈলে জবে ম]নিষ্য[5] করিব পূজা কহিলেন তবে।
এতেক কহিয়ে[6] রায় হইল অন্তধেন চৌতন্য পাইয়ে *২ক] [*২খ [রতা উঠিল তখন]
ভাগ্যবান [মানি তবে] হরষিত রতা নিজ জনে ডাকিয়ে কহিল এই কথা।
শুনিয়ে হরিষ জত বাউলিয়েগণ করিতে রায়ের পূজা আনে [আয়োজন]।
করিতে রায়ের পূজা রতা হরষিত টানাইল তরুলতা হার[7] চারিভিত।

---

১ তরা ২ ভর ৩ শবে ৪ শপনে ৫ …নীষ ৬ ষুনিয়ে ৭ তরুনপহার

পাগ্ত[1] অর্ঘ [মাল্য আর] মধুপর্ক দিয়ে   করিল রায়ের পূজা অন্যে চিত ভরে[2]।
পুষ্প দিয়ে রতা পূজিল রায়মনি   করিল অনেক স্তব গদগদ বাণী[3]।
জানিয়ে দক্ষিণ রায় কুপিত্মা অন্তরে   কহিতে লাগিল তথে বাআ-বীর তরে।
সমাঙ্গ রুধির পূজা কোথা আ[য়ো]জন   কেমনে লইব পূজা বাউলের গণ।
সমাঙ্গ রুধির পূজা দিবি য়েই ঠাই   সে সকল [কথা] আজ চেয়ে পেতে নাই।
গলায় কাপড় দিয়ে জোড় দুই হাত   রতা বলে শাকিম কর দক্ষিণের নাথ।
সমাঙ্গ রুধির পূজা দেশে গিয়ে দিব   গহন কাননে মাঝে আজ কোথা পাব।
য়েতেক শুনিয়ে রায় কহেন তখন   না লব[4] তোমার পূজা বাআলের গণ।
সহজে বাউলে জাত বড়ই ত্রেপণ্ড   দেবতারে দিতে হলে মনে কয় ভণ্ড।
সমাঙ্গ রুধির পূজা দিবি য়েই ঠাই   বিশেষ [স]কল কথা গেন কর জেবা লেই।
না লব তোমার পূজা য়েই জাই বলে   বাগ দিয়ে খাআইব সকল বাউলে।
ভয় পেয়ে *২খ] [*৩ক [বলিতে] লাগিল তবে রতা   আপনি কাটিয়ে দিব আপনার মাথা
এতক শুনিয়ে রায় কহেন তকন   মন দিয়ে শুন [রতা] আমারি বচন।
পুত্র বলিদানে পূজা করিবি আমার   তবে সে আমার ঠাঁই পাইবি নিস্তার।
এতক শুনিয়ে রতা ব্যাকুলি[ত] অতি   কেমনে য়েমন বল দক্ষিণের পতি।
কান্দিয়ে বলিল রতা শুন মহাপ্রভু[5]   বাপ হয়ে পুত্র কা[টিব না]ই কভু।
সাত সহদর মোরা বাউলে অনেক   আজহীনে বলি দিয় ইহার জনেক।
ধরনীমুণ্ডলে দে[বয়েবা ক]রে যেবা   পুত্র বলিদানে পূজা কে করিআছে কেবা।
কহিতে পরাণ ফাটে অসমভাব কথা   রুদ্র[দেব বলে শো]কে য়চেতন রতা॥

॥ ত্রেপদী ॥

রায় বলে শুন রতা   অতি অসমভাব কথা
বলিলে [ত বাড়িবে] বড়াই
বলি[দান দিয়ে] বেটে   জদি কেহ করে থাকে
তবে ত ওজর কিছু নাই।
রতা তবে বলে ডেকে   কহ কেবা ক[রেছে কে
তবে ত আমি] ইহা মানি

১ পাদ্য   ২ চিত ভরে   ৩ বাণী   ৪ নাহি   ৫ -প্রভু

দেখাইতে পার ইহা   পুত্র বলিদান দিয়া
পূজা তবে করিব *৩ক] [*৩খ [রায়মনি।
আজি তুমি শুন রতা   কহিব] বিশেষ কথা
লিখিআছে ধর্ম্মপুরাণে
হরিশ্চন্দ্র[১] মহারাজা   করিলেন ধর্ম্মের পূজা
আ[প]নার [পু]ত্র বলিদানে।
শুনিয়ে রায়ের বার্ক   পুরাণে করিয়া সার্ক[২]
প্রণাম করিয়ে বলে [রতা
শুনহ] দক্ষিণ রায়   তোমার প্রিতিজ্ঞায়[৩]
আমার কি আছে তাহে কথা।
রতা য়তি শকাকুলি   বুলচন্দ্র [পুত্র বলি]
ডাকিয়ে কহিল সমাচার
কি আর বলিব ইতে   পুত্র কাট বলি দিতে
হইল রায়ের অঙ্গীকার।
[বুলা রহে] জোড়করে   কহিল বাপের তরে
ইহাতে[৪] কি কাজ আর শোক
দেবতা তুষ্ট জাতে   বেজ না ক[রিহ তা]থে
স্বক মুক্ষ হবে পরলোকে।
মনে শোক দেহ খেমা   এইক্ষেণে কাট আমা
জাহাতে রায়ের য়ভিলাষ
[ইথে হ]বে শুভ্যগতি   তুমি পাবে য়র্ব্বেহতি[৫]
পুত্র বিনে হইলাম খালাশ।
শুনিয়ে পুত্রের কথা   কাদিতে কাদিতে রতা
[কহিল রা]য়ের বেদ্দমানে
মনে অভিলাষ[৬] করি   বাম হাতে কেশ ধরি
ত্রিশূল খড়্গা দিয়ে হানে।
রতার ভকতি জানি *৩খ]...

১ হরিষচন্দ্র ২ শার্ক ৩ -জায় ৪ ইহতে ৫ য়র্ব্বেহতি ৬ অবিলাশ

[২৭ক ···লয় সব[১] মন।
সধলি গধলি সময়[২] হইল শুভক্ষণ জানি   আসিয়ে রাজার কাছে মাগিল মেলেনি
ব্রা[হ্মণ] অতিত[৩] আর জত গু[রুজন   বেকুল] হইয়ে করেন চরণ বন্দন।
নয়ানে গলায়ে ধারা বিমলা বেনেনী   [শুভক]র্ম্মে কর্ণধারে ডাকি দিল আনি।
বিনয়ে করিয়ে কত হাত দিল মাথে   পুষ্পদত্তে সপিয়ে দিলে[ন হাতে হাতে]।
ধান্ন[৪] দুর্বা[৫] দিলে রামা পুত্রের মাথায়   আশীর্বাদ করি হাত বুলাইয়ে গায়।
গর্ভপত্র লেখে [দিলেন ম]স্তকের পাগে   হুলাহুলি জয়ধ্বনি জত য়ের জাগে[৬]।
পুষ্পদত্ত সদাগর জননীর পায়   স[কলে প্রণা]ম করি ওটে গিয়ে নায়।
মধুকর চাপিয়া বসিল সদাগর   ডাক ডোল কাড়া পড়া বাদ্ধ মোনহর।
[বড়ই] শবদ্ধ করে কামানের জায়   তুকূলের সকল লোক একদিষ্টী চায়।
সাবধানে[৭] ডিঙ্গায় বসি[ল সদাগর   বাণিজ্যেতে জায়] সাধু হরিষ মন্তর।
কবি রুদ্রদেব বলে মহা পুর ঠাট   অবিলম্বে এড়াইল বড়দহ ২৭ক] [২৭খ [ঘাট॥

রাত্রি দিন না] লয়ে বহিল ছিটা ঘাটা   জোয়ারে চাপায় ডিঙ্গা রাত্রে দিনে ভাটা।
কল্যাণপুরে পূজিয়া করি মকর চান   শিঙ্গা কাড়া নানা বাদ্ধ শবদ অপার।
বারিপুরে বিশলক্ষী পূজি কুতুহলে   [ম]ঘুড়া বাইলেক বাই অনুবলে।
খনিআ হলিদ্র পাছে কইল বরিজহাটী   ওড়ুপাড়ায় [বাহি গেল] জে পরিপাটী।
ছত্রভোগ বাইয়ে পাইলেন য়বলিঙ্গ   পূজিল মহেশতলা শুনিয়ে প্রস[ঙ্গ।
ভে]রি বাজে দামামা দগড় দড়বড়ি   গড় তুয়ার এড়াইয়ে প্রবেশিল খাড়ী।
চার গঙ্গা দে[খিয়ে কপিল] মহামনি   শঙ্কটে প্রণাম করে সাধু সদাগর।
গঙ্গাসাগর গিয়ে সেদিন রহিল   তী[র্থেতে প্রণাম] করি মাধব[৮] দেখিল[৯]।
বাবুর মোকাম দেখে পরতক পীর   চারিদিগে ফয়েতা করে অনেক ফকি[র।
কর্ণপু]টে শোভে গাঁথা বড় বড় কড়ি   রাঙ্গা কালা তুলি[১০] শিরে বিরদ পাগড়ি।
ছেলাম করিয়ে চলে সা[ধুর কুমার] ২৭খ]   [২৮ক আকুল সমুদ্র দেখি হইল কাতর।
ভাবিয়ে দক্ষিণ রায়ের জুগল চরণ   উড়িষ্যের নিকটে [গিয়া] দিলেন দরশন।

১ শর   ২ শমায়   ৩ অতীত   ৪ ধন্ড   ৫ দূর্ব্ব   ৬ ভাগে   ৭ শব-
৮ মধব   ৯ দেচীল   ১০ তুলী

অক্ষয় নামেতে তথা দেখি তরুপট উপরে পতকা ওড়ে পাষাণের মোট।
জগন্নাথে প্রণাম করিয়ে সদাগর প্রসাদ কিনিয়ে খেয়ে শিরে মছে কর।
বাহিয়ে চলিল সাধু হরষিত মন সেতবন্ধ রামেশ্বরে দিলেক দরশন।
বাহিতে লাগিল ডিঙ্গে সমুদ্রর জলে তোরঙ্গ পাটম ঘাটা চাপাইল কূলে।
দামামা গম্ভীর বাজে করনাল কাড়া হুড়হুড় কামান শবদ্ধ করে বাড়া।
শুনি কোটালের বড় হরষিত মন য়ভিলম্বে ঘাটে গিয়ে দিলেক দরশন।
ডাঙ্গায় উঠিল সাধু হরষিত মনে রায়ে[র] মঙ্গল কবি রুদ্রদেব ভনে॥

॥ পয়ার ॥

ডিঙ্গে হইতে তটে সাধু [নামিল সত্বরে গায়ে নানা] অলঙ্কার পরিছেদ ধরে।
তুলিচে চাপিয়ে তথা বৈসে সদাগর ২৮ক] [২৮খ [আসিয়ে নামিল ত্বরা তুরঙ্গ] সহর।
কামানের শবদ্ধ শুনি কুপিয়ে কোটাল ঘাটে ওত্তোরিল [নিয়ে] সঙ্গে সন্ত[১] জাল।
সদাগর বসে আছে কোতআল দেখি কহিতে লাগিল কোটাল রাঙ্গাইয়ে আকি।
বেমান বাঙ্গালি তেরি নাহিকো করদ জেছা কামাল তেছা কাহে হগা খুরু[দ]।
কোন তেইরা ঠিকানা [ডেরা] কাহাঁ তের ধিরালা জলকে কাঁহা করিস নাতোল।
নৃপতিরে[২] না ভেটিএ য়েছা দাগাবাজি ওটী খাড়াএ তীরে রে দাগাবাজ পাজি।
সাহেব তলপ কিয়া চল সিধি জাঁএ দাগাবাজি কর আব হআছ ঠাঁঠাঁয়ে।
কহিতে লাগিল তবে সাধুর কুমার ভাল দেশে আসিয়েছি করিতে বেপার।
এদেশে য়েসেচি কেহ নাহি ডাকু চোর গালাগালি দেয় কিবে দোষ পেয়ে মোর।
তোমার আঁটুনি কিছু ভয় পেয়ে মনে এ[সে ফিরে] জাই ২৮ খ] [২৯(*৪)ক
[আমি তুরঙ্গ] পাটনে।
কোতেআল বলে কিছু ভয় নাহি ভেয়ে মজাক করতে হাম [গশ]গাশ কিয়ে।
শাহেব হুজুরে আথত্য[৩] স্বাগত[৪] ভাষিলা[৫] কবি রুদ্রদেব গা[য়ি রায়]পদভেলা॥

১ শস্ত্র ২ নৃপতিরে ৩ আথর্য্য ৪ সাগত ৫ ভাসেলা

॥ ত্রপদী ॥

নগরে নাগরী কাঁকে কুম্ভ করি
জল আ[নিবা]র তরে
দেখে গিয়া ঘাটে মহা পুক্ষ ঠাটে
বসি আছে সদাগরে।
দেখি [সদা]গরে হরিষ অন্তরে
রামাগণ গিয়ে তথা
মৃদু মৃদু হাসি কাঁকে কু[ম্ভ খ]সি
কহে য়পরূপ কথা।
কেহ বলে শুন সাধুর নন্দন
মোর বাড়ি ক[রহ গমন]
আইস আমার সনে জাহা লয় মনে
পুরাইব [তোমার] বাসন।
হাঁস পরিহা[সে সাধুরে] জিগ্যাসে
ভুলিল সাধুর বালা
চলে গুড়িগুড়ি আসি য়েক বুড়ি
ওত্তরিল [তথা গেলা]।
সাধুর তনয় দেখি বুড়ি কয়
আমার বচন শুন
আমার ভবনে ২৯(*৪)ক] [২৯(*৪)খ [ভাব] নিজ জনে
সন্দেহ না কর কোন।
মনে ভাগ্য মানি আমার নাতিনী
[তবে] সে দিব বিভা[য়ে]
তুমি গুণমণি বঞ্চিবে রজনী
পর[ম] রূপসী লয়ে।
[বুড়ি এ]ত বলি সাধু পড়ে ভুলি
অনুমতি দিলেন তায়
কর্ণধার শুনি মনে অনুমানি
সাধুরে বুজাই কয়।

কর্ণধার কয় সাধু মহাশয়
এ বড় [বি]ষম ঠাই
পাটন তুরঙ্গ ঠাই নানা রঙ্গ[১]
উহায়ে ভুলিঅ নাই।
সাধুকান জনে [আ]সিয়ে এইখানে
ধন প্রাণ[২] জায় মজে
কহি পরতেক ঠেকেচে অনেক
[তথায়ে জা]ইবে বুজে[৩]।
কাণ্ডারের বচনে ভয় বড় মনে
করি রু[দ্র]দেব গায়
নানা উপ[হার লই]য়ে সদাগর
নৃপতি[৪] ভেটিতে জায় ॥

॥ পয়ার ॥

সাধুর নিকটে জ[ত গিআছিল] রামা নিজঘরে গেল সভে চিত্তে[৫] দিয়ে খেম
নৃপতি[৪] ভেটিতে সাধুমুনি ২৯(*৪)খ][৬]...

১ নানা রঙ্গ ঠাই ২ প্রণ ৩ বুঙ্গ ৪ নেপতি ৫ চিত্র

৬ অতঃপর প্রাপ্ত পুঁথির খণ্ডিত এবং সাহিত্য-পরিষদের ভাণ্ডার রক্ষিত ৩০ সংখ্যক শেষ পত্রখানি মনসামঙ্গলের। এই খণ্ডিত পত্রে ক্ষেমানন্দের রচনার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মূল্যবান্ পাঠান্তর আছে; বিপ্রদাসের বিচ্ছিন্ন ছত্রও এই অপ্রকাশিত অংশে লক্ষিত হয়।

পৃষ্ঠা	ছত্র	স্থলে বা পুঁথির পাঠ	শুদ্ধি বা সঙ্গত পাঠ
১২৩	১	···নমাজে	[র]ণমাজে
	৭	রায্যের পুরন	রায়্যের চরণ
১২৪	৯	চবুড়ে	চুবুড়ে
	১৩	কালান্তর	কালান্ত
	১৫	ঝোমরা	ঝোমুরা
১২৫	১	টেঙ্গা রইলা	টেঙ্গারইলা
	২	মরণের	[বি]মড়লের
	২১	কোঙরা	কোঙর
১২৬	২	জ্বিল	ছিল
	১৬	টোঙ্গরামুখ	টোঙ্গরামুখ
	২৫	বুদবুদ	বুদ্বুদ
১২৮	২	ছীলীবেগে	ছীনী বেগে
১৩৪	৩	শরারে	শরীরে
১৩৭	১	সলিল	সাম্বণ
		তার	তীর
১৪৩	২	মেলেনি	মেলেনি।

পালা-সূচী

আগম গ্রন্থ

অজ্ঞাত

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীশ্রীশিবাঅ নম ॥

অথ আগমগ্রন্থ[১] লিক্ষতে ॥

বন্দে গুরুনিশ ভক্তাইশমিশা অবতারকাঃ তৎপ্রকাশং কৃষ্ণচৈতন্যশংঙ্গকং ॥

নম ভগবত বা চ বসুদেবাঅ ॥

পার্ব্বতী বলেন প্রভু নিব্যাদন করি তুমার বাপের নাম কহ ত্রিপুরারি।

ঈশ্বর বাচ ॥

শুন শৈল্যসুত্যা জাহা জিজ্ঞাসিলে মরে আমার পিত্যার নাম কহিব তুমারে।

আগে শুন কহি আগ্যপুরুষের[২] জন্ম জাহা হৈতে হইল আগ্য[২] পুরুষের জনম।

স্থল হৈতে হৈইল জন্ম পুরুষের জাত কুন্তপুরুষ হৈতে ধর্ম্ম জগতবিক্ষাত[৩]।

কুন্ত[৪] পুরুষ সেই ধর্ম্মপুরুষ হৈইল সেই পুরুষ পৃথিবীর[৫] সঞ্চার করিল।

সে পুত্র মিত্রিক্যাঅ পিণ্ড রুপন করিল মহালক্ষে সেই পিণ্ড ভাসিআ চলিল।

দেখি ধর্ম্মপুরুষ বিচার করিল চিত্তে এক রম রুপিলেন মিত্রিকাপিণ্ডিতে।

তাথে হৈল্যা তিন লক্ষ[৬] লমের উতপংতি মোটে চারি জোজন বিস্তার হৈইল তথি।

স্থল হৈল্য পঞ্চ লক্ষ[৬] জোজন বিস্তার সুমেরু পর্বত নাম হইল তাহার।

তাহার মহিমা কিছু না জায় কথন তাহাতে কহিব কিছু জত দেবগণ।

আর এক লম সে পিণ্ডিতে রুপিল চারি লক্ষ জোজন বিস্তার তাথে হৈল্য।

মোটে পঞ্চ লক্ষ জোজন হৈল বিস্তার সুরমণ অর্জ্জগিরি নাম হৈল্য তার।

আর এক রম লঞা পুতিল তাহাতে চারি লক্ষ জোজন বিস্তার হৈইল তাথে।

মোটে পঞ্চ লক্ষ হৈল্য আশ্চজ্জ দেখিতে ॥

লেখা হৈল্য সাত লক্ষ জোজন বিস্তার সারম মল্লিক্যা[৭] গিরি নাম হৈইল্য তাহার।

আর এক লোম তাথে করিল রোপণ পুতেতে হইল্য জে আট লক্ষ জোজন।

মোটে হইল্য নব লক্ষ জোজন বিস্তার মহীন্দ পর্বত নাম হইল তাহার।

আর এক লোম লঞী করিল রোপণ পুতেতে হইল দশ লক্ষ জোজন।

সীম্যা হৈইল একাদশ জোজন বিস্তার মোটে বার লক্ষ দেখি জোজন তাহার[৮]।

লোকালোক পর্বত নাম তাহা[র] হইল্য আর লোম লঞে[৯] প্রভু রোপণ করিল।

পুতিতে হইল তের ল[ক্ষ] হস্ত জোজন পঞ্চদশ জোজন তার মোটেতে গণন।

১ -গ্রীন্থ ২ আদ- ৩ -বিক্ষাত ৪ ধম্ম ৫ পীথিবির ৬ লক্ষ্য
৭ মোল্লিক্যা ৮ বিস্তার ৯ লোঞে

এইরূপে সারম পরে ক্রেমে ক্রম   সাত লোমে হৈইল সাত পর্বত জনম।
ধরণী না হৈইল্য চিন্তা করে মনে মনে   আর এক রম লঞে রূপে সেইখানে।
পুতেতে জে হৈল্য সাত সহস্র জোজন   মোটে হৈল্য অষ্টাদশ সহস্র গণন।
কিল্লাস পর্বত নাম হৈইল্য আক্ষ্যান   শিখা নইদি গিরি নাম হৈল্য তাহার।
এইরূপে পৃথিবী হইল আতজাত   এইরূপে অষ্ট কিড়া হইল তাহাতে।
চোরাশি গিরি প্রকাশ সভাকার মুণ্ডে[১]   তনু তন হইল সে বিংশতি ব্রহ্মাণ্ডে।
এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড হইল দুচালিশ   আকাশ উপরে হইল আর এক বিংশ।
সে পুরুষ প্রকাশ হৈইল তার জতি   এখন[২] তাহার আজ্ঞা শুন গো পার্বতী।
ঈশ্বর বাচ ॥
শুন গো পার্বতী শুন কহিলাম তুমারে   সে পুরুষ নিরানন্দ জোগ নাশ করে।
শুশু শব্দে চারি বেদধ্যাঅ এক করি   অনন্ত চৌষষ্টি কল্পে মহা জোগেশ্বরী।
তাহাতে যৌম্মিল জম তাহার শরীরে   সে ঘাম আপুনি ব্রহ্মা হাতে করি ধরে।
সে ঘাম খেতির মর্দ্ধে পড়েন জখন   আগ্যা[৩] নামে এক কন্যা হইল জনম।
এইরূপে ধ্যান ভঙ্গ বিষ্ণুর হইল   শরীর হইতে রস গলিত হইল।
নিজকুম্ভদারে কন্যা করি নিজ হাতে   তাহাতে জন্মিল সে দশম মারুতে।
তিন পুত্র হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু মাহেশ্বর   উৎপতি পালন নাশ তিন কলেবর।
পার্বতী বাচ[৪] ॥
পাতাল আদি একুশ ব্রহ্মাণ্ডভিতরে   একলা রূপেতে ধরে কেমন প্রকারে।
ঈশ্বর বাচ ॥
শুন গিরিস্থতা তুমি আমার বচন   লক্ষক দীপক হস্ত লক্ষক জোজন।
প্রলম্ব বলিএ দত্য তাহাকে ধরিল   শার নামে চান্দ্য তাথে রক্ষক হইল।
ভানু নামে স্বর্জ্য তাথে হইল উদয়   মেদনী নামেতে পুরুষ[৫] তার হেটে হয়।
দু লক্ষ জোজন বেড়া স্থমুদ্র গণন   মেছুনিপুরুষ ধরে চারি লক্ষ জোজন।
ভিগু নামে পুর আছে হেটেতে তাহার   নীল স্থমুদ্র চারি জোজন বিস্তার।
স্থমুদ্রপুরীতে দেখ আট লক্ষ জোজন   অনন্ত কুম্ভ আট লক্ষ করিল ধারণ।
তার তলে দশ দ্বীপ[৬] পুর মনহর   সাত লক্ষ জোজন বেড়া দেখ্যা আর্তাকর।
ধারণ করেন সে মস্তক নারাঅন   তার তলে পঞ্চ পুর ন লক্ষ জোজন।
তারে বেড়ি আছে খিরস্থমুদ্র আক্ষ্যন   তাহা বেড়ি আছে বলি ইন্দ্র জার নাম।

---

১ খণ্ডে   ২ এমন   ৩ আদ   ৪ বচ   ৫ পুরুর   ৬ দ্বিপ

তার তলে পুর জে বার লক্ষ জোজন বলরাম পুরুষ তাহা করিল ধারণ।
তার তলে পুর জে জোজন তের লক্ষ কেতকি পুরুষ তাহা ধরিআছে শুক্ষ্য।
চোদ্দ লক্ষ জোজন পুরী দেখি তার তলে শংকর বাসুদেব তাহা ধরিলেন বলে।
তার তলে পুর লক্ষ পঞ্চদশ জোজন বৈকণ্ট পুরুষ তাহা করিল ধারণ।
তার তলে ষোল[১] লক্ষ জোজন জার পুরী শ্রোব গোবিন্দ নামে পুরুষ সেই ধরি।
তার তলে পুর আছে জোজন সপ্তদশ তাহাকে ধারণ করে গোবিন্দ পুরুষ।
ভাগু দশ লক্ষ জোজন পুরী তার তলে চন্দ্রবদন পুরুষ তাহা ধরিলেন বলে।
তার তলে উনুবিংশতি লক্ষ জোজন বিশ্বরূপ বাসুদেব করিল ধারণ।
তার তলে পুরউকি থাকে সেই ঠাই পঞ্চ পুর তলে সে বেদ য়াগমে গাই।
নীলাম্বর বিষ্টু তাহা করিল ধারণ বৈকণ্ট তাহার নাম বিষ্টুর আশ্চম।
সে বিষ্টুর মহাগুণ শুন মহামাআ একুশ পুরীতে থাকে নিরালম্ব হআ।
পুরীর নির্মাণ নানা রত্নের মন্দির হীরা মুক্তা প্রবাল আদি রত্নের পাচীর।
সে পুরীর সংক্ষ আট লক্ষ জোজন হাজার একুশ জোজন তার সীমার গণন।
সেই বাসুদেব পুরুষ জেখানে আশ্চম আট কোটী সুজ্য তথা তেজে তিন সীম্যা।
এক বাসুদেব সে জতেক তেজ ধরে এ সকল সুজ্জ্য দেখ তেজ নাহি ধরে।
কোটি সুজ্জ্য তেজ ধরে ধরে দুই লক্ষ তার কাছে দেবকন্যা[২] নামে এক বিক্ষ।
তারে দেখি সকল দেবতা প্রাণে মরে বাসুদেব সাক্ষাতে জাইতে কেহ নারে।
শুনহ পার্বতী সে পুরুষমহিম্যা প্রক্ষত জে জন জার দিতে নারে সীমা।
মটে পঞ্চ জোজন সংক্ষে জোজন হঅ কুর্ত্তাএ[৩] পুরুষে রেশ কান্ধে করি বঅ।
সুখ শব্দে জত ভাগ্যা তত পুণ্য নয় হেন জন কান্ধে করি বাসুদেব বঅ।
সে গোড্ডুড় হৈইতে আর এক প্রক্ষ আছঅ সুপুত্র নাম ধরে সে মহা অতিশঅ।
সেহ পক্ষের বাঁহন পঞ্চ সংক্ষ্য জোজন মোটে আট লক্ষ জোজন তাহাই গণন।
তাহার মহিম্য জত কি কব তুমারে শুন শৌল্ল সুতা আমি কহিব তুমারে।
কত চন্দ্র সুজ্জ্য আছে গুণিবারে নারে এক রাধা [এক] কাম দশ দশা চরে।
তাহার অস্থিকাগ্রণি শকতি কাহার...
দ্বারপাল[৪] এক ব্রহ্মার সহস্র বদন শত কোটি বার তার হইল পতন।
সকল ব্রহ্মার অগ্রে সার হবে সেই চৌদ্দ কোটী বার ভব শরণ[৫] লইবে জেই।
আমি দেহ ছাড়িল্যাম তিন কোটী বার দ্বিতীঅ নিরঞ্জন বলিল জে আমার।

---

১ শৌল ২ কোয়া ৩ ক্রিত্তাএ ৪ দার- ৫ স্বঁন

আর দেবা দেবী জত কে করে গণন   অনন্ত কোটি কল্প প্রভুর হইল চেতন।
ঈশ্বরের কাছে জাইতে না হঅ জঞ্জাল…
বলরাম পুরুষ তবে সুক্ষ্য রূপ ধরি   উড়িঅে পড়িল গিআ ঈশ্বরের পুরী।
বহুদিন কৈল্য তথা ঈশ্বর স্মরণ   অনন্ত কোটী কল্পে প্রভুর হইল চেতন।
চেতন পাইয়া জিজ্ঞাসিল বলরামে   কহ কহ বলরাম আইলে কি কারণে।
আমার শরীরে[১] তেজ সহিতে নারিবে   এ ঘাম মাকিলে তুমি বড় দুখ পাবে।
এ ঘাম মাকিলে তুমি হারাবে পরাণী   এত শুনি বলরাম কহে জোড়পাণি।
নিবেদন করি আমি চরণকমলে   কত ব্রহ্মা বিষ্টু শিব তুমার কমলে।
বিক্ষতলে সভাকার হইল জনম   মস্তিরীষ্যা হইল সভা কিসের কা[র]ণ।
শুনিঞে শিবের আজ্ঞা কৈল্য[২] নারাঅনে   ব্রহ্মার মস্তক গ্রণি কহ মোর স্থানে।
আজ্ঞা লঞে সেবৎসর চলিল শীঘ্র করি   উহু কোটী মস্তক কৌরিল্য
ব্যাক্ষ্যা করি
শুনি বলরাম জিজ্ঞাসিলেন ঈশ্বরে   তুমার দেহে জস্মিআ এতেক কেনে মরে।
জে ব্রহ্মার মস্তক সংখ্যা করিঅ্যা নিল   অষ্টাদশ কল্পেতে তুমার সেবা কৈলিল।
আর নিরঞ্জন হব ভাবিলেন মনে   সংক্ষেপে ব্রহ্মাকে পাঠাইল তার স্থানে।
তপভংঙ্গ করিবারে বুদ্ধি ত করিল   শুনিঞা আমার চিতে বড় ক্রোধ হৈল্য।
তাহাকে দিল্যাম স্থাপ বড় দুখমনে   শত বার তব মাথা করিবে ছেদনে।
সুজ্জবংশে জন্মি তোর নাম হবে রাম   সে ব্রহ্মার নাম হৈল্য শুন বলরাম।
বলরাম কহে দেব কর অবধান   আর এক কথা জিজ্ঞাসিএ তব ঠাঞা।
তিন কোটী অস্ত্র দেখি তুমার সাক্ষ্যাতে   কত পুণ্য করেছিল সে পূর্ব জন্মেতে।
আমি নিদ্রা গেলে সে নিদ্রা ভংঙ্গ করে   নিদ্রাভঙ্গ হইলে মোর কর্ম স্মরে।
আর এক কথা রাম কহিএ তুমারে   পবন ইচ্ছা করে মর পদ লইবারে।
যোগ[৩] করি বসিলেন সুরভিপর্বতে   তপুস্যা করিল বহি[৪] শংকর প্রজ্জস্তে।
শতমুখ ব্রহ্মারে দিলেন পাটাইআ   আমার সাক্ষাতে পবনে আনহ গিয়া।
ব্রহ্মা জেঞে তাহারে কহিল বিবরণ   না শুনে ব্রহ্মার কথা দেবতা পবন।
ফিরে আসি ব্রহ্মা তবে কহিল আমারে   তব পদ নিব বলে বাঁউ তপ করে।
শুনিঅ্যা আমার মনে ক্রোধ উপজিল   শূন্য[৫] চক্রে উহুপঞ্চাশ করিআ ছেদিল
তবে সে পবনদেব বিচলিত হঞা   চরাচর সব ঠাই রহিল ব্যাপিত হঞা।

---

১ শরিরে   ২ কৌলা   ৩ যৌগ   ৪ যোহু   ৫ শর্ন্য

দেখিআ আমার চিতে দয়া উপজিল   [সোহস্ত সন্ত] বলি তারে বাচাইল।
উন্নপঞ্চাশ খাণ্ডা হাতে করিল প্রণাম   শুনিঞা জিজ্ঞাসা তবে করে বলরাম।
উন্নপঞ্চাশ পবন কোন কোন নাম ধরে   পিথক পিথক নাম কহিবে আমারে।
আদি বলরাম আছে শুন বলরাম   মন দিঞা শুন সে পবনের নাম।
মরুত মারুত প্রাণ সমএর লঅ   মদন শীতল তাম্বুল বসিআ জে কঅ।
সমীর পিচিষ্টবের মহা ঘোরবতে   পশ্ববা সেওস্থা পর্বত মুনি হৈইল্য জাতে।
শীতল হেমন্ত বসু হেমন্ত পবল   সহেত অনন্ত চন্দ্র সুজু মহাবল।
মহাবাউ বাতাস তাথে হাতী হেন ধর   পানিধর দীপধর আপলোকধর।
মহীধর কেতুধর ঘুশিতমালিতে   সীমধর সুক শ্বেততীর্থ ভূতলেতে।
সুমেরুশেখরধর বৈধর্তক নাম   ধ্যাপ বিষধর হরিধর্ত্য অনুপাম।
জশমাত্র সুধাখানিন সম নাম   এই উন্নপঞ্চাশ বাউ শুন বলরাম।
স্বর্গে অষ্টাদশ বহে পবনের গতি   ষোড়শ পবন বহে পাতালেতে স্থিতি[১]।
তস্তপরি একাদশ বহএ পবন   চারি দিগে চারি বাউ বহে অনক্ষণ।
জোগে জোগে সে বাস করএ নিরান্তর   সঞ্জীবনী[২] পেএ সে হইল অমর।
বলরাম কহে দেব কহ রমানাথ   গ্রহগণ[৩] কেমন প্রকারে হইল জাত।
চন্দ্র সূর্জ্য দিগপাল উমা সংক্রান্তি   ঐশ্বর কেমনে হৈল্য কার কোথা স্থিতি।
এ কথা কহিবে মোরে দেব নারাঅন   ঈশ্বর বলেন তাহা শুন দিঞা মন।
একুশ পুরী হৈল্য আকাশ চন্দ্রপুর   লক্ষ জোজন উপরেতে আঠার ভানু।
দুই লক্ষ উপরেতে চন্দ্রের উদয়   তিন লক্ষ উপরেতে আছেন তারাচঅ।
চারি লক্ষ উপরেতে বিধুর হৈল্য স্থিতি[৪]   পঞ্চ লক্ষ জোজনে সুমেরু বসতি।
ছঅ লক্ষ জোজন উপরেতে থাকে দিব্যরাজ   সাত লক্ষ উপরেতে থাকেন কুব্যেররাজ।
আট লক্ষ উপরেতে ব্রহ্মার বসতি   নব লক্ষ উপরেতে করিল্যা বসতি[৫]।
দশ লক্ষ উপরেতে আছেন বৃরসপতি[৬]   একাদশ লক্ষ উপরেতে পরিচারক স্থিতি।
দ্রাদশ লক্ষ উর্দ্ধেতে জে য়াশ্চজ্য ব্রহ্মা   তিরদশ লক্ষ উপরেতে থাকে কত্তা।
চতুর্দশ উর্দ্ধ সিদ্ধপুর মনহর   তাহার সাত লক্ষ পরে সোদ্ধ্য সাগর।
শুন বলরাম জিজ্ঞাসিলে মর স্থানে   জে জথা যৌন্মিল তথা শুন সাবধানে।
আমার কপালে হৈল্য পবন উৎপতি   চরণে পাতাল হৈল্য ভুজে বসুমতী।

১ শিতি   ২ শঞ্জিরিনি   ৩ গ্রিহগন   ৪ শ্রিতি   ৫ বশিত্তি   ৬ বৃিরর্শপতি

আদিত্য চন্দ্রমার জে আমার নঅন   জে আশ্চর্জ্য দেখিলে জে সে জানিবে
নারাঅনে

মগ্ন রাগ করিছেন গোপীনাথ মুকতিল   শনিশ্বররূপে ভোগ করে নিতি নিতি।
চন্দ্র সুর্জ্জ পাটাইআ দিল তার স্থানে   ভোগ সাধিলেন জোগ হঅে সাবধানে।
অবশেষে হঅ জে মহা জে প্রলঅ   পুনুরুপি করি চন্দ্র সুর্জ্জ্যের উদয়
দেবলোক নাগলোক পরলোক করি   রাক্ষস কিন্নর আদি জত জীবধারী।
মহাপ্রলএর কালে সব[1] প্রাণী মরে   সর্ব জীব লিপ্ত হয় আমার শরীরে।
বলরাম বলে দেব আজ্ঞা কর তুমি   এ অস্তির কত পুণ্য না জানিঞে আমি।
বাহিরে জে অস্তি আছে স্বামির গোচরে   ঈশ্বর বলেন রাম কহিএ তুমারে।
আমি নিদ্র্যা গেলে সভাই পাএন চেতনে   চেতন হইলে মর তেজএ জীবনে।
জেন আমি তেন তুমি শুন বলরাম   ইহাতে কহি আদি দ্বিতীঅ নিরঞ্জন।
ইহা শুনি ভূমে লোটী করঅে প্রণাম   ঈশ্বর বলেন বর মাগ বলরাম।
বলরাম বলেন প্রভু কি[বা] বর দিবে   তুমার দেহেতে দেব আমারে রাখিবে।
শুনি বলরাম হইল্য সহাস্যবদন   বাম করে বলরামে রাখিল তখন।
দ্রারপাল ব্রহ্মা জবে হইল রাবণ   শত বার তার মুণ্ড কম্বিবে ছেদন।
শুন সতী জত বার হইব রাবণ   তত রাম হইআ তোরে করিবে ছেদন।
পার্বতী বলেন দেব নিবেদি তুমারে   অমাবস্যা কেনে হৈল্য কহিবে আমারে।
ঈশ্বর বলেন শুন তার বিবরণ   আমাবস্যা চঁন্দ্রিম্যার কহিএ কারণ।
নিজ বিষ্টু চঁন্দ্র সুর্জ্য দিল পাটাইআ   স্বর্গ মর্ত পাতালে উদঅ কর গিআ।
তাঁহা ছাড়ি ভক্তি করি গুণিআ প্রমাধ   বদন সুন্দর নামে হইল কুচাঁন্দ।
নিঞা বেড়ি স্বামিমুখ করে পক্ষ্যালন   দেখিআ ঈশ্বর হৈল্য আনন্দিত মন।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড চঁন্দপদে দিল   সভা হৈতে তাহার মহিমা বাড়াইল।
কোটী কল্পে পর্জ্যন্ত সে পাইল অধিকার   নিজ বিষ্টু শ্বেতসার[2] বলে বারে বার।
শ্বেতসার[2] ব্রহ্মা তুমি জাঅ শীঘ্র হঅা   বদন সুন্দর চাঁন্দে আন গা জাইআ।
শুনিআ বিষ্টুর আজ্ঞা ত্বরাপরি গেলা   আরিৎসার পুরী জেএ উপনীত হৈল্য।
শ্বেতসার ব্রহ্মা গিআ কহে চঁন্দ্র প্রতি[3]   বিষ্টুর আদেশে তথা চল শীঘ্রগতি।
চন্দ্র বলে সেথা জাব কিসের কারণ   আমি হইতে নারিকে দিতিআ নিরঞ্জন।

---

১ ষব   ২ সেত-   ৩ পৃত্তি

ইহা শুনি শ্বেতসার ফিরিয়্যে আইল্য   ঈশ্বরের কাছে জেঞে নিবেদন কৈল্য।
শুনি বিষ্টু কালচক্র[1] দিল পাটাইআ।   জানিঞা চন্দ্রিম্যা তবে গেল পালাইআ।
লুকাইতে কোতাঅ নারিল কদাচন   আসিআ আমার পুত্রু লইল শরণ।
ভএেতে শরীর তার থর থর কাপে   আমারে লুকাই সে আমার মস্তকে।
আমার মস্তকে রহে অন্ধকাররূপে॥
ভঅ পেত্রে অমাবস্যা চন্দ্র হঅ সৌতি   কালচক্র আরপিঅ্য লটাইল খেতি।
পক্ষ পর্জন্ত তার খতু নাহি থাকে   আমারে লুকাঅ সেই আমার মস্তকে।
কালচক্র সে ঐ চন্দ্রের লাগ নাহি পেঞে   জগত সংসারে সে রহিল ব্যাপিঅ্যে।
ভঅ পেঞে সে চন্দ্রস্বামীর[2] ঐস্ত নৈল   শুনিঅ্যা ঈশ্বর বড় দয়াবান হৈল।
কহেন ঈশ্বর তারে করিঅ্যা আশ্বাস   পঞ্চদশ দিনে তেজ হইবে প্রকাশ।
শেষে পঞ্চদশ দিন হইবে বিনাশ   অমাবস্যা প্রিতিপদে পরকাশ হয়।
পূর্ণ্যম্যা পজ্জন্ত হবে পূর্ণের উদঅ   পক্ষ পজ্জন্ত হবে পাপীদের খঅ।
চন্দ্র নিরমল রাত্রি পূর্ণ্যম্যাকে কঅ   ঘোর অমাবস্যা রাত্রি অন্ধকারমঅ।
পাপ পুণ্য কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুই রাতি   এই অমাবস্যাকথা শুনহ পার্বতী।
তিন কালে সে পুরুষ তিন বর্ণ[3] ধরে   সংস্কাস্তিপুরুষ দেখ তাহাতে বিহরে।
সংস্কাস্তিপুরুষকথা কর অবধান   দেবী কহে দেব জদি হৈল্যা দআবান।
কত বার পৃথিবী হইল আতজাত   সেই কথা আমারে কহিবে বিশ্বনাথ।
শুনিআ ঈশ্বর তবে কহিতে লাগিল   জত বার পৃথিবীর আতজাত হৈল্য।
আমার উৎপতি দেবী হৈল তত বার   তত বার পৃথিবী[র] হইল সঞ্চার।
পার্বতী প্রভুরে পুছে করিঅ্যা প্রণাম   কহ[4] কির্তিবাস পৃথিবী ধরে কি কি নাম।
পশুপতি পার্বতীরে বলে পুনুবার   খেতি নামে পৃথিবী হইল এক কোটী বার।
দুই শত্ত[5] কোটী বার হইল অবনী   দুই সহস্র কোটী বার হইল মেদনী।
তিন কোটি বার ছিল মহীপ্রিঅ্যা নাম   চারি কোটী বার সে বসুধা অনুপাম।
তিস্থ´ নামে গিআচেন পাচ´কোটী বার   ছঅ কোটী বার হৈইল ভূপাল নাম জার।
এইরূপে পৃথিবী হইল বারে বারে   পার্বতী বলেন দেব কহিবে আমারে।
কেমনে পৃথিবী করে অবলম্ব হঅে   ঈশ্বর বলেন তবে শুন মন দিঅ্যা।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটী গিরি   দেবী বলে এ কথা কহিবে ত্রিপুরারি[6]।
এত কোটী ব্রহ্মাণ্ড কেবা করিল ধারণ   শিব বলে মাঅ্যাপ্র[ল]অ ধরে নারাঅন।

---

১ কলা-   ২ চন্দ্রস্বামির   ৩ বর্ন্না   ৪ কহে   ৫ শশত্ত   ৬ ত্রি-

পার্বতী বলেন প্রভু শুন দয়ামঅ দেখিবারে সে পুরুষ বড় ইর্চ্ছ হঅ।
ঈশ্বর বলেন সে পুরুষ নৈরাকার অসম্ভব কথা কহ চাহ দেখিবারে।
আমি দেখি তারে সেএ না পাঅ দেখিতে সপ্ত সাগর ব্যাপিত হঞেচে তাহাতে।
অন্তরিক্ষে কত তার নাহি নিরুপণ গুরু হঅে জোগে দেখা দিল সেই জন।
প্রিতিজোগে সে পুরুষ করেন বিজঅ একবিঙশতি জোজন খাটীতে সে রঅ।
ধর্মপুরুষে সে য়াজ্ঞা সে পুরুষে করে নিরাকারে ব্রহ্মাপুরুষ নিব্যাদন করে।
সেই পুরুষ হৈতে সভাকার উৎপতি ব্রাহ্মণ খেত্রিয় বৌশি শূদ্র চারি জাতি।
উর্দ্ধ জেষ্ট করিলেন পৃথিবী সঞ্চার রাত্রি দিব্যা হস্তক কৈল্য আর বার।
চন্দ্র স্বজ্জ্য আনি পুনুর্বার তারে কঅ উদাঅগিরিকে জাহ করিতে উদঅ।
সেতা হৈতে গিরিবর চৌষষ্টী জোজন স্ববস্ন্যের রথে চড়ি করিল গমন।
চঁন্দ্র জাত্তা করিলেন মানিকের রথে শুন গো পার্বতী এই কহিল্যাম তুমাতে।
এতকাল সেবি দেখা না পাইল্যাম তার তাহাকে দেখিতে কথা কহ বার বার।
আর্তারূপে সভাকার করএে সংজোগ দেবতা হইআ সে সকলি করে তোল।
সত্ত[১] যুগে হইলেন তিনি ধবল আকৃতি দ্রাপরেতে শ্যামবর্ণ শুন[২] গো পার্বতী।
ত্রেতাযুগে হইলেন পুরুষ নিরঞ্জন কলিজুগে বিশ্বরূপ ভুবনমোহন।
বিশ্বরূপে আজ্ঞ্য দিল নবদ্বীপে[৩] জাইতে পার্বতী জিজ্ঞাসা করেন আপনার নীতে।
কেমনে হইল রত্নদ্বীপের[৪] জনম সে কথা আমারে কহিবে ত্রিলোচন।
ঈশ্বর বলেন দেবী কহিব তুমারে সকল দেবতা রত্নদ্বীপে[৩] হঅ ভোগ।
পার্বতী বলেন দেব কহিবে আমারে কত লক্ষ গ্রিন্থ হইল সংসারভিতরে।
অবনীতে নাহি জানি শুনি হেন জন ঈশ্বরেতে কত গ্রিন্থ করিল রৌচন।
ব্রহ্মা চতুমুখে জাহা গ্রণিতে না পারে সরেশোতী নারে জাহাকে বা শক্তিধরে।
চতুশকো লক্ষ গৃন্থ হইল সারধার দেবলোকে ষাটী লক্ষ করিল প্রচার।
পাএ তিন লক্ষ কেশে ভারথ এক লক্ষ চণ্ডিক্যাপুরাণ লক্ষ করিল পিতিক্ষ্য।
এইমতে কহে দেব কহ চঁন্দ্রিগ্রিন্থ ঈশ্বর কহিল তবে শুনহ শ্রীমন্ত।
রুদ্র বলি এক ব্রহ্মা সংসারেতে ছিল শত শত করি আট কোঠির তপ কৈল।
দ্বিতীআ বলিআ বিষ্টু মনেতে করিল অস্ত[৫]-জামিনী স্বরূপের আসন টলিল।
শতমুখ ব্রহ্মারে সে করিঅ্যা আরতি রুদ্রপাএ ব্রহ্মারে আনিল শীঘ্রগতি।
জ্ঞান পাইআ শতমুখ চলিল তুরিতে উপনীত হইল রুদ্রপালের সাক্ষাতে।

১ সোত্তি ২ শুমু ৩ -দ্বিপে ৪ -দ্বিপের ৫ অন্ত

ঈশ্বরের আদেশে চলিল ততক্ষণ   শুনিঞে আদর করি দিলেন আসন।
বাহুড়েআ ব্রহ্মা কহে শুন ভগবান   রুদ্রুপাল ব্রহ্মা মোরে কৈল অপমান।
মেরুতলে আছে স্বর্গ নামেতে পর্বত   রুদ্রুপাল তাথে তপ করে যুগ শত।
আমি জেঞে তব কথা কহিল্যাম তারে   আসন না দিল মরে অপমান করে।
শুনি কোপে শ্বাপ তারে দিল জগন্নাথ   অপরাধী হইআ মরিতে তবে জায়।
শুনি শত বার সেই স্বরে[১] কৈল ধ্যান   দআ করি বর তাথে জাচে ভগবান।
সে বলিল বর যদি[২] দিবে নারাঅন   শাপে হৈতে মরে প্রভু তারহ এখন।
স্বামী[৩] কহে শাপ মোর না হবে অন্যথা   নারীর হাতে মরি পুনু আসিবেন হেথা।
আট বার নারীর হাতে হইবে সংহার   মুক্তি হইআ্যা হেতা আসিবে পুনুর্বার।
কনস্বুর প্রথমে দ্বিতীঅ রত্নপুরী   মেধাস্বুর তোতএ চতুর্থে মেধাশ্বরী।
পঞ্চমরূপে আট বার হইবে নিধন   রুদ্রুপাল ব্রহ্মা এক বৈকণ্টে গমন।
পার্বতী বলেন প্রভু শুন ত্রিলোচন   রাবণ রাক্ষসে কেবা করিল নিধন।
ঈশ্বর বলেন দুগ্যা কহিএ তুমারে   পালম্বধর বলরাম মারিল তাহারে।
পার্বতী বলেন প্রভু শুন ভূতনাথ   পলম্বধর বলরাম কুথা হৈল জনম।
মহেশ্ব[র] বলেন গৌরী করহ শ্রবণ   পরমেশ্বর বলি এক আছে নারাঅন।
তার পুত্র স্বর্গেতে পুরুষ অতি অনুপাম   তাহার নন্দন কুম্ভকর্ণ[৪] ধরে নাম।
মদনপাল নাম তার অতি বিচক্ষণ   মন্বন্তর[৫] বলি নাম তাহার নন্দন।
সে রাজার পুত্র হইল রঘু নামে রাজা   তার পিত্যা দশরত নামে মহাতেজা।
ঐজুধ্যে নগরে আছে দশরত নাম   চারি পুত্র হইল তার মহাধন্মুধর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাম ভরথ শক্রঘন[৬]   এইরূপে চারি পুত্র অতি বিচক্ষণ।
পার্বতী বলেন প্রভু নিবেদি তুমারে   কে হইল চারি মূর্তি কেমন প্রকারে।
শুন সতী সেই পলম্বোধুর বলরাম   সে হইল রঘুনাথ দুর্বাদলশ্যাম।
পঞ্চ বৎ[স]র পর্যন্ত[৭] সে তপুস্যা[৮] করিল   প্রসন্ন হইআ বিষ্ণু তাহাকে কহিল।
পরদেশ কর্ম তুমি কর অনক্ষণ   কপিল্যার্বৎ[স]রের টুটী করিলে ছেদন।
সে বলিল কহ দেব ইহার উপাঅ   কিরূপে হইব মুক্তি কিসে পাপ জায়।
ঈশ্বর বলেন শুন আমার বচন   রামের অংজে জোন্মে সে হইবে লক্ষ্মণ।
রাবণের রাক্ষশক্তি রিদএ লাগিবে   তার এই পাপে হইতে মুক্তিপদ পাবে।

---

১ স্বরে   ২ যৌদি   ৩ শামি   ৪ কুম্ভুকন্ন।   ৫ মর্দ্ধশ্‌তর   ৬ শোত্তু-
৭ প্রোজন্ত   ৮ তোপুস্তা

শুন সতী এই কর্ম তুমারে কহিল   বিষ্টুর দ্বারপাল জে জয় বিজঅ ছিল।
মুনিশ্বাপ পাইল সে হইল নিশাচর   রাবণ কুম্ভুকর্ণ বলি দুই সহদর।
হিরণ্যলক্ষ হইল মহাভঅংকার   তার পুত্র প্রসাদ হইল সুরেস্বর[১]।
মুক্তি লাগি বিষ্ণুরে অনেক তপ কৈল…
বিষ্ণু বলে তব মুক্তি না করি এখন   তব লাগি তব পিত্যা হইবে নিধন।
রামসঙ্গে হবে তুমি দশরতসুত[২]   শুন সতী তার নাম হইল ভরথ।
পাকশাশ নামে পুরী এক ইন্দ্র ছিল   দেবকন্যা দেখি তার কল্পনা হইল।
কত না বিষ্ণুর স্থানে করি স্তব স্তুতি[৩]   মুক্তিপদ দেহ মরে দেব নারাঅন।
বিষ্টু বলে গুরুপত্নী হরিতে ইচ্ছা কৈলে   মুক্তিপত রুদ্ধ[৪] তুমি আপুনি করিলে
সে কহিল কহ দেব ইহার উপায়   কেমনে আমার তবে মহাপাপ জায়।
শুনি নারাঅন তবে হাসিঅ্যা কহিল্যা   দশরথের ঘরে তুমি শীঘ্র জাহ ধেঅে।
রামসঙ্গে খেলা লীলা করিবে জখন   তবে এই পাপে মুক্তি হইবে তখন।
শুন সতী[৫] শত্রুঘন নাম হৈল্য তার   শুনি শৈল্যসুতা জিজ্ঞাসিল আর বার।
কিরূপে হইল্যা জন্ম কে কারর বীজ্যে   কেবা জন্ম হইলেন বিষ্টুর তেজে।
সদাশিব বলে শুন পার্বতীকুমারী   দশরথ জজ্ঞ[৬] কৈল্য পুত্রবাসনা করি।
যজ্ঞ[৭] করি মুনিগণ করে বেদধনি   ঈশ্বর হৈতে বিষ্ণুতেজ উটিল তখনি ॥ ১১খ[৮]]

১ যুরেশ্বর   ২ -সুতা   ৩ প্রবমুক্তি   ৪ রুদ্র   ৫ শোত্রি   ৬ জোগ্যগ্যা
৭ য়ৌগর্গ্য   ৮ এইখানে প্রাপ্ত পুঁথির সমাপ্তি।

শরীরনির্ণয়

ত্রিলোচন দাস

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

সংসারমাশ্রিতঃ স্তনং মুরিরেপীস্তথৈবচ

ব্রহ্মন্তপি মুরিরেপিঃ একা যাং ভগবান প্রভুঃ ॥

জয় জয় নদিআর চন্দ্র শ্রীচৈতন্য[১]   কলিঅন্ধকারনাশং সর্বদেবধন্ত ।

জয় জয় আনন্দ বন্দ প্রভু নিত্যানন্দ   জীবহিতকারী জয় মহিমা অনন্ত ।

জয় জয় সীতানাথ অদইত্য হামারি   জাহারো হুঙ্কারে অবতীর্ণ গৌউরহরি ।

জয় জয় শ্রীবাস আদি জত ভক্তগণ   সহস্রং প্রণামে বন্দম সতার চরণ ।

চৌসষ্টি মাহস্তি আর দ্বাদশ গোপাল   কৃপা করি আমার কন্টে হয় তুষ্টু কাল ।

জয় জয় নিত্যানন্দ গদাধর আর   মহাপ্রভুর হন জিভু শক্তির সঞ্চার ।

জয় দীনবন্ধুচরণ কৃপাময়   জোড়হস্তে প্রণাম কোটি কোটি তব পায় ।

তুমি গুরুমহাশয়ে সর্ববিঘ্নহন্তা   পরম পরমেষ্ট পরাপর বটে বক্তা ।

জয় জয় ঠাকুর সুন্দরময় দেহ   জন্মে জন্মে থাকে জেন আমার প্রিতি স্নেহ[২] ।

জয় জয় মদনগোপাল গোবিন্দ চূড়ামুনি   জয় আর ছিদাম সুভল আপনি ।

এই নিবেদন করি তুমার চরণে   কহিব শরীর-কথা জেবা লয় মনে ।

সংসারের মর্দ্ধে কীট পতঙ্গাদি করি   বহু জীব আশ্রিত আছে এ বিশ্ব ভরি ।

তার মদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন জত জীব হয়   জলজন্ত বনজন্ত স্থাবর মনষ্য আদি কয় ।

ইতিমদ্ধে মনিষ্য দুর্লভ জীবন গণি   কহিছে দুর্লভ এহা কহ দেখি শুনি ।

কোন ধর্ম[৩] কোন কর্ম[৪] কোন আচরণ   কিরূপে শরীর-ধাউত করেছে গটন ।

কোন পাপে মরে জীব কোন পুণ্যে তরে   কি পাপে কি পুণ্য হয় মনিষ্যশরীরে ।

কোন ধর্মে স্বর্গভোগ কোন পাপে পাপী   কোন ধর্ম স্বর্গভোগ কৈছে হয় তাপী ।

সংসারেতে অনেকে মনষ্যজন্ম ধরে   পশুজন্ম হইআ সেই তারা নানা কর্ম করে ।

এইরূপে হইয়া করে কত কোটি জনম   জন্মে জন্মের পুণ্যি লইয়া মনিষ্যজনম ।

অথএব দুর্লভ জনম করে মানি   ইথে কেন পশুজন্ম হয় হেন প্রাণী ।

কোন ধর্মে তরে লোক কোন স্থানে বাস   কোন পাপে মরে লোক কৈছে হয়ে নাশ ।

তথাহি । শরীরৈ জাত্তিসাঃ বরদা নরবাচকৈঃ

পক্ষযোনিমু[প]গতাং জায়তে মানসৈঃ ॥

---

১ সচৈতন্যঃ   ২ প্রিতি স্নেহ   ৩ ধর্ম্ম   ৪ কর্ম্ম

কোন পাপে কোন জন্মে হয় গতাগতি   তাহা ত কহিব সব শুন সাধুমতি।
বচন বলিয়া জেই পাপ উপজএ   সেই পাপে মাছিজন্ম জানিহ নিশ্চয়।
ভোজনে জে পাপ জীবের হএ ত উৎপতি   সেই পাপে হয় জীব কুম্ভীরসন্তথি।
মনিষ্যজনমে জার বাক্যনিষ্টা[১] নয়   সেই পাপে মৃগীজন্ম জানিহ নিশ্চয়।
তীর্থগতি জেই পাপ উপজয় নরে   শূকরজনম হয় সেই পাপী ঘুরে।
পরদারা হরে জেবা পাপ করি কয়   কুংকুরজনম হইয়া সংসারে দেখয়।
বৈরার্গ হইয়া জেবা করএ বষ্টমী   ব্যাবিশ্চের ঘরে জন্ম হয় শী[ঘ্র]গতি।
জমের নিকটে তার নাহি পরিত্রাণ   এ ঘোর নরকে সেই করএ গমন।
পরপীড়া ব্রহ্মহিংসা করে জেই নরে   শূকরজনম সেই হয় জন্মান্তরে[২]।
পুণ্য করিতে জেই পাপ উপজয়   সেই পাপে গজজন্ম জানিহ নিশ্চয়।
জ্ঞানেতে করিয়া জেই পাপ উপজয়   সেই পাপে নকুল-মসক-জন্ম হয়।
গুরুজনস্থানে জেই পাপের উতপতি   মহিষ-গর্ধব-জন্ম হয় শীগ্রগতি।
শ্রীগুরুর স্থানে জেই হয় অপরাধ   বিষ্টাক্রিমি হয় সে না ঘুচে প্রমাদ।
ডাকাতি ফাশুড়ি জেবা করে চোরাকর্ম   সেই পাপে হাঙ্গর কুম্ভীর হয় জন্ম।
খোড়া ভেঙ্গা দেখি জেবা জীবনিন্দে করে   ছাগলজনম ধরে পুনুপুনু মরে।
নিচজাতি হইয়া জে উত্তম কর্ম করে   সেই জন জন্ম লএ উত্তম উদরে।
গোহত্যে ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা জেই করে   সেই পাপে রাক্ষসজন্ম জন্মে জন্মে ধরে।
দেহখলবিত্তি পাপ জেই জন করে   রুহি-ঘুণ-পকা হইয়া কাষ্ট কাটি মরে।
পরদ্রোহী পরধনে হিংসে জেই জন   সেই পাপে মৎস্যজন্ম অহিংসে মরণ।
তাপী[৩] হইতে পাপীজন্ম কহিলাম নিশ্চয়   কৃষ্ণ না ভজিআ সেই গতাগতি করাএ।
জৈছে পাপ করে জীব তৈজে রূপ হয়   এইরূপে ছিষ্টি স্থিতি জানিহ নিশ্চয়।
পূর্বজন্মে নানামতে পশুজন্ম ধরে   মনিষ্যজনমে সেই নানা কর্ম করে।
মনিষ্যের কর্ম করে দেখিএ আচারে   পূর্বজন্মের স্বভাব কিছু আছে এ শরীরে।
বিস্তার করিয়া তাহা কহিব এখন   পূর্বজন্মে জেমন তার এখন তেমন।
তবে জদি গুরুপদে হয় তো বিশ্বাস   তবে জানি কত জন্মের কষ্টে কর্মদ্বাস[৪]।
জয় জয় জগতবল্লভ দেবরাজ   রসিকের প্রাণে মোর বৈস হিদিমাজ।
আরজন্মে জে বা ছিল এ জন্মে জে হইল   শ্রীভাগবতের শ্লোক অন্য তাথে সাক্ষী দিল।

---

১ বাক্ব-   ২ জর্মান্তরে   ৩ তাপি   ৪ কম্মদ্বাব

তথাহি শ্লোঃ। দেবরূসি খেমা সন্তেঃ গন্ধর্বামধুরাসরাঃ।
মনষ্য নাস্ত চতুরাঃ রাক্ষেসাস্ত হতামসঃ পিশাচামতি নির্মিঞা
খরোর্বাটী ভুষ্টাঃ বানবাচর্ব নাণ্টেব সর্ব ভক্ষত বামসাঃ॥

আরজন্মে জেবা ছিল রূসির নন্দন ইহজন্মে কহি তার জেমত আচরণ।
অক্রধো উত্তম সর্বজনে একভাব সেই আচরণ তার অন্য নহে নাব।
জদি কার্য্য সঙ্গে তার দ্বন্দ উপজয় আপনার জিত হয় তবু খেমা নয়।
পূর্বজন্মে গন্ধর্ব বলি জেবা ছিল জান ইহজন্মে তার উপক্ষন বলি শুন।
অতি অমৃত[১] ন্যাএ তাহার বচন…
আরজন্মে জেই ছিল নররূপা এই জন্মে মনস্য সেই বুদ্ধি বড় সুপা[২]।
এই জন্মে তাহার সম চতুর জেহ নাই বন্দী হইতে ভবে সেই দুঃর্খ পাএ নাই।
আরজন্মে ছিল জেবা রাক্ষস-উদরে এই জন্মে সেই জন জত নর্ব করে।
কাএক্লেশ করি জত করেন উপায় গ্রেহে প্রেবেশিতে ধন কিছু থাকে নাই।
তাহার চাড়িয়া কিবা তাহার মরণ পুত্র্ নাতি জদি কেহ করে উপার্জন।
তবে তার দুঃর্খ্ জায় হএ হিতকারী এমনি জাহা দুঃখু মানি রাক্ষস করি।
পিচাশের জ্ঞানে জার পূর্বজন্ম হয় পিচাশের কর্ম সেই ছাড়িতে না রয়।
কোন কাজ্জ নাহি ঘ্রণা সদা কদাচার[৩] এত কহিলাম পিচাশ-মানুষের জন্ম জার।
আরজন্মে হয় জে হরিণনন্দন ইহজন্মে মিষ্ট নহে তাহার বচন।
এত কহিলাম মৃগী[৪]মনষ্য আক্ষেন এবে কহি বা[ন]র-পুরুষ নিরপণ[৫]।
বানর আছিল জেই এবে মনিষ্য দেহ ধরে পূর্বের স্বভাব ইবে ছাড়িবারে নারে।
সমস্ত দিবস তার মুখ ব্যাজ নয় কাষ্ট কুটা চার্বণ করে জদি কিছু না মিলয়।
এত কহিলাম কিছু বানর-আক্ষেন পূর্বে জৈছে ইবে তৈছে দেখ বির্দ্ধমান।
ইবে বায়েস-মানুষের জন্ম [হয়] জার জাহা পায় তাহা খায় না করে বিচার।
কুম্ভর আছিল জেই পূর্বজন্মন্তরে ইহজন্মে তাহার বদন গন্ধ করে।
আরজন্মে জেই ছিল গোব্যাঘ্রশরীর তাহার অঙ্গের গন্ধ প্রাণে নয় স্থির।
মহিষ শার্দুল শূকর জেই সর্প ছিল শরীর নির্দএ তার দয়া না হইল।
আরজন্মে গাণ্ডার করি জাহারে মানিবা নাণ্টিম-আক্রিতি তার শরীর দেখিবা।
আরজন্মে জেই সে মণ্ডুকজন্ম হয় ইহজন্মে তেমত করএ পাপাশয়।

১ অম্রিত ২ সুপা ৩ কদাচারি ৪ ম্রিগী ৫ নিরূপন

আরজন্মে উদসচারু জেবা হয় ইবে জলেতে বুড়িতে তার নাহি ভয়।
আরজন্মে জেবা ছিল কুঃকুর শ্রগাল রাত্র দিন গান করি বেড়াএ পচাল।
আরজন্মে ভূত জেবা এ জন্মেতে নর বশ্চরে বশ্চরে তার এক এক[১] স্থানে ঘর।
আরজন্মে সিংঙ্গ জেবা এ জন্মে মানব তাহার বার্কেতে সভে হয় পরাভব।
আরজন্মে জেবা ছিল গন্ধর্বকুমার তার কভু ভালমন্দ নহে ত বিচার।
আরজন্মে অসুর জেবা এ জন্মেতে নর দেখিয়া তাহার মতি লোকে করে ডর।
আরজন্মে জেবা ছিল বেবুশ্চের উদরে বৈরার্গ করিয়া সেই নানা কর্ম করে।
আরজন্মে জার হয় জন্ম ভেষ্টাকুলে অরুণ্যের ন্যায় অঙ্গ বেষ্টিত সব চুলে।
হস্তীর কুলেতে জার পূর্বজন্ম হয় তাহারে দেখিয়া লোক ভয় জে করএ।
তত্ব এই কহিলাম মনষ্যজন্মের ইবে কহি শুন জন্ম মৃত[২] ব্যাধের।

তথাহি। এতমারানাঃ ঘনং বনাং[৩] মেণ্ডুকানাং ঘনং চানএ
কেস্তেস্যাৎ গোনবাং ভোগি এতানাঃ নারনিস্তয়ঃ॥

আরজন্মে জেই জন ভ্রমরকুমার এই জন্মে সদা সুখ স্থির নহে তার।
কেণ্ডুকজন্ম জার আরজন্মে হয় ধীরাবিত্তি চরণ তাহার কভু নয়।
কেছো-জোক-জন্ম জার আছিল পূর্বে ডাইন কোকোস ইবে মাংস গরু খাবে।
গুণ বিস্তার হয় ইহারে লাগিয়া অপক্ষেরে কহি ইবে সংজোগ লাগিয়া।
জার জেমন আচরণ পরে পূর্বে জানি এখন জেরূপ সেই পরে পূর্বে গণি।
পণ্ডিত জে হয় দেখিলে সে জানে পূর্বেতে জেরূপ তার পরে সে তেমনে।

তথাহি। পার্থে বহু জন্ম ভ্রমিতাপি নরানাঃ দেহমাস্তথা
জন্ম মৃত্ত জরা ব্যাধিদুঃখসুখঞ্চ কেবলং॥

কত জন্ম ত্যাগ করি মনষ্যজনম জৈছে জন্ম মৃত্ত ব্যাধিস্তম নিবারণ।
জমের নিকটে জীব জবে বিদায় হয় জার জেমত পাপম্নাক্ষিক তখনি খয়।
ব্যাধিকে জামিন দিয়া তথা খালাস হয় খালাস হইয়া জীব জটরেতে জনময়।
জৈছে জন্ম হয় তাহা কহি ইবে শুন অপরাধস্ত কথা পাছে কর পুন।

১ একো একো ২ মূর্ত্ত ৩ বোনাং

তথাহি। জয় বিন্দ পচিতানাং জনং সহিত খেচরঃ[১]
বিস্তেনাভস্তভবোশ্চঃ পদ্মমৃণাল পুষ্পয়োঃ॥

শরীরেতে জন্মে জীব কথা করে স্থিতি নীরেতে মানবদেহ হয় তো উৎপত্তি।
লিঙ্গদ্বারে শুক্রবর্ণ[২] বিন্দু সে পড়এ সেই নীরে মাংস হাড় রক্ত কৈছে হয়।
কিসে আসি জীবরাজ করএ প্রেবেশ ইহা বিস্তারিয়া আমি কহিব বিশেষ।

আদৌ সবিতাবর্ণমর্দ্ধে শুক্ল তথৈবচ তস্মাৎ রক্তবর্ণ দীঃ সন্ময়াশেষ মন্ত্রীতা॥ ইতি॥

আগেতে কহিব এই পদ্মের গটন বিস্তার করিয়া এহা কহিব এখন।
প্রথমেতে হয় পুষ্প সবুজ আক্রিতি শুক্রবর্ণ[৩] রক্তবর্ণ পরে হয় তথি।
স্বর্ণ-আক্রিতি দীপ পুষ্পের ভিত জাহার উপরে জীব জনমে তুরিত।

তথাহি। এক পদ্মং শতং পাখং শতং ঝঝ্‌ঝমেবচ
মেসে দীপ নরজন্ম পক্ষিতং মৃত্তয়ো ভবঃ॥

অষ্টদল পদ্ম আছে সকল শরীরে রজ বীর্জ স্থিতি হয় তাহার পরে।
পুরুষের পদ্ম হইতে বীর্জ আসিয়া স্ত্রীলোকের রজসঙ্গে মিশ্চিত[৪] হইয়া।
পুরুষের বীজ্জি বৈসে পুরুষপদ্মেতে স্ত্রীলোকের রজ বৈসে তাহার পদ্মেতে।
রজ বীজ্জি দ্বোহে আসি হয় তো ঘটন তাথে করি হয় জীবের শরীরগটন।
জত[৫] পাখের নাবতে বীজ্জি পড়এ তত[৬] বৎসর জিএ আর অধিক না রএ।
সেই গ্যোগুর উপরেতে জদি বীজ্জি রএ জুগপ্রমাণ জিএ সে অকালে মৃত নএ।
জদি বীজ্জি দুই খান হইয়া পড়এ দুই গটা জীব জন্মে জানিহ নিশ্চয়।
নিরমএ পড়ে রক্ত মাংস হয় কৈছে পদ্মেতে স্থিতি দেহ হএ তাহে তৈছে।
পদ্মেতে জেই রক্তবর্ণ আছএ তাহার তাহাতে জে রক্তবর্ণ জানিবা ন দ্বার।
এইরূপ করিয়া মনস্তজন্ম হয় দশ মাস দিন গুণে সে [হএ] উদএ।
এবে কহি শুন দশ মাসের নির্ণএ এক দুই গ[ণ]নাতে দশ মাস হএ।

---

১ খেরচঃ ২ য়ুক্লবর্ণ্য ৩ শুকবর্ণ্য ৪ মিষ্টিত ৫ জএ ৬ তত্র

[প্রথ]ম মাসেতে দেশে[১] পতি জার নীর   দুই মাস হইলে দেখ প্রাণ[২] চাএ খির।
জীবআত্মা পরমআত্মা দোহে সে উদয়   সভে সঙ্গে হইতে শরীরগঠন হয়।
তিন মাসে রক্ত আসি হয় ত সঞ্চার   সত্ত্ব রজ তময়[৩] এ তিনের উদয়।
চারি মাসে [আত্ম] রস করেন গমন   অমৃত[৪] তিৎ মধু কটুকষায়ন[৫]।
পঞ্চ মাসে হয় পঞ্চ ভূতের উতপতি   আপ তেজ রতি [আকাশ] আর ক্ষিতি।
হস্ত পদ নাসা চক্ষু[৬] কণ্ঠ মুখ আর   লিঙ্গ গুর্জ নাভিস্থল মণ্ডল সঞ্চার[৭]।
ছয় মাসে ছয় রূপ করএ গটন   কাম ক্রোধ মদ দম্ভ লোভ মোহ ছয় জন।
সাত মাসে সপ্তম পুর মাংসের জনম   সপ্ত সমুদ্র সপ্ত দ্বীপের ঘটন।
অষ্টম মাসেতে সেই অষ্ট জুগ পাএ   শরীর সকল হয় কহিলাম নিশ্চয়।
নয় মাসেতে জীবের নয়ানদ্বার ফুটে   দশ ইন্দ্র [ক্রমে] আসি বৈসে সেই ঘটে।
এইরূপ করিয়া মনিষ্যজন্ম হয়   দশ মাস দশ দিন পরে সে উদয়।
এই তো কহিনু জীবের জন্মবিবরণ   জন্মমাত্র করে জীব কালের হরণ।

তথাহি আগমের শ্লো[ক]॥
একায়ন সো দীফলং ত্রিমূলং চতুর স পঞ্চঃবিধ ছাড়[জ]ন্মং
সপ্তেতে কষ্টাবিট পোনরক্ষেং দশ শত দিশং গশ্ছাতি বৃক্ষঃ॥

একটি শরীর জীব করএ ধারণ   ইতিমদ্ধে বসুবপু আছে কহি জে এখন।
শরীরের মর্দ্ধে হয় দুই মহাশএ   জীবআর্ত্যা বলিয়া পরমআর্ত্যা কয়।
শরীররাজা জেই জীবআর্ত্যা গতি   সিংহাসনে বৈসে সেহ শিরে ছত্র পানি।
দীপপ্রভা[৮] বলিয়া তার অঙ্গ হয়   বহু সন্য সামন্ত [জে] তা[হা]র আছয়।
অতি অপরূপ গত্তি শোভে তো চৌভিতে   কাম ক্রোধ দুই কটাল আছএ সাক্ষেতে।
দশ দ্বারে জাতাআতে সোল খাই গণি   তিন শত সোল কন্দ তাথে শোভে বেণী।
মন্দির গঠিত হয় বক্ষস্থলমাজে   তাথে বসে আত্যাপুরুষ বিরাজে।
শরী[রে]তে হয় তিন জন মূলাশ্রয়   সত্ত্ব আর রজ তম কহিলাম নিশ্চয়।
সংসারের মর্দ্ধে এই তিন দেহ সার   শরীরেতে এই তিন দেহের প্রচার।
সংসারের মর্দ্ধে এই চারি রস গণি   ধর্ম অর্থ কাম মুক্ষ[৯] এই সে বাখানি।

---

১ দেবে   ২ পান   ৩ সপ্ত রজত জমময়   ৪ অমৃন   ৫ কটক সায়ন   ৬ চাক্ষু
৭ চক্ষার   ৮ দ্বিপ-   ৯ মূর্খ

এই চারি জন কভু হিত করএ   জীবআত্যার উকীল চারি জন প্রস্তুত হয়।
তাহে এক অধভূত আছয়ে গঠন   শরীরমর্দ্ধে আছে দস্থ পঞ্চ জন।
সাত কোটি স্থান এই শরীরে জানিবে   সাতপুরু মাংস বলি জারে কহে সভে।
শরীরমর্দ্ধে এই দশ দ্বার হয়   দশ প্রাণপুরুষ সেই দশ স্থানে রএ।
সপ্ত সমুদ্র আছে শরীরের সপ্ত ঠাই   একে একে তাহা সব কহি শুন ভাই।

তথাহি। লবণঃ ইক্ষুঃ সুরাঃ সর্পিঃ দধিঃ ক্ষীরঃ নীরঃ এই সপ্ত সমুদ্রঃ ॥

সাতসমুদ্রনির্ণয়-কথা ॥
লবণসমুদ্র বলি জাহারে কহএ   লিঙ্গদ্বার হয় সেই জানিহ নিশ্চয়।
মদ্রপসমুদ্র বলি জার নাম হয়   রজ বীর্জ বলি তারে জানিহ নিশ্চয়।
ইক্ষুসমুদ্র বলি বর্ণনা[১] কর জারে   সেই তো সমুদ্র রহে জিত্তার উপরে।
দধিসমুদ্র বলি জারে সর্বলোকে কএ   তালুকাএ স্থিতি কণ্টিএ জাহার উদয়।
ঘ্রতসমুদ্র বলি কহেন জাহারে   সেই ত সমুদ্র রহে ব্রহ্মতালুর ভিতরে।
নীরসমুদ্র বলি চক্ষু শুন সর্বজন   গাত্রলম বক্ষে দুগ্দধু-সমুদ্র গণন।
এই তো কহিলাম সপ্তসমুদ্র-আক্ষেন   তবে সপ্ত দ্বীপের[২] কথা কহিব এখন।

তথাহি শ্লো[ক]ঃ। জম্বুঃ প্লকঃ কুশঃ কাঞ্চিঃ শকঃ শালমুলিঃ পুষ্করাষ্টীঃ দ্বীপ[৩] নাম জথাক্রমাৎ ॥

শরীরের মর্দ্ধে সপ্ত দ্বীপের গটন   কোনখানে কোন দ্বীপ কহিব এখন।
বক্ষস্থলে জম্বদ্বীপ[৪] জানিহ কারণ   জাহাতে দুগ্দাদি সাই হএ তো আদিষ্টান।
প্লক্ষদ্বীপ[৫] নাভি বলি উদরে জানিবে   জাতে শেষ সাই কর্তা বৈসে সেই দেবে।
শাল্মলিদ্বীপ জ্রমর্দ্ধে[৬] হএ বিরাজমান   পয়োব্ধি সাই দেব তাথে হএ অদিষ্টান।
কুশদ্বীপ[৭] মস্তকে হএ পরম সানন্দে   খিরদ সাই তাথে বিরাজে আনন্দে।
কাঞ্চনদ্বীপ কর্ণেতে জানিবে প্রমাণ   গন্তোদক সাই তাথে বিরাজমান।
শাকদ্বীপ বলি জারে লিখে সর্ব সূত্রে   কর্ণে সাই দেব বিরাজে তাহাতে।

১ বলনা   ২ দীপের   ৩ দীপ   ৪ জম্পদীপ   ৫ পক্ষ্যদীপ   ৬ ভুমর্দ্ধে
৭ কুসদীপ

সেই দ্বীপ ব্রহ্মতালু হএ তো বাখান   পুষ্করদ্বীপের কথা শুনহ আক্কেন।
বক্ষে্র্তে খিরদ সাই করে বিরাজমান   এত কহিলাম সপ্ত দ্বীপের আক্কেন।
সপ্ত ধাউত বলি সর্বলোকে কএ   কোনখানে রহে তাহা কহিব নিশ্চয়।
দুই হস্তে রহে তাহা দুই পদে গণি   কপালেতে রহে তাহা এই ছত্র গণি।
এই তো কহিনু সাত্ত ধাউত-আক্কেন   শরীরেতে বৈসে পুণ্য এ চোর্দ্দ ভুবন।
ক্রমে ক্রমে কহি আমি মন দিয়া শুন   প্রতক্ষে প্রতক্ষে তাহা কহি পুনু।
পাতাল সপ্ত ভুবনের কথা কহি আগে   স্বর্গ সপ্ত ভুবনের কথা কহিব শেষভাগে।

অথএ শ্লো[ক]ঃ। অতলঃ বিতলঃ স্থতলঃ তলাতলঃ মহাতলঃ রসাতলঃ পাতালঃ॥

অতল বলিয়া জেই ভুবনের গণি   লিঙ্গদ্বারে সেই ভুবন রহে সর্বে জানি।
গণন করিয়া এই ভুবনে জানিবে   অণ্ডকোষের মর্দ্ধে সেই নিশ্চয় জানিবে।
তলাতল কহি জারে কহে সর্বজন   স্থর্জেতে জানিবে ভাই সেই তো ভুবন।
'মহাতল ভুবন বৈসে কহিব বিশেষে   সেই তো ভুবন ভাই থাকে জাঙ্গদেশে।
আর ভুবন এক ভাই রসাতল হএ   সেই ত ভুবন ভাই পাদদণ্ডে[১] রএ।
পাতালভুবন বলি সভে জারে কএ   সেই ত ভুবন বির্দ্ধ-অঙ্গুলিতে রয়।
এই তো কহিনু সপ্ত পাতাল-আক্কে্ন   স্বর্গ[২] সপ্ত ভুবনের কথা শুন সাধুজন।

অনএচ ঃ ভূর্লোক ঃ ভবলোক ঃ সত্যলোক ঃ তপলোক ঃ জনলোক ঃ স্বর্গ[২]লোক ঃ গোলোক ঃ॥

ভূলোক নাভিদেশে শুন সাধু ভাই   ভবলোক হিদীমাজে থাকেন সদাই।
স্থরলোক বক্ষে রহে শুন সর্ব জন   জনলোক কণ্টে রহে কহি বিবরণ।
এই চোর্দ ভুবনের কথা শুন সর্ব জন   শরীরেতে আছে এ সকল ব্যাধিগণ।
জার সমাএ বুঝি করে আকরষণ...
জীবআত্যা রাজত্ত্য করেন শরীরভিতরে   জেহ ব্যাধিকে জামিন দেএ জমির গোচরে।
তলপ-ব্যাধি[তে হএ] কাএ[র] মরণ   আস্ত ব্যাধি নহে মৃত্ত[৩] কহিলাম কারণ।
ভাটা মৃত্ত[৪] হয় কিবা রোগের ঘটিত   সকল মৃত্ততে কপ হএ উপস্থিত।

---

১ পাদণ্ডে   ২ সর্গ   ৩ মৃত্তি   ৪ ভাজাম্বিত্ত

বীজের ঘটিত দেহ বীজ সে করতা তবে কেন জম লহিয়া করে উপহিতা।
জৈছে সংসারের রাজা রাজত্ত করএ বাকী থাকিলে পাতসাহা করে পরাজএ।
জৈছে রূপ জীবআত্যা রাজত্য করএ বাকী থাকিলে পাতসাহা করে পরাজএ।
বিধেতার পাতসাহা তো উসলদার জমে গণি পাপ কৈলে পরাভব করে তাহা জানি।
সংসারের কর্ত্তা জে বিধাতা সেহ হয় তাহার চাকর জম কর্তারূপ[১] কএ।
জত পাপে জত পুণ্যে জত আউ ধরে সকলার কাগজ আছে জমের গোচরে।
চিত্রগোপ্ত নামে এক নাএব প্রস্থত হএ সর্ব জীবের কাগজ তাহার কাছে রএ।
পাপ কৈলে পরাভব করে নিয়া জমে পুণ্যবান জীব দেখ জাএ পুণ্যস্থানে।
পাপ হইতে মরে জীব পুণ্য হইতে তরে কৃষ্ণ না ভজিএ জীব গতাগতি করে।
জে জেমন পুণ্যবান তার তেন স্থান পাপী হইতে মহাদুঃর্খ কহিতে নিদান।
এতো কহিলাম জীবআত্যার আক্ষেন পরমআত্যার কথা কিছু শুনহ বিধান।
জৈছে জীব আর ভূতআত্যা হএ পরমআত্যার কথা কহিমু নিশ্চএ।
জেই স্থানে থাকে তেহ তাহা কহি শুন অধম দেখিয়া ঘ্রণা না করিহ জেন।
নাভিপদ্ম হইতে উর্দ্ধ[২] পদের ভিতরে জীবআত্যা বৈসা দেখ তাহার ভিতরে।
সিংহাসন দেখ তাহা সভা করে…
সেই রত্নসিংহাসনে বৈসে জগন্নাথে কনকে নির্মিত দেহ সুবর্ণ দুই হাতে।
পরমআত্যা নাম তার সকলার পর তাহার সঙ্গেতে জার না হএ গোচর।
ব্রহ্মা-আদি শিব জারে ধ্যানে নাহি পাএ হেন দেব আছে জার সভার হিদএ।
তার সঙ্গে জত দিন না হএ মিলন তত দিন জরা ব্যাধি অবশ্য মরণ।
শরীরেতে [হএ] গুরু অপ্রকট[৩] গণি তাহা হইতে হএ কার্য কত্তা হন তিনি।
অতএব তাহা বিবরিয়া কহি শুন নারায়ণ আছে তভূ গুরু করে কেন।
শরীরেতে আছে গুরু নারায়ণ আর তবে কেন গুরু করে সকল সংসার।
এহার বিত্তান্ত[৪] কহি শুন সাধুজন সংসারেতে গুরু করে জাহার কারণ।

তথাহি শ্লো[ক]ঃ। গোবাং শিজে শরীরে স্তত্র কুতর্থং পোষণং নিশ্রিতং কক্ষত সংমৃত্তঃ পুমুক্তাসাং তদৌষধং ॥

গাভীর গাএতে থাকে রক্তেতে বেষ্টিত সেই রক্ত তাহার কভু নাহি করে হিত।

---

১ কত্তা- ২ উৰ্দ্ধ ৩ গুরু অপ্রকট ৪ বিত্তার

ছুইয়া তাহারে জদি আবর্ত্তন করে তাহাতে অম্বল দিয়া দধি করে তারে।
তাহারে মইম্থিয়া করে ননীর শ্রজন অগ্নি[১] পরশ কৈলে হএ ঘ্রেতের জনম।
সেই ঘ্রতো লইয়া জদি গাভী-অঙ্গে দিই তবে সেই গাভীর বেথা দুর করে সেই।

তথাহি। শ্লো[ক]ঃ। এবং বহি শ্বরীরস্ত সপিত পরমেশ্বরা বিনা জপ সনা দেবঃ নকুলতর্থ ননাং তুনঃ জেমত গোরাং উপাক্ষন কহি তাহা শুন॥

তেমতি শরীরমাজে বুঝে দেখ মন শরীরের মাজে আছে পরমআত্মা ধন।
একলা পুরুষ তেহ সঙ্গ নাহি তার অনেক দস্যু আছে এই শরীরভিতর।
কেহ তারে পরাভব করিতে না পারে...
তথির কারণে মনে বিচারিল কাজ আপনি সঞ্চারিব তবে গুরুমন্ত্ররাজ।
এই তো শরীরে আছে অজ্ঞান কৈতব উপাএ করিল তারে করিতে পরাভব।

তথাহি পাদ্মে। সদ্বোধত ময়া জাতা অবিদ্যা শ্রীমুক্ত্ধুনঃ। জতো মাতাদ্বয়ং শৌচং কথং কর্ম মৃতসুতে॥

সদ্বোধি তনয়া জন্মে সির্দ্ধ অনুমানে অবিদ্যা কৈতব তার মরে ততক্ষণে।
উপাসনাবস্তু আসি হ্রিদয়ে পশিল অজ্ঞেন তিমির আদি সকলি নাশিল।
সৎ[২] আত্মা পঞ্চভূত মহাবলবান অতএবকারী গুরু এই সে কারণ।
পরমবস্তু নারায়ণ গুরু জে হইল আপনার নাম লইয়া কর্ণে পুরাইল।
কর্ণে প্রেবেশিয়া মন্ত্র করিল প্রকাশ অজ্ঞেন-আদি তম জত করিল বিনাশ।
শরীর উজ্জল হইল উত্তম সুগতি তথির কারণে হএ গুরু প্রাণপতি।
এমনি গুরুর গুণ জানে জেই জন তার সম ভার্গবান নাহি ত্রিভুবন।
শ্রীগুরুর দয়া জেই জীবে হএ জানি সংসারের মর্দ্ধে তারে ভার্গবান গণি।
শ্রীগুরুর দয়া হইলে ইষ্টচন্দ্র মিলে এই কথা পুনুপুনু সর্বশাস্ত্রে বলে।
আমার প্রিতি কবে গুরুর দয়া হবে কবে দীনবন্ধু প্রভু আপন করিবে।
এই তো কহিনু শরীরনির্ণয়-উপদেশ উপাসনাতত্ত্ব আর কহিলাম বিশেষ।
পুনুপুনু ওরে ভাই করি নিবেদন এইরূপে করিয়া কর শ্রীকৃষ্ণভজন।

---

১ অগ্নি ২ সত্তো

আপনার শরীর বুঝিয়া দেখ ভাই   শরীরের বাড়া বস্তু সংসারেতে নাই।
এহা বুঝি কর ভাই সদ্ধি সাবধান   কাএম[ধ্যে] ভজ রাধাকৃষ্ণর চরণ।
শরীরনির্ণএ-কথা সমাপ্ত হইল   শ্রীমদনগোপাল মোরে[১] জে আজ্ঞে করিল।
এক দিন গোপাল মোরে আজ্ঞা তো করিল   শরীরনির্ণয়-কথা তাতো প্রকাশ হইল।
সে চরণকমলপদ্মে সদা মোর আশ   শরীরনির্ণএ-কথা কহেন ত্রিলোচন দাস[২] ॥
ইতি শরীরনির্ণএ-কথা হইল সমাপ্ত* ॥

১ মরে   ২ দাব

* অতঃপর পুষ্পিকা: জতং দীষ্ট ততং লিখিতং সাক্ষর শ্রীঅভিরাম হালদার সাং চাণ্ডীবাড়ীর এই পুস্তক আমী লিখিলাম আমার শ্বশুর মহাশয়েরদীগার দক্ষীণের ঘরের ভিতরে বসিয়া [এখানে] আসিয়া লিখিলাম কেননা আমার একটা পুত্র সন্তান মরিয়াছিলেন তাথে করিই বড়ই মনতাপ হইয়াছিলেন তা অথেব আমার সাশুড়ি মাতাঠাকুরাণী আমারদীগের আনিয়াছিলেন তাথিই করে কহিলে জে নিত্যান্ত বসিয়া থাক একখান পুস্তক লিখ। বসে বসে। ইতী সন ১২৭০ সাল তাং ১৯ বৈসাথ—রোজ যুক্রবার—

সারগীতা

গোবিন্দদাস

৭ঁ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ শ্রীশ্রীগুরু সত্য ॥

[প্রণমহোঁ নারা]য়ণ প্রভু নিরঞ্জন   আগ্য অন্ত নাহি তাঁর জনম মরণ।
নাহি তাঁর রূপ রেখ নাহি তাঁর দেহ   নিকটে আছএ ব্রহ্ম না জানএ কেহো।
উদয় না হইছে সে না জাইব অন্ত[১]   আর্ধ উর্ধ ভেদ নাহি ব্যাপক সমস্ত।
নহে বাহ্য অভ্যান্তর নাহি হয় দুর   আগু পাছু ভেদ নাহি আছে ভরিপুর।
নিগুর্ণ পরম ব্রহ্ম সর্বগুণবান   নিষ্কলা সকলা নহে নাহি স্থিতি ধ্যান।
সত্ত রজ তম গুণ তাহার সৃজন   ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এহি তিন জন।
সর্বদাতা সর্বকর্ত্তা সমান পালন   সৃষ্টিস্থিতিয়ন্তহেতু সর্বসংহারণ।
তাহার মহিমা পূর্বে আছে দেবমাঝে   গোপ্ত য়তি গোপ্ত সেই কেহ নাহি বুঝে।
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ব্রহ্ম অবতার   গুরুগম্যে বুধহেতু কৈল গীতাসার।
পআর রচিতে[২] তার আজ্ঞা হইল পুনি[৩]   বুদ্ধির অগম্য সেই অকথ্য কাহিনী।
মহাঁ মহাঁজনে জাকে না পায় ভাবিঞা   আমি অল্পমতি[৪] তাঁকে কহিব কি বুঝিয়া।
ভেকের য়ভেক্য প্রতি জেন অজাগর   গ্রাসিবারে চাহে তাহা পাইয়া গোচর।
গুরুর চরণমাত্র করিয়া সহায়   কহিবারে চাহি তাহা বুদ্ধি অতিশয়[৫]।
কৃষ্টের সহিত পার্থ কৈলই সময়   জিজ্ঞাসিল ভক্তিভাবে[৬] জ্ঞানপরিচয়।
সেবক হইয়া সেবা করিল বিস্তর   নিবেদন করিলেক কৃষ্ণের গোচর।
ওঁ নামে একাক্ষর তাকে কহি ব্রহ্ম   তোমাতে নিবেদি গোসাঞী জানিবারে মর্ম।
ওঁকারের মাহত্ত কহিবা ভগবানে   এই নিবেদন গোসাঞী তোমার চরণে।
কোন রূপ কোন স্থান তপ পরম   কেমতে জানিবো তাহা কোন য়নুক্রম।
সেই সব শুনিবারে মোর লয় মনে   শিষ্য হঞা পুছে গোসাঞী তোমার চরণে।
অর্জুনের নিবেদন শুনি ভগবান   কহিতে লাগিলা গোসাঞী গুরু হঞা জ্ঞান।
সাধু সাধু মহাবাহু শুন ধনঞ্জয়   জে কথা আমারে পুছিলা মহাশয়।
বিস্তারিয়া কহি তাহা শুনহ বাখান   জে কহি তাকে তুমি কর য়বধান।
অগ্নি পিথিবি বাউ বেদে তিন হয়   ভূসংঙ্কেত পিতামহো জানিবা নিশ্চয়।
অ-কারেতে লয় জদি পার করিবারে   প্রথম অঙ্কেত পাইবা প্রত্যয় তাহারে।
অন্তরীক্ষে জযুর্বেদ ভূবের লক্ষণ   ইহাতে জানিবা সত্য বিষ্টু সনাতন।
উ-কারেতে জদি তোমার বাড়িলেক লয়   প্রত্যয় পাইবা তবে দ্বিতীয় অংঙ্কয়।
দিব্য সূর্য সামবেদ ইহার য়ন্তর   সুসঙ্কেত ইহা জানিবা মহেশ্বর।

১ অন্ত্র   ২ রচিতে   ৩ পুনি   ৪ অপ্প-   ৫ -স্বয়   ৬ -ভাবে

ম-কারেত জদি তোমার বাড়িলেক লয় প্রত্যয় পাইবা তবে ত্রিতীয় অংজয়।
রজগুণ[১] পীতবর্ণ আ-কারেত জানি জ্ঞান উৎপন্ন হৈলে জানিবেত জ্ঞানী।
সত্তগুণ ও-কারেত শুক্লবর্ণ ধরে ম-কারেত তম গুণ অতি অন্ধকারে।
অ-কারেত ম-কারেত উ-কারেত লয় জ্ঞান হৈতে হইবেক জানিবে ধনঞ্জয়।
নিষ্পন্ন হইল জদি এই সব জ্ঞান ওঁকারেত জ্যুতিরূপ হৈল বিদ্দমান।
তিন স্থান তিন পথ তিন [যে] অক্ষর তিন মাত্রাঁ সিদ্ধি হইলে হইব গোচর।
তিন মাত্রা অর্ধ মাত্রা তাতে তিনের স্থান ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ধ্যেয়ান।
যুনিবিয্য মহাবিয্য বিয্য অন্তজ্ঞান অব্যয় পরম বিয্য তাতে সমাধান।
তিন মাত্রা দশ মাত্রা প্রণব বিশেষ গুরুগম্যে প্রতীত পাইবা জে উদ্দেশে।
অষ্ট[২] অঙ্গ চতুজ্ঞান তিন স্থান প্রনি একা ব্রহ্ম তিনি দেব গুরুগম্যে জানি।
ওঁকারে প্রভবশ্বর গুরুগম্যে কয়…
ওঁকারে প্রভব সকল চরাচর তিন লোঙকারের প্রভব নহে পর।
এই সব তোমাতে কহিল ধনঞ্জয় শরীরেত জত বৈসে শুনহ নির্ণয়।
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল দেহাতে জে বৈসে সর্ব তনু ব্যাপিয়া ভুবন চতুর্দশে।
চরণের তলে তল জানিবা নিশ্চয় তার উর্ধে বিতল জানিবা মহাশয়।
জঙ্গদেশে সুতল জানিবা নিশ্চিত জানুদেশে তলাতল শুন তার স্থিতি।
মহাতল উরুদেশে জানিবা সর্বথা গুহ্যদেশে রসাতল শুন তার কথা।
সন্ধিদেশে পাতাল সাতের[৩] সপ্ত স্থান বুঝিলে সে পরমাণ গুরু হৈলে জ্ঞান।
ভূলোক নাভিদেশে করএ বসতি ভবলোক প্রদক্ষণে শুন তার স্থিতি।
স্বরলোক[৪] বসতি করএ হৃদিস্থানে মহোলোক বেক্ষস্থলে জ্ঞানপ্রমাণ।
জনলোক কণ্ঠে স্থিতি তপলোক মুখে মস্তকে বসতি করএ সত্যলোকে।
চতুর্দশ ভুবনের শুন এই স্থান জ্ঞান হৈলে পরমাণ ভেদ অনুপাম।
তোমাতে কহিল পার্থ এই সব কথা পঞ্চ প্রাণী কহি শুন জার স্থিতি জথা।
ভ্রূমধএ বৈসে কাম অপান গুহ্যস্থলে কণ্ঠদেশে উদান সমান নাভিমূলে।
ব্যান[৫] বাউ সকল শরীর ব্যাপিয়া পঞ্চ বাউ প্রধান তোমাতে দিমু কহিয়া।
ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম এহি[৬] কাজে হৃদএত স্থিতি পদ্ম আসনেত বুঝে।
এতেক য়ভ্যাস নিত্য করিব পুরুষে ব্যাপিয়া পরমেশ্বর সকলেত বৈসে।
সে জেই জনে য়াত্মাকে করিব দীক্ষিত সেই জনে এই জজ্ঞ করিব নিশ্চিত[৭]।

১ রজুগুন ২ অঙ্গ ৩ সাতেব ৪ সব- ৫ ব্যান ৬ এহী ৭ নিশ্চিত

ধৃতিয় করিব অগ্নিমণ্ডন জপন   সন্তোষ সমাধি এহি জজ্ঞের লক্ষণ।
ইন্দ্রিয় সকল পশু দিবে বলিদান   আপনাকে আপনে হইব সাবধান।
অবনী সমান আত্মা করিবেক স্থির[১]   প্রণব উত্তরায়ণ অলক্ষিত থির।
অব্যাসে মথিব তাকে ধ্যানো উদ্ধারি   দেহাতে জালিব অগ্নি অতি গোপ্ত করি।
অসাদ্ধ সাধনা নিত্য অব্যাস করিব   তিন বিধিবাক্য আসি শব্দ উচ্চারিব।
পাপ দাহন করে হ্রস্ব[২] উচ্চারণে   দীর্ঘ উচ্চারণে পুনি মুক্ষ দান করে।
অপ্যায়ন সকল ব্যাপক পায় পুনি   সুমেরশিখরে[৩] ব্রহ্ম ভেদে উঠে ধ্বনি।
তৈলধারা য়বিছেন্ন পড়ে ভেৃয়মত   শব্দ করএ দীর্ঘ ঘণ্টার নাদবত।
প্রমাণে পরম ব্রহ্ম কহিনু তোমারে   পরত্মা চতুভূজ দেহার অন্তরে।
পূরকে পরিচয় পাইবা ব্রহ্মার   কুম্ভকেতি জান বিষ্ণু পরিচয় তাহার।
রেচকেতে শিব জান দিব পরিচয়   প্রত্যকে আসিব তারা হইলে সদয়।
জতেক অক্ষর জত মাত্রা জত য়ার   বিন্দুর য়াশ্রিত[৪] সব এই তত্ত্ব সার।
সেই বন্ধু ভেদিবেক নাদ য়নুসারে   সেই নাদ ভেদিবে[৫] কেমন প্রকারে।
উঙ্কারে উদ্দেশে জেই উঠে মহাধ্বনি   ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া সেই অকত্য কাহিনী।
সেই বাউ সর্বক্ষণ করে চলাচল   ত্রিবিনিঘাটে আসি হইব অচল।
মুখ নাসিকার মদ্ধে বাউর সঞ্চার   তথ[৬] [ক]রে গতাগতি নাহি হয় বাহার।
নিবর্ত্তথা পাইলাম আত্মাপরিচয়   গুরুগম্যে হইতে সেই হইব উদায়।
তথা নাদ তথা লয় করিব অভ্যাসে   লয় হইলে জুতিরূপ আসিয়া প্রকাশে।
অনাহেতু শব্দ বাজএ দিবারাতি   সেই শব্দ হৈতে হয় শব্দের উৎপতি।
শব্দ হইলে ধ্বনি হয় সুমেরু উপরে   জুত্তিরূপ আছে সেই ধ্বনির ভিতরে।
জুতির ভিতরে মন করিবেক স্থির   তবে মনে লয় পাইলে হইবে গভীর।
গহির ডুবিঞা জে আত্মাতে মন করে   বিষ্টুর পরম পদ তাহার অন্তরে।
এই সকলের পরে জেই ধ্যান হয়   সেই ধ্যান ব্রহ্ম বলি কহিল নিশ্চয়।
শরীরভিতরে যথা জতেক কমল   তাহার নির্ণয় শুন জার জত দল।
এক পদ্ম দেহামর্দ্ধে করএ বসতি   বাল্য তার দশাঙ্গুলি নাভেমূলে স্থিতি[৭]।
অতি সুকোমল নাল তাহার উত্তম   অধোমুখে নির্মল পদ্ম এই য়নুক্রম।
কদলীপুষ্পের প্রায় করএ ঘমস্কাষ   চারু হাস্য সুনির্মল অতি সুপ্রকাশ।

১ স্থির   ২ দ্রূর্ব   ৩ শুমেরসিখরে   ৪ যাশ্রিত   ৫ ভেদীকে   ৬ তথকে
৭ স্থিতি

হৃদএত স্থিতি পদ্ম য়ষ্ট পত্র তার   কলিকা সকল তার শুদ্ধ আকার।
কেশর তাহার মদ্ধে আছে নিম্ন হৈঞা   অঙ্গুষ্টপ্রমাণ মাত্র পুরুখ[১] হইয়া।
মুনি সবে করিআছে এহ সব ধ্যান   ধ্যান করিবার সেই পুরুখপ্রমাণ।
এই সব কথা শুনি কহিল অর্জ্জুনে   এক নিবেদন গোসাঞী তোমার চরণে।
এমত সঙ্কট আমি করিব কেমতে   বিস্তারিয়া সেই কথা কহ ভালমতে।
চিন্তিতে দুচ্চিন্ত সেহ চিন্তিলে না জায়   আরাধিতে দুরাদ্ধে সে নাঞি সে য়ভিপ্রায়।
গমিতে দুর্গম্য অতি য়শক্য গমন   কেমতে সাধিব তাহা কহ জনার্দ্দন।
অধমুখে পদ্ম পুষ্প আছে সৰ্ব্বদায়   হৃদিএ পশিব তাহা কেমত উপায়।
অর্জ্জুনের নিবেদন শুনি ভগবান   অবধান কর পার্থ হঞা সাবধান।
বাউ আকর্ষণ জদি করিব পুরিঞা   হওয়া প্রকাশ হৈব সেই বাউ পাঞা।
দিষ্টী স্তিতি সেই মুল হইব তোমার   তবে অগ্নি জালিবেক দেহার মাঝার।
ধ্যানে ধ্যানে প্রিতি তবে বাড়িব সদায়   স্থির ত হইব দেহা অবনীর প্রায়।
বিবিধ প্রকারে হংস তাহাতে চরয়   মধ্যগতে স্থিতি সেই বহ্নিমণ্ডলয়।
ধয্য হঞা ধ্যান তাতে করিব য়র্চন   অন্তগতি পশিবেক শুনহ কারণ।
তবে পিঙ্গলাতে পুনি করিবে কমল   পিঙ্গলার পূর্ব্বে গতি করিব তখন।
পিঙ্গলার পূর্ব্বে আর বাম দক্ষিণে   আত্মাতে করিব ধ্যান এই অনুমানে।
অধমুর্খে জত পদ্ম করিব উদ্ধার   প্রাণবাউ পাএ কর্ম্মজোগ য়নুসার।
পদ্মপুষ্প অন্তর্গতি করিবেক গতি   বিকাশেত ব্যাধিনাশ শুদ্ধ হয় মতি।
তার পাছে বহে[২] বাউ সরবরতীরে   পশিতে সর্ব্বসুখ সকল শরীরে।
অষ্টদশ কমলেত থাকে সর্ব্বক্ষণ   ধ্যান করেন সদা ইন্দ্রাদি দেবগণ।
তাহার মদ্ধে গিঞা ভানু করেন প্রকাশ   ভানুমদ্ধে রবি শশী করিছে নিবাস।
বহ্নিমণ্ডলে সেই শশী মধ্যে[৩] বাস   অবনী আছএ প্রভা অতি সুপ্রকাশ।
প্রভামদ্ধে পীত গতি বহিল নিশ্চিত   অতি সুশোভনে নানা রত্ন সুবেষ্টিত।
অনেক অনেক বর্ণ্যে করএ সংকাশ   জলমধ্যে অর্ক জেন করএ প্রকাশ।
তাহার মদ্ধে স্থিতি সেই পরম কারণ   নারায়ণ নিরাঞ্জন দেবতা জনার্দ্দন।
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত অতি উজ্বলিত জলে   কৌস্তব প্রকাশে মুনি দোলে বক্ষস্থলে।
আছএ পুণ্ডরীকাক্ষ্য এই অনুমানে   অচ্যুর্ত অনন্ত সেই পাইবেক ধ্যানে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বেত্র বেণু ধরে   শঙ্খ মুষল শূল ধনু বাঁম করে।

---

১ পুরুষ   ২ রহে   ৩ মধ্যে

বোনমালা গলেতে করএ সোশভন অষ্ট বাহু শোভা করে অস্ত্র[১] য়ভরণ।
হরির এমন রূপ দেখিব ধ্যানমনে সেই সে পরম জোগী সিদ্ধ পাইল জ্ঞানে।
পদ্ম অলক্ষ সেই অক্ষর সমানে তপ্ত কাঞ্চন[২] জিনি য়তি দীপ্তমানে।
শুদ্ধ ফটীক জিনি তাহার সংস্কাশ চন্দ্র কোটী জিনি শোভা অতি সুপ্রকাশ।
সুর্য[৩] কোটী প্রতিকাশ পরম নির্মল চন্দ্র কোটী জিনি সেই অতি সুশীতল।
কেয়ুর নূপুরযুক্ত অতি দ.প্তমান শ্রবণে কুণ্ডল কোটীসুত্র[৪] পরিধান।
সত্যজুগে সেই বর্ণ আছিলেক হরি ত্রেতায়াতে রক্তবর্ণ আছিলা মুরারি।
দ্বাপরেত পিতবর্ণ ধরে নারায়ণ কলিযুগে নীলবর্ণ ধরে জনার্দন।
এই ভাব সিদ্ধ জদী হইল তোমার তবে সে জানি সুক্ষ ব্রহ্ম জানিবার।
অতি সুক্ষ অতি সুর্দ্ধ অতি নিরাকার[৫] বিকল্প নাহিক তাঁর নাহি পরাপর।
সেহ নিরাঞ্জন প্রভু অতি য়প্রমাণ জন্ম মির্ত্ত নাহি তার পুরুষপ্রধান।
তাহাকে জানিলে য়ার কিছুই না জানে সর্ব তর্ত্ত বেক্ত সে সকল দেখে শুনে।
তৈল্য য়গ্নিবর্তি পুনি সঞ্জাগ হইলে জ্যোতিরূপ আছে তবে হীন দাপ্ত জলে[৬]।
তাহার কারণ হেতু নির্বাণেত বৈসে[৭] সংকল্প সাধনা হইলে হেতু ফিরে আইসে।
বর্জিল সকল শাস্ত্র তত্ত্ব কৈল সার দুগ্ধ হৈতে ঘৃত জেন করিল উদ্ধার।
অমাত্রাঁ বলি সর্ব বেদের বিহিত অক্ষরে না ধরে স্বর বেঞ্জনে বঞ্চিত।
নাদ বিন্দু হআ পুনি জর্মায় তিথ জাতে আছে এই জ্ঞান সেই দেববিহিত।
এই সব কথা শুনি কহেন অর্জুনে এক নিবেদন গোসাঞী তোমার চরণে।
দেখিতে না পাই জাকে তাতে ভাব্য নাঞি দৃষ্টমান জত দেখি বিনাশি[৮] সমাঞি।
শূন্য স্থল্য দুই নহে কহিল ভগবান জোগিগণে কোন রূপ করিয়াছে ধ্যান।
এ সকল কথা শুনি শ্রীভগবান কহিতে লাগিলা প্রভু য়র্জুনের স্থান।
অন্তে ত্রিপূর্ণ সেই পূর্ণ বাহিরে মধ্যেতে আছএ পূর্ণ কহিল তোমারে।
এইমত সকলেত পূর্ণ নিরঞ্জন জেই জানে সেইজন জ্ঞানপরায়ণ।
কূটে খোজ দেখিবেক পরম কারণ সমধিতে য়াছে হেন তাহার লক্ষণ।
জত কাল দেখি জ্ঞানী আকাশ আকার ততকাল আছে তার মহাচিন্তাভার।
আকাশের মধ্যে জদি জানিল আপনা আত্মাঁতে আকাশ জানে আত্মাবিধী জনা।
আপনাকে আপনে জানিলে কিছু নয় সতন্ত হইলে সেই কিছু না চিন্তয়।

---

১ অস্ত ২ কাঞ্চীন ৩ শুয্য ৪ শুত্র্ ৫ নিরকার ৬ জলে
৭ বেষে ৮ বিনাসি

কলস ভাঙ্গিলে জেন আকাশেত মিশে   আকাশ ভাঙ্গিলে জেন জায় মহা আকাশে।
শরীর ভাঙ্গিলে জেন তেন য়ভিপ্রায়   প্রকৃতি শরীর পৈসে পরম আত্মায়।
এমতি সদৃশ জান পরম আত্মাজ্ঞান   তোমাতে কহিল পার্থ না করিবা আন।
অশ্ব ওারোহনে কিবা গজ য়ারোহণে   পরম সংস্কটে কিবা সংগ্রামেত রণে।
এই মতে জেই জন করএ ধ্যেআন   পরম ব্রহ্মতে পুনি হয় তার স্থান।
জীবত শরীরে সেই জত কর্ম করে   কোন দোষ নাহি পায় কোনঞি প্রকারে।
ভোজন শয়ন কিবা গমন করিতে   শুচি সর্বদায় সেই বসিতে থাকিতে।
এতেক তোমাতে আমি কহিনু ধনঞ্জয়   সর্ব জোগ যোগযুক্ত হৈবা মহাশয়।
বিষম শক্তি এই শাস্ত্র বিস্তর   সকল হইব তোমার মনের গোচর।
সর্ব সঙ্গ[১] হৈতে মুক্ত হইব সর্বথা   আত্মাতে পশিব আত্মা শুন মোর কথা॥

নিরালম্বপদ তাতে অলম্বনা নাঞি   সকল উপজে তাতে কহিনু তোমার ঠাঞী।
তার গর্বে সর্ব হেন করিব অভ্যাস   নিত্য ধ্যান অবিচ্ছিন্ন[২] পরম সন্ন্যাস।
নিরালম্বপদ জদি পাইল একচিত্তে   লয় করিব তবে আপনার অঙ্গেতে।
সর্ব কর্ম ক্ষয় হৈলে পাইবা নিবর্তথা   জাহা[র আটমি লিকে] পরাপর কথা।
[কামপিষ্ট] ভ্রম দৃষ্ট এই সকলেত   সংসারভ্রমণা তেজ আপনা মনেত্য[৩]।
শিলা মৃত্তিকা দাউর ধাউ নিষ্মিত   দেবতা সকল জত বুদ্ধিএ কল্পিত।
অকল্পিত হৈল জেই আপে আপনারে   আত্মা দেবতাহেন মানিল আপনারে।
দেহোঁ দেবতা হেন মানে জেই লয়   জীবদেব সদাশিবং মানিল আপন।
জ্ঞান নির্মাল্য তেজি য়হংকার সভার   পূজা করএ জেই য়জ্ঞান স্বভাব।
আপনার দেহা পূজে দেব হেন জ্ঞানে   কদাচিত পূজা নাই করে এইজনে।
আপনার নিজ গ্রেহে পরশ তেজিঞা   দুর্মতি ফেরএ জেন ভিক্ষা বিচারিঞা।
না পথে চলে মাত্র ঈস্বরু না জানে   সদা হয় শুচি সেই কোটী তীর্থস্থানে।
স্থান করি মূল নির্মূল হৈল জার   ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হৈলে শুচি দেহ তার।
কেহো কারো ভিন্ন নহে হেন জেই দেখে   সেই ত ই বুঝিঞাছে জ্ঞানী বলি তাকে।
সকল বিষই হলে জে মুক্তিমান   বিনির্বিষই হৈলে তবে তাকে কহি জ্ঞান।
য়ঙ্গ্যা হইল জদি আপে আপনারে   সেই সে পরম পূজা বলিব তোমারে।
য়জিজ্ঞাসা হৈল মন তত্ত বুঝিঞা   সেই সে পরম পূজা কিছু না জানিঞা।

---

১ যঙ্গ   ২ অধিচ্ছিন্ন   ৩ মনেত্তা

চিন্তা হৈলে য়চিন্তা হইল বোধ জনে   সেই সে পরম পূজা শুনহ কারণে।
আপনার ইচ্ছা হৈলে কিছুই না হয়   ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে পার্শ্ব প্রত্তয়।
অনিচ্ছা পরম সুখ সর্ব সুখ তার   কিছু দোষ নাঞি পায় য়নিচ্ছা য়াত্মার।
নাদ পরে বেদ নাই শুন ধনঞ্জয়   আত্মা পরে মন্ত্র নাই জানিহ নিশ্চয়।
নিসঙ্গে হইল জার য়ামি হৈল জ্ঞান   সেই সে পরম পূজা কিছুই না জানে।
সন্তোষের ফল পায় নাহিক সর্বথা   লাভে য়পচএ জার নাহী ছেক্ক বেথা।
ঘট ভাঙ্গিলে জেন য়াছএ য়াকাশ   য়াকাশ ভাঙ্গিলে জেন মিশে মহা য়াকাশ।
দেহাভাবে মুক্তি[১] জেই পাইল আপনাতে   স্বরূপে মিশাইব গিঞা পরম য়াত্মাতে।
জথা তথা জায় মন জ্ঞানীর ইচ্ছায়   তথাই সমাপ্ত করি ঈশ্বর ধেয়ায়।
দেহজোতি য়াদি করি সম্বন্ধ সহিত   বর্ণ[২] আশ্রম জার সব সম্বন্দিত।
এই সব ভাব পরিত্রাগ হৈল জার   স্বভাব ভাবএ বন্ধু না ভাবএ য়ার।
বাসনার য়র্থে জত আছিলেক লয়   সেই সব চিত্তেত হইল নির্বিষয়।
বিষএত নির্বিষয় হইল বোধজন   দোষ গুণ নাহি জিয়ে মুক্ত সেই জন।
কিবা করিব সে কিবা না করিব   কথা জাইব সে কথা না জাইব।
গ্রহণ করিব কিবা নাহিক নিশ্চয়   তেজিবারে তেয্য কিবা কিছু না জানয়।
আপনার পূরিত আত্মা ভুবন ভরিঞা   মহাকল্প য়ম্বু জেন সকল ব্যাপিয়া।
পূর্বজন্মের পাপে কিবা বন্ধন য়াছয়   জ্ঞান হৈলে মুক্ত হয় জানিহ নিশ্চয়।
বন্ধন হয় যাতনাত বিকল্প সকল হয় জার   কিছু জ্ঞান লক্ষণ হলে মুক্ত হয় তার।
জাহাতে আছে অনুভাব য়াত্মাস্বরূপ···
সভার সম্বক্তি ভাবএ কেমন   গ্রাহ্য গ্রহণ য়ন্ত বিকল্প সকল।
বন্দেত মুক্ষ নাহিক নাহিক্ক বাক্যীয়   ব্রহ্মেত আছএ কিবা ভাবে নিরাময়।
আছে হেন নাহি তার ধংস তার   বিবশ হলে ভিন্ন নহে জনম নাহি তার।
জলে স্থলে আনলে ভিন্ন নাহি কাতে   সম্পূর্ণ আছএ সেই বেক্ত বিদিতে।
গীতাসার মহাশাস্ত্র কহিনু তোমারে   এই শাস্ত্র জেন বন্ধু মুক্ত হইবারে।
বিষ্ণুপদে বাস তবে পায় সেই জনে   আবিষ্ঠ হইয়া জেই সন্তোষিতমনে।
পঠএ শুনএ জেই বিষ্ণুর মাহাত্ত   সেই সে উত্তম জন উত্তমচরিত্র।
অষ্টাদশ পুরাণের সকল সর্বস   নরব্যাকরণের জত আছে রস।
চারি বেদ মথন করিয়া জত সার   মুনি সব য়ানিলেক ভারতসমাঝ।

---

১ যুক্তি   ২ বর্ণাঃ

চারি বেদ বান্ধেলেক ভারত করিয়া   ভারত করেন দধি বুদ্ধিএ কল্পিঞা।
মথন করিল দধি সেই গীত হৈতে   গীতা হলে গীতাসার উদ্ধারিল তাতে।
সার উদ্ধারিঞা তবে শ্রীভগবান   য়র্জুনের মুখে কুণ্ডে করিলেক দান।
জজ্ঞেত জাজ্ঞকি জেন পূর্ণাহুতি দিল   অর্জুনের মুখে জ্ঞান ঘৃত সমর্পিল।
মনেত মুস্থিঞা স্নান কৈল দিনে দিনে   শরীরে মলাত্যাগ হয় এইখানে।
জে পুরুষে জ্ঞানজালে করএ ত শ্নান   জ্ঞান বলি তারে সেই পুরুষপ্রধান।
একবার জ্ঞানশ্নান করএ জেই জনে   এক সংসারেই বন্ধনা নাশ পাএ সেক্ষেনে।
গীতা নামে স্তবরাজ জেন সেই জ্ঞানে   একই সহস্র সেই স্মঙরে য়ন্তুক্ষণে।
কায়মনবাক্য জার স্বভাব সঙরণ   সাক্ষাতে জানিবে সেই নর নারায়ণ।
সর্বশাস্ত্র সম গীতা কহিনু তোমায়   সর্বতত্তময় মন জানিয় নিশ্চয়।
সর্বতীর্থময় গঙ্গা নাহি হয় য়ার   সর্বদেবময় হরি জ্ঞান আছে জার।
এক চরণ কিবা য়র্ধ চরণ   শ্লোক য়র্ধে কিবা করএ স্মরণ।
এক শ্লোক থাকে কিবা জাহার হৃদয়   তাকে কহি জ্ঞানমন্ত শুন মহাশয়।
নিত্য ধরএ জেবা হৃদত করি   ঘনমধিক সেহ পূর্ণ শরীর।
কৃষ্ণনাম মহাবৃক্ষ হৈল অবতার   গীতা নামে হরিতকি সুফল তাহার।
কি কাজে না খায় লোক না বুঝি কারণ   কলিমলা নাশ পায় খায় জেই জন।
গঙ্গাজলপান আর কপিল-সেবন   তাহা হলে য়ধিক এ নাম স্মরণ।
বাসুদেব পবিত্ত সঙ্গ য়তি উত্তম   কলিজুগে গতি য়ার নাহি ইহা সম।
গীতা সে সহিতে বুঝিতে উচিত   অন্য শাস্ত্র নহে পুনি ইহার সহিত।
বহু শাস্ত্র বহু কথা বহু ব্যাকার   গীতাশাস্ত্র জ্ঞানশাস্ত্র সর্বশাস্ত্রসার।
কৃষ্ণের চরণে মন করহ পালন   আপন উদ্ধার কর স্মঙর বুধজন।
আপনার হিত পণ্য চিন্তহ আপনে   দ্রঢ় করি ভজ সত্য গুরুর চরণে।
জাহাকে জানিতে নারে কাহার সাহায়ে   তাহাকে জানহ সত্ত গুরু উপদেশে।
য়গম্যেত গম্য কর চিত্তে পরশিঞা   বলেন গোবিন্দদাস[১] পয়ার রচিঞা[২] ॥

---

১ গবিন্দ-   ২ পুষ্পিকা: ইতি সারগীতা য়ধ্যায় সমাপ্ত সন ১১৮৯-২ সাল শ্রীগোলক মুখজ্যা লিখন্তে জতা দিষ্ট তথা লিখতে দোশ নাস্তি ইতি স্থলাং ন মাল্যাং ন চ[র]নদাবিন্দং বেধং ন রূপং...

শিবের গীত

বিনয়লক্ষ্মণ

...সতী বড় হয় জদি দেবরিসির ঝি   বুড়াদৈত্য ভজ রামা অধিক বলিব কি
আর দৈত্য বলে দ্রঢ় শুন মোর কথা   আমি বিভা[১] করিব রামা তুমি পাবে কোথা।
নন্দীদূত বলে দৈত্য বুদ্ধি নাঞি তোর   ধর‍্যা লয়্যা জাব রামা শিবের গোচর।
শিবেরে শুভিত কন্যা কৈলাসের ঘরে   নয় সমাচার দি শিব বরাবরে।
বিনয়লক্ষ্মণ বলেন শিবের চরণে   শিব বই ঠাকুর নাঞি সয়াল ভুবনে॥

দুর্গা বলেন দৈত্য রে আমার সনে বাদ   খানিক বিলম্ব কর বিভার দিব সাদ
দৈত্য বলে কন্যা হয়্যা এত বড় আশ[২]   একই গদার ঘায় করিব বিনাশ।
চারি দৈত্যের চারি কথা শুনি ভগবতী   দশভুজা হইলা মাতা প্রচণ্ডা মুরতি।
ভৈরবী গর্জন মাতা দশন কড়মড়ি   দশ হস্তে অস্ত্র ধরে [হেমন্তঝি]আরি।
ক্রোধে চক্ষু রক্ত হইল্য চাক পারা ঘুরে   ধাইল জুগিনিগণ প্রথম সমরে।
জটা পিঙ্গল মায়ের নয়ান পিঙ্গল   ঝলকে ঝলকে মুখে উগারে অনল।
দুর্গারে দেখিআ দৈত্য ডরাইল মনে   আপনি মুর্চ্ছিত হইল দৈত্যের বিধানে।
গড়ের পাথর দেখি [আনিল জুদ্ধ]স্থানে   চারি পাথর চাপাইল দৈত্য চারি জনে।
চারি দৈত্যের বুকে পাথর জগদল দিআ   কৌতুকে দাণ্ডায়্যা হাসে শৈ[লের] মায়্যা।
অনেক দূর মালঞ্চেতে ফুটিআছে ফুল   মত্ত পিকু শব্দ[৩] করে গায় অলিকুল।
মধুকর ঝঙ্কারে কানন কুসুমিত[৪]   মত্ত[৫] [পিকু] শব্দ[৩] করে [গায়] কাকলিত।
নানা পুষ্প বিকশিত কোকিল বৈসে ডালে   চৌদিগে সুশব্দ শুনি ভ্রমরের রোলে।
পুষ্পের সৌরবে দেবীর সানন্দিত মন   বিশালক্ষ্মী[৬] মূর্তি ধরিলেন অভয় দেবগণ।
বিনয়লক্ষ্মণ গান শিবের করি ছন্দ   পুষ্পের সৌরবে দেবীর হৃদয় আনন্দ॥

করে সাজি আকড়ি করি দেবীর গমন   বাকসনা পুষ্পের কাছে দিল দরশন।
আকড়ি দিআ পুষ্পের ডাল নোঙাইল   গন্ধ ঘ্রাণ [শিবের] পুষ্পে কিছু না পাইল।
কহ পুষ্প জিজ্ঞাসি তোমার নাম কি   হেমন্তের কন্যা তোমার নাম জিজ্ঞাসি।
আমার নাম বঠে মাঅ শ্রীমন্ত বাকস   দ্বারী কর‍্যা মোর তরে রাখ্যাছেন মহেশ।
দুর্গা বলেন জাহ পুষ্প তোমারে দিলাম বর   গৃহস্তের পগারে গিআ [সুখে] রাজ্য কর।
এ বাক্য বলিআ হইল দেবীর গমন   য়োকড়া পুষ্পের কাছে দিল দরশন।
আকড়ি দিআ পুষ্পে[র] ডাল নোঙাইল   গন্ধ বাস শিবের পুষ্পে কিছু না পাইল।

১ পা ভিবা   ২ আস   ৩ সব্দ   ৪ কুস-   ৫ মর্ত্ত   ৬ বিসালক্ষ্মী

দুর্গা বলেন কহ পুষ্প তোমার [নাম] কী   হেমন্তের কন্যা তোমার নাম জিজ্ঞাসি।
ওকড়া বলিআ দেবি নাম আমার   শিবের জটায় নাগিলে হয় অতিশয় ভার।
দুর্গা বলেন জাহ পুষ্প তোমারে দিলাম বর   গঙ্গার নিকটে গিআ সুখে রাজ্য কর।
এ বাক্য বলিআ দুর্গা করিল গমন   ধুতুরাপুষ্পের কাছে দিল দরশন।
আকড়ি দিআ টানিঞা পুষ্পের ডাল নোঙাইল   গন্ধ ঘ্রাণ শিবের পুষ্পে কিছু না পাইল।
দুর্গা বলেন কহ পুষ্প তোমার [নাম] কি   হেমন্তরিসির কন্যা আমি নাম জিজ্ঞাসি।
আমার নাম বটে মা গো শ্রীমন্ত ধুতুরা   আমার ফল খায়্যা নাচে শিব শঙ্কর বুড়া।
দুর্গা বলেন জাহ পুষ্প তোমারে দিলাঙ বর   পালান্যা ভিঠাতে গিআ সুখে রাজ্য কর।
এ বাক্য শুনিঞা পুষ্প হেঠ কৈল মাথা   সম্পাত হইল দেবি বর পাব কোথা।
দুর্গা বলেন শূদ্র[1] হয়্যা তোমা পুষ্প তুলিব জেই নরে   শিবেরে না দিআ পুষ্প আপনি জদি পরে।
তার জত পুণ্য থাকে তাহা পাবে তুমি   শ্রীফলপুষ্পের কাছে গেলেন ভবানী।
আকড়ি দিআ নবিদুর্গা ডাল নোঙাইল   গন্ধ ঘ্রাণ শিবের পুষ্পে কিছু না পাইল।
দুর্গা বলেন কহ পুষ্প তোমার নাম কি   হেমন্তরিসির কন্যা আমি নাম জিজ্ঞাসি।
আমার নাম বটে মা গ শ্রীমন্ত শ্রীফল   আমার জনম বটে তোমার হৃদয়ভিতর।
দুর্গা বলেন জাহ পুষ্প তোমায় দিলাঙ বর   শিবের জটায় তুমি থাক নিরন্তর।
তোমার পুষ্প দিআ জে পূজিব শিব জুগি   অনক্ষণ হরগৌরী তার হৃদে থাকি।
এ বাক্য বলিআ হইল দেবীর গমন   কিয়াপুষ্পের কাছে দেবী দিল দরশন।
আকড়ি দিআ পুষ্পের ডাল নোঙাইল   গন্ধ ঘ্রাণ শিবের পুষ্পে কিছু না পাইল।
উত্তর মল[অ]াগিরি বহে ত পবন   কিআর কাটায় বেড়ে দেবীর গায়ের বসন।
ক্রোধ করি ভগবতী বস্ত্রে দিলেন টান   দেবীর গায়ের বসন হইল সাত খান।
দুর্গা বলেন কহ পুষ্প তোমার [নাম] কি   পর্বতের[2] ঝি তোমার নাম জিজ্ঞাসি।
আমার নাম বটে[3] মা গ শ্রীমন্ত কিআ   দেবী বলে চিরিলে কেন বস্ত্র সর্বজয়া।
দুর্গা বলেন জাহ পুষ্প তোমারে দিলাঙ বর   গরুর ভাগাড়ে গিআ সুখে রাজ্য কর।
এ বাক্য শুনিঞা পুষ্প হেট কৈল মাথা   সম্পাত হইল দেবী বর হব কোথা।
তোমা পুষ্প ভাদ্র মাসে তোলে জেই নরে   শিবে নাঞি [দি]আ পুষ্প আপনি জদি পরে।
তার জত পুণ্য থাকে তাহা পাবে তুমি   রচিল লক্ষ্মণ দ্বিজ সেবিআ ভবানী॥

করে সাজি আকড়ি করি দেবীর গমন   সুবর্ণ প্রাচীর কাছে দিল দরশন।
সুবর্ণ প্রাচীরে দেখি সহস্র জোজন   নানা রূপের পুত্তলি তাহে বিশার গঠন।

১ সুদ্র   ২ পর্ব্বতেপের   ৩ অতি. বটে

সুবর্ণের পুত্তলি তাহে মানিকের চক্ষুদান সুবর্ণের প্রাচীর দেখি কপাট নির্মাণ।
আম্রকাষ্ঠের[১] কপাটখান ত্রিভুবনে জানি সুবর্ণের গজাল তাহে মুকুতার গাথনি।
হস্ত দিআ ভগবতী কপাট খসাইল পুষ্প দেখি পার্বতী মা বলিতে লাগিল।
ধন্য ধন্য মালঞ্চ সৃজিল ত্রিলোচন সুর মনির তপস্যা ভঙ্গ মালঞ্চ দরশন।
করে সাজি আকড়ি দেবী পুষ্পের পানে চায় নানা রত্ন জলে[২] জত গাছের তলায়।
ভূমিচাপা মালঞ্চে আছয়ে থরে থর গন্ধে আমোদিত পুষ্প বিকশিত সকল।
মালঞ্চে অনেক পুষ্প আছে শত শত পুষ্প তোলে পার্বতী মা বলিতে পারি কত।
তুলসী শ্রীফল তোলে পারিজাত মালি তুলিল রাঙ্গন য়োড় পলাশ পিঅলি।
কুন্দ ভোঁচা বাকসনা কুড়চি টগর শিউলি পরুলি তোলে চাপা নাগেশ্বর।
সামলি জুতিকা ধাত্রি মল্লিকার ফুল দনাকরবীর তোলে কদম্ব বকুল।
লবঙ্গ নারেঙ্গ চুআ সুগন্ধি নিআলি কেআ কেতকি পুষ্প আঁগোলা বন্ধলি।
জাতি জুতি ছোলাঙ্গ পুষ্প আর কুরগুক কনক করবীর তোলে আর মরুবক।
বাকসনা হিজল পুষ্প দনামরুআর ফুল কনকচাপার ডালে বসি ডাকয়ে মউর।
মউরের সুবাদে ভ্রমরের বোল পুষ্পডালে [পিকু] জত করে সুশব্দ রোল।
আনন্দিত মন ভবানীর মালঞ্চের বনে করে সাজি আকড়ি দেবীর আনন্দিত মনে।
হেনকালে দেখেন দেবী পুষ্প ভরদ্বাজি বনসনা পুষ্প তুলি পূরিলেন সাজি।
রাঙ্গন হিজল পুষ্প শিউলি অতসী সাজিতে না ধরে পুষ্প দেখিআ মনেতে হাসি।
মালঞ্চে থাকিআ দেবী তোলে নানা ফুল পুষ্পের সৌরবে জত বেড়ে অলিকুল।
কনকচাঁপার ডাল ভাঙ্গিআ পেলে[ডা]ল অশোক[৩] বাকস ভাঙ্গেন ভ্রমর চালাবার।
ঘাটুপুষ্প তুলিলেন বৈশাখের মালি জলে উল্যা কমল তোলেতে সহস্র পাকড়ি।
সোলা কালা পুষ্প তুলিলেন আর পানিকলার ফুল শিবপূজা করিব দেবী মানস সমতুল।
মালঞ্চ ভিতরে আছে দিঘি সরোবর সাণেতে রচিত ঘাট সুবাসিত জল।
তার পূর্বদিগে পাষাণের[৪] বারদ্বারি ঘর তার উপরে বারটঙ্গি বার দেন হর।
সেই ঘাটে স্মান[৫] করেন মাতা রিসির ঝিআরি কাম্য করি পূজা করেন দেবী মাহেশ্বরী।
কত পুষ্প দিআ তবে পূজিলেন হর ধ্যানে জানিলা প্রভু দেব মহেশ্বর।
শুকদেব নারদে প্রভু সঙ্কেত করিআ বারটঙ্গির উপরে হর বার দেন সিআ।
ভবানী জানিলা মনে বার দিলেন হর ভয় ভীত[৬] লুকান দেবী মালঞ্চভিতর।
বিনয়লক্ষ্মণ বলেন হরপদ আশে অন্তকালে দয়া করি রাখিহ কৈলাসে॥

১ আম্র- ২ জলে ৩ অসক ৪ পাসানের ৫ স্থান ৬ ভিত

আজি রাখ তুলসীপুষ্প পত্রে লুকাইআ   উপকার মানিব আমি হিমালয় গিআ।
আগ্যের তুলসী বলেন জোড় করি হাথ   আমি কেমনে রাখিব মাতা মোর ছোট পাত।
এ বাক্য শুনিঞা হইল [দে]বীর গমন   জবাপুষ্পের কাছে গিআ দিল দরশন।
আজি রাখ জবাপুষ্প পত্রে লুকাইআ   উপকার মানিব আমি হিমালয় গিআ।
জবাপুষ্প বলে দেবি রাখিব লুকাইআ   আসিবেন জগতের নাথ দিব বাড়াইআ।
এ বাক্য শুনিঞা দেবী ছাড়িল নিশ্বাস   জবাপুষ্পে শাপ[১] দিল হর গন্ধবাস।
এ বাক্য বলিআ হইল দেবীর গমন   ধুতুরাপুষ্পের কাছে দিল দরশন।
আজি রাখ ধুতুরাপুষ্প পত্রে লুকাইআ   উপকার মানিব আমি হিমালয় গিআ।
ধুতুরাপুষ্প বলে আমি দিতে পারি স্থল   অনক্ষণ ভোলানাথ তোলে মোর ফল।
মান হরিদ্রা বাড়ে দেবীর প্রতিআশে   তার গোড়ায় অভয়া লুকাইল তরাসে।
অশোকবৃক্ষ বলে মা গ আমি দিব ঠাঞি   তোমারে রাখিলে রোষ করিব গোসাঞি।
অশোকের[২] পত্রে লুকাইল দেবী ভগবতী   মাকড়ের জালে স্থত্রে ঢাকিল শীঘ্রগতি[৩]।
অশোকের পত্রে লুকাইলেন ভগবতী   সেই চারি দৈত্য লয়্যা শুনিব ভারতী।
শিবের অঙ্গের সৌরবে পবন বেগে ধায়   জিআইআ চারি দৈত্য পাথর পেলায়।
সংভ্রমে উঠিআ দৈত্য গদা লয়্যা করে   আসিআ প্রণাম করে দেব মহেশ্বরে।
আজি অপরূপ মোরা দেখিনু মালিনী   মালঞ্চে দেখিনু আজি ইন্দ্রের নাচনী।
বিনয়লক্ষ্মণ গায় শিবের করি ছন্দ   মালিনী দেখিআ গোসাঞি লাগে বড় ধন্দ॥

অপরূপ মালঞ্চের বনে

শুন প্রভু ত্রিলোচন   কহি সত্য বিবরণ
রূপবতী দেখিব ত্নয়ানে[৪]।
কি কব বদন ছাঁদ   জিনি পূর্ণিমার চাঁদ
শিরে রহে চামর লজ্জিআ
ভালে শোভে সিন্দূর   প্রভাতের দিবাকর
শোভে সিন্দূর কেশ বেড়িআ।
কি কব লোচন ভাতি   খঞ্জনের আকৃতি
শ্রবণেতে শোভে কুণ্ডলিকা
ভ্রূভঙ্গি ধানস্থ গর্জি   অধর জারকে বর্জি
গরুড় জিনিঞা নাসিকা।

---

১ সাপ   ২ অসোকের   ৩ স্গিগ্রগতি   ৪ সুনয়ানে

জিনিঞা কুকিল রায় বচন অমৃতকায়
কণ্ঠা দেখি কুম্ভ অম্বু লাজে
গলে শোভে গজমতি কুচ দাড়িম্বের যুতি
পরিধান পট্টবস্ত্র সাজে।
জিনিঞা কেশরী মাজ কি কব অদ্ভুত সাজ
ভুবনমোহন শঙ্খধারী
অঙ্গুলি চম্পক জিনি পুষ্প হেতু মালিনী
উর্বশী সমান সেই নারী।
রাজহংসগতি জায় মরাল জিনি নূপুর পায়
চলিতে মধুর[১] শব্দ শুনি
শুন প্রভু ত্রিলোচন কহি সত্য বিবরণ
দেবকন্যা হয়্যাছেন কল্যাণী।
করে সাজি আকড়ি ধরি গড় ডিঙ্গাইল নারী
দেখি সবে হনু চমকিত[২]
সবে কহিলাম বিসম্বাদ আজ হৈল পরমাদ
তুমি জান সকল বিদিত।
গড়ের পাথরখানে চাপাইল দৈত্যগণে
প্রাণ লয়্যা হইল সংশয়
কি জানি দৈবের বর পেলি টেল্যা পাথর
শুন প্রভু দেবের দেবরায়।
শুনিঞা দৈত্যের বাণী ধ্যানে জানি শূলপাণি
কর নন্দী মালিনীর তবাস
অবনী লোটায়্যা কায় প্রণমি শিবের পায়
গাইল লক্ষ্মণ শিবের দাস॥

শিব বলেন নন্দী আরতি কুলাবে ঝাট বৃষ ত্রিসক আনিঞা জোগাবে।
শিবের আজ্ঞা পায়্যা হইল নন্দীর গমন মন্থুরথের কাছে গিআ দিল দরশন।
আনিঞা শিবের বৃষ স্নান[৩] গঙ্গাজলে অনেক প্রকারে নন্দী বৃষের[৪] সাজ করে।

১ মুধর ২ চমচিকিত ৩ স্থান ৪ বৃিসের

লেজেতে নেজাড় দিল কাঞ্চনের ডুরি সোনার কড়্যালি দিল রূপার মুখনালি।
বেলন পাটের থোপ মুকুতা সারি সারি গলায় কাঞ্চনমালা দিল থিরি থিরি।
উরমাল ঘাঘর দিল চৌদিগ বেড়িআ গঙ্গাজল চামর বান্ধে গলায় তুলিআ।
এই ত শিবের বৃষ জাবেক বহুত দূর চারি চরণে দিল বাজন নূপুর।
বৃষ সাজে নন্দীবীর দেবতা বলে ভাল বৃষের পৃষ্ঠে বিছাইল কেঙড্যা বাঘের ছাল।
বৃষের সাজ করে নন্দী দেবতা দেখে বয়্যা বৃষের উপর তুল্যা দিল সুবর্ণের পঞ্চ টায়্যা।
বৃষ সাজন করে নন্দী মনে বড় সুখ বৃষের ডালি পাশে দিল মানিকের চাবুক।
মুখের বাক্য বলিতে বিলম্ব হয়্যা গেল ঝাট করি বৃষ ত্রিসক আনিঞা জোগাল্য।
শিঙ্গা[১] ডমুরু লয়্যা শিবের বিত্তমানে শিঙ্গা[১] ডমুর পায়্যা হর আনন্দিত মনে।
শিঙ্গা ডমুর পায়্যা শিব নিলেন বাম করে লম্ফ দিআ চড়িলেন শিব বৃষের উপরে।
লম্ফ দিআ বৃষপৃষ্ঠে চড়িলা ত্রিপুরারি হিমালয়শিখরে জেন উরিল কেশরী।
বাসকির শত ফণা শিরে ছত্র ধরে ডাক দিআ বলেন হর নন্দী ক্ষেত্রির তরে।
ভাঙ্গের গুড়া লেহ নন্দী পথের সম্বল শিবের আজ্ঞায় নন্দী বুদ্ধি উপায় কৈল।
[সবিশেষে] সাত সিদ্ধি গুড়া করি নিল…
আগে আগে চল নন্দী লয়্যা সিদ্ধের ঝুলি মালঞ্চবনে উপনীত প্রভু দেব শূলী।
নবখণ্ড মালঞ্চ দেখি বলে পশুপতি নন্দীর তরে বলেন শিব মধুর ভারতী।
দেখ পুত্র ভীম রে মালিনী কোথা গেল কে মোর মালঞ্চবন নবখণ্ড কৈল।
শিবের আজ্ঞা পায়্যা ভীম নন্দীর গমন সকল মালঞ্চবন করিল ভ্রমণ।
মালিনী না পায়্যা আইল শিব বিত্তমানে রচিল লক্ষ্মণদেব সেবি পঞ্চাননে॥

নারদ বলেন মামা তোমার চক্রবাণ করে চক্রবাণ খেপন কর মালঞ্চ ভিতরে।
নারদের বচন শিব শ্রবণে শুনিল মালঞ্চ বেড়িআ শিব চক্র ক্ষেপণ করিল।
জে গাছে পার্বতী আছেন সেই গাছে চক্র রহিল সেই গাছের তলায় শিব বিশ্রাম করিল।
বৃক্ষের উপরে থাকি [ভাবেন] ভবানী মালঞ্চে আইনু কেন হইআ মালিনী।
জে প্রভুর সেবা করিলাম এ বার বৎসর সেই শিব বৃক্ষের তলে আমি গাছের উপর।
বড়ই সঙ্কট আজি হইল আমারে এ বৃক্ষ ছাড়িআ আমি জাব কোথাকারে।
কি কৈল দারুন বিধি ললাটে লিখন ভোলানাথ ভা[বি] দেবী করেন রোদন।
গাছের উপর থাকিআ দেবী ভাবেন বিশ্বনাথ শিবের অঙ্গেতে দেবীর হইল অশ্রুপাত।

---

১ সিঙ্গা

শিব বলেন আছে চোর গাছের উপরে   চারি দৈত্যে আজ্ঞা দিল নারদ কোঙরে।
চারি দৈত্য উঠিল গিআ গাছের উপরে   দুর্গায় ঠেলায় দৈত্য পড়িল ভূমিতলে।
কার ভাঙ্গিল আঁঠু কার ছিড়িল নেতের ধড়ি   শিবের মালঞ্চে দৈত্য জায় গড়াগড়ি।
শিব বলেন বিদ্যাধরী ভূমে নাব তুমি   ডাল ভাঙ্গি পড় পাছে চিন্তিত বড় আমি।
গাছে থাকি বিদ্যাধরী ভূমেতে নাবিল   শিবের চরণে দুর্গা প্রণাম করিল।
ধন্য সুন্দরী রামা থাক জার ঘরে   তোমার পাদপদ্ম জিনি ভ্রমর মধুকরে[১]।
বিনয়লক্ষ্মণ গান শিবের করি ছন্দ   দুর্গারে পাইআ শিবের পরমা আনন্দ॥

দেবী সাজি ভূমে থুয়্যা জোড় করিল কর   মোরে বিদায় দেহ জাই জনকঘর[২]।
পুষ্প তোল সুন্দরী রামা পূজা কর কারে   স্বরূপ[৩] কর্যা কহ জদি পাঠায়্যা দিব[৪] ঘরে।
পিতা মোর হেমন্তমনি আমি তার ঝি   মা মোর মেনকা বঠে অধিক বলিব কি।
পুষ্প তুলিতে আইনু আমি মুনির বচনে   দৈবের নির্বন্ধে দেখা হইল তোমা সনে।
আমি নাহি জানি প্রভু মালঞ্চ তোমার   মোরে বিদায় দেহ মালঞ্চ না আসিব আর।
তোমার জাতি নষ্ঠ কর্যা থোব কুলের খাঁখার   ধর্যা নয়্যা বিভা দিব দৈত্য ভাতার।
ভাল কথা কহিলে প্রভু দেবের দেবরাজ   আর জদি মালঞ্চে করি হেন চ্ছার কাজ।
তুমি দৈত্য তুমি শিব তুমি নৈরাকার   তোমার চরণে রহুক গৌরীর খাঁখার।
শিব বলেন কাচলি ঘুচাহ কাচলি তোমার বুকে   গৌরীর রূপ দেখিআ হর মনের কৌতুকে।
ধন্য সুন্দরী রামা ধন্য বাপ ভাই   ধন্য মা জননী তোমাএ উদুরে দিল ঠাঞি।
ধন্য বসুমতী রামা তোমার পাএর হেট   ধন্য দিবস আজি তোমা আমায় ভেট।
ধন্য মালঞ্চবনে কর্যাছ গমন   তোমা রামা দেখিআ লক্ষেক পাল্যাঙ ধন।
সুরপুরে গন্ধর্বের জতেক রূপ ছিল   সভারে বঞ্চিআ বিধি তোমা নির্মাইল।
বিনয়লক্ষ্মণ গান শিবপদগতি   দুর্গারে দেখিআ জে ভুলিল পশুপতি॥

ভুজ মৃণালপ্রায় সিংহ মাঝা জিনি   সহজে অবলা নারী কুঞ্জরগামিনী।
নিতম্ব হইআ চল রম্ভা উরুভার   পদযুগে নূপুর তোমার সুধনি সুসার।
চাহিবার ছটা তোমার দুষিআ খঞ্জন   দেখিআ মুনির মন টলে হয় অচেতন।
তোমার রূপ দেখিআ মুনির মন টলে   ভ্রমর লুভিত জেন কমলের ফুলে।
চিকুর দেখিআ মউর ছাড়িল ধীআন   তোমার রূপ দেখিআ শিব করে অনুমান।

১ মধুককেরে   ২ জনেক-   ৩ সরূপ   ৪ দ্বিব

তোমার রূপচন্দ্রের রেখা অতি সুশোভিত অধর সুরঙ্গ তোমার পাঙ্কলি বিকশিত।
তোমার কণ্ঠের শোভা করে সতেশ্বরী হার নাভি গভীর তোমার পীন পয়তার।
সরুজ জিনিঞা নাসা অতি সুমঙ্গল শ্রবণে শোভা করে তোমার মকর কুণ্ডল।
ললাটে সিন্দূর তোমার উদিত দিবাকর কোলে শোভা করে তোমার বালক শশধর।
শুন সুবচন রামা করি পরিহার এ কামসাগরে শিবেরে কর পার।
তুমি আমার দানপতি আমি তোমার ভিখারী এ কামসাগরে পার কর ল সুন্দরী।
এ রূপ জোবনে দেখা কেন দিলে মোরে বিষম[1] মদনবাণ দুর্গার শরীরে[2]।
সুন্দর মালিনী হে দুল্লভ মালিনী দেখিআ তোমার রূপ মোহিত শূলপাণি।
মালঞ্চ ভাঙ্গিলে রামা তার নাঞি দায় আলিঙ্গন দিআ রাখ দেবের দেবরায়।
বিনয়লক্ষ্মণে গান ভাবি মহেশ্বরে পুষ্পগ্রামে ঘর বটে জাহ্নবীর তীরে॥

আমার মালঞ্চবনে ফুল তোল কার সনে
দেবতা গন্ধর্ব নাহি এথা
সুর মনি গন্ধর্ব রামা জখন না ছিল তারা
তুমি রামা তখন ছিলে কোথা।
নীল অনীলের জস আছিল অনাস্থ পাশ[3]
আমি আইলাঙ তোমার কারণে
মনি দিলেন আরতি পূজিবেন যুগপতি
মোর পিতা পূজে ত্রিলোচনে।
কোন শিব তোর বা পূজে সেই শিব দেখ কাছে
নয়ান ভরিআ আসি দেখ
ত্রিদশের নাথ আমি অবগতি কর তুমি
আপনার হৃদয় ভরি রাখ।
কেন ল বিরস মন ঘরে হারায় কি বা ধন
হাস্য রস নাহিক তোমাএ
নানা অলঙ্কার গায় সুবর্ণ নূপুর পায়
নিষ্ঠুর তোমার বাপ মাএ।
শুন মীনকেতন না করিহ জতন
এ ভাল ব্যবহার লয়

১ বিসম ২ স্বরিরে ৩ পাস

মুদিত পদ্মের কলি নাহি তাহে বৈসে অলি
গন্ধ বাস কিছুই না রয়।
বিনয়লক্ষ্মণে গায় ভাবিআ শিবের পায়
শিব বিনে অন্য নাহি জানি
শিবের ভবানী শৈব[1] সনাতনী
সভায় রক্ষ নারায়ণী ॥

বিনি কলঙ্কে কেবা আছয়ে ভুবনে সভার কলঙ্কের কথা শুন মোর স্থানে।
অনাদ্যি নিরঞ্জন হৈল সৃষ্টির করতার প্রথমে কুন্তী দেখিআ মন টলিল তাহার।
বড় ভাই ব্রহ্মা বলান মুনিজন মুহিনীর সাঁপে [হৈল] মর্তে অপূজন।
কহিতে সে সব কথা মনে লাগে ব্যথা তারপর কহি শুন নারায়ণের কথা।
নারায়ণ বঠেন প্রভু সর্ব কার্জে স্থরা ঘৃত দধির ভার বয়্যা কান্ধ হইল পূরা।
সাতার কথা কহি শুন আপন শ্রবণে রাম বিগুমানে সীতা হরিল রাবণে।
অম্ববলিকার বহু কুন্তী পাণ্ডববনিতা শৃঙ্গার করিল স্বামী শুন তার কথা।
এক স্ত্র। লাগিআ মুনির[2] স্ত্রী বদল করিল সুরপতি হয়্যা[3] ইন্দ্র গুরুঃপত্নী হরিল।
চন্দ্রের কলঙ্ক শুন চণ্ডিকা দেবীগণ উর্বশীর সাপে চন্দ্রের খসিল দশন।
সমুদ্রের কলঙ্ক দেখ লবণপ্রায় জল পাণ্ডব্যা কুলে জর্মিঞা ভীম ভখিল গরল।
একে একে কলঙ্ক দেখ আছে তিন পুরী তুমি কলঙ্ক থুইআ জাহ মালঞ্চের বাড়ি।
দুর্গা বলেন বিশ্বনাথ আমার বাক্য ধর সাজির পুষ্প লইআ গন্ধর্ব বিভা কর।
বিনয়লক্ষ্মণে গান শিবের করি ছন্দ ক্রিপা কর বিশ্বনাথ হৃদয়আনন্দ ॥

পার্বতীর বচন শিব শ্রবণে শুনিল নারায়ণী ডাক্যা শিব বলিতে লাগিল।
শিব বলেন নারদমুনি আরতি কুলাবে চারিগাছি রামকলা আনিঞা জোগাবে।
আরতি পাইআ হইল মুনির গমন চারিগাছি রামকলা জোগাল্য তখন।
চারিদিগে পুতিলেন চারিগাছি কলা মধ্যে থুইল মুনি পুরন্ত ঘট বারা।
অশোকের[4] পত্রে হইল মউড় ছামনি দেবী দেন জয় জয় ডম্বুর বাজান শূলপাণি।
শিবের গলার মাল্য দুর্গার গলায় দিল হরগৌরী দুই জনে মালা বদল করিল।
ছামনি করি বসিলেন যুগের যুগপতি বামদিগে বসাইল অভয়া পার্বতী।

১ সৈব ২ মুন্বির ৩ হয়্যাইয়্যা ৪ অসকের

উরে[১] বসাইআ হর দেবীর রূপ চাএ   কমলের বনে জেন ভ্রমর মধু খায়।
কমলে ভ্রমরে জেন হয়্যা গেল মেলা   পুষ্প পায়্যা কেলি জান করয়ে ভ্রমরা।
দেবী বলেন টুটিল মোর জত উপবেশে[২]   ধুলায় লোটায় মোর শিরের চাচর কেশে।
উপবেশ[২] টুটিল আমি কি লয়্যা জাব ঘরে   ইহা দেখিলে মুনি সবে পরীক্ষা দিবে মোরে।
না জানি কহিবে তথা কিরূপ বিধান   পরীক্ষায় তারিবে মোরে দেব ত্রিনয়ান।
না জানি কি হব তথা কহ পশুপতি   ঠাকুর বলেন পরীক্ষায় জাইব শীঘ্রগতি।
বিনয়লক্ষ্মণে গান শিব শিবগতি   পুষ্পশয্যায় রহিল দোঁহে শঙ্কর পার্বতী॥

॥ পালা সাঙ্গ॥

রাম রাম স্মরণেতে প্রভাত রজনী   খট্টা হইতে গা তুলিলেন মহেশ ভবানী।
প্রাতষকীর্তি দন্তধাবন করিল ত্রিলোচন   প্রাতস্নান করিআ পূজেন ধর্মের আসন।
করপুটে কুসুম অতি গন্ধে সুললিত   পূজা সাঙ্গ পাটশালে[৩] বসিলেন তুরিত।
বাঘছাল চাপ্যা শিব বসিলা পাটশালে[৩]   শিবের কাছে আসিআ দেবী কহে কুতূহলে
অঞ্জলি করিআ দুর্গা করেন নিবেদন   মোরে আজ্ঞা দেহ জাই জনকসদন।
দেবীর কথা শুনিঞা কহেন যুগপতি   বিংশতি দিব[স] রহ মালঞ্চে পার্বতী।
তবে তুমি জাইহ দেবি জনকসদন   কথ দিন একত্রে বঞ্চিব দুই জন।
ভাল কথা কহিলে প্রভু দেবের দেবরাজ   জগত ভরিআ মোর রহিল বড় লাজ।
আছিল নির্বন্ধ কালি মুনির বিদ্যমানে   [আ]সি রাত্রি বঞ্চিলাম তোমার মালঞ্চের বনে।
দেহ না বিদায় মোরে প্রভু দেবরায়   পুষ্প লয়্যা জাব আমি জথা হিমালয়।
পুষ্প লয়্যা গেলে মোরে কি বলিব মনি   স্মরণ করিলে তথা জাইবে আপনি।
না জানি কি হবেক মোর কপালের বিধান   পরীক্ষায় তারিহ [মোরে] প্রভু ত্রিনয়ান।
পুষ্প লয়্যা গেলে মুনি কি বলিব মোরে   তোমার সেবা করে মুনি গর্জয়ে আমারে।
না জানি কি হবেক মোর কহ পশুপতি   [শিব ব]লেন পরীক্ষায় জাব শীঘ্রগতি।
দেবী বলেন এ কথায় প্রত্য হয় নাঞি   অনক্ষণ কুচিলা খায় শুনহ গোসাঞি।
[সকল জন্ত্রনা মোর] দেব ত্রিলোচন   বিপত্য হইলে জদি না জাহ তখন।
শিবের পদতলে কহে বিনয়লক্ষ্মণে   শিব বই ঠাকুর [নাঞি সয়াল ভুবনে]॥

জত জীব তত শিব শক্তি ছাড়া নাঞি   তোমার বিপত্যে না জাই জদি ধর্মের দোহাই।
অন্য মত নয় কভু আমার বচন   মোর কথা লঙ্ঘন হইলে নষ্ট ত্রিভুবন।

১ উরে   ২ উপবেসে   ৩ পাটসালে

এ কথা শুনিঞা দেবী হইলেন প্রণাম দেবীরে বিদায় দিআ আইলেন ত্রিনয়ান।
এক পা আগুআন দেবী আর পা পাচ্ছান[১] শিবের তরে পড়ে মনে ফিরা ফিরা চান।
সঘনে ফির‍্যা চান দুর্গা পথ নাহি ভালে উপনীত হল্যেন দেবী বল্লুকার কূলে[২]।
ভাঙ্গা শঙ্খ কাচলি চিলের তরে দিআ সমুদ্র পার হইলা দেবী সানন্দিত হয়্যা।
ক্ষেণেকে অভয়া মা না[না] মূর্তি ধরে দিন অবসানে মাতা প্রবেশে নগরে।
দেবীরে দেখিআ ধাএ নগরের নারীগণ জেন অজোধ্যায় রাম আইল তেজিআ কানন।
বিনয়লক্ষ্মণ বলেন শুন ত্রিলোচন নবিদুর্গা নিজপুরী দিল দরশন॥

করে সাজি আঁকড়ি করি হিমালয়ে মাহেশ্বরী
দেখি ধাএ এ পাট পড়সি
মেনকা আসিআ কাছে বলে ঝিয়ে রহ নাছে
শুনি দেবী মনে মনে হাসি।
চাহে দেবী মায়ের মুখ কেন মা তোমার দুঃখ
মোর দৈব না জায় খণ্ডন
মাঃ হয়্যা হেন কথা মনে নাহি ভাব ব্যথা
শুন মাতা করি নিবেদন।
গেলাম মালঞ্চপুরী দেখিলাঙ ত্রিপুরারি
পথে যুদ্ধ অসুরের সনে
না জান পথের বাত্রা জাতিনাশা[৩] কহ কথা
রহিতে বল বাহির ভুবনে।
বিনয়লক্ষ্মণে গায় ভজিআ[৪] শিবের পায়
জনমে জনমে তুয়া বাস
জেন ভকত হয় উদ্ধারিবে নিশ্চয়
সেবকের পূরিবে আশ[৫]॥

পুষ্প লয়্যা আইল জদি হেমন্তনন্দিনী হেনকালে কহে ভ্রগু দুরাক্ষর বাণী[৬]।
ভ্রগুঋষি বলে শুন জত মহামুনি জে রূপেতে কন্যা ছিল আমি ভাল জানি।
সাত সমুদ্রের পার শিবমালঞ্চ বাড়ি নন্দীকাল আছে তথা মালঞ্চপ্রহরী।

---

১ পাছ্যান ২ কুলে ৩ -নাসা ৪ -জিআ ৫ আস ৬ বানি

এ ভরি জুবতি কন্যা মালঞ্চের বনে   কিরূপে আছিল কন্যা বুঝ্যা দেখ মনে।
অভয়া পরীক্ষা লউক জদি হয় সতী   তবে অই পুষ্প দিআ পূজিব পশুপতি।
মুনির কথা শুনিঞা দুর্গা ভাবেন ভবানী   মালঞ্চে গেলাম কেন হইআ মালিনী।
না জানি কপালফলে কি লিখিল ধাতা   আপনি তারিআ লহ জগতের দাতা।
কি লাগিআ প্রাণনাথ মালঞ্চে কৈল বল   মনিসকলে পরীক্ষ্যা দেয় রক্ষ মহেশ্বর।
ধেয়ানে জানিঞা হইল শিবের গমন   অন্তরীক্ষে থাকিআ শিব বলেন বচন।
পরীক্ষা লেহ ভগবতী দেবঋষির কাছে   আপনি তরিআ লব দেবের দেবরাজে।
শিবের কথা দুর্গা বিনে না জানে অন্য জন   বিনয়লক্ষ্মণে গান সেবিআ ত্রিলোচন॥

অভয়া পরীক্ষা করে   [আল্য] দেব মহেশ্বরে
মনিগণে করিতে উদ্ধার
জত জত মুনিগণ   হরিষ বিষাদ মন
শঙ্খধ্বনি জয় জয়কার।
দেবী স্নান করিআ [জলে]   জল নিল কমণ্ডুলে
তুলসী তুলিআ ধরে করে
অর্ঘ্য[১] লইআ করে   অর্ঘ্য তুলিআ ধরে
পূর্ণিত করিআ গঙ্গাজলে।
প্রথমে করি অনুবন্ধ   তথি নাহি করে ছন্দ
সপ্ত ঘট করে সপ্ত বার
পতিত পাইআ পথে   সয়চান লিখিআ তাথে
ডুবা পরীক্ষা অবতার।
অভয়া দাণ্ডাইল সিআ   সাবল [ল]ইল তাতাইআ
তাহে ব্রহ্মা হল্য অদিষ্ঠান
পঞ্চ অমৃত হাতে   সাবল ধরিল দাঁতে
রত্নমালা নিছিআ পেলান।
কাটি শত হাত খুলি   তাহে অগ্নি প্রজ্বলি
ঘৃত তাহে দিল উভারিআ
পঞ্চামৃত মাখি পায়   দুগ্ধ ঢালি দিল তায়ে
সাত বার বেড়ায় পথ বয়্যা।

---

১ অর্ঘ

সূর্যে করি দণ্ডবত   কাটারি করিআ ভর
খুর ভাজে গোড়ারি দিআ।
খুর হইল খানি খানি   রক্তপাত নাহি জানি
কাঠা সরায় রহে দাণ্ডাইআ॥ ইত্যাদি॥

॥ পয়ার ॥

পরীক্ষায় জয় হইল জগতজননী   কোন পরীক্ষা আগু দিলে কহে ভ্রগুমুনি।
আগে দিলা সপ্ত ঘট পরীক্ষা হইল জয়   পৌলস্ত মুনি বলেন ও পরীক্ষা লয়।
বাদিআর বাজি জান সেই মত ছন্দ   কালসর্প দেখি কন্যা দিল মুখবন্ধ।
এ সব পরীক্ষা বাজি কহে ভ্রগুমনি   সাবল পরীক্ষা লহে বারিলে সাবল পানি।
পরীক্ষা লইবে জদি মুনির বিদ্যমান   জানিব পরীক্ষা তবে সতাত্যাখ্যান।
জত মুনি বলে বিশাই আরতি কুলাবে   পঞ্চকাটির পোল মোরে নির্মাণ কর‍্যা দিবে।
কত স্বুবর্ণ দিল তরাজু ধরিআ   পোলো নির্মায় বিশাই হরষিত হয়্যা।
তুঁস মৃত্তিকার মুছিতে আউটিল স্বুবর্ণ   স্বুবর্ণের পোলো বিশাই করিল স্বজন।
পোলো নির্মাইআ দিল বিশাই মুনির বিদ্যমান   পোলো হাতে করি দেবী বল্লুকার কূলে যান[১]।
বল্লুকার কূলে[২] দেবী দিল দরশন   দেবীরে দেখিআ সিন্ধু করিল সম্ভাষণ।
দেবী বলেন জলমূর্তি বিষ্ণু অবতার   পোলোতে রহিয় জলাপতি একধার।
পঞ্চ কাটির পোলো করি জল আনিল   শিবের ক্রিপায় দেবীর তায় সতীত্য হইল।
বিনয়লক্ষণে গায় শিব শিবগতি   শিবের গীত শুনিলে হয় এ সুখ মুকতি॥

ভ্রগু বলেন এ সব পরীক্ষা সব প্রবঞ্চনা   কিসের সাকঃ পরীক্ষা দেখিব সর্বজনা।
কেশের সার্কঃ খুরের ধার সিন্দূরের জাঙ্গাল   আগু জাহ ভগবতী সাত বার হয়্যা পার।
দেবী বলেন প্রাণনাথ মালঞ্চে কৈলে বল   মনিসকল পরীক্ষা দেয় রক্ষ মহেশ্বর।
এক দিগে চড়াইল তুলা সাত রতি   আর দিগে বসাই[ল] অভয়া পার্বতী।
শিবের ক্রিপাতে তাহে দেবী হইল সতী   পরীক্ষায় উদ্ধারিল দেব পশু[প]তি।
তুসের নৌকায় দেবী বল্লুকা হইল পার   শিব শিব বলিতে দেবী হইল নিস্তার।
ভ্রগু বলেন পরীক্ষায় নাহি আর ফল   তঙ্কা দেহ এক লক্ষ সভে জাই ঘর।
মুনির কথা শুনিঞা তবে বলেন ভবানী   দুর্গা বলেন শুন পিতা হেমন্ত মহামুনি।

---

১ জান   ২ কুলে

সভাকারে ধন দিআ ভাণ্ডার কৈলে খালি   তথাব কুলের কিছু না ঘুচিল কালি।
জৌঘর পরীক্ষায় [তবে] তারিব ঈশ্বর   জৌঘর গঠিবারে আন কারিগর।
এত শুনি হেমন্তমুনি করিল গমন   কামিলারে ডাকিআ আনিল ততক্ষণ।
জত মুনি বলে বিশাই আরতি কুলাবে   জৌঘর নির্মাইআ তুরিতে যোগাবে।
আরতি পাইআ হইল বিশারি গমন   জৌঘর নির্মা[ণ] করে দেখে মুনিগণ।
সাত হাত জৌঘরের দেআল কৈল উভে   বিচিত্র জৌএর কাঁড়ি তার উপরেতে শোভে
জৌএর ছিটনি দিল জৌএর বান্ধনি   জৌঘর নির্মাণ কৈল দেখে জত মুনি।
জৌএর দেয়াল কৈল জৌএর ঝনকাট   জৌয়ের বিচিত্র ঘর জৌয়ের কপাট।
জৌএর ঘর গঠিআ বিশাই হেম পাল্য দান   বন্দিআ মুনির পদ জান নিজ ধাম।
অভয়া লইআ কিছু শুনিব কাহিনী   রচিল লক্ষ্মণদেব সেবিআ ভবানী॥

স্নান দান করিআ দুর্গার অঙ্গের হইল জুতি   তিতা বস্ত্র এড়িআ পরিল শুক্ল ধুতি।
মৃত্তিকার পঞ্চ শিব করি আরাধন   একচিত্তে পূজেন দুর্গা দেব ত্রিলোচন।
কি লাগিআ প্রাণনাথ মালঞ্চে কৈলে বল   মনিসক[ল] পরীক্ষা দেয় রক্ষ মহেশ্বর।
তুমি শিব ত্রিদশ ঈশ্বর ভগবান   জৌঘরে পরীক্ষা দেয় রক্ষিবে ত্রিনয়ান।
ধ্যানে জানিঞা হইল শিবের গমন   ভবানী সাক্ষাতে গিআ দিল দরশন।
শিবেরে দেখিআ দেবী হইল লজ্জিত   প্রণাম করিআ শিবে হইল একভিত।
মনের দুঃখে কহে কথা শুন পশুপতি   কি লাগি মালঞ্চে রাখিলে এক রাতি।
মুনিসকল পরীক্ষা দেয় বুদ্ধি বল মোরে   কিরূপে বাচিব জৌঘরের ভিতরে।
তিল প্রমাণ অগ্নিতে পুড়িল লঙ্কাপুরী   জুক্তি বল জৌঘরেতে কোন বুদ্ধে তরি।
শিব বলেন আছে জুক্তি পশ্চাতে কহিব   জৌঘর পরীক্ষায় একত্রে রহিব।
শিবের কথা শুনিঞা দেবী আনন্দহৃদয়   শিবেরে কহিআ যান[1] মুনির সভায়।
পথ আগলিআ রহিল মেনকা জুবতি   জৌঘর পরীক্ষ্যায় না লহ পার্বতী।
দুর্গা বলেন শুন মা গ তোমার কারে ডর   জৌঘর পরীক্ষায় তারিবেন ঈশ্বর[2]।
বিনয়লক্ষ্মণ গান শিবের করি ছন্দ   ক্রিপা কর সদাশিব হৃদয়আনন্দ॥

গৌরা গো ঝি পরীক্ষা না লয্য কার বোলে
জৌঘর সাজাইআ[3]   ঘৃত দিব ঢালিআ
কেন ঝি পুড়িবে অনলে।

১ জান   ২ ইশ্বর   ৩ সজাইআ

শুন গ আমার কথা আমি গো তোমার মাতা
কোলে কাখে করিনু পালন
শুন ঝিয়ে পার্বতী দেহের কাঞ্চন জুতি
হুতাশনে তেজিবে জীবন।
হই আমি দোচারি[ণী] এখনি জানিব মুনি
পরীক্ষা লইব জৌঘরে
দ্বারেতে অগ্নি দিআ অন্তরে শিব ভাবিআ
প্রেবেশিল জৌঘর ভিতরে।
তখনি ত ভোলানাথ ধরিআ দেবীর হাথ
বৃষপৃষ্ঠে তুলিলা তখন
হরগৌরী বৃষরাজে থাকিআ অন্তরীক্ষ মাঝে
লখিতে না পারে কোন জন।
জৌঘর গেল পুড়্যা ভস্ম আইল উড়্যা
সচকিত জত মুনিগণ
হেমন্ত বিষাদ করে বন্ধুজন ধরে তারে
জাইতে না দেয় হুতাশন।
উত্তর পবন হেন হন হন ধ্বনি জেন
আষাঢ়িআ[1] মেঘের গর্জন
প্রথম গগনতলে হুতাশনে কাঁত জলে[2]
অধিক বাড়িল হুতাশন।
বহুদূর তাপিত পথ সূর্যের ঢাকিল রথ
পশু পক্ষ রহিতে নারে বনে
আকাশ পাতাল জিনি ছয় মাসের পথে ধ্বনি
শুনি সভে না রহে ভুবনে।
বিনয়লক্ষ্মণে গায় ভজিআ শিবের পায়
শিব বিনে আন নাহি গতি
শিবা ভবানী দেবী তোমার চরণ সেবি
বিষ্ণুসভায় রক্ষিবে পার্বতী॥

---

১ আসাড়িআ ২ জলে

ভবানী ভৈরবী দেবী জানে ত্রি[জ]গতে   উপনীত হইল্যা মাতা মুনির সাক্ষাতে।
দেবীরে দেখিআ মুনি করিল প্রণাম   চিনিতে নারিনু দেবী কহ নিজ নাম।
পরিচয় দেহ মাতা ঘুচাহ আপদ   সকল তেজিআ ভজি তোমার দুই পদ।
ভ্রগুমুনি বলেন আমি শুনিব তত্ত্বকথা   সংসার না ছিল দেবী তুমি ছিলে কোথা।
দেবী বলেন এ কথা কী তোমার জিজ্ঞাসা   ছন্দে নাহি কহ কথা জত কহ ভাষা[১]।
না ছিল ধরণী জখন অপমূর্ত্ত সংসার   জলেতে ভাসেন মহী[২] [নাহি] সহে ভার।
নারায়ণের কর্ণের মূলে জন্মিল দৈত্য দুই   মহাবল পরাক্রম রণে দুই ভাই।
সেই মধু কৈটভ বলে শুন তত্ত্বকথা   জুদ্ধে না হারিবে দোঁহে জিনিবে বিধাতা।
অস্ত্র হাথে ধাইল দৈত্য জথা প্রজাপতি   দৈত্যেরে দেখিআ ব্রহ্মা তেজিল বসতি।
করিল আমার পূজা কতেক প্রকারে   আমি মধুকৈটভ বধিআ পা[ঠা]নু জমঘরে।
অভয়া বলেন মুনি কি আর কহিব   ভক্তজনে ভগতি কৈলাসপুরী লব ॥   ইত্যাদি ॥

মুনির সভা ছাড়িআ অভয়া দেবীগণ   জননীর বিদ্যমানে দিল দরশন।
মায়েরে দেখিআ দেবি করিল প্রণতি   সানন্দে আশিস[৩] করেন মেনকা জুবতী।
আর কোথাহ না জায়্য ঝি সুখে বঞ্চ ঘরে   বড় পুণ্যে বাচিলে ঝি জৌঘর ভিতরে।
দুর্গা বলেন মোর সখা জটিআ বিভোলা   মালঞ্চে প্রভুর সনে বদল কর্যাছি মালা।
বিনয়লক্ষ্মণে গান শিব শিবগতি   মায়ে ঝিয়ে হইল এখন আনন্দিতমতি ॥

রাম রাম স্মরণেতে প্রভাত রজনী   শয্যা হইতে গা তুলিলা নারায়ণী।
[জতন করি নবি]দুর্গার খেলাবার জন্ত বড়   জতেক রিসির ছাল্যা সব হইল জড়।
হিঙ্গুলিআ ঘট নিল হিঙ্গুলিআ তুলি   ফটিক পাথর নিল সমুদ্রের বালি।
চালু চিড়া নবিদুর্গা সখীর সঙ্গে লয়্যা   রাজপথে খেলান ধুলি হরষিত হয়্যা।
ধুলার আঁচির ধুলার পাঁচির ধুলার সিংহাসন   রাজপথে খেলান ধুলি অভয়া চণ্ডীগণ।
পাটের দোলা পুত্তলি তাহা সকল ছাওালেতে বয়   দুর্গা দেন পুথুলের বিহা পড়ে জয় জয়।
দৈবের ঘটন কভু না জায় খণ্ডন   রচিল লক্ষ্মণদেব সেবিআ পঞ্চানন ॥

রাম রাম স্মরণেতে প্রভাত রজনী   খট্টা হইতে গা তুলিলেন দেব শূলপাণি।
প্রাতঃকির্তি দন্তধাবন করিলা ত্রিলোচন   প্রাতস্নান করি কৈল্য অমৃত ভক্ষণ।

১ ভাসা   ২ অহি   ৩ আসিস

অনাস্তের বালা শিব ভিক্ষার সাজ করে   প্রথমে প্রণাম করে অনাস্তের তরে।
গুরু ব্রহ্ম গোরক্ষ্য স্তুতি করিআ স্মঙরণ   সর্বাঙ্গে ভূষিত কৈল বিভূতি চন্দন।
ডোর কপিন হরের কেঙুষ্যা বাঘের ছড়ি   ব্রহ্মকপাল করে [করে] দ্বাদশ নড়ি।
কনকের পঞ্চ পাতি কনক সম পালি   খিলিকা মেখলা বাটুআ আধারি সিদ্ধের ঝুলি।
করেতে কনকচক্র নাগদেব[১] তায়   গলেতে রুদ্রাক্ষমালা প্রভু দেবরায়।
বৃষে চাপিল হর দক্ষিণ করে শূল   মস্তকে পিঙ্গল জটা তায় ধুতুরার ফুল।
বৃষেতে চাপিআ হর মুনির পুর জায়   পথে বসিআ নবিদুর্গায়ে ধুলী খেলায়।
দেবীরে দেখিআ শিব বৃষেরে রহান   সুন্দরী দেখিআ হর হাস্যা কথা কন।
কার ঘরের সুন্দরী রামা তুমি কার নারী   না চলে শিবের বৃষ দেখিআ সুন্দরী।
হই নই তপস্বী আমি জার তার ঝি   পথে বস্যা খেলাই ধুলি তোমার পালেক কী।
তুমি দেশে দেশে ভিক্ষা মাগ শিরে ধর জট   দুই কর্ণে তাম্রের কড়ি বচন কপট।
নগরে নগরে ভ্রম বলাহ তপসী   তুমি কেন ভোলে পড় দেখিআ রূপসী।
শিব বলেন ধর ধর মুড়কী নাড়ু ধর   কোন জাতি কার মায়্যা কহ না উত্তর।
অনেক শকতি দেবীর বলিল কপট বাণী   পিতা মোর হেমন্তরিসি তাহার নন্দিনী।
দৈব নির্বন্ধ আমি খেলায় দিলাম মতি   সংসারের দুর্লভ নাম অভয়া পার্বতী।
শিব বলেন তোমার সনে সত্য মালঞ্চের বনে   সে সত্য লঙ্ঘন কর কিসের কারণে।
পূর্বকথা শুন্যা দুর্গা না দেন উত্তর   শিব বলে বৃষে চাপিয়া চল জাই কৈলাসশিখর।
বিনয়লক্ষ্মণ গান শিবের করি ছন্দ   দেবীরে পাইআ হর হৃদয় আনন্দ ॥

পঞ্চসখীর তরে দেবী দিলেন ঠারিআ   এক দিগ দিআ গেল শিবের বৃষ লয়্যা।
শিব বলেন দেখিতে দেখিতে রামা হারাইল পথে   এ পথে দেখ্যাছ কেহ অভয়ারে জাতে।
বলি আবাসেন রামা পবনের গতি   এ পথে দেখাছ কেহ জাইতে পার্বতী।
সীমন্তে সিন্দুর রামার পায়েতে নূপুর   কোকিলের শব্দ জিনি বচন মধুর।
শিব বলেন এমন সময় থাকে জদি বন্ধু সহোদর   দেখাইআ দেয় মোরে হেমন্তের ঘর।
শিবের সংহতি ছিল নন্দী মহাকাল   অঙ্গুলে ঠারিআ দেখায় হেমন্তের পাটশাল।
রচিল লক্ষ্মণ দ্বিজ সেবি মহেশ্বরে   পুষ্পগ্রামে ঘর বঠে জাহ্নবীর তীরে ॥

বৃষ বান্ধিল হর বটবৃক্ষের গাছে   ভ্রুকুটি করিআ নাচে হেমন্তের নাছে।
দক্ষিণ করে ডমুরু শিবের বাম করে শিংঙ্গা   ভ্রুকুটি করিআ নাচে শিরে শোভে গঙ্গা।

---

১ নানাদেব

নাচে নাচে বিশ্বনাথ গৌরী আধ অঙ্গ   শিরে ডগমগি বহে গঙ্গার তরঙ্গ।
ভূত বেতাল জত তাল ধরি গায়   একা ডম্বুর বাজান হর ব্যালিস রাএ।
গালবাদ্যে তাল ধরে পাএ গোড়তালি   রিসির ঘরেতে হর পাতিল ঢামালি।
ধাইল আবাল বৃদ্ধ দেখিবারে নাট   রিসির নগরে হইল অবলা[র] হাট।
জেবা জত দান দেই ভাবের আবেশে   দান নাহি ল[য়] যুগি দান না পরশে।
দান নাহি লয় জুগি নাচে রঙ্গে ভঙ্গে   উত্তরসাধক চেলা কেহ নাঞি সঙ্গে।
আঙ্গিনা জুড়িআ নাচে দেব ত্রিলোচন   মেনকা লইআ কিছু শুনিব বচন ॥ ইত্যাদি ॥

হেমন্তের আঙ্গিনাএ হর ডম্বুরে দিল ঘা   দান লয়্যা বাহির হইল গৌরাবতী[র] মা।
কতেক নাচ কতেক গাও কতেক শ্রম কর   জে কিছু পারিনু দিমু জাহ অন্যন্তর।
ধনের কাঙ্গাল নহি ধন কি করিব   দান দেহ দুর্গার তরে তুষ্ঠ হয়্যা জাব।
গৌরা দান দিতে মোরে না ভাবিহ আন   পঞ্চ হরি[ত]কী গঙ্গাজলে দুর্গারে দেহ দান।
কেন হেন বাক্য বল ভণ্ড তপসী   আমার ঘরের দুর্গা বঠে বিশ্বনাথের দাসী।
আমার ঘরের গৌরা পূজেন দেবতা শঙ্কর   এমন গৌরা দান মাগিতে বুকে নাহি কর ডর।
দানের বাটা মেনকা পেলিল টান দিআ   পাড়ার মাঝে সই সেঙ্গাতিন আনে ডাক দিআ।
সই সেঙ্গাতি তোমরা সভে জুগিরে বুঝায়   আদর রাখিআ জুগি ভিক্ষ্যা লয়্যা জাহ।
গিরিরাজ শুনিলে তোমার করিব অপমান   ঝুলি কাথা কাড়্যা লয়্যা করিব বিষম[১]।
পাট নেত তসর মস্থরী মথমল   আমরি পামরি ভোট সকলাত কম্বল।
জুগি নাহি লয় মেষ মহিষ গোধনের পাল   কান্দেন মেনকা মোরে কি হল্য জঞ্জাল।
তপবন উপবন ভূমি নাহি মাগে   এমন দান চাহে জুগি বলিতে লাজ লাগে ॥ ইত্যাদি ॥

গগনে শুভ বেলা   আনিঞা রামকল্যা
মঙ্গল প্রথরি সাজে
গানের চারি ঘাট   মাঝেতে শিলাপাট
অপূর্ব দাণ্ডাল্য হয় মাঝে।
স্নান দান কর্য়া   হরষি[ত] হয়্যা
জপেন হাড়ের মালা
আতপ তণ্ডুল   দূর্বা চন্দন ফুল
প্রভুর বান্ধিল কড়্যালা।

১ বিসম

অধিবাস হইল দেব জানাইল
বিভা হেতু হর জায়
শিবের চরণ ভাবি একমন
বিনয়লক্ষ্মণ গায় ॥
পালা সাজ হইল ॥

বিভার আনন্দে হর সাজেন জুগপতি প্রেত ভূত দক্ষ দানা শিবে[র] সংহতি।
তুলিআ পরিলা হর গোবালঞ্চ ডুরি হেটেতে বসন নাঞি উপরে বাঘের ছড়ি।
বিভূতির গুড়া হর সর্বাঙ্গে লেপিল সর্প গোটা দশ শিব জটায় কর‍্যা নিল।
আঁডুর নাগ পাঁডুর নাগ তক্ষক নাগ শিরে বাসুকি[১] নাগের গর্জন শুনি বুক দুরদুর করে।
শিবের সঙ্গে বর‍্যাতি সাজে সকল বাছের বাছ কাঠের ঘোড়া নাচায় কেহ কাচে উভকাচ
মাতাল কাচ কাচিআ কেহ জায় গড়াগড়ি দরবেশ কাচ কাচিআ কেহ চামড়ায় মারে বাড়ি।
সোনার ধনুক নাচায় কেহ পীত বসন গায় কেহ শঙ্খ[২] পূরে কেহ বিভার মঙ্গল গায়।
ধাম ধুমা দানা সাজে তারা দুই ভাই সুঁচিমুখা দানা সাজে লেখাজোখা নাঞি।
ঘাড়ের দিগে মুখ দানার পিঠের দিগে দাড়ি নাচিতে গাইতে জায় হেমন্তের বাড়ি।
প্রেত ভূত লয়্যা হইল শিবের গমন অন্তরীক্ষে সাজেন জতেক দেবগণ।
হংসবাহনে ব্রহ্মা চলে বিষ্ণু গড়ুরের পিঠে[৩] মহিষবাহনে জম ইন্দ্র ঐরাবতে।
ইন্দ্র চন্দ্র চলিল জতেক দেবগণ ঢেকিবাহনে চলিল নারদ তপধন।
নারদমহামুনি তখন কোন বুদ্ধি কৈল কোন্দলের ধুকড়ি নারদ সঙ্গেতে করিল।
আলকুসি বিছাতির গুড়া চুঙ্গিতে পূরিআ চলিল না[র]দমুনি ঢেকিতে চড়িআ।
দেব গন্ধর্ব থাকিতে শিবের সঙ্গে প্রেত ভূত আগে বিছে দেউটি ধরিল জমদূত।
বিধি বিষ্ণু থাকিতে ভূত আগুসরে নাচিতে গাইতে গেল হেমন্তনগরে।
বিনয়লক্ষ্মণ বলেন শিব উদ্ধারিহ অন্তকালে বিশ্বনাথ চরণে স্থল দিহ ॥

পিঙ্গল জটাভার কস্তুরি লোটাইআ হেমন্ত আঁঙ্গিনায় হর দাণ্ডাইল গিআ।
ময়ূরথে চাপিআ দাণ্ডাইল মুনির উঠানে ঘরেতে থাকিআ মেনকা চান বরের পানে।
বিকৃতি[৪] বিঠাম জামাতার মুখে দাড়িগুলা ত্রাসে ঘরে পালায় আয়্য ফেলিআ বরণের ডালা।

১ বাসুকী ২ সঙ্খ ৩ পেঠে ৪ বিকিতি

আই মাই মরিআ জাই কে না বরিবেক বরে   সর্প ইলিমিলি করে জটার ভিতরে।
জটার ভিতর সর্প বেড়ায় গর্জন করিআ   এখনি মরিব গৌরা ঝিএ সর্প দেখিআ।
মানিকের কাছে জেন কাঁচ নাহি শোভে   কালসর্প খাইলে ঝি আর কি বাচিবে।
কপালে চন্দন দিতে সর্পে লিলেক ছো   নিশ্চয় জানিনু বর বাদিআর পো।
দোলা ঘোড়া নাঞি জামাতার বৃষেতে আসন   আধারিভরা সিদ্ধের গুড়া এইমাত্র ধন।
গলায় হাড়ের মাল পরিধান বাঘের ছড়ি   বরণ বরিতে বরের মুখে দেখেন পাকা দাড়ি।
হাত পাঁচ ছয় দিগল জামাঞি জান জমের দূত   ছান্দলায় দাণ্ডাইল কোন বিড়ালীর[1] পুত।
মুখেতে দশন নাঞি গায়ে য়োড়ে ধুলি   হেন বরেতে ঝি দিবেক সে কেমন বিড়ালী[1]।
মেনকা বলে ভাঙ্গিআ পেলা বিবাহর ছান্দলা   আজি দুর্গার বিভা নাঞি জলে ভাসায় বারা
ধর্মের স্বজন দেখ সয়াল সংসারে   জখন জন্মিল কন্যা তখনি পরের ঘরে।
চিত্তে নাগে বিভা দিব কার বাপে ডর   ঢেকা মার্য্যা বুড়া বর বাড়ির বাহির কর।
ঠেলা না মারিহ বরে বলে নারদমুনি   বিনয়লক্ষ্মণ গান সেবিআ ভবানী॥

ঢেকা ঢোকা না মারিহ বলে নারদমুনি   তোমার ঝি পার্বতী বটেন কেমন পদ্মিনী।
ত্রিনয়ান তোমার ঝি রাক্ষস মুরতি   দোষ মাপি[2] বিভা করেন দেব পশুপতি।
দশ হস্ত তোমার ঝি দেখিতে কোন ভাল   লজ্জা নাহি বাস মেনকা জামাঞে মন্দ বল।
রূপ রূপ ঘোষ মেনকা জোবন অকারণ   কোথাকারে গেল তোমার সে রূপ জোবন।
রূপ নাঞি সদাশিবের গুণ কোথা গেল   মৃত্যুঞ্জয় সদাশিব এই বর ভাল।
নারদ বলেন রিস্যানি শুন ল মেনকা   একে একে কহি শুন ঔষদের লেখা।
হাইহামলতি আন করিআ জতন   বকুলের পাত আন গগনের হুতাশন।
জোড়া পান আনিহ বরণের ডালা করিআ   পারিজাত পুষ্প লয়্য আঁচলে বান্ধিআ।
ইসরমূল অধিক নিঞ করিআ জতন   তার গন্ধে পালাইব জত অহিগণ।
তবে দেব বিশ্বনাথ মদনমূরুতি   ঔষদ আনিতে মেনকা চল শীঘ্রগতি।
ধাইল মেনকা রিস্যান নারদের বচনে   দাসী পাঠায়্যা ঔষদ আনিল জতনে।
আনিল ঔষদ তার কত লব নাম   শিবের চরণেতে বিনয়লক্ষ্মণ গান॥

ধুতুরাকাটী শতপ্রদীপ আয়্যর হাতে দিআ   চলিল মেনকারিস্যানি জয় জয় দিআ।
দধি ঢাল্যা দিল প্রথম জামাতার পায়   জটার ভিতরে সর্প গরজিআ চায়।

১ বিরালির   ২ দোস সমাপি

মেনকার দাসী আনে ঔষদের ডালি   আছিল ঈসরমূল তথির মিশালি।
ঈসরমূলের[1] গন্ধে পালায় ভুজঙ্গ   বাঘছাল খসিল শিব হইল উলঙ্গ।
বাঘছাল খসিল শিবের উলঙ্গ হইল কায়   মেনকার গায়ের বসন উড়িআ লইল বায়।
করতালি দিআ নাচেন নারদমনিবর   মামার শাশুড়ি[২] লেঙ্গট মামা দিগাম্বর।
মামার শাশুড়ি[২] তুমি আমার হইলে আই   বোল দুই চারি তোমারে বলিবারে চাহি।
শুন ল মেনকা রিসিআনি জান লেঙ্গাপেঙ্গা   মামা মামী করুক ঘর তোমা আমায় সেঙ্গা।
লজ্জায় মেনকা রিস্যানি পালায় রড়ারড়ি   নন্দী বুঝিআ কাজ নিভাল্য দেউটি।
শিবের ললাটে আছিল চাঁদ চাঁদ আইল পিঠে   চন্দ্রের কিরণে তথা আল হইল হেঠে।
শিবের জটায় আছিল গঙ্গা ভূমে হইল বান   তিতিল বসন নারীগণ করে স্নান।
বি[ষ]ম হইল তথা ভূতের ভাভুরি   ঘরে যাতে[৩] নাঞি পারে জতেক সুন্দরী।
বিনয়লক্ষ্মণ গায় শিব শিবগতি   বিষাদ ভাবিআ কান্দে মেনকা জুবতী॥

দূর কর ভাঙ্গিআ পেল বিবাহর ছন্দলা   আজি দুর্গার বিবাহ নাঞি জলে ভাসাও বারা।
ঢঙ্গ নারদ আসিআছে বর্যাতি হইআ   বারি কর্যা দেহ দুর্গা ঝি অমনি জাউক লয়্যা।
কোথা গেল জ্ঞাতি কুটুম্ব নারদ ঘটকে ধর   বিস্তর করিআ শাস্তি ঘটকেরে কর।
ছান্দলাতলায় বর আছে ঘটক পালান কই   এমন বরে বন্ধক আস্যা জার জাতি নাঞি।
বিনয়লক্ষ্মণ গান হরপদ আশে[৪]   শিব শঙ্কর নকল করে রিসির মায়্যা হাসে॥

আগু দুয়ারে আছেন শিব সেই নৃত্যশালে   নাচে হর বর বুড়া ভ্রকুটির ছলে।
বিভা করিতে আইলা হর এ বৃদ্ধ বয়েসে   লাজ খায়্যা বিহা করিচেন বাপ মায়ের বয়েসে।
দাড়ি পাকা গোপ পাকা পাকা মাথার কেশে   গৌরীর কপালে হেন বর আছিল কোন দেশে
হাসিতে দশন বরের পাঁজর নড়ে কাসে   মুখে বস্ত্র দিয়া নারদ বর্যাতিগণ হাসে।
মুখে শিঙ্গা বায় বুড়াটি গোঁপ ফুলায়   চক্ষু মিটুর মিটুর এ জটা ঢুলায়।
লিঙ্গ লম্বিত হর বুড়ার আদুড় হইল কায়   খিকটি কর্যা হর বুড়াটি নারীর পানে চায়।
ভঙ্গ পড়িল সখীর মাঝে রমণী পালায়   খসিল অম্বর নাচেন শঙ্কর ঝিঙ্গাটি নড়বড়ায়।
জদি জামাতা হইত আমার দেব মহেশ্বর   শিরে ছত্র ধরিত তবে দেব পুরন্দর।
ভূত প্রেত আস্যাছে জত হইআ বর্যাতি   এ কি না কি হইতে পারে দুর্গা ঝিয়ের পতি।

---

১ ইসর-   ২ সাশুড়ি   ৩ জাতে   ৪ আসে

মেনকা বলে নারদমুনিরে কব কি   ঘটকেরে অভিমান করে রিসির ঝি।
স্থক্তি মুক্তি রহুক আমার মহাদেবের পায়   শিবের চরণে বিনয়লক্ষণেতে গায়॥

না দিব গৌরীর বিভা এমন বুড়া বরে   মর্‌্যা জাউক গিরিরাজ দুর্গার বদলে।
দোলা ঘোড়া থাকিতে চলে বৃষের বাহনে   দেবস্থল থাকিতে বেড়ায় শ্মশানে[১] মশানে।
শ্মশানের[১] ভস্ম মাথে হাড়ের মালা গলে   হাথে পায় গলে মাথে সর্পগুলা খেলে।
দেখা ডরাই বিষ[২] খায় অমর রাজ্যের বুড়া   প্রভাতে উঠিআ খায় ভাঙ্গ ধুতুরার গুড়া।
কাজল দিতে গেলেন মেনকা জামাতার নয়ানে   নআনের অনলে হাথ পুড়িল তখনে।
শিরে গঙ্গা দেখিআ অঙ্গুলি দিল নীরে   কুম্ভীরে ধরিল হাথ টানাটানি করে।
বিনয়লক্ষণ বলে সেবিআ শঙ্কর   বর দেখ্যা মেনকার জলিল[৩] অন্তর॥

ছি আই ছি আই দুর্গা আগ ঝি   এখনি মরিবে সাপের ডরে [কী]।
হোর দেখ গৌরা ঝি বিধির কৌতুক   একখানি শরীর তার চারিখানি মুখ।
প্রেত ভূতে রূপ ভর‍্যাছে বরের [দিকে চাঅ]   চক্ষে ধুলা দিইআ বর‍্যাতিগুলা যায়[৪]।
হের দেখ গৌরা ঝি আর অদভূত   জামাতা দাণ্ডাইলেন জেমত জমদূত।
জামাতা দেখিআ মোর ডরে হেলে গা   লিঙ্গ নহে[৫] জামাতার তিনখানি পা।
হোর দেখ না ঝি আর ত্রিলোচন   মস্তকে গঙ্গার সোঁত বহে বিচক্ষণ[৬]।
মৎস্য কুম্ভী[র] তাহে জলজন্তু বাস   ঢেউ দেখিআ বড় লাগয়ে তরাস।
মাথায় হাথ দিআ মেনকা দুর্গার তরে বলে   কিবা ছিল আ গ ঝি তোমার কপালে।
তোমারে সে বলি কৃষ্ণ বরের ভাই   কৃষ্ণেরে দেখিআ সভের অসুখ নাই।
পূর্ব জন্মের লোক আর আছে কে   জামাতা উলঙ্গ হেন কেবা দেখিআছে।
হেটমুখে জামাতা আছেন লজ্জা ভয়   কোন জন জামাতা মেনকা জিজ্ঞাসয়।
বিজয়া বলেন মেনকা মাঝে আছে জে   অই তোমার জামাতা লাঙ্গট হয়্যাছে।
স্থকতি মুক্তি রহুক আমার বিশ্বনাথের পায়   কেশবের চরণেতে বিনয়লক্ষণ গায়॥

শিব বলেন কেন বা আইনু হেমন্তরিসির ঘর   কন্যা মানাএ ধন নিলেক সকল।
নাগপাটা জোগপাটা আর হাড়মাল   এত ধন দিতে পারে জে[৭] ভূপাল।
সিন্দুরের বদলে পড়াইআ দিল ভস্ম   গুবাকের বদলে দিল হরতকী দ্বাদশ[৮]।

১ সসানে   ২ বিস   ৩ জলিল   ৪ জায়   ৫ লহে   ৬ ছিচিক্ষন   ৭ জো
৮ গাদস

বসনের বদলে দিলেন কেঙুত্থা বাঘের ছড়ি   শিঙ্গা বাক্কা দিআ দিলেন আট পণ কড়ি।
সাজপত্র[1] লয়্যা হইল নারদের গমন   মেনকার বিদ্যমানে দিল দরশন।
সজ্জ লহ সজ্জ লহ মেনকা সুন্দরী   এমন দুর্লভ সজ্জ আছে কোন পুরী।
বিনয়লক্ষ্মণ গায় শিব শিবগতি   শিবের গীত শুনিলে হয় শকতি[2] মুকতি॥

ধুতুরাকাটি পঞ্চপ্রদীপ আয়্যর হাথে দিআ   চলিল মেনকারিস্থানি জয় জয় দিআ।
ঢেকির পৃষ্ঠে নারদমুনি মহিষের শিঙ্গা বায়   ফুক দিআ আলকুসির গুড়া দিল আয়্যর গায়।
পাবরা পাবরা দিল ফুক লাগিল ভড়োর গোড়ে   বরণের ডালা ভাঙিআ রড়ারড়ি পাড়ে।
আঁচর পাঁচড় করিতে সভার গায়ে হই[ল] মাটি   দুই হস্তে কণ্ডুন করিতে ছিড়িল গলার কাঁটি।
ভাল আইয়্যতি শিবের বিভায় চিরস্তরে রবয়   বরূক আস্যা এমন বরে জার জাতের নাঞি ভয়।
রঙ্গে ভঙ্গে নারদমুনি খানিক বঞ্চিআ   কতগুলা জেটির আনিঞাছিলেন চোঙ্গাতে পুরিআ।
সেইখানে নারদমুনি জেঠিরে ছাদিল   নারদের আদেশে জেঠি উরতে বাহিল।
কোন বিধি সিরজিল পুরুষ আর মায়্যা   নাংট হয়্যা জেটি পেলায় প্রদীপ দিআ চায়্যা।
ভঙ্গ দিআ ঘরে জায় জত আয়্যগণ   রচিল লক্ষ্মণ দ্বিজ সেবি পঞ্চানন॥

জত আয়্য বলে মেনকা চক্ষু খাইলি তোরা   দুর্গারে শোভিতবরণা দেখিনু মোরা।
মেনকা বলেন সভে না জান কারণ   ঘটকের গুণাগুণ কর্ণ পাত্যা শুন।
জে দিনে নারদমুনি কন্দল না পায়   অর্ধসের চাল্লের অন্ন পথেতে ছড়্যায়।
কাক জড়াজড়ি করে নারদ রঙ্গ দেখে   ছাওালে ছাওালে কন্দল লাগিয়া গৃহস্তের নাছে থাকে।
জে দিনেতে নারদমুনি কন্দল নাঞিক পায়   এক খেতের হুড়া লয়্যা আর খেতে ফেলায়।
দুই কৃষাণে হুড়াহুড়ি নারদ রঙ্গ চায়   তবে জদি নারদমুনি কন্দল না পায়।
বেনাগাছে ঝুঁটি বান্ধিআ গড়াগড়ি জায়   দয়া করিআ ঝুটি জেবা আল্লাইতে জায়।
আপন হুকুমে তারে পাড়িআ কিলায়···
হেন নারদ আস্যাছে বরের বর্যাতি হয়্যা   বারি কর্যা দেহ দুর্গা ঝিএ অমনি জাউক লয়্যা।
বিনয়লক্ষ্মণ বলেন মহাদেবের বরে   পুষ্পগ্রামে ঘর বটে জাহ্নবীর তীরে॥

কান্দেন মেনকারিস্থানি দুর্গা লয়্যা কোলে   এই ছিল নবিদুর্গা তোমার কপালে।
নানা তপ জপ করিলে নানা কঠর করি   হর পুজিআ বর পাইলে জনমভিখারী।

---

১ সজপত্র   ২ বকতি

মাগমণ্ডল ব্রত করিলে অমোদয় বেলে   সেই পুণ্যফলে বর পালে শিব শূলী।
নষ্টচন্দ্র চতুর্দ্দশী দেখিলে ভাদ্রমাসে   কৌতুকে পূরিলে হস্ত পূর্ণ কলসে।
আখণ্ড বোরজে দুর্গা তুল্যাছিলে পান   শিশুকালে নবিদুর্গা ছিল অল্পজ্ঞান।
কান্দেন মেনকারিস্যানি নির্ণয় না জানি   ডমুর হারায়্যা জেন ফুকরে বাঘিনী।
দৈবকী বিষাদ করে হায়্যা[য়্যা] শ্রীহরি   তেমতি বিষাদ করে মেনকাসুন্দরী।
বিনয়লক্ষ্মণ গায় শিব শিবগতি   শিবের গীত শুনিলে হয় শকতি[১] মুকতি॥

মাএর কোলে ভগবতী আছেন বসিআ   শিবেরে দিলেন দেখা কামিক্যা চণ্ডী হয়্যা।
শিবেরে দেখা দিলেন দুর্গা শ্বেতমাছি[২] হয়্যা   শিবের কর্ণমূলে দুর্গা বসিলেন সিআ।
কি লাগি উত্তম বেশ[৩] না কর গোসাঞি   তোমার নাগ্যা জন্মিলাম কত শত ঠাঞি।
একবার মরিলাম আমি দক্ষরিসির ঘরে   হারাইআ দেখা দিলাম মালঞ্চভিতরে।
মালঞ্চে দেখিনু তোমায় থাকিআ নিকটে   চন্দ্র উদয় হইল তোমার মাথার মকুটে।
আমার মা মেনকা আইল তোমা দেখিবারে   নাংটমূর্তি দেখ্যা তোমায় পালায়্যা গেলেন ঘরে।
আমার মা মেনকা কান্দে তোমার নাঞি দয়া এ বেশ[৩] রাখ্যা সুবেশ ধর্যা গৌরী কর বিহা।
এ বেশ এড়্যা সুবেশ ধর নারদ নাঞিক কাছে   জেবা ধনে পিতা তুষ্ট আন দেবরাজে।
কি লাগি উত্তম বেশ না ধর গোসাঞি   তোমারে বুঝাতে গোসাঞি আর কেহ নাঞি।
শিবেরে বুঝায়্যা দুর্গা গেল নিজ ঘর   এত শুনি দিব্যমূর্ত্তি হইলেন শঙ্কর।
গায়ের ভস্ম হইল জত অগৌর চন্দন   অঙ্গের সুগন্ধি গেল সহস্র জোজন।
পর্য্যাছিলেন বাঘছাল[৪] হইল পট্টধুতি   শঙ্খের কুণ্ডল [তার] মানিকের জুতি।
জটা ভাঙ্গিআ প্রভুর মাথায় দিব্য কেশ হইল   বাসকি নাগ কান্ধে ছিল কনক পৈতা হইল।
সুলক্ষমূর্ত্তি মহাদেব কাঁকালে ভাঙ্গে কেশে[৫]   পূর্ণিমার চন্দ্র জেন উদয় আকাশে।
বঠ[৬] রাজ্যের রাজা শিবের তাম্বুল জোগায়   ইন্দ্রপুরের পঞ্চকন্যা সমুখে গীত গায়।
ভীম নন্দী মহাকাল চামর ঢুলায়   ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আইল জথা দেবরায়।
রচিল লক্ষ্মণদেব শিবের করি ছন্দ   কৃপা কর সদাশিব হৃদয়আনন্দ॥

শিবের রূপ দেখ্যা হইল নারদের গমন   মেনকার বিদ্যমানে দিল দরশন।
কার বোলে মেনকারিস্যানি কান্দিআ বিকল   বাহির হয়্যা দেখ জামাঞি সর্বাঙ্গে সুন্দর।
সর্বাঙ্গে সুন্দর জামাতা জেন রাজলীলা[৭]   প্রথমে আসিঞাছিলাম নাটের উদ্দলা।

১ যুকতি   ২ সেত-   ৩ বেস   ৪ বাঘস্থাল   ৫ কেসে   ৬ বচ   ৭ -লিলা

পশ্চাতে আছিল বর আইল এখন   জার রূপে মুক্ত হয় এ তিন ভুবন।
বাহির হইআ মেনকা বরের পানে চায়   পূর্ণিমার চন্দ্র জেন হইল উদয়।
জেমতি আমার দুর্গা কন্যা তেমতি পাইলাম বর   সর্বাঙ্গে সুন্দর বর জেন বিম্বাধর।
জয়া বিজয়া দোহে শুনহ বচন   পাড়ার আয়্য ডাক্যা আন আমার নিকেতন।
বিনয়লক্ষ্মণ গান শিব শিবগতি   শুনিলে শিবের গীত শকতি[১] মুকতি॥

কমলা বিমলা নীলা[২]   বিদ্যাবতী নাম শীলা
রুক্মি মঞ্জরী কলাবতী
রোহিণী শচী তিলোত্তমা   দুল্লভা চাঁপা সত্যভামা
কৌশল্যা সুমিত্রা রূপবতী।
হীরা তারা রাণী রম্ভা   সুবর্ণরেখা বল্লভা
অরুন্ধুতি আল্য বেদবতী
স্বহা স্বধা মেধা শান্তি   চিত্রা রেবতী কুন্তী
দৈবকী জশোদা উর্বশী।
সুভদ্রা গঙ্গা সরস্বতী   তুলসী সুধামুখী
অঙ্গে পড়িল অভরণ
হাসিতে মুকুতা খেলে   রাজহংসগতি চলে
উপনীত হেমন্তভুবন।
হেমন্তের বাড়ি গিআ   সভে হরষিত হয়্যা
বসিবারে পাইল আসন
বিনয়লক্ষ্মণ   করিল সুরচন
যারে[৩] ক্রিপা কৈল ত্রিলোচন॥

সভে বলে ভবানীর বর মিল্যাছে ভাল   মদনমোহন রূপে ঘর কর্য্যাছে আল।
এক জুবতি বলে সই আমি মর্য্যা জাব   আর জুবতি বলে আমি সাগরে মরিব।
মরিআ জন্মিব গিআ হেমন্তের ঘরে   পূর্বজন্মে এমন পতি মিলয়ে আমারে।
সাতালই বয়েস মুখে নাক দরশন   আর জুবতি বলে কত কব সুবচন।
আর জুবতি বলে সই মোর পতি অন্ধ · হল্য অন্ন নাঞি খায় সদাই করে দ্বন্দ্ব[৪]।

১ সুকতি   ২ নিলা   ৩ জারে   ৪ দন্দ

পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন আরাধিআ দি কোলে   কোলে অন্ন দিলে ঘর হাতাড়িআ বোলে।
আর জুবতি বলে দুঃখ কি বলিব তোরে   গোদা পতির অনুরাগে মরিব সাগরে।
আর জুবতি বলে কি বা কব দুঃখের কথা   মন্দিরে বিষাদ ভাবেন জগতের মাতা।
দুর্গা বলেন বহিনী সব না হও কল্লিতা   আমার বিভাইর বর সভার গর্বিতা।
কামনা করিআ জদি মর সাত বার   তথাচ ঠাকুরের দেখা নাঞি পাবে আর।
বিনয়লক্ষ্মণ বলেন শিব শিবগতি   শুনিলে শিবের গীত এ সুখ মুকতি ॥

বৃষেতে চাপিআ হর দেবের সংহতি   স্ত্রীয়াচার করিতে গেল মেনকা যুবতী।
পরাশর ভ্রগু গর্গ ছিল সেইখানে   পাটে তুলি দুর্গারে আনিল সেই স্থানে।
পট্টবস্ত্র দিআ শিবে ঘেরিআ রাখিল   সাত ফের দিআ দুর্গা প্রণতি হইল।
শিবের গলার মাল্য দুর্গার গলায় দিল   হরগৌরী দোঁহাকার ছামনি করিল।
ছামনি করি বসিলেন জুগের জুগপতি   বামদিগে বসাইল অভয়া পার্বতী।
বসিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মুখে দিআ পান   পিতার পুণ্যে হেমন্তরিসি কন্যা করে দান।
বিনয়লক্ষ্মণ বলে শিব শিবগতি   শুনিলে শিবের গীত এ সুখ মুকতি ॥

গিরিরাজ পুণ্যবান   শিবে দিআ কন্যাদান
হাথে কুশে কহেন উত্তর
কার পুত্র কার নাতি   কার তুমি পড়িনাতি
কেবা তুমি কেমন মহেশ্বর।
শুনি হেমন্তের কথা   লাজে শিব হেঠমাথা
হাসি ব্র[হ্মা বলেন] আপনি
নীলকণ্ঠ বেদকণ্ঠ   তারপুর উগ্রকণ্ঠ
শ্রীকণ্ঠ আমি ইহা জানি।
পার্বতীর পাটসাড়ি   মহাদেবের বাঘ[ছড়ি]
গাটিছাড়া বান্ধে আয়্যগণ
জত বান্ধে তত খসে   দেখ্যা আয়্যগণ হাসে
মুখে দিআ উত্তম বসন।
ভাবিআ শিবের পায়   বিনয়লক্ষ্মণ গায়
শিব বিনু অন্য নাহি গতি

শিবা[1] ভবানী দেবী তোমার চরণ সেবি
বিপ্রগণে রক্ষিবে পার্বতী ॥

শয়নমন্দিরে জয়া দিল দরশন স্বর্ণ খট্টায় বিছায় উত্তম বসন।
জুতি মালতী পুষ্প বিছাইল খাটে মুনিময় প্রদীপ জ্বালে[2] অধিক জল্যা[3] উঠে।
অমৃত সমান দ্রব্য ভবানী শঙ্করে ভক্ষণ করিআ বৈসে খট্টার উপরে।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন হরগৌরী দুই জন আনন্দিত মন।
উরেতে[4] বসায়া হর দেবীর রূপ চাএ কমলের বনে জান ভ্রমর মধু খায়।
কমলে ভ্রমরে জেন হয়্যা গেল মেলা পুষ্প পায়্যা কেলি জেন করয়ে ভ্রমরা।
বিনয়লক্ষ্মণ গায় শিবের করি ছন্দ হরগৌরী দোঁহাকার হৃদয়আনন্দ ॥
পালা সমাপ্ত ॥

বন্দো দেব মহেশ্বর ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর[5]
বৃষপৃষ্ঠে করি আরোহণ
ত্রিশূল শোভে করে[6]...

---

১ সিবা ২ জালে ৩ জল্যা ৪ উরেতে ৫ ইশ্বর ৬ আভন্ত খণ্ডিত পুঁথির সমাপ্তি।

পঞ্চাননমঙ্গল

দ্বিজ শ্রীরঘুনন্দন

৭ ॐ শ্রীশ্রীদুর্গা : নারায়[ণায়] নম : নম গণেশা[য়] :
নম নম পঞ্চানন সহায় ॥
লিখিতং পঞ্চাননের পুতি ॥

জয় জয় পঞ্চানন পঞ্চ অবতার   কৈলাস হইতে উ[র] আসরে আমার।
তারক নামেতে বীর দুর্জ্জয় আছিল   কার্ত্তিকের হাতে তার তনু তিজ্যে[1] গেল
ভারার কারণ হেতু ভাবে দেবগণ   সভা করি বসিলেন জত দেবগণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বসিলেন দেবতা সকল   সুরপুরী শোভা জেন দেব আখণ্ডল।
শচীকান্ত শিবাকান্ত রোমাকান্ত আর   সুরলোকে বসিয়্য করয়ে যুক্তি সার
হেনকালে ব্রহ্মা তবে বলেন বচন   পঞ্চমুখে গান কর দেব ত্রিলোচন।
পঞ্চমুখে গান জদি তুমি সে করিবে   তবে তো তারক বীর উর্ধার হইবে।
শুকদেব নারদ সংঙ্গে দেব ত্রিলোচন   বীণাজন্ত্র[2] লয়া গান করে তিনজন।
এক মুখে আলাপ দুই মুখে স্তুথি করে   আর দুই বদনে কৃষ্ণেরে স্তব করে।
পঞ্চমুখে [গান] করেন দেব ত্রিলোচন   দ্রপ হইআ গঙ্গা চলিল তখন।
বিস্তু য়াড়ে নীর বুঝিআ কারণ   হস্ত পাতি লইলেন দেব ত্রিলোচন।
মহামন্ত্র মহাদেবী করিলেন [স্ম]ঙর[ণ]   দেবঅংশে[3] জন্ম হইল নাম পঞ্চানন
জোগবলে জন্ম[4] [নাম] পঞ্চানন্দ রায়   প্রসন্যবদন দেব সমুখে ডাড়ায়।
সমুখে [দেখিয়া] শিশু কহে দেবগণ   সংসারবিজই নাম হইল পঞ্চানন।
হেনকালে ব্রহ্মা তবে কহে মহেশ্বরে   ব্যধরাজ ভার দেহ এই ত কুমারে।
দিব্য[5] শরবন্ধ[6] মাথে জটাজুটা সাজে   রতন নপুর পায় রুনুঝুনু বাজে।
সুবর্ন্নের্ব জটা ভুজে কটিতে কিঙ্কিণি   অতি মাজা খিন জার মৃগরাজ জিনি।
অপূর্ব সাজন অঙ্গে করে ঝলমল   তিমির নাশিয়ে জেন চন্দ্রের উর্জ্জল।
নানা অভরণ পরি দেখিতে মনহর   জেন প্রকাশ করিল দিনের দিবাকর।
তলয়ার কাটারি বান্ধা বরচি চিকুর   ঐমনি উঠিল প্রভু অশ্বের উপর।
সংঙ্গে চারি দূত প্রভু[র] অপূর্ব সাজন   মামুদে তড়গা ব্যেকা চোকা চারিজন।
দ্বিজ রঘুনন্দন বলে শুন পঞ্চানন   নায়েকেরে তরে প্রভু করহ কল্যাণ ॥

গোরা প্রেমভরে চলিতে না পারে   আরে ও বিনদ গোরা চলিতে না পারে ॥

---

১ তনুতি য়ে   ২ বিনা-   ৩ -অংঙেস   ৪ জন্ম   ৫ দিব্ব   ৬ স্বর-

জয় জয় স্ম[ঙ]রণ শিবের কুমার   দণ্ড চারি তেজ বাপা কৈলা[স]শিখর।
কৈলাসশিখর হইতে হরের নন্দন   বেকা চোকা বঙ্ক সঙ্গে মলায়ে গমন।
বঙ্কপাত্র সঙ্গে বৈসি রত্ন সিংহাসনে   কেমনে হইবে পূজা বলে পঞ্চাননে।
পঞ্চানন বলে বঙ্ক শুনহ বচন   কেমনে হইব পূজা এ তিন ভুবন।
বঙ্করাজ কহে শুন ব্যধের রাজন   বীরবল মহারাজা অবন্তীভুবন।
তাহারে ছলিআ পূজা লহ পঞ্চানন   তবে সে কহিব আমি পূজার কারণ।
পূজা জদি নাঞি করে দুর্জয় রাজন   সবংশেতে ব্যধ দিয়্যা লইব জীবন।
বিনি ভয় প্রীতি নাঞি হয় কোনকালে   ইঙ্গিতে করাব পূজা বঙ্করাজ বলে।
নেকা চোকা বঙ্ক বলে করি নিব্যেদন   ব্রম্ভণ হইয়্যা তুমি[১] করহ গমন।
শুনিঞা পাত্রের কথা রায় পঞ্চানন   এ মায়া পাতিয়্যা প্রভু হইল ব্রম্ভণ।
পাঁজি পুথি কক্ষস্থলে যান[২] জটাধারী   কর্ণেরে ছলিতে জেন চলিলেন শ্রীহরি।
ব্রহ্মচারী রূপ দেবে জটাজুটা শিরে   আসাবাড়ি হাথে করি যান[২] ধীরে ধীরে।
পাত্র মিত্র লইয়ে বসিচে দণ্ডধর   হেনকালে গেল প্রভু সভার ভিতর।
ব্রম্ভণ দেখিয়া রাজা কৈল অর্ব্যস্থান   অবনী লটায়ে রাজা হইল প্রণাম।
রাজা বলে শুন দ্বিজ আমার বচন   কি হেতু আমার পুরে কৈলে আগমন।
দ্বিজ বলে শুন রাজা হয় একমন   জে হেতু তোমার পুরে কৈনু আগমন।
জত দেখ অহে রাজা ব্রম্ভণশ্রীষ্টি বটে   এ তিন ভুবনে আমি আছি সর্বঘটে।
জত দেখ ব্রম্ভণের সর্বত্র আলয়   শুনেছি লোকের মুখে তুমি মহাশয়।
ক[লিজু]গে অবতার রায় পঞ্চানন   করহ তাহার পূজা হইয়া একমন।
তার পূজা কর রাজা বেদের বিধানে   জে বর মাগিবে রাজা পাবে সেইক্ষ্যণে।
ব্রম্ভণের বাক্য শুনি ভূপতি হাসিল   শ্রীরঘুনন্দন বলে প্রমাদ ঘটিল॥

রাজা বলে পাত্র মিত্র শুনহ বচন   ব্রম্ভণ কহিল এই কেমন বচন।
পাত্র বলে মহারাজা করি নিবেদন   ভূত্তলিয়্যা এই দ্বিজ জানিহ নিদান।
ভাগবত পুরাণ রাজ দেখ রামায়ণে   পঞ্চানন বলে পূজা আছে কোনখানে।
একবার বলিরে ছলিল নারায়ণ   তে কারণে গেল বলি পাতালভুবন।
সেইমত বিধান এই দ্বিজ্যর বচন   ছলিয়্যা লইব রাজা তোমার জীবন।
আমার বচন হেন শুন মহারাজ   বন্দী করে রাখ লয়্যা তবে হয় কাজ।

১ ছিমি   ২ জান

দরর্দ মাআ বুঝিব আজি তাহার আক্রিক্তি তবে সে বন্দিব পদ লুটাইয়্যা ক্ষিতি।
পাত্রের বচন এখন ভূপতি শুনিল তালজঙ্গ কোতোআলে ত্বরায়ে[১] ডাকিল।
কোটাল কোটাল বলি ডাকিল ভূপতি তালজঙ্গ কোতোয়াল আইল [শীঘ্র]গতি।
কোটাল দেখিয়ে রাজা বলেন বচন এই দ্বিজ লয়্য জাও করিতে বন্ধন।
শুনিঞা রাজার বাক্য কোটালনন্দ[ন] গৌরব তেজিয়্যা তারে উঠায় তখন।
উঠ রে বামন বেটা হুকুম রাজার আজ্ঞা দিল নরপতি দেতে কারাগার।
তালজঙ্গ কোতোআল কারাগারে গেল জতেক বন্ধনদড়া তথায় আনিল।
মনে মনে ভাবে তবে রোগের ঠাকুর আজি [আমি] রাজার দর্প করে জাব চুর[২]।
ভালই রাজায় রে আমি দেতে এলেম বর পঞ্চানন নামে রাজা বড়ই তস্কর।
হৃদএর[৩] মধ্যে[৪] যুক্তি ভাবেন গুণমণি হাতে হাতে অন্তধ্যান হইল তখনি।
এতেক দেখিয়্যা কোটাল হইল বিস্মিত রাজার সাক্ষ্যাত গিয়্যা হইল উপর্স্নিত।
কোটাল বলেন রাজা নিবাদিই তোমারে পালাল বামন ব্যটা বন্দী কারাগারে।
এতেক শুনিঞা রায় হইল বিস্মিত শ্রীরঘুনন্দন বলে হইল বিপরীত॥

য় বাছা জরাসুর[৫] রে আএ রে আএ ধর ধর দেবতাগণ কন্দুর[৬] পালায়।
কোপেতে প্রকর অ.ত হইল পঞ্চানন আপনার নিজ রোগে ডাকিল তখন।
আগে আইল মাথাবেথা হাসিয়্যা হাসিয়্যা তবে ধায় কফ ঠাণ্ডি হরষিত হয়্য।
তবে আগুদলে ধায় জ্বর[৭] ধামাসে প্রচণ্ড দাহনে জ্বলয় তনু করে লণ্ডভণ্ড।
আইল উনসর্ত্ত জ্বর বড়ই বিষম সান্নিপাতি করি জ্বর ধায় জেন জম।
সংঙ্গে কুজ্বরি ধায় কতো আসে ভেদি অবশ করিয়া পদ ধরে হস্ত আদি।
কাকতর জ্বরদোষ ভাই বড়ই বিষম রক্ষ্য রক্ষ্য ধর্মরাজ দেব নারায়ণ।
পিল্য তিল্যা কাঁতলা চলিল উদারি বড়ই বিষম বেধ চলে সালদরি।
হামি উরি মহার্ব্যেধি ভুঁডা পালা রাঙ্গা গাধিয়া ধাইল সঙ্গে আর পায়ভাঙ্গা।
ষাট[৮] ভগিনীর ভাই মামুন্তে দুর্জন চামের ইজ্যার কন্ধ চামের ভূষণ।
চুয়ালিয়্য ধাই তবে শক্র বই নয় পথের পথুক জেন রয়ে কথা কয়।
গরগণ্ড ধায় তবে কোরণ্ডের খুড়া কাসরোগ বলে আমি জুআনে কবি বুড়া।
বিষম পাচুর মায়া করিল গমন হরষিত্যা ভালাছড়া মিলিলা তখন।
ঝমকা চমকা বাই চলিল তখন তড়ঙ্গা রাএরে কাছে দিল দরশন।

---

১ ত্বরায়ে ২ চুর ৩ হৃদএর ৪ মর্দ্ধে ৫ জরাযুর ৬ কর্দ্দূর ৭ জ্বর ৮ ষাট

একুশ ভগিনীর ভাই চোরার গমন   রাএর সাক্ষেতে গিয়্যা দিল দরশন।
উর্বল[১] বাত উর্বল[১] দ্রোহে করিল গমন   পক্ষ্যাঘাত বাই চলে হরষিত মন।
উমুল্য ঝুমুল্য ঝোলা করিল গমন   ধনুকটংকার চলে হরষিত মন।
ঘুণ্ডড়ি বাতর্ব্ল জায় বড় হাসি হাসি   ত্রিদোষ[২] সান্নিপাত আইসে হৃদএতে[৩] খুসি।
তোলাউটা জায় বড় করিয়্যা তর্জন   টানটংকার ফিকস্বর আইল সর্ব্জন।
চৌসষ্টি ব্যধ সংঙ্গে রায় জরাসুর   শ্রীরঘুনন্দন বলে রক্ষিবে ঠাকুর॥

জরাসুরে কো[তু হ]লে   কহিলা আপন দলে
মহলা করহ সর্বজন
শুন রায় মহাশয়   আমারে দেখিলে ভয়
অগ্রে জরি করে নিবেদন।
আগুদলে মাথাবেথা   শুন রায় মোর কথা
আগে আরাধন[৪] করি নরে
কফ ঠাণ্ডি মোরা শেষ[৫]   যার[৬] অঙ্গে প্রবেশ
তার পাছু দরশন জরে।
সুজ্জরি কুজ্জ[রি] কয়   শুন অগ্রে মহাশয়
অস্থির[৭] ভিতর মোর[৮] বাঁস।
আমি জদি জীবে ধরি   ছিরকাল ভোগ করি
আমি হইলে জীবন নইরাশা।
পিষ্টটান কহে শুন   মহাশয় দিএ মন
ধনুকটংকার মোর[৮] নাম
আমি ধরি দুর্জয় নাম   লঙ্কাপুরী লেপড়ে টান
চাপামুষ্টি জেনই শ্রীরাম।
কম্প বলে কম্পস্তম্ভ   উরু ধরি উরুস্তম্ভ
বদনে উশ্চ রা করি ভাষ[৯]
পঞ্চাননপদতলে   শ্রীরঘুনন্দন বলে
অগ্রে নিবেদন করে এখন কাস[১০]॥

---

১ উর্ব্বন   ২ ত্রিদশ   ৩ হৃদিএতে   ৪ যারাদন   ৫ সম   ৬ জার   ৭ অস্থির
৮ মর   ৯ ভাস   ১০ কাষ

॥ বরাত গান মহলা ॥

॥ পয়ার ॥

প্রথমে কফজ্বর বলে শুন [দেব]রায়   চক্ষু রাঙ্গে মাথাবেথা লণ্ডভণ্ড হয়।
মদনজ্বর বলে তুমি শুন গুণমণি   ডাখিনীর প্রকারে জেয়ে বর্ক্তা করি আমি।
বাইজ্বর কহে প্রভু আমার বাক্ষ্যন   ঘাড়েতে স্থিতি[1] ধরি হাত পা টান।
ধর্মরিসিজ্বর বলে আমার জত দম্প   মনুষ্যর দায় নাঞি সুরলোকে কম্প।
তাড়কা দুন্দবি কয় জার অঙ্গে ধরি   দন্ত কড়মড় করে লই শমনপুরী।
দৌকালিনী কইছে দেব দিনে দুই হই   যার[2] বাড়ি প্রেবেশ করি তার শমন[3] লই।
দু সতীনে পালা বলে ধীরে ধীরে   দুইজনে ভোগ করি ডেড় ডেড় বৎসরে।
অবশেষে বলে তবে জ্বরা স্যসকাস   গোবিন্দে বৈমুখ নরে তার নরকেতে বাস।
কাস বলে শুন প্রভু করি নিব্যাদন   ধোককাস হইলে তার[4] সংশয় জীবন।
ধোককাস বলে শুন রায় গুণমণি   আমি অভাগিয়্য প্রতি দিবস রজনী।
গরগণ্ড বলে আমি কোরণ্ডের খুড়া   কাসরোগ বলে আমি যুয়ানে করি বুড়া।
পিল্য তিল্য কাঁওলা জে বলেন বচন   উদরি এমন সমএ দিল দরশন।
জলউদরি বলে আমি জেন জম   তিলেক সংহার করি এ তিন ভুবন।
যাট বহিনীর ভাই মামুদে দুর্জন   চামের ইজার বান্ধা চামের ভূষণ[5]।
চামের দুয়াল হাথে ফিরি ঘরে ঘরে   মামুদে রক্ষিলে তারে কে মারিতে পারে।
চুয়ালিয়্য বলে আমি শক্র বই নই   পথের পথুক জেন রএ কথা কই।
পেঁচো বলে শুন প্রভু করি নিবেদন   কেয়োটার বিলে হইল্য আমার জনম।
বিষম পেঁচর মায়া বোঝা নাঞি জায়   ক্ষেণেক ক্ষেণে[ক] নাচে অচে[ত]ন হয়।
উর্বল বাতউর্বাল তারা দুইজন কহে   মোরা জার ঘরে জাই তার সর্বনাশ হএ।
বাতউর্বাল বলে বাপা আমি জ্যতে হীন   প্রাণে নাঞি মারি বাপা রাখ্যে জাই চিন।
একুশ ভগিনীর ভাই চোরার বচন[6]   আতুড়ের ঘর হইলে হরষিত মন।
অহংকার করে নারী পথে জায় চলে   আঁচল লোটাএ তার লোকে জায় বলে।
তেমাত্রা পথেতে [হঅ] আমার অধিষ্টান   আঁচল ধরিয়্য তার গ্রেহেতে পয়ান।
আচল ধরিয়্য তার জাই নিজ ঘরে   মা মা বলিয়্য শিশু চলে জাই পুরে।
ঘুড়িবা ঽর্বল বলে মনে বড় খুসি   দেখিতে দেখিতে জীবের গলা ধরে বসি।
এলআচল ছেলেকোলে পথে জদি পাই   মনের আনন্দে জেন পাকা কলা খাই।

১ স্থিথি   ২ জার   ৩ সমন   ৪ জার   ৫ অতি. বাপা গ   ৬ অতি. ও বাপ

পক্ষ্যাঘাত বলে প্রভু শুন পঞ্চানন এক পক্ষি বই জম[১] [হঅ] দরশন।
উমুলে ঝুমুলে ঝোলা তিন জ[ন] কহে মোরা যার[২] ঘরে জাই তার সঙ্গে বহে।
তব দাস বলে জদি আমি রক্ষ্য করি এ তিন ভুবন মাঝে কার বাপে মারি।
ধমুটংকার বলে [শুন] মোর নিবেদন জনকধমুক জেন তেমনি শ্রীরাম।
নিজ বাহুবলে চড়া দিল রঘুমণি তেমনি প্রকারে ধরি জীবের পরাণী।
ত্রিদোষ[৩] সান্নিপাত বলে শুন পঞ্চানন ত্রিয়দশ আমার গুণ শুন দিয়্য মন।
শিরে শিরশূল ঘাড়ে মাগুর কাণে কর্ণমূলে গলায় গরগণ্ড কাঁকবিড়ালী[৪] ঝুলে।
পিঠদেশে পিষ্টবরণ পেটে রাজগাঁড় কই কোলভাগে বাগি উরে উরুস্তম্ভ কই।
আঁটুদেশে গোদ হই চঞ্চলিত প্রাণ পাদপদ্মে[৫] বেঁজি বেরুই অস্থির হয় প্রাণ।
একে একে ব্যধ সব দিলেক মহলা শ্রীরঘুনন্দন বলে তব পদে ভেলা॥

ব্যধের মহলা শুনি হরষিত গুণমণি
কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে[৬]
ভুপতি বীর কয় কুমতি অতিশয়
আমার পূজা নাঞি করে।
রে অরে ব্যধ রে অরে ব্যধ অরে
কুমতি পাত্রি বেটা তার রে তার রে[৭]॥
করি নাম হর্য্য শিব্যার কৈলাসেতে স্থল
পঞ্চানন কয় কোপে
তেমতি আমি আজি আপন দল সাজি
শিখাব বীরবল ভূপে।
এতেক বলিয়া দম্পে চলিলেন মহাকম্পে
ব্যধির ঈশ্বর সাজে
চিচকার শব্দ করি প্রেত ভূত ঐরি
সর্ব[৮] চলিতে নপুর বাজে।
বাহুবল অতি শুন আত স্থমতি
শুন রায় গুণমণি

১ জোম ২ জার ৩ ত্রিদস ৪ -বিরালি ৫ -পদ্মে ৬ অতি. হে ও দেব হে দেব হে
৭ অতি. দিক্ষ´জেন উরু ৮ সব্য

তিন ব্যাধ গিয়্যা হরষিত হয়্যো
বধহ নৃপে পরাণী।
ধনুকটংকার চোরা মনহর
মামুদে চলিল সঙ্গে
কোটালভুবনে হরষিত মনে
টংকার দিলেক রংঙ্গে।
মামুদে ধায়া গিয়্যা পাত্রের ধরে সিয়্যা
আনন্দেতে তারে ধরে
শ্রীরঘুনন্দন করে নিবেদন
রায় পঞ্চানন বরে[১] ॥

॥ করুণা রাগ ॥

ব্যধের মহলা শুনি নিষ্ঠুর পঞ্চানন অরুণনয়ান আকি হইল তখন।
দাহুড় করিব আজি নৃপতি দুরন্ত অশ্চন না করে খিতি জদি না হয় শাস্ত।
বঙ্কবল বলে প্রভু করি নিব্যাদন মামুদে ব্যধেরে প্রভু পাঠাবে একখন।
পাত্রের বচন শুনি রায় গুণমণি মামাদের তরে প্রভু ডাকিল তখনি।
রায় বলে মামুদিয়্য আকৃতি কুলাবে সিঙ্গাসনে বসে পাত্র তাহারে ধরিবে।
আকৃতি পাইয়্য হইল মামুদের গমন পাত্রের মন্দিরে গিয়্য দিল দরশন।
আরম্ভ করিয়্য জদি পাত্রেরে ধরিল ভূমেতে পড়িয়া পাত্র অচেতন হল্য।
ধনুকটংকার ডাকি কন পঞ্চানন কোটালমন্দিরে বাছা করহ গমন।
পাইয়্য রায়ের আজ্ঞে করিল গমন কোটালমন্দিরে গিয়্য দিল দরশন।
আরম্ভ করিয়ে জদি কোটালে ধরিল ভূমেতে পড়িয়্যা কোটাল অচেতন হইল।
চোরারে ডাকিয়া প্রভু কন পঞ্চানন রাজার বাটিতে ব্যধ করহ গমন।
পাইয়্যা রাএর আজ্ঞা করিল গমন রাজার মহলায় গিয়্য দিল দরশন।
পুত্র কোলে করি আছে রাজার মহলায় হেনকা[লে] চোরা তথা প্রেবেশ করিলায়।
ক্ষেণ লগ্ন পেএ চোরা ধড়ে প্রেবেশিয়্য মা মা বলিয়্য শিশু উঠে চমকিয়্য।
পুত্র দেখি রাজরানী মুর্চ্ছগত হইল আকাশ ভাঙ্গিআ জেন মুণ্ডেতে[২] পড়িল।
ডাক দিয়া রানী বলে শুন সর্বজন মণিময় কে[ম]ন করে দেখ না এখন।

---

১ অতি. দেব হেএ ২ মণ্ডেতে

ধায় রাজা বীরবল প্রজাগণ লইয়্যা   আপন ভুবনে জেএ উত্তরিল সিয়্যা ।
পুত্র্ দেখে রাজা রানী মূর্চ্ছগত হল্য   আকাশ ভাঙ্গিআ জেন মুণ্ডেতে পড়িল ।
ডাক দিয়্যা রাজা বলে শুন সর্ব্ব জন   আমার বাছাকে জে বা[১] করে সচেতন ।
আমার বাছাকে জে বা জিয়্যাইথে পারে   অর্ধরাজ্য সিংহাসন দিব আমি তারে ।
পুত্র কোলে করি রানী করেন ক্রন্দন   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন ॥

॥ করুণা রাগ ॥

হরি হরি মণিময় লয়্য কোলে   রানী করুণায় বলে ।
রা[নী] শিরেতে কঙ্কণ হানি   অচেতন গুণমণি ।
কোন দেশে আমি জাব   তোমা দরশন আমি পাব ।
অজুর্ধেনিবাসী রাম   বিধি হইল মোরে বাম ।
বাছার বদন চায়্য   দয়ার্দ্র[২] দারুণ হিয়্যা ।
শিরয়্যাতে কঙ্কণ হানি   উঠ উঠ গুণমণি ।
অব্যসে আকার রামা   কান্দে মনে নাহি ক্ষেমা ।
করুণা করিয়া কান্দে   কেশপাশ নাহি বান্ধে ।
শ্রীরঘুনন্দন সার   মহিমা কে জানে আর ॥

ব্যেকুল রাজার পুরী দেখে পঞ্চানন   বঙ্কবল ডাকি প্রভু বলেন বচন ।
রায় বলে বঙ্করাজ আরতি কুলাবে   কেমনে হইবে পূজা আমারে কহিবে ।
বঙ্করাজ বলে প্রভু করি নিব্যাদন   রাজপুত্র মহাপ্রভু কর সচেতন ।
শুনিঞা পাত্রের কথা দেব পঞ্চানন   এ মায়া পাতি প্রভু হইলা ব্রহ্মণ ।
ব্রহ্মণ হইয়া রায় তুরিত চলিল   রাজার বাড়িতে জায়্যা উপস্থিত হইল ।
ব্যকুল রাজা[র] পুরী রায় পঞ্চানন   বরপুত্র মহাপ্রভু করেন সচেতন ।
গা তো[ল] গা তো[ল] পুত্রে কহেন হরষি[৩]   অঙ্গ তুলি বৈসেন জেন রুহিনীর শশী ।
পদ্মহস্ত বুলাইল সেই শিশুর গায়   প্রাণদান পায়্য শিশু উঠি[য়া] দাণ্ডায় ।
সাক্ষ্যাত স্বরূপ[৪] শিশু দেখি পঞ্চানন   বিনয় করিয়া ধরে রায়ের চরণ ।
বরপুত্রে মহাপ্রভু করেন সচেতন   সাক্ষ্যাত স্বরূপ[৪] বালা দেখি পঞ্চানন ।
বিনয় করিয়্যা ধরে রায়ের চরণ...

১ জোবা   ২ দয়ার্দ্র   ৩ হরসিত   ৪ সরূপ

এক ভাগ মাথার কেশ দুই ভাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িয়া ধরিয়্যা।
পুনঃপুনঃ রায়মনিকে করে নিবাদন আমারে এতেক দুস্ক কিস্তর কারণ।
রায় বলে শুন বাছা আমার বচন তব পিত্যা বীরবর বড়ই দুর্জন।
আমার বচন শুন রাজার নন্দন বারা ঝারা আন গিয়্যা অমূল্ল পাটন।
পঞ্চানন নামে কহিবে রাজার সভায় না বুঝিয়া মহারাজ বান্ধিবে উহায়।
পঞ্চাননপূজা কর বেদের বিধানে জে বর মাগিবে বাছা পাবে সেইখানে।
অহংকা[র] করি পূজা না করে আমারে তে কারণে দুর্থ রাজা দিলেন তোমারে।
এতেক বলিয়া প্রভু হইল অন্তর্ধ্যান নিমিক ভাঙ্গিয়া শিশু পাইল চেতন।
মণিময় সচেতন দেখি দুর্জয় রাজন পুত্র কোলে করি রাজা করেন ক্রন্দ[ন]।
নৃপসুত সচেতন স্বপন দেখিয়া গা তুলি[ল] মণিময় শর্য্য তেজিয়্যা।
রাজা বলে শুন বাপু আমার বচন তব প্রাণ অচেতন কিস্যের কারণ।
মণিময় বলে বাপা করি নিবাদন সাক্ষাত স্বরূপ মোরে কহিলা পঞ্চানন।
প্রাণদান দিয়্যা বাপা কহিলা কারণে বারা ঝারা আন গিয়্যা অমূল্য পাটনে।
আনিঞা আমার পুজা করহ তারায় দয়া উপজিবে তবে দেবের দেবরায়।
এতেক শুনিঞা তবে বলে মহারাজ রাজা বলে বিলম্বতে আর নাঞি কাজ।
তখন ত মহারাজা হরষিত হইল পুরুহিত দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল।
ঘট আবাহন করি দ্বিজার নন্দন একচিত্তে[১] পূজে তবে রায়ের চরণ।
ধূপ দীপ নানা পুষ্পে অগৌর[২] চন্দন পঞ্চ উপচারে পূজে রায়ের চরণ।
মেষ মহিষ অজা গণ্ডক দিল বলিদান ভকর্ত্তি নির্ভয়ে পূজে রায়ের চরণ।
ভাবি রঘুনন্দন বলে শুন পঞ্চানন নাএকেরে মহাপ্রভু করহ কল্যাণ॥

পূজা হইতে মহাপ্রভু প্রাণদান দিল পাটনে জাইবে রাজা ভাবিতে লাগিল।
তখন ত বীরবর আনন্দিত হইল বিশ্যকর্ম্মার তরে ডাকিয়ে আনিল।
রাজা বলে বিশ্যাকর্ম্মার আরতি কুলাবে সপ্তডরী মনহর নির্ম্মাইয়া দিবে।
আরতি পাইয়া বিশাই কোন বুদ্ধি কৈল সপ্তডরী মনহর গড়িতে লাগিল।
বাঁক বরাত কাষ্ট সুসর করিল ধর্জ পতকা বিশাই নিষ্মাণ করিল।
সপ্তডরী মনহর হইল নির্ম্মাণ বিশাই বিদায় হইয়া নিজপুরে যান[৩]।
প্রাতককালে দেখি তবে রাজার নন্দন ডিঙ্গা জব্দ দিখি তবে হরষিত মন।

১ -চিত্রে ২ য়গৌরব ৩ জান

ভক্ষদির্ব মণিময় লইল নানা ধন   মুগ মাস বাটুলা নিল করিয়া জতন।
বিচিত্র বসন নিল বহুমুল্য রাজে   আগে পাছে সাজাইয়্য জায় ডিঙ্গার মাঝে।
পাট পটু তুলি শিশু[১] করিয়্য জতন   নানা দির্ব তুলি বালা হরষিত মন।
সপ্ততরী মনহর করিল সাজন   জননীর কাছে গিয়্য দিল দরশন।
আমারে বিদায় দেহ জননী গ মাই   তোমার আরতি পাইলে পাটনে তো জাই
ভাল কথা কহিলে বাছা রাজার নন্দন   সাক্ষ্যত স্বরূপ আমি দেখিব পঞ্চানন।
পঞ্চানন পাদপদ্ম দেখিব নয়ানে   তবে সে জাইবে বাছা অমুল্য পাটনে।
জননীর কথা শুনি রাজার নন্দন   পঞ্চাননে স্তব স্তুতি কৈল ততক্ষণ।
ধ্যয়ানে জানিঞে হইল রায়ের গমন   রানীরে বলিল তবে মধুর বচন।
শুন শুন রাজরানী বলি গ তোমারে   তোমার নন্দন জাবে অমুল্য সহরে।
পঞ্চানন নামে কৈবে রাজার সভায়   না বুঝিয়্যা মহারাজা বান্ধব গুহায়।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিব নন্দন   কারাগারে উরি[ব] গুহায় করিতে উর্ধারণ।
নিজ কন্য বিভা দিব দুর্জয় রাজন   বারি সিঙ্গাসন লয়্যা দেশেরে গম[ন]।
এতেক বলিয়্যা প্রভু হইল অন্তর্ধ্যান   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন॥

বাছা কার বোলে কোথা জায় ছাড়িয়া জননীরে
অরে রাম রে বাছা আয় করি কোলে রে॥

এতেক শুনিঞা রানী হরষিত মন   জয়ধ্বনি হুলহুলি জত রামাগণ।
মাসা ধরি জাত্রা করি রাজা গুণধীর   পঞ্চানন পদ ভাবি [হইল বাহির]।
জাত্রাকালে সুমঙ্গ[ল] দেখিল রাজন   কুম্ভি বারি পুরীনারী বামেতে গমন।
দধির পসরা লইয়্যা বামভিত্য জায়   মালাকার পুষ্পহার বেচিয়্য বেড়ায়।
জনক জননীর পাএ কৈল নমস্কার   জয়ধ্বনি হুলাহুলি আনন্দ আপার।
শুভক্ষণ জানিঞে হইল রানীর গমন   ডিঙ্গা জঙ্গর কাছে গিয়্য দিল দরশন।
কাণ্ডারের হাথে পুত্র সমার্পণ দিয়া   সমার্পণ দিল পুত্র নিজ দির্ব[২] দিয়্য।
দোষ জদি করে পুত্র রোষ না করিবে   আমার বচন বাছা হৃদয়ে রাখিবে।
আর এক কথা বলি রাজার নন্দন   সঙ্কটে পড়িলে বাছা ভ্যাব পঞ্চানন।
দুর দেশের মাতা[৩] পিত্য রায় গুণমণি   অর্জুন সারথি জেন দেব চক্রপাণি।

---

১ সিঘু   ২ দিব্ব   ৩ মাথা

মণিময় বলে মাতা জায় গ মহলে   বারি সিঙ্গাসন লঞ আসিব কুতুহলে।
তখন ত রাজপুত্র কোন বুদ্ধি কৈল   পঞ্চাননে স্মঙরিয়্যা ডিঙ্গায় চাপিল।
উঠে জপে জগরূপে ডিঙ্গার উপর   কর্ণধার হরষিত গ্যাঠের গাবর।
শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাশয়   ভকত নায়েকে প্রভু হবে বরদায়॥

বাহ বাহ বাহ ডিঙ্গা বাহ এইবার   হরিবোল বদনে পঞ্চানন কর সার।
তখন ত রাজপুত্র কোন বুদ্ধি কৈল   কামানেতে দারু পূরি পলিতা করিল।
সকল ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক   দারু পূরিয়্য তবে আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুবন পূরিল   আসাড়ের মেঘ জেন গজ্জিতে লাগিল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   আপনার নিজ দেশ ছাড়িল তখন।
অবন্তী নগরখান পর্চ্চাত করিয়্যা   উজানি সুজানি দেশ উত্তরিল জায়্যা।
বাহ বাহ বলি সাধুএ থানাঘাটা পায়   চাকদহ কুমারখালা তরী বায়ে জায়।
বাহ [বাহ] বলি ডাকে রাজা[র] নন্দন   নবদ্বীপ পাড়পুর বাহে ততক্ষণ।
মুক্তকেশী সেইখানে বিশ্রাম করিয়ে   তরঙ্গে তরণী শি[শু] জায় ধাওাইয়্যা।
হুগুলে সহর তবে বাহিল রাজন   ত্রিবিনিতে সাধুপুত্র দিল দরশন।
মহাপুণ্যস্থান জানি রাজার নন্দন   স্নান[১] দান করি পূজে রায়ের চরণ।
নঙ্গর তুলি তরী বাহে দিবস রজনী   সাড়েশ্বরে পূজিলেন দেব শূলপাণি।
পবনগমনে ডিঙ্গা দেগঙ্গায় গেল   নিমগাছে জবাফুল জথায় ফুটিল।
বামেতে সুন্দরপুর চাতরা বাহিয়্য   বল্লবপুরে রাজসুতা উত্তরিল জায়্য।
রাধাবল্লবে তবে করি জোড়হাথ   তাহার দক্ষিণভাগে ঠাকুর জ[গ]ন্নাথ।
খড়দহে মণিময় গেল উচ্ছ্‌র্স্বরে   প্রণাম করিল গিয়্যা শচীর কুমারে।
কোতরঙ্গ এড়াইয়্যা গেল ভদ্রকালী   আসিয়া দক্ষিণশ্বরে[২] পূজিল বাসলি
বাহ বাহ বলি তবে সাধু ভূপবালা   চিতপুরে পূজিলেন সর্বমঙ্গলা।
চিতপুরে চিত্রেশ্বরী চরণ বন্দিয়্য   সহর কলিকাতা শিশু উর্ত্তরিল জ্যায়ে।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   বেতড়ে ব্যতাইচণ্ডী বন্দিল চরণ।
গুপিনপুর গঙ্গাধর হরষিত বায়্য   টলগু ভবানীপুর উর্ত্তরিল জায়্য।
একে একে নানাস্থান করি জোড়পুটে   উপনীত হইল গিয়্য জয় কালীঘাটে।
দর্ত্যনিপাতিনী দেখি শিশু চমকিত   শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের গীত॥

১ স্থান   ২ দক্ষিন স্বরে

দেখিয়্যা দেবীর রূপ হরষিত সাধুসুত
কর্ণধারে কথন তথন
মণিময় ক[হে] শুন কৈ তর্ত্ত বিবরণ
বন্দো শৈইলসুতার চরণ।
দেখ ভাই আইল অম্বিকে
ধুম্রক চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ খণ্ড খণ্ড
সঙ্গে চলে অষ্ট নাইকে।
দেখ ভাই জোগেন্দ্রবণিত্য
নিস্তারিতে[১] চতুর্ভুজে আসিয়্য প্রভুর বরে
কণ্ঠে মুণ্ডমালা শুভিতে।
দেখ ভাই আপন নয়ানে
বন্দো দেবী[র] ও রাঙ্গা চরণে।
শুনিঞা দেবীর কথা হরষিত সাধুসুতা
নানা দির্ব আনিল সেখানে
আপনার শুভদয়ে বুঝিআ প্রফুল্যকায়
দান দেন দক্ষিণা ব্রম্ভণে।
খির খণ্ড আদি কিছু ভোজন করিল পাছু
শেষ গাইত্রী হইল ভূষিত
পঞ্চাননপদতলে দ্বিজ রঘুনন্দন বলে
পাটনেতে চলিল তুরিত ॥

ভাল বিরাজে কালীঘাটে কালীঘাটে গ জননী জননী কালী ॥

কালীঘাট আদিস্থান পর্চ্ছাত করিয়্য তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওাইয়্য।
বাহ বাহ বলে তবে সাধু ভূপবালা কুদল করিল ত্যাগ ভূপ খণ্ডকলা।
গ্রাম রসা কোটো ঘাট পর্চ্ছাত করিয়ে তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওাইয়া
বাহ বাহ বলি তবে রাজার নন্দন বোড়ালের ত্রিপুরার বন্দিল চরণ।
বোড়ালের ত্রিপুরার চরণ বন্দিয়া বাঁকুআপুরেতে[২] বালা উর্ত্তরিল গিয়্যা।

১ বিস্তারিতে ২ বাঁদআ-

বিশালনয়ানী তার বন্দিল চরণ   শুনিঞা নগরে শিশু দিল দরশন।
দক্ষি[ণ]রায়ের তবে পুজা জে করিয়্যা   তরঙ্গে তরণী বালা জায় ধাওাইয়া।
মালঞ্চ গ্রামখান বাহিল রাজন   হেতেগড় ছত্রভঙ্গে দিল দরশন।
শিশু বলে কর্ণধার শুনহ বচন   ছত্রভঙ্গ নাম হই[ল] কিসের কারণ।
কর্ণধার বলে শিশু শুনহ বচন   পুরাণপ্রমাণকথা মন দিয়া শোন।
গঙ্গা লইয়া আইল ভগীরথ রাজন   জাহ্নুমুনির সঙ্গে তবে হইল দরশন।
গণ্ডূষ করিয়া মুনি করিল ভক্ষণ   এতেক দেখিয়া কান্দে ভগীরথ রাজন।
দ্বাদশ[১] বৎসর রাজা করিল স্তবন   সন্তুষ্টু হইআ মুনি বলেন বচন।
মুখ দিআ জদি দিই উচিষ্ট আমার   গুঝিজ্ঞর দুআরে অক্ষ্যতি তাহার।
তখন ত জাহ্ন্যমুনি কোন বুদ্ধি কৈল   জাঙ্গ চিরি জাহ্ন্যমুনি গঙ্গা তবে দিল।
জাহ্নবি বলিআ নাম [বি]ক্ষ্যতি তাহার   হেনকা[লে] হস্তিস্নে দেখা হল্ল্য তার।
গঙ্গা দেখিয়া হস্তী বলেন উর্ত্তর   এক রাত্রি বঞ্চ রামা শুনহ সত্ত্বর।
এতেক শুনিঞা গঙ্গা বলেন বচন   তিন ঢেউ সহিতে পার দিব আলিঙ্গন।
হস্তী বলে এই কথা সহিতে পারিব   তবে সে তোমার ঠাঞি আলিঙ্গন পাব।
এতেক শুনিঞা মাতা হইল উতণ্ড   প্রথম ঢেঔতে হস্তী হইল লণ্ডভণ্ড।
দ্বিতীয় ঢেঔতে হস্তী হইল ছারখার   তিতীয় ঢেঔতে হস্তী হইল সংহার।
এই শুন রাজসুতা এহার কথন   দুর্জয় মগরাএ গিয়া দিল দরশন।
দুর্জয় মগরার ঢেউ পর্বতপ্রমাণ   গেঠের গাবর আদি হইল কম্পমান।
স্থির নাঞি হয় তরী বিষম তরঙ্গে   দেখিয়া ত মুনিময় হৃদয়[২] আতঙ্গে।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   কপিলমুনির কাছে গিয়া দিল দরশন।
কর্ণধার বলে শিশু দেখ মনসুখে   কেহ শেল শূল মারে কপিলমুনির বুকে।
অশ্বচোর[৩] বলে কেহ করএ তজ্জন   কপিলের কোপানলে ভস্ম পুত্রিজন।
সত্যযুগে[৪] ওহার নাম সগর[৫] আনিল   অনেক জতনে অশ্বমেধ জজ্ঞ কৈল।
অশ্বমেধ জজ্ঞ করি করে প্রাণপণে   স্বর্গে[৬] ইন্দ্র হরে রাজা ইহার কারণে।
অশ্বমেধপত্র ব[া]ধি ছাড়্যা দিলে হয়   চৌদিগে ভ্রমণ অশ্ব করিল নির্ণয়।
হেনকালে নারদমুনি করিল গমন   চাতুরি করিয়া অশ্য হরিল তখন।
পাতালে কপিলা ছিল তথায় থুইল   একে একে সর্গগ মর্ত সগর চাহিল।
অশ্ব না পাইয়া মহী খোজে সর্বজন   পাতালে কপিলা সনে হইল দরশন।

১ দ্বাদস   ২ হ্রিদয়   ৩ য়শ্ব্য-   ৪ স্বর্গ-   ৫ স্বগর   ৬ সগ্রে

কেহ তুলে শেল শুল স্থাপর কুঠার   তর্জ্জন গর্জনে কেহ বলে মার মার।
কেহ বলে ধ্যানে বসেচে ঘোড়াচোর   হেনকালে কোপদিষ্ট মুনি চায় তৎপর।
মহাকোপানলে মুনি তখন চাহিল   নৃপতিনন্দন জত সব ভস্ম হল্ল।
ভূপতিসন্তান জদি হই[ল] ভস্মরাশি   নৃপতি সঙ্কটা জানি অংশুমান[১] আসি।
অংশুমান[১] স্তব করি সান্তন হইল মুনি   সগরবঙশের কন উর্ধারকাহিনী।
মুনি বলে অঙ্কুসমান শুন যে বচন   বিনা গঙ্গাজলে নাহি উদ্ধার তারণ।
ঘোড়া লইয়া অঙ্কুসমান জাহ নিজ দেশে   জজ্ঞপুণ্য দিব রাজা হইল অবশেষ।
এতক বলিয়্যা মুনি বলেন বচন   জজ্ঞঅশ্ব আনি দিল সবার বির্ধমান।
জজ্ঞপূর্ণ করে তবে সগরভূপতি   গঙ্গার লাগিয়্যা রাজা কৈল স্তব স্তুতি[২]।
সগর তপিস্য করে গঙ্গার লাগিয়া   ব্রহ্মপুরে গেল কাম্য[৩] -বর না পাইয়া।
অঙ্কুসমান স্তব তবে কৈল অনাহারে   কাঙ্খবর না পাইয়্যা গেল ব্রহ্মপুরে।
তাহার নন্দন তবে দিলি[প] নৃপতি   তপস্য করিয়া রাজা না পায় পিরীতি।
দুই ভাগে জন্ম হইল ভগীরথ নৃপবর   অদ্ভূত বৎসরে রাজা পাইল কাঙ্খবর।
ইন্দ্ররে সেবিয়্যা আনিল গজরাজ   দন্তে হিমালয় ভেদি সাধিল সে কাজ।
আগে জায় ভগীরথ করে শংঙ্খধ্বনি   পশ্চতে প্রকাশিত দেবী চলেন মন্দাকিনী।
শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাশয়   ভকত নাএকে প্রভু হবে বরদায়॥

কি আর গঙ্গাবাসে আহা মরি   অপরূপ নিরক্ষিলেম হর হরি॥

গঙ্গা সঙ্গে ভগীরথ করেন গমন   গহন কানন মর্ধে দিল দরশন।
জার্ন্যমুনি স্তব করে বসিয়্যা বিপিনে   তিন জবাফুল তায় দিল ভাসাইয়া।
ধ্যান করিয়্য মুনি বুঝি[ল] কারণ   গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা করিল ভক্ষণ।
পাছু ফিরা দেখে তবে রাজার কুমার   গঙ্গা না দেখিয়া তবে হইল ফাফর।
কাতর হইয়া বনে ভ্রিমিয়া বেড়ায়   মুনির নিকটে গিয়্য জোড়হাথে রয়।
কও তুমি কোথা হইতে করেছ গমন   কি কারণে দাণ্ডেআছ আমার সদন।
মুনির বচনে বালা করি নিবেদন   গঙ্গারে লইয়া আমি করিছে গমন।
এতেক শুনিঞা মুনি হরষিত হইল   জাঙ্গ চিরি জার্ন্নমুনি গঙ্গা তবে দিল।
তখন ত ভগীরথ করেন গমন   গঙ্গারে লইয়্যা জায় ভগীরথ রাজন।

১ অঙ্কুস মান   ২ স্তুথি   ৩ কন্ম

আগে আগে জায় রাজা করে শংক্ষেধ্বনি   পশ্চাতে গোড়াই তবে যান[১] মন্দাকিনী।
ভগীরথে জিজ্ঞাসা করি মনে মনে হাসি   কোনখানে প্রিতিপুরুষ হইল ভষ্মরাশি।
ভগীরথ বলে মাতা[২] শুন মন্দাকিনী   আপন বুঝিয়্যা কার্য কর গ আপনি।
এতেক শুনিঞা মাতা মনেতে ভাবিল   সপ্ততাল ভেদি দেবী তথায় হইল।
তুঁস অঙ্গার তথা ভাসিআ উঠিল   তাহা দেখি ভগীরথ নাচিতে লাগিল।
গঙ্গারে স্তবন করে ভগীরথ রাজন   পুরাণ শুনিলে পাপ না থাকে কখন।
তখন [ত] রাজপুত্র কোন বুদ্ধি কৈল   গঙ্গাজলে নাবি শিশু আহ্নিক করিল।
বাহ্ বাহ্ বলি ডাকে রাজার নন্দন   সাগরসঙ্গমে গিয়্যা দিল দরশন।
মহাপুন্নস্থান জানি রাজার নন্দন   স্নান[৩] দান করি পূজে রাএর চরণ।
মুক্তকেশী সেইখানে বিশ্রাম করিয়া   তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওাইয়া।
গেঠের গাবর গীত গায় কুতুহলে   উপনীত হইল গিয়া ক্ষেত্র নীলেচলে।
দেউলের চুড় দেখি মণিময় কয়   কোন পুন্ন্যস্থান[৪] ভাই কহিবে নির্ন্নয়।
কর্ন্নধার বলে শিশু শুনহ বচন   পুরাণপ্রমাণ কথা করহ শ্রবণ।
সঙ্গে বলরাম জার সুভদ্রা ভগিনী   দেখিলে মুকুতি[৫] হয় জুড়া[য়] পরাণী।
জে জন দরশন করে আপন নয়ানে   বৈকণ্ঠে গমন তার চাপিয়া বিমানে।
শুনিলে অপূর্ব কথা এই ত সকল   আর এক [ক]থা মোরে[৬] কহিবে কিবল।
প্রভুর বাজারে অন্ন্য বেঞ্জন বিকায়   কি লাগিয়া জাতিভেদ নাহি করে তায়।
কর্ন্নধার বলিতে লাগিল বিবরিয়্যা   দ্বিজ রঘুনাথ বলে শুন মন দিয়্যা॥

জগন্নাথে লীল্যা এ কি বলরামে নীলে   চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খেলে॥

একদিন বিশ্বনাথ করিল একাদশী   কৈলাসে আছেন হর অতি রঙ্গে বসি।
নারদ এমন সম[য়] আইল তথায়   বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন্য করিয়া মাথায়।
নারদ দেখিয়্যা শিব করিল আদর   জিজ্ঞাসিল নারদে কি আনেছ মুনিবর।
পদ্মজনির[৭] পুত্র বলে শুন ত্রিলোচন   বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন্য আনেছি উদন।
এতেক শুনিঞা শিব হইল হরষিত   হস্ত পাতি প্রসাদ তবে লইল তুরিত।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া অন্ন্য খাইল মহেশ   মাথায় পুছুল হাত ভকতি বিশেষ।
আনন্দের[৮] সীমা নাঞি পুলকিত অঙ্গ   শিব্য শোভে ভগমগি গঙ্গার তরঙ্গ।

১ জান   ২ মাথা   ৩ শ্রন   ৪ -স্তান   ৫ মুকুতা   ৬ মরে   ৭ পদ্ম-
৮ অতি. আর *ওর

উভবাহু জানি হর ফুকরি তরঙ্গ   উভবাহু করিয়া নারদ নাচে সঙ্গ।
নাচিতে লাগিল হর ফুকরি তরঙ্গ   গলে দোলে হাড়মালা গৌরী অর্দ্ধঅঙ্গ।
ভবে ভ্রূকুটি দেখি ভবানী ভাবেন   না জানি ভাঙ্গড় কিবা আনন্দে নাচেন।
হরপ্রিতি হৈইমবতী জিজ্ঞ্যাসিল তবে   কি আনন্দে নাচ প্রভু সত্ত[১] মোরে[২] কবে।
এমন তোমার আমি না দেখি কখন   শুনিঞা দুর্গা[র] কথা ভাবে ত্রিলোচন।
কি [ক]হিব আ গ দুর্গা আনন্দ জতেক   না জানি আমার ভার্গে আছিল কতেক।
খাইনু বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ উদন   ক্রোটি একাদশী আজি হইল পূরণ।
এতেক শুনিঞা দুর্গা হইল হরষিত   আমারে প্রসাদ কেনে হইলে বঞ্চিত।
এতেক শুনিঞা তারে বলে বিরপার্ক্ষ্য   তুমি কি বিষ্ণুর মহাপ্রসাদের জগ্য[৩]।
দুর্গ্যে বলে জে প্রসাদ মোরে নাঞি দিলে   একাকার করিব আমি সয়াল সংসারে।
এতেক বলিয়া দুর্গে করিল গমন   অভিলম্বে বৈকণ্ঠে দিলেন দরশন।
শিব্যার ঘরণী বলে হইল সাক্ষ্যাত   বর মাগ অভএ কহেন জগন্নাথ।
দুর্গা বলে এই বর মাগি তব পায়   তোমার প্রসাদ অন্ন জেন নরলোকে খাও।
নারায়ণ বলে দুর্গা না হব খণ্ডনে   নরলোকে খাইবে অন্ন্ তোমার বচনে।
এই বাক্য শুনি দুর্গা করিল গমন   অবিলম্বে কৈলাসে দিলেন দরশন।
আসিয়া কহিল কথা শিবের সাক্ষ্যাতে   পার্বতীর কথা শুনি হাসে বিশ্বনাথে।
এই শুন মণিময় পুরাণের কথা   তে কারণে অন্নবিচার নাঞি করে হেতা।
আজি শুভদিন জগন্নাথ দেখ গিয়া   এড়াইবে শমনভয় স্বর্গে স্থান পায়ে।
এতেক শুনিঞা শিশু হরষিত মন   তুরিত দেখিতে শিশু জাও নারায়ণ।
গলায় কাপড় দিয়া জোড় করি হাত   প্রণাম করিল গিয়া জয় জগন্নাথ।
প্রসাদ উদন্ বালা তৎকালে খায়   অবিলম্বে রাজপুত্র চাপিল ডিঙ্গায়।
গেঠের গাবর গীত গায় মহানন্দে   উপস্থিত হইল গে রামের সেতবন্ধে।
রাজা হইল বিস্মিত সাগর বন্ধ দেখি   কর্ন্নধারে জিজ্ঞাসিল অপরূপ এ কি।
হেন কর্ম কে বা করে সয়াল ভুবনে   মনুস্বের্র সাদ্ধ্য নহে রঘুনাথ ভনে॥

শুন সেতবন্ধের কথন
রঘুবংশে ইতিহাস   শুনিলে কলুষনাশ
জমসঙ্গে না হয় দরশন।

---

১ সর্ব্ব   ২ মরে   ৩ জন্ধ

ক্ষিতিমধ্যে মহাতেজা দশরথ মহারাজা
আছিলেন অজুদ্ধে নগরে[১]
উৎপতি ভাস্করবংশে [এক] বিষ্ণু তিন অংশে[২]
জনম হইল তার ঘরে।
কেকই কৌশুল্য সতী সুমিত্রা সুন্দরী অতি
রাজার প্রধান তিন নারী
কৌশুল্যনন্দন রাম তনু দুর্বাদলে শ্যাম
দুরন্তজনার দর্পহারী।
ককইএর বংশধর ভরথ পুরুষবর
সুমিত্রার জমক তনয়
বালক লক্ষ্মণ আর শত্রুঘন সুকুমার
রূপবন্ত দোহে তেজময়।
পাইয়া এ চারি সুত হরিষ হইল সত
দশরথ বলেতে ভূষণ
জজ্ঞ্য রাখিবার তরে বিশ্যমিত্রি মুনিবরে
লইয়া গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অবহেলে প্রভু হরি তাড়কায় বধ[৩] করি
মুনিজজ্ঞ্য করিল রক্ষণ
বিশ্যামিত্রা রাম লএয়া গেল হরষিত হয়্যা
উপস্থিত জনকসদন।
তার কন্য সীত্যনামা তিনলোক অনুপামা
মহাদেবী অজনিসম্ভাবা
জনকের পণ[৪] এই হরধনু ভঙ্গে জেই
জানুকী তাহারে দিব বিভা।
শুন শিশু কহিনু কৌতুক
ধনু হইল পরমাদ ভাঙ্গিলেন রঘুনাথ
দুন্দুবিস হরের ধনুক।

১ নগরে ২ অংশেস ৩ বদ ৪ পোন

সীত্যা বিভা করি রাম আসিতে আপন ধাম
জমদঅগ্নিস্থত হেনকালে
রামে আগলিল পথে ধনুক কুশর[১] হাথে
দুরন্ত অনন্ত ক্ষিতিকুলে।
হারিলেন পুরুষরাম বীর
তবে রাম করি জয় আইলেন আনন্দময়
বাজে জয় দুন্দুভি গভীর।
রামে দিতে ছত্রদণ্ড [বিলম্ব নাঞি এক দণ্ড]
নরপতি বিচারিত মনে
কৈকই পাষণ্ড হইল ভরথেরে রাজা কৈল
রামচন্দ্র গেলেন কাননে।
সঙ্গে গেল সীত্যা তার অনুজ লক্ষ্ম[ণ] আর
প্রেবেশিলা গহন কাননে
দশরথ নররায় হুতাশেতে প্রাণ যায়[২]
না দেখিয়্যা রামের বদনে।
রাম রহিলেন পঞ্চবটীর বন[৩]
শূর্পনখা নিশাচরী লঙ্কায় প্রেবেশ করি
রাবণে সকল কথা কন।
সেই রাক্ষসের রায় কুবুদ্ধি লাগিল তায়
লইতে রামের সীত্যা হরে
মায়াপী মারীচ সঙ্গে করে।
সুবর্ণের মৃগ দেখি সীত্যা শশধরমুখী
রামেরে কহিল হরষিতে
করে করি ধনুশর[৪] দূরে গেল রঘুবর
মাআপী মারীচ মারিতে।
খাইয়া রামের বাণ মারীচ তেজিল প্রাণ
সুমিত্রানন্দনে ডাক দিয়া
তাহা শুনি সীত্যা সতী ব্যাকুল হইল অতি
লক্ষ্মণেরে দিলা পাটাইয়্যা।

---

১ কুসর ২ জায় ৩ বোন ৪ ধনুষর

শূন্যঘরে[১] সীত্যা দেখি রাবণ হইল সুখী
ভিক্ষ্যছলে আইল তথায়
ধরিয়ে সীত্যা[র] চুলি লইল বিমান তুলি
রাখে সীত্যা কনক লঙ্কায়।
মারীচ নিপাত করি সান্তন কাতর হরি
রামচন্দ্র হইলেন অস্থির
শোকাকুলি দুই জন ভ্রিমিয়া বেড়ায় বন.
অন্বেষণ করিতে যায়[২] বীর।
হনুমান বীর গিয়্যা লঙ্কাপুরী পোড়াইয়্যা
আইলেন সীতা[র] বাত্রা লইয়্যা
সেনাপতি নীল বীর বিশ্যকর্মা সুশীল
সিন্ধু বান্ধে শিলা পর্বত দিয়্যা।
হইল দুর্জয় রণ রাক্ষস বানরগণ
রামবাণে কুম্ভকর্ন্ন পড়ে
তবে জায়্যা ইন্দ্রজিত্য বধিল সুমিত্রাসুতে
অতিক্রোধে অঙ্গদ নীল নড়ে।
মারিল রাবণে বক্ষ্যস্থলে
অধমুখ হয়্যা ক্ষিতি পড়িল লঙ্কার পতি
উল্ল্যাসিত অ[ম]র সকলে।
বিভীষণে লঙ্কা দিয়্যা জানুকীরে উর্দ্ধারিয়্যা
অজুর্ধে চলিল ভগবান
শ্রীরামের আজ্ঞে হেতু লক্ষ্মণ বান্ধিল সেতু[৩]
সুকবি[৪] রঘুনাথ গান[৫] ॥

সেতবন্ধো রামেশ্বর পশ্চাত করিয়্যা তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওাইয়্যা।
রাজ রাজেশ্বর ডিঙ্গ্যা উপর্স্থিত হয়্যা জোকদহে রাজসুতা উর্ত্তরিল জায়্যা।
তালবিক্ষ সম[৬] জোক ইলিবিলি করে দেখিয়া তো মহারাজা কর্ণধারে বলে।
বুদ্ধের কাণ্ডারী তবে কোন বুর্দ্ধি করিল জলে চুন খায় ফেলে তথায়ে জে দিল।

---

১ সর্ন্ন- ২ জায় ৩ সেত ৪ সুকভি ৫ গায় ৬ শম

নির্ভয়[১] হইয়া রাজা করিল গমন চিঙ্গড়িদহেতে গিয়্যা দিল দরশন।
চিঙ্গড়ির শুঙ্গা দেখি রাজার নন্দন বিষাদ ভাবিয়া শিশু করেন কিন্দন।
সব ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক দারু পূরিয়া তবে আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুবন পূরিল জতেক চিঙ্গড়ি মৎস্য জলে লুকাইল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন কাকঁড়াদহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
দড়া ধরিয়া জদি[২] তরণী রাখিল দেখিয়া রাজার পুত্র ভাবিতে লাগিল।
কর্ণধার ছিল তায় বুদ্ধের সাগর শ্রীগালের ডাক ডাকে তরণী উপর।
পাইয়া শ্রীগাল শব্দ কাঁকড়া পালাইল বাহিয়া তরণী সেই দহ এড়াইল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন কুম্ভীর্দহেতে তরী দিল দরশন।
শত শত কুম্ভীরা তারা ভাসিয়া উঠিল তাহা দেখি রাজসুতা বিস্ময় হইল।
সকল ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক দারু পূরিয়া তবে আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুবন পূরিল জতেক কুম্ভীরা সব জলে লুকাইল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজা[র] নন্দন হাতুয়াদহেতে গিয়্য দিল দরশন।
বুদ্ধের কাণ্ডারা তবে কোন বুদ্ধি কৈল ডিঙ্গা[র] সমুখে তবে হীর্য়া বান্ধে দিল।
হীরায় কাটিয়া দাম তরায় চলিল বাহ বাহ বলি শিশু ডাকিতে লাগিল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন রাজদহে মাআদহে দিল দরশন।
মহাপুণ্যস্থান দেখি রাজার নন্দন ভকতি নির্ভ্বয়ে পূজে রায়ের চরণ।
কতো কতো দেশ তবে বাহে নেএগণ শংঙ্কদহে মায়াদহে দিল দরশন।
পঙ্কা[নন]পদ তবে ভাবি এক মর্কে পার্বতীতরঙ্গ আদি লুকাইল পঙ্কে।
বাহ বাহ বলি তবে রাজার নন্দন মাণিকপাটন গিয়্যা দিল দরশন।
মাণিকপাটনখান পর্চ্চাত করিয়্যা অমুল্ল্যপাটনে তবে উর্ত্তরিল গিয়্যা।
রাজঘাটে জায়্য লাগে তরণী রাজার নানা শব্দে বাদ্য বাজে ভেঁওর রসাল।
মণিময় বলে শুন জত নেএগণ নানা বাদ্য দ[গ]ড়া করহ সর্বজন।
সাধুর বচন শুনি জত জন নেএয়্য করিল বাদ্যর ধ্বনি হরষিত হয়্যা।
সকল ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক দারু পূরিয়া তবে আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুবন পূরিল আষাঢ়ের[৩] মেঘ জেন গর্জ্জিতে লাগিল।
ধন্নুকটঙ্কারে জেন শব্দ হয় এ[ত]ন্তত লোকে লাগে চমৎকার সকল ভয়আর্থং।
ডরে কম্পমান তনু দুর্জয় রাজন কোটাল ডাকিয়া রাজা বলেন বচন।

---

১ নির্ভ্বয় ২ জতি ৩ আসাড়ের

কোটা[ল] কোটা[ল] বলি ডাকিল ভূপতি   তাহা শুনি কোতোআল আইল শীঘ্রগতি।
মজুরে হুজুর খাড়া শিরে দোলা হাত   কি লাগি আদেশ কৈলে কহ নরনাথ।
রাজা বলে নিশাচর শোন রে বচন   কোন জন আই[ল] দেখ আমার ভুবন।
ডাকাতি বাউড় কিবা কিছুই না জানি   মার মার বলেছে কিবল দামর ধ্বনি।
রাজা বলে কোটালিইয়া শুনহ সত্তরে   কোন জন আইল বন্দী কর কারাগারে।
রাজআজ্ঞে পাইয়া তবে কোটালনন্দন   সেনাগণ লইয়া ঘাটে দিল দরশন।
বাদ্যভাণ্ড দগড়া করিছে সর্ব্বনায়   হেনকালে কোত্তোআল গর্জ্জিয়া তথায়[১]।
কোটাল বলেন সাধু শুনহ সর্ত্তরে   রাজার হুকুম ধরে লইব দরবারে।
এতেক বলিয়া কোটাল করয়ে গর্জ্জন   গৌরব তেজিয়্যা তারে উঠায় ততক্ষণ।
সাধুসুতা বান্ধে লয় রাজার সভায়   দোহাই রায় পঞ্চানন কহিচে সভায়।
পঞ্চানন নামে ভূপে ত্রস্ত জলে[২] গেল   তর্জ্জিয়া কোটালপ্রিতি কহিতে লাগিল।
ভূপাল বলেন কোটা[ল] বলি তোর তরে   বন্দী কর কারাগারে সাধুর কুমারে।
রাজআজ্ঞে পায়া তবে কোটালনন্দন   গৌরব তেজিয়া তারে উঠায় তখন।
সঘনে তর্জ্জন করি তার দেই গোপে   বড়ই ব্যকুল শিশু থরহরি কাঁপে।
হাথে দিল হাতকড়ি পায় দিল বেড়ি   বুকে দিল জগদল মুখেতে বিষের বড়ি।
বাম পাশ ফিরি করাতে মাংস কাটে   ডাহিন পাশ নাড়িতে পঞ্চম শেল ফুটে।
দারুণ বন্ধনে শিশু কাতর হইল   জননীর কথা তবে মনে পড়ে গেল।
আসিবার কালে মাতা বলিল বচন   সঙ্কটে পড়ি[লে] বাছা ভাব পঞ্চানন।
দূর দেশের মাতা পিত্যা রায় গুণমুনি   অর্জ্জুন সারথি জেন দেব চক্রপাণি।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করেন রাজন   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন॥

কাতর হইআ শিশু করএ স্তবন   কায় কাপে থর থর শুন পঞ্চানন।
খল বড় দেখিলেম করিল রাজন   খানিক বিলম্ব হইলে বধয়ে জীবন।
গগনবাসিনী রায় গুণের গরিমা   ঘোর কারাগারে রক্ষ্য তবে সে মহিমা।
ঙছজরূপে অনাথ্যের কর অবগতি   আসিআ অনাথপ্রিতি রাখ গুণমতি।
চরণের ছাআ দিয়্যা রাখ মোর[৩] তরে   ছাকিয়া অনিল গুণ বধএ আমারে।
জয় কর জয় কর দাসের তনয়   ঝাটি করিয়া ঝাট রক্ষ মহাশয়।
ঞঈমান অম্বিকে[৪] দেখ দক্ষি[ণ] মশানে   নৃপতিরে কৈলে রক্ষা এ তিন ভুবনে।

---

১ তাথায় ২ জ্বলে ৩ মর ৪ অম্বিকে

টামক টানিঞা টাম উলিল টোপর   ঠক কোটালের ঠাঞি বধএ সর্ব্বর।
ডাকাডাকি কর্য়া প্রভু বলি জে তোমারে   ঢঙ্গ কোটালের প্রায় ঢেকাগুলা মারে।
তোমার সেবক হয়্য হেন মোর গতি   আর কে তোমার চরণে মজাইবে মতি।
থরহরি কাপে অঙ্গ কাপে থরহরি   থির নাহি কারাগারে মরি জটাধারী।
দয়া করি মহারাজে করহ দবন   ধরিলে ধরণীনাথ বধয়ে জীবন।
নম নম পঞ্চানন নম নারায়ণ   পার কর পাতুকিরে আমি অভাজন।
ফাফর হইলেম আমি রাজার সভায়   ফিরে নাহি দেশে জাব না পারি নিশ্চয়।
বিবিদ বিধান নাহি করে নৃপবর   মিনিদোষে প্রাণ জায় রাখ কারাগার।
ভরসা পাইয়া প্রভু করেছি গমন   ভবার্ণবে ভবার্ভ্রবে করহ তারণ।
মম[১] দুঃর্খ দেখে প্রভু ক্রিপা কর রাজে   জয়[২] বিনা পরাজয় তবে কেন পূজে।
লহ লহ পঞ্চানন তর্পণের পানি   তোমার ঠাঞি মণিময় মাগিলাম আমি[৩]।
সংসার আশ্রিত নাম রায় পঞ্চানন   সাগরের মাঝে তরী হরিল এখন।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিল রাজন   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন ॥

চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিল রাজন   মলয়াশিখরে প্রভু টলিল আসন।
মুখের তাম্বূল খসি পড়ে ততক্ষণ   ডানি চক্ষু নাচে প্রভুর অদভুত কারণ।
অমঙ্গল দেখিল জদি রায় পঞ্চানন   বঙ্করাজ ডাকি দেব বলেন বচন।
শুন শুন বঙ্কবল আমার বচন   অমঙ্গল দেখি আজি কিসে[র] কারণ।
বঙ্কবল বলে প্রভু করি নিব্যাদন   মণিময় গিয়্যাচেন অমূল্ল্য পাটন।
পঞ্চানন নাম কৈল রাজার সভায়   না বুঝিয়া মহারাজা বান্ধিল তাহায়।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিল রাজন   কারাগারে উর প্রভু রায় পঞ্চানন।
এতেক শুনিঞা প্রভু ক্রোধিত হইল   অরুণসমান আখি তথায় করিল।
দাহুড় করিব রাজ্যা[৪] নৃপতি দুরন্ত   অর্চন না করে ক্ষিতি জদি না হয় শান্ত
এতেক শুনিঞা বঙ্ক বলেন বচন   শিওরে[৫] স্বপ্ন কয় রায় পঞ্চানন।
স্বপ্নকথা কহ গিয়্যা জথায় রাজন   তবে ত খালাস হবে সাধুর নন্দন।
শুনিঞা পার্থের[৬] কথা রায় পঞ্চানন   এ মায়া পাতিয়া প্রভু হইল ব্রম্ভন।
ব্রম্ভন হইয়া রায় করিল গমন   দুর্জয় রাজার কাছে দিল দরশন।
শিওরে[৫] স্বপন কন প্রভু পঞ্চানন   মম[১] ব্রতদাস বটে সাধুর নন্দন।

১ মোম   ২ যয়   ৩ লানি   ৪ রাধ্যা   ৫ সিওরে   ৬ পাথের

নিজ কন্ন্য বিভা দিবে দুর্জয় রাজন   বারি সিংহাসন দিবে শুনহ বচন।
আমার বচন জদি নাহি শুন রায়   সপরিবার মহারাজা বিন্নাশিব ঠায়।
লইয়াছ জত ধন দশগুণ দিবে   তবে সে আমার ঠাঞি নিস্তার পাইবে।
রাজ্যার[১] সহিত লহে বিনাশিব ঠায়   বুঝিয়া করহ কার্য জাহা মনে ভায়ে।
এতেক বলিয়া প্রভু হইল অন্তধ্যান   নিমিক ভাঙ্গিয়া রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া তবে সেই মহারাজ   বাহিরে দিলেক বার লইয়া সমাজ।
সভামধ্যে বসি বলে দুর্জয় রাজন   পাত্র মিত্র লয্য বলে মধুর বচন।
শুন শুন পাত্র মিত্র আমার বচন   স্বপ্নেতে কহিলা মোরে[২] দেব পঞ্চানন।
নিজ কন্ন্য বিভা দিবে দুর্জয় রাজন   বারি সিংহাসন দিবে বলিল বচন।
এতেক কহিল জদি দুর্জয় রাজনে   এতেক শুনিঞা হাসে পাত্রের নন্দনে।
পাত্র বলেন মহারাজা করি নিবাদন   স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন।
স্বপনে স্বর্বর্ণ পায় জাগিলে না রয়[৩]   নির্চয় কহিনু তায় শুন মহাশয়।
শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাশয়   পাত্রের তরেতে প্রভু গটাল প্রলয়॥

সুবুর্দ্ধি পাত্রেরে তবে কুবুর্দ্ধি লাগিল   স্বপনের জত কথা নিন্দ্য তো করিল।
এতেক শুনিঞা প্রভু রায় পঞ্চানন   মামুদে ডাকিয়্য প্রভু বলেন বচন।
শুন শুন মামুদিয্য আরতি কুলাবে   সভায় আচেন পাত্র[৪] তাহারে ধরিবে।
আরুতি পাইয়া হইল মামুদের গমন   সভায় আছিল পাত্র[৪] ধরিল তখন।
আরম্ভ করিয়্য জদি পাত্রেরে ধরিল   ভূমেতে পড়িয়া পাত্র[৪] অচৈ[ত]ন্ন্য হইল।
এতেক দেখিয়া[৫] রাজা বিস্মিত হইল   করজোড় করি রাজা কহিতে লাগিল।
নম নম পঞ্চানন নম নারায়ণ   তোমার চরণ বিনে অন্ন্য[৬] নাহি মন।
তখন ত মহারাজা কোন বুদ্ধি কৈল   পুরহিত দ্বিজবরে ডাকিয়্য আনিল।
ঘট আবাহন করি দ্বিজ্যর নন্দন   ভকতি করিয়া পূজে রাএর চরণ।
রাজা [বলে] কোতোআল শুনহ বচন   খালাস করিয়া আন সাধুর নন্দন।
আরতি পাইয়া হইল কোটালের গমন   দক্ষিণ মশানে গিয়্য দিল দরশন।
কারাগার ঘর অতি দিবসে আঁধার   জতনে তবাষ করে কোটালকুমার।
রাজপুত্রে দরশন তথায় পাইল   করজোড় করি কোটাল কহিতে লাগিল।
কোটাল বলেন সাধু শুনহ বচন   তোমারে আদেশ কৈল দুর্জয় রাজন।

১ রায়্যার   ২ মরে   ৩ অতি. আমার বচন   ৪ পার্থ   ৫ দিখিয়া   ৬ অন্ন

ইসাদে হাসিয়্য তবে রাজার নন্দন   কোটাল সঙ্গেতে [তথা] করিল গমন।
রঙ্গিনী খড়ম পায় রাজার নন্দন   দুর্জয় রাজার কাছে দিল দরশন।
জামতা দেখিয়া উঠে দুর্জয় রাজন   করে ধরি রাজা [তারে] বলেন বচন।
শুন শুন রাজপুত্র আমার বচন   জত দুঃখ পাইলে বাছা মোরে[১] কর দান।
মণিময় বলে শুন ধরণীভূষণ   তোমার কিবা দোষ রাজা লল্লাটে লিখন।
জত কিছু চলাচল কপালের লিখন   কপালের লিখন রাজা না জায় খণ্ডন।
এতেক শুনিঞা রাজা হরষিত হইল   পুরহিত দ্বিজবরে ডাকি[য়া] আনিল।
রাজা [বলে] পুরহিত ঝট কর দিন   তনয়ারে দিব বিভা বিলম্ববিহীন।
এতেক শুনিঞা দ্বিজ হাতে খড়ি নিল   বিধ্যতার ঘটান উত্তম মিলন হইল।
জানিঞা মঙ্গলবার পরম উসাষ   শুবক্ষণে কন্য বরে গন্ধ অধিবাস।
কন্য অধিবাস করি আনি নিজ পুরী   কৌতুকে সহিল জল জত রাজনারী।
ষোড়শ মাত্রিক্য পূজে দিল বসুধারা   নান্নিমুখ প্রিতিশ্র্যার্দ্ধ আদি কৈল সারা
রাজার রমণী [ছি]ল সরসিঞ্ম্যামুখী   শত শত রমণী গড়ে[২] আনিলেন ডাকি।
বর কন্য স্নান[৩] দান করায় জত নারী   নানা অলংকার দিল বলিতে না পারি
বিভার সম[য়] বর চলিল সাজিয়্যা   সভে ধন্ন্য ধন্ন্য বলে সুন্দর দেখিয়্য।
জামতা বরেণ[৪] রাজা বেদের বিধানে   স্বয়াচার করিল জতেক রামাগণে।
নন্দিনী করয় দান জতেক প্রবাল   বর কন্য ঘরে নিল নিওমিত কাল।
দ্বিজ রঘুনন্দন বলে রায় মহাশয়   ভক্ত নাএকে প্রভু হবে বরদায়॥

কুমারী লইয়্যা রায়   হরষিত প্রফুল্ল্যকায়
গৃহ[৫] নিজ প্রেবেশে তখন
করিয়া অপূর্ব স্থান   দ্বিজগণে বেদ গান
গৃহমঙ্গল[৫] করয় রাম্নাগণ[৬]।
ঘটপূর্ণ[৭] গঙ্গাজল   তায় দুর্বপাত[৮] ফল
ধান ভূমে[৯] করিয়া রুপান[১০]
প্রথমে গিয়্যা তথা   বরিত্তে জামাতা
নিছিয়্যা[১১] ফেলাইল পান।
চরণে দধি ঢালি   দিলেক অঞ্জ[লি]
মানিক অঙ্গরি দান

১ মরে   ২ গরে   ৩ স্নান   ৪ বরেন   ৫ গহ-   ৬ বামা-   ৭ -পুন্ন্য
৮ দ্বির্ব্ব-   ৯ ধ্যান ক্রমে   ১০ অপান   ১১ পই খা-

বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল দুই জনার বিভা হইল
ছায়নি করিল দুই জন।
সূর্যশ্বর কুতূহলে গগনে উছবেলি গেলে[১]
কুসমের শয্য বিছেলা
শ্রীরঘুনন্দন [গান] ভাবিয়্যা পঞ্চানন
মালতী মন্দিরয় গেলা ॥

কুল মজালে কুল মজালে শ্যাম[২] বংশী বাজায়া বংশী বাজায়া ॥

বিভাহ করিয়্য রাজা হইল বিস্ময় নানা সুখ ভোগ রহে শ্বশুর[৩] আলয়।
পঞ্চানন ঠাকুরের না হইল পূজা ভুলিয়া পাটনে রহিল মণিময় রাজা।
রায় বলেন বঙ্কবল শুনহ বচন কেমনে আসিবে দেশে রাজার নন্দন।
বঙ্কবল বলেন প্রভু করি নিবেদন স্বপ্নকথা কহ গিয়্যা জথায় রাজন।
শিয়রে স্বপন[৪] কহ রায় পঞ্চানন তবে দেশে আসিবেন রাজার নন্দন।
শুনিঞা পাত্রের কথা রায় পঞ্চানন এ মায়া পাতিয়া প্রভু হইল ব্রম্ভন।
ব্রম্ভন হইয়া প্রভু করিল গমন সাধুর শিওরে গিয়্যা দিল দরশন।
সুবুদ্ধি হইয়া রাজা কুবুদ্ধি হইলে তে কারণে শ্বশুরআলয় ভুলে রইলে।
আমার বচন শুন রাজার নন্দন বারি সিংহাসন লয়্য দেশেরে গমন।
তব শোকে মাতা পিত্য হইয়া কাতর বারা ঝারা লইয়া দেশে চল ত্বরাপর[৫]।
পঞ্চাননপূজা বলে নাঞি তোর মনে মরিল সকল পুরী তোমার বিহনে।
এতেক বলিয়া প্রভু হইল অন্তধ্যান নিমিক ভাঙ্গিয়া শিশু পাইল চেতন।
স্বপ্ন দেখি কান্দিচেন মণিময় রাজন…
সারী সুয়া সম মণি নিল পদস্থল[৬] রায় বলে কান্দ কেন অগ্রে মোরে[৭] বল।
বিষন্ন্যবদন শিশু দেখিয়া বনিতা শুন হে প্রাণেশ্বর[৮] কই কিন্দনের কথা।
পঞ্চানন মম[৯] পুরী করিল টলমল…
অবশ্য জাইব দেশে শুনহ বচন মালতী বলেন প্রভু করি নিব্যাদন।
তোমার সঙ্গেতে আমি করিব গমন…

---

১ গহ ২ সাম ৩ সষুর ৪ সপন ৫ ত্বরা- ৬ পদ্ম- ৭ মর
৮ প্রানেরশ্বর ৯ মোম

শ্রীবৎস্য রাজার তবে শনিপীড়া হইল   চিন্তাবতী নারী তার সঙ্গে চলে গেল।
বার মাসে জে জে ভোগ করি নিবাদন   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন ॥

ও মোর[১] বঁন্ধুয়া হে : প্রাণের বঁন্ধুয়া হে : আজি রহ দেশে ॥

বৈশাখ জৈইষ্টী মাসে প্রবল তপন   পীড়য়য়ে শরীর[২] জলে রবির কিরণ।
আষাড় শ্রাবণ মাসে ঘন মেঘ ডাকে   নবীন জলধর মত্ত ডাকয়ে দারুকে।
ভাদ্রপদাত্তিক মাসে কাদা তুরন্ত বাদল   বড় বড় গ্রেহেস্তের টুটায় সম্বল।
ওহে প্রাণনাথ ওহে প্রভু আমার হে   প্রাণনাথ কি বুজাব তোমা আমি হে।
বড় দুঃখ রহি বাপ মায়…
বড়ই দুর্জয় মাস বড়ই দুর্বার   পাঁকুএরে গন্ধে প্রভু তুলিব নেকার।
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করিয় হরিষে   ষোড়শ উপচারে পূজ অজা মেষ মহিষে।
কার্ত্তিক অগ্রাণ মাসে হিমন্তে প্রেবেশে   বাড়য়ে হিমার জন্ধ দিবসে দিবসে।
অগ্রাণ মাসের কথা সকলি নৈতন   স্বামী লইয়া খির খণ্ড করা[ন] ভুজন।
ধন্য ধন্য বলিয়্যা বাখানি পৌষ মাস   সেই[৩] নর ভাগ্যমন্ত জার আছে চাষ।
এই ত পৌ[ষ] মাস আইল মাগ মাস   দান দিবে বিপ্রেরে তুষিবে অভিলাষ।
জত তুমি দান কর তত দিব ধন   সব সখীর মাঝে তোমার বাড়াব সন্মান।
ফাল্গুন মাসেতে নাথ ফোটে নানা ফুল   মল্লিকা মালতী জুতি জাতি সমতুল।
গাত্তিব বিনদ মালা হরষিত হইয়া   কৌতুকে দোলাব এই রাধা বিনদিয়্যা।
বসন্তে কখিল ডাকে প্রাণে নাঞী সয়   ধিক থাকু পুরুষ নারী প্রবাস করয়।
চৈইত্রি মাসের কথা শুন নররায়   বিন্দু বিন্দু আইসে বাও শীত লাগে গায়।
এই ত চৈইত্রি মাস মারুত মন্দ মন্দ   বিন্দু বিন্দু ছায়া পড়ে কিবল মকরন্দ।
বার মাসে জে জে ভোগ করি নিব্যাদন   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন ॥

রাম রাম স্মঙরণে প্রভাত রজনী   খট্টা তেজি গাত্র তুলি সেই নৃপমণি।
প্রাতক্রৃতি দন্তধাবন করিল রাজন   প্রাতকস্নান করি পূজে রাএর চরণ।
খির খণ্ড মহারাজা করিল ভোজন   কর্প্পূর তাম্বূল খাইল মুখের শুদন।
তথা হইতে মণিময় করিল গমন   দুর্জয় রাজার কাছে দিল দরশন।

১ মর   ২ শরির   ৩ জেই

জামতা দেখিয়্যা রাজা সম্ভ্রমে উঠিল   করে কর ধরি রায় কহিতে লাগিল।
শুন শুন রাজপুত্র আমার বচন   কি কাজে আইলে বাছা কহিবে এখন।
মণিময় বলে শুন ধরণীভূষণ   অবশ্য আপনা দেশে করিব গমন।
আমা লাগি মাতা পিতা করেন কিন্দন   নিশ্চয় জাইব দেশে শুনহ বচন।
এতেক [ক]হিল জদি রাজার নন্দন   দশরথ দারুণ শোক পাইল জেমন।
মৃগয়া করিতে রাজা গেলেন কাননে   অন্ধমুনিসুতা সনে হইল দরশনে।
কুরঙ্গ বলিয়া রাজা মারিলেন বাণ   বাণে ফুটি মুনিসুত তেজিলেন প্রাণ।
চরণের শব্দ শুনি অন্ধমুনি বলে   জীবন রাখিব রে পুত্র বৈস্য আসি কোলে।
ধ্যান করিয়া মুনি বুঝিল কারণ   দশরথ রাজা তুমি বধিলে নন্দন।
মুনি বলে পুত্রশোকে প্রাণ তেজি আমি   বৃদ্ধকালে পুত্রশোকে প্রাণ তেজ তুমি।
এতেক শুনিঞা হইল রাজার গমন   মুনির নিকটে গিয়্যা দিল দরশন।
রাজা বলে জে বাক্য বলিলে মহাশয়   বিধেতা বৈমুখ মোর[১] পুত্র নাঞি হয়।
মুনি বলে মোর[১] বাক্য অন্যতা না হব   বিষ্ণু গিয়্যা তিন গর্ভে চারি পুত্র হব।
দশরথে সাঁপ দিল না জায় খণ্ডন   কত দিন ব্যজে হইল এ চারি নন্দন।
পালিতে পিতার সত্য রাম বনবাসে   দশরথ প্রাণ তেজি পুত্রের হুতাশে।
ত্যমতি দারুণ শোক পাইল রাজন   অবধানে শুন হে পুরাণ রামায়ণ।
রাম রাবণে যুর্দ্ধ হইল জেই কালে   লক্ষ্মণ পড়েছিল রাবণশক্তিশেলে।
ঔষুদ আনিতে গেলেন বীর হনুমান   হনুমান দেখিয়্যা ঔষুদ পর্ব্বতে লুকান।
ঔষু[দ] না পায়্য বীর বিস্ময় হইল   আশি[২] জোজন পর্বতখান মাথায় করে নিল।
পর্বত মাথায় করি হনুমান জায়   ভরথ বসিয়্য আছে দেখিবারে পায়।
ছাওা দেখি ভরথ তবে আনন্দিত সুখে   সন্ধান পুরিয়া বাটুল মারে হনুর বুকে।
ধায় বীর রাম রাম করিয়্যা আছাড় খায়্যা পড়ে   রাম রাম শুনিঞা ভরথ উভরড়ে।
শত্রুঘ্নন [আদি করি] সুমিত্রানন্দন   পাত্র মিত্র ধায় তবে জত প্রজাগণ।
পদ্মহস্ত বুলাইল হনুমানের গায়   প্রাণদান পায়্য হনু উঠিয়্যা দাণ্ডায়।
ভরথ বলেন কহ বীরচূড়ামণি   শ্রীরামে লক্ষ্মণের কথা কহ বাপু শুনি।
হনুমান বলেন প্রভু করি নিবাদন   রাবণের শক্তিশেলে পড়েচেন লক্ষ্মণ।
চল বাছা হনুমান তোমার সঙ্গে জাব   চারি দণ্ডে চারি ভাই লঙ্কাপুরী লব।
এতেক শুনিঞা হনু নাঞি কয় কথা   আজ্ঞা নাঞি প্রভু রামের কেমনে জাবে তথা[৩]।

---

১ মর   ২ আসি   ৩ তাথা

এতেক বলিয়্যা হনু করিল গমন   হেথা শুভক্ষণে প্রাণ পাইল ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তেমতি দারুণ শোক পাইল রাজন   জামতারে কোলে করি করেন কিন্দন।
অশ্বত্থমা হত[১] বলএ গজং ধীর   জেমন পুত্রশোকে মরিলেন দ্রিণচার্য বীর।
তেমতি দারুণ শোক পাইল রাজন   দ্বিজ রঘুনন্দন বলে ভাবি পঞ্চানন॥

॥ ত্রিপদী ॥

কন্যর গমন শুনি   কান্দিয়া ব্যকুল রানী
আগ বদ[ন] ভাসি জলে
অগ ও কি অ রামা গ॥
কেন বিধি হেন কৈল   কি মোর[২] কপালে ছিল
কন্যারে আনিঞা তবে বলে।
হাথে পায়্যাছিলাম নিধি   পুনুরুপি হরে বিধি
আমি কোলে হইতে হইলেম হারা গ ··

জেইমাত্র রাজপুত্র দেশে জাইতে চায়   কান্দিয়া ব্যকুল রানী করে হায় হায়।
বড় সাধ[৩] ছিল মনে জামতা রবে হেতা   কি হইবে মোরে বাদ লাগিল বিধেতা।
শুন শুন দাসীগণ শুন বলি তোরে   ঔষুদ করিয়া জামাঞি রাখি নিজ ঘরে।
কেবা জানে গুণ জ্ঞান বল না উপায়   কহ না তাহার কাছে জাইব নিশ্চয়।
এ পাট পড়সি ডাক্য আনে দাসীগণে   ঔষুদের নিরপণ[৪] কয় রানীস্থানে।
কেহ বলে জানি আমি ঔষুদের গুণ   গলায় বান্ধিতে তিনি হয় ত ভর্ল্ুক।
আর এক বুড়ী বলে ঔষুদের গুণ জত   এই ঔষুদে মোর ভাতার হইল ভেড়ার মত।
আর এক বুড়ী বলে শুন রাজরানী   কোলব্যাঙ্গ করি রাখ ঔষুদ দিব আমি।
নাপতিনী সই বলে রাজরানী তরে   বানর করিয়া রাখ তোমার জামাঞিরে।
আর একটি রামা কহে শুন মন দিয়া   বিড়্যাল করিতে পারি তোমার জামাইএরে।
হেনকালে হাসি বলে ছুতরের মায়্য   ঢেকির রক্ত খোলার পোঁটা মাকু আন গিয়্য।
চামচিকার মাস তায় দুটা ঘর গিরা   অস্তি চর্ম্ম সার হব না জাইব ফিরা।
শঙ্করী পদ্মানী রামা বলে ত্বরাত্তরি[৫]   সলি মৎস্যর মতো আমি করিতে জে পারি।
এইরূপে রামাগণ বলে হাসি হাসি   শূকর করিলে জামাঞি তবে ভাল বাসি।

---

১ হত   ২ মর   ৩ সাদ   ৪ নিরাপোন   ৫ ত্বরা-

ভাজন নামেতে বুড়ী বড় দুরাচার[1] ঔষুদ করিতে পারে নানা উপহার।
শনি মঙ্গল বারে আন শূকরের দড়ি ত্রিমাত্রা পথে হইতে কুড়াএ আন কড়ি।
অব্যবাহী নারী সুতা আন কাটাইয়্যা তাঁতীর বাড়ীর মাকু আনায় হরষিত হইয়া।
এইহা শুনি রাজকন্য বলেন বচন শুন শুন জননী গ এ আর কেমন।
জখনি জন্মিল ঝিয়্যা পরের অধীন পর হয় ঘর মা গ মাতা[2] পিতা ভিন।
আমারে বিদায় দেহ শুন গ জননী জন্মে জন্মে পাই জেন সাধু গুণমণি।
সেবিলে স্বামীর পদ পরিত্রাণ পাই সাধুপদ সেবিয়্যা গোলোকে পাব ঠাঞি।
এতো শুনি রাজরানী শোকে দিল মন অন্ধকার হইল পুরী আমার ভুবন।
শ্রীরঘুনন্দন বলে ভাবিয়্যা পঞ্চানন কন্যর তরেতে রানী বুজায় তখন॥

॥ করুণ ত্রিপদী ॥

কন্যর গমন শুনি কান্দিয়া ব্যকুল রানী
আগ বদন ভাসিল আখিজলে[3]
কেন বিধি হেন কৈল কি মোর কপালে ছিল
কন্যরে আনিঞে তবে বলে।
অঙ্গে নিকলিল ঘাম জেন মুখ তারাদাম
অজ্ঞ্যান হইল রাজদারা
হাথে পাইয়্যছিলাম নিধি রিপু হইয়্যা আইল বিধি
আমি কোলে হইতে হইলাম হারা।
আরে বাছা ইন্দ্রমুখী[4] তোমায় আমি নিত্য দেখি
কেমনে ছাড়িয়া জাবে মোরে
বিধি কৈল পরমাদ কি মোর জীবনে সাদ
ছাড়্যা জাবে অভাগী মাএরে।
শুন ঝি বলি গ তোমারে
জাইবে শ্বশুরঘর [তাহে নাঞী বাস ডর]
নিজ স্বামী দেখিবে দেবতা
শাশুড়ীর চরণ সার না করিহ অহংঙ্কার
কাহারে না কৈয় উচ্চ কথা।

---

১ দুরচার ২ মাথা ৩ অতি. র কি য় রামা গ ৪ ইন্দ্রমুখি

স্বামী হর্তা স্বামী কর্তা স্বামী জীবনদাতা
স্বামী বিন্না জীবন [অ]সার
নিজ স্বামী হয় মন্দ তথায় প্রাণের বন্ধ
স্বামী বিনা গতি নাহি আর।
রানীর ক্রন্দন শুনি কন্ন্য বলে শুন রানী
অবধানে করি নিবাদন
জন্মিলে পরের হয় সংসার পুরাণে কয়
কেন কান্দ তুমি অকারণ।
তুমি ছিলা বাপঘরে বিভা দিল নৃপবরে
এই ঘর হইল তোমার
পূর্ব তপিস্যফলে নৃপতিপুণ্যে[১] ভাল মিলে
কন্ন্য কভু না হয় আপনার।
দেবতা গন্ধর্ব নর রিসি মুনি বিদ্যাধর
এইরূপ বুজি ত সংসার
পূর্ব তপিস্যার ফলে পতি পত্নী ভাল মিলে
ইহা জানি[২] না কান্দিয় আর।
কন্ন্যর বচন শুনি খ্যামা দিল রাজরানী
মুখে নীর দেই সখীগণ
নেতর আচল দিয়া বদন দিই মুছাইয়্যা
চিত্র্যারে রামা সম্বরে ক্রন্দন।
কন্ন্যরে বুঝায় সর্বজন
পঞ্চাননপদতলে দ্বিজ রঘুনন্দন বলে
দেশে চলে রাজার নন্দন॥

চল ঘরে জাই রে বলা[ই] চল ঘরে জাই
সন্ধ্যার সময় হইলে গোধন হারাই রে॥
কি না ছিলেম কিনা হইলেম কি লিখিল ধাতা
আমার কোথা রইল নন্দ পিতা জশমই মাতা রে।

---

১ -পুন্ন্যে ২ জানে

কি না ছিল্যম কিনা হইল্যাম কি লিখিল ধাতা
আমার কোথা রহিল ব্রজগোপীগণ প্রিয় সখী রাধা রে।
নব লক্ষ[১] ধেনু কান্দে তিন্ন্য করি মুখে
শুনেচি লোকের[২] মুখে পাষাণ মাএর বুকে রে।
শিবরামদাসে ভনে গোউরপদ সার
কংস বধি মাতা পিত্যা করিব উদ্ধার ॥

তখন তো মণিময় কোন বুর্দ্ধি করিল আপনার ডিঙ্গা জঙ্গ সাজন করিল।
ভক্ষদির্ব সাধুপুত্র লইল নানা ধন মুগ মাষ বাটু নিল করিয়া জতন।
বিচিত্র বসন নিল বহুমূল্য রাজে আগে পাছে সাজাইয়্য জায় ডিঙ্গার মাজে।
পাট পটু তোলে শিশু করিয়া জতন লবঙ্গ জায়ফল তবে তুলিল তখন।
নানা বর্ণে ঘোড়া তুলে নানা বর্ণে পাখি তুলিল নিশান জত অপ[রূপ দেখি]।
ঢাক ঢোল কাড় পড়া বাজে করতাল কাঁসি বাঁশী বেণী শংক মৃদঙ্গ রসাল।
নানা বর্ণে বাদ্য[৩] বাজে আর জয়ঢোল দম্প বাদ্য শবদে শুনিতে গণ্ডগোল।
বারি সিংহাসন সাধু মস্তকে করিল কাণ্ডারী বাঙ্গাল সব জয়ধ্বনি দিল।
নাসা ধরি জাত্রা করি রাজা গুণধীর পঞ্চাননপদ ভাবি হইল বাহির।
জাত্রাকালে সুমঙ্গল দেখিল রাজন কুম্ভীবারি পুরীনারী বামেতে গমন।
দধির পসরা লইয়া বামভিতা জায় মালাকার পুষ্পহার বেচিয়া বেড়ায়।
শ্বশুর শাশুড়ীর পায় হইল প্রণাম ডিঙ্গা জঙ্গের কাছে গেল সাধু গুণধাম।
উঠে জপে জগরূপ ডিঙ্গার উপর কর্ণধার হরষিত গ্যেঠের গাবর।
এক ডিঙ্গায় মণিময় রাজার ঝিয়ারি সাত ডিঙ্গায় সাত জন বসিল কাণ্ডারী।
সকল ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক দারু পূরিয়্য তবে আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুব[ন] পূরিল বাহ বাহ বলি শিশু ডাকিতে লাগিল।
অমু[ল্য]পাটনখান পর্চাত করিয়্যা মানিকপাটনে শিশু উত্তরিল জায়্য।
শংখদহ কড়িদহ দিল দরশন পঞ্চানন সাধুপুত্র বলে ঘনে ঘন।
পঞ্চাননপদ তবে ভাবি এক সর্কে পার্বতীতরঙ্গ আদি লুকাইল পাকে।
বাহ বাহ বলে তবে রাজা[র নন্দন] রাজদহে মায়াদহে দিল দরশন।
মহাপুণ্যস্থান জানি রাজার নন্দন একেচিত্রে পূজে তবে রায়ের চরণ।

---

১ লক্ষ্য ২ লকের, অক্রুর ৩ বাজ্য

রাজদহ মায়াদহ পর্চাত করিয়া কালীদহ সাধুপুত্র উত্তরিল জ্যায়্যা।
কুম্ভীরদহ নেয়্যগণ বাহি ঘনে ঘন কাঁকড়াদহেতে তরী দিল দরশন।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন চিঙ্গড়িদহেতে তরী দিল দরশন।
হাতুদহ জোকদহ পর্চাত করিয়্যা সেতবন্ধো রামেশ্বর উত্তরিল গিয়্যা।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন জগন্নাথক্ষেত্র আসি দিল দরশন।
প্রসাদউদন শিশু কিন্তু তথা খায় অবিলম্বে রাজপুত্র চাপিল ডিঙ্গায়।
বাহ বাহ বলে তবে সাধুর নন্দন সাগরসংগ্রামে গিয়া দিল দরশন।
মহাপুণ্যস্থান জানি রাজার নন্দন স্নান[১] দানে প্রিতিপুণ্যে[২] করিল তর্পণ।
মুক্তকেশী সেইখানে বিশ্রাম করিয়ে তরঙ্গেত তরী তবে জায় ধাওাইয়া।
বাহ বাহ বলি ডাকে রাজার নন্দন দুর্জয় মগরা তরী দিল দরশন।
দুর্জয় মগরা ঢেউ পর্বতপ্রমাণ গ্যঠের গা[ব]র আদি হইল কম্ভবান।
হেত্যাগড় ছত্রভঙ্গ পর্চাত করিয়া তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওাইয়া।
খুনিঞানগর শিশু দিল দরশন ভক্তি করি পূজে দক্ষিণরায়র চরণ।
তার পর বাঁকুয়াপুরেতে দরশন একভাবে পূজা করে চণ্ডীর চরণ।
বিশালনয়ানী তার করিল পূজন বোড়ালে পুরের কাছে দিল দরশন।
মালঞ্চ পুর্ছালে রসা পর্চাত করিয়া কালীঘাট সাধুপুত্র উর্ত্তরে আসিয়া।
কালিকাচরণে বালা পুষ্পঞ্জলি দিয়া টলগু‍্যা ভবানীপুর উত্তরিল জ্যয়া।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন বোতাড়ে বেতাইচণ্ডীর বন্দিল চরণ।
কলিকাতা পর্চাত করি সাধু ভূপবালা চিতপুরে পূজিলেন সর্বমঙ্গলা।
দক্ষিণ সহর তবে বাহে নেয়েগণ বালিগ্রাম বাহিয়া কোতোরঞে দরশন।
খড়দহে শ্যামসুন্দর[৩] বন্দিয়া চরণে মাহেশে বল্লর্বপুরে দিল দরশনে।
জগবন্ধু বলরাম বন্দিল চরণ নিমিতীর্থঘাট রাজা দিল দরশন।
পবনগমন ডিঙ্গ দেগংঙ্গায় গেল নিমগাছে জবাফুল জথায় ফুটিল।
চুচুড়ার সাঁড়েশ্বরে প্রণাম করিআ সপ্তগ্রাম মণিময় উর্ত্তরিল জায়্য।
ত্রিবিণীর মহাস্থান পর্চাত করিআ বস্ত্র্যপুর হাসনঘাটা জায় ডিঙ্গা বায়্যা।
নারিকেলডাঙ্গার বিষহরির বন্দিল চরণ এআলা গঙ্গাপুর বাহি পাইল বর্ধমান।
একমনে বন্দে রাজা [শ্রী]সর্বমঙ্গলা হুগুলে সহর বাহে দুইপর বেলা।
বামে নবদ্বীপ রাখি দক্ষিণ্যা বাইয়্যা উজানি সুজানি দেশ উর্ত্তরিল জায়্যা।

১ শ্রন ২ -পুন্নে ৩ সাম-

অবন্তীনগর সাধু উর্ত্তরিল তন   নানা বাদ্য দগড়া করএ সর্বজন।
আপনার ঘাট জদি আইল রাজন   দামা দাগড় বাদ্য করে সর্বজন।
নিজ ঘাটে মণিময় হরষিত মন   দূত পাঠাইয়া দিল্ল আপন ভুবন।
দূতমুখে শুনে তবে বীরবর রাজন   জয়কুলি হুলাহুলি জত রামাগণ।
দ্বিজ রঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায়   আসর সহিত প্রভু হবে বরদায়॥

আজি সুপ্রভাত দিন রে রাম আইল দেশে রে
জেমন অজুর্ধ্যার লোক উল্ল্যসিত আনন্দ বিশেষে রে॥

নগরের নাগরী ডাকে রানী হরষিত মন   আইস্য আইস্য বলিয়া রানী ডাকে ঘনে ঘন।
বধূগণ সঙ্গে করি রাজার মহিলা   তুরিতগমনে রানী নিজঘাটে গেলা।
ডিঙ্গ জঙ্গ বরণ করে হরষিত মন   পুত্রবধূ বরিয়া লয় করিয়া জতন।
সাত নাএর ধন রাজা ভাণ্ডারে তুলিল   দারিদ্র দ্বিজের ঘরে কত বিলাইল।
পঞ্চাননের বারা ঝারা তুলিল ত্বরায়[১]   হেনকালে মণিময় বলিছে রাজায়।
তখন ত মণি[ময়] কোন বুদ্ধি কৈল   জনক জননীর পদ মস্তকে বন্দিল।
মণিময় বলে বাপা করি নিব্যাদন   পঞ্চাননপূজা হইলে ভাল বুজি মন।
এতেক শু[নি]এগ তবে বলে মহারাজ   রাজা বলে বিলম্বতে আর নাঞি কাজ।
তখন ত মহারাজা কোন বুদ্ধি কৈল   পুরুহিত দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল।
ঘট আবাহন করি দ্বিজের নন্দন   ভক্তিযুগ করিয়্যা পূজে রায়ের চরণ।
ধূপ দীপ নানা পুষ্প আনিঞে চন্দন   ভকতি নির্ভরে পূজে রায়ের চরণ।
আচমন অঙ্গন্যস করন্যস ভূৎশুদ্ধি কৈল   সংকল্প করিয়া দ্বিজা মন্ত্র উর্চারিল।
পুরহিত আদি করি জত বিপ্রগণ   ধাত্তি পুষ্প মহাষষ্ঠী করিল পূজন।
কুশা তিল জল লৈয়া নিজ গ্রহ নামে   সংকল্প করিয়া রাজা রায় পূজে কামে।
শক্তির স্মঙরণ করি মন্ত্র আবাহন   ষোড়শ[২] উপচারে রাজা করিল পূজন।
মেষ মহিষ অজা [আদি] নানা উপহার   নৈবিধ দিলেক করি অনে[ক] উপকার।
নানা আওজন রাজা কৈল বহুতর   সুবর্ণ দক্ষিণা দিল মনের সাদর।
পূজায় সন্তুষ্ট প্রভু রায় পঞ্চানন   রাজারে বলেন তবে মধুর বচন।
শুন শুন মহারাজা আমার বচন   বর মাগে লহ রাজা কাম্য করি মন।

১ তরায়   ২ ষোড়োষ

রাজা বলে মহাপ্রভু তুমি অসুবল   অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণে দিয় স্থল।
দ্বিজ রঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায়   পূজা সাঙ্গ হইল অষ্টমঙ্গলা এই হয়॥

রায় না কি কৈলাসে জায়্যা ভূলোকে[1] দিয়া বর   রথের উপর রায় না কি কৈলাসে জায়্যা॥

॥ অষ্টমঙ্গলা॥

শুন শুন মহারাজা তুমি নরপতি   সপুরীসহিত[2] রাজা স্বর্গে[3] কর স্থিতি।
হেন কথা কহি প্রভু বর দিয়্যা গেলেন   হেনকালে অন্তরীক্ষ্যে আইল বিমানে।
ইন্দ্রে আজ্ঞে দিয়্য পুষ্পরথ আনাইল[4]   দাসদাসীগণ তবে তুরিতে লইল।
জয় দিয়্যা রথে তবে তথায় তুলিল   সপুরীসহিত[2] রাজা স্বর্গেতে[3] চলিল।
স্বর্গে ইন্দ্র কৈল তবে সভে পুষ্পবিষ্টি   সকল সংসার দিয়া জায় শুভদিষ্টি।
কৈলাসশিখরে প্রভু পাইল নিজস্থান   বিশ্যনাথে রায়মণি হইল প্রণাম।
বিশ্বনাথ বলেন বাছা শুন রে বচন   অষ্টদিন্য ব্রতকথা[5] কহ না কখন।
রায় বলেন শুন বাপা করি নিবাদন   অষ্ট দিনে ব্রতকথা[5] করহ শ্রবণ।
জোগেতে জনম কৈলে দেব ত্রিলোচন[6]   পারিজা[ত]হরণ ইন্দ্র করিল জখন।
দুর্বসামুনির বরে পারিজাতমালে   ইন্দ্র পূজা করি মালা দিল মোর গলে।
তথা হইতে পূজা লয়ে করিনু গমন   জমের পুরেতে গিয়্য দিল্যম দরশন।
ব্যধগণ লয়া পুরী চলিনু তখন   নিজকন্য বিভা দিল জমের নন্দন।
রক্তমুখী কন্য তবে বিভাহ করিয়্যা   ষোড়শ[7] উপচারে তথা পূজা জে লইয়্যা।
তথা হইতে পূজা লয়্য করিনু গমন   ঐসি নগর গিয়্য দিলেম দরশন।
ঐসিনি নগরে রাজা নাম গুণবান   দ্বাদশ বৎসর জান কাননভ্রমণ।
পঞ্চমাসের গর্ব্ভবতী তাহার রমণী   বনবাসে গেল রাজা হরষিত মানি।
প্রসব হইল রানী বেলা শুভক্ষণে   নম নম মহেশ ঠাকুর পঞ্চাননে।
দ্বাদশ বৎসর হইতে রাজার গমন   পুত্ত্রেরে দেখিয়্য রাজা ভাবে মনে মন।
কাহার নন্দন রানী কহিবে এখন   রানী বলে শুন রাজা করি নিবাদন।
পঞ্চমাসে গর্ভকালে করিলে গমন…
রাজা বলে এই কথায় পির্ত্তয় না জাই   সদয় হইয়্যা জদি কহেন গোসাঁঞি।

---

১ ভুলকে   ২ সপরি-   ৩ সগ্রে   ৪ অতি. জয় দিয়া   ৫ ব্রথ কাথা   ৬ ত্রিলচন
৭ ষোড়স

ধিয়ানে জানিলা হোথা রায় পঞ্চানন   তোমার নন্দন বটে শুনহ রাজন।
শুনিঞা[১] সন্তুষ্ট তবে হইল রাজন   পুরহিত পঞ্চাননে পূজে ততক্ষণে।
তথা হইতে পূজা লইয়্য করিনু গমন   অবন্তীনগর গিয়্যা দিলাম দরশন।
পঞ্চানন নাঞি মানে বীরবর রাজন   ব্যধগণ লয়্যা পুরী করিনু গমন।
পঞ্চ উপচারে রাজা করিল পূজন   মণিময় গেল তবে অমূল্য পাটন।
পঞ্চানন নামে কৈল রাজার সভায়   না বুঝিয়া মহারাজা বান্ধিল[২] তাহায়।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিল নন্দন   কারাগারে[৩] উরি তাহায় করি উর্ধারণ।
খালাস হইল তবে রাজার নন্দন   নিজকন্য বিভা দিল দুর্জয় রাজন।
পঞ্চ উপচারে রাজা করিল পূজন   বারি সিংহাসন লয়্য রাজার নন্দন।
আপনার দেশ জদি আইল রাজন   দাস দাসী লয়্য তবে করি[ল] গমন।
অষ্টদিনের ব্রতকথা হইল সমাপন[৪]   বিশ্যনাথ বলেন বাছা শুন রে বচন।
পৃথিবীর[৫] লোক[৬] জত করি[নু] পালন…
বিশ্যনাথে রায়মুনি প্রণাম করিয়্য   মলয়াশিখর প্রভু উর্ত্তরিল গিয়্য।
সিঙ্গাসনে মহাপ্রভু ঢালিলেন গা   দাস দাসী দেয় শ্বেতচামরের বা।
রত্ন সিংহাসনে প্রভু রহিলেন তখন   এত দূরে মঙ্গল সায় হইল সমাপন।
জে জন গাওায় গীত ভক্তি করি মনে   সর্বকাল সুখে জায় দুর্খ নাঞি জানে।
রণে বনে জয় হয় সর্ব আর্ত্তুল   ভাব আর ভক্তি পূজা সকলের মূল।
একমনে শুনে জেবা ঠাকুরের গীত   ধন পুত্র বর পায় সদাই হরষিত।
শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায়   হরি হরি বল সভে জাগরণ হইল সায়॥
বিপ্রবর্গে মহাপ্রভু না ছাড়িবে দয়া   জমিদারবর্গে[৭] দিবে চরণের ছায়া।
সোলোআনাবগ্রে রক্ষ রায় গুণমণি   নাএকেরে ধন পুত্র বাড়াবে আপনি।
অবশেষে গাএন বাএন মাগি বর   হাতে দিবে তাল মান গলায় মধুর স্বর॥

এইতি লিখিতং শ্রীরামকান্তনাথ পণ্ডিতং সাকিম খুরুট ২৫ অগ্রাণ ষুকুর বার এক প্রহরের বেলা তিথি ত্রিয়দসি এই সাংদার্থং। এইতি সন ২২০২ সন্ন ১২ সাল। অক্ষর দোস নাস্তিকং। ইতি বরনং লিখিতং

সাধু আইল ঘরে রে সুবর্ণের বারি লয়্যা   বরণ বরিয়া লহ হরষিত হয়্যা।
সাধুরে বরিতে রানী করিল গমন   জয়কুলি হুলাহুলি জত রামাগণ।

---

১ যুনীঞা   ২ বন্ধিল   ৩ কারেগারে   ৪ স্বমার্পন   ৫ প্রিথিবির   ৬ লক
৭ -বগ্রে

নগরে নাগরী জত হরষিত হয়্যা   রাজার পুরেতে আইসে বেশ বানাইয়া।
হাথে শংক্ক কঙ্কণ পরি লল্লাটে সিন্দুর   নয়ানে কর্জ্জল পরি চরণে নপুর।
হরষিত হয়া রানী পরি পাটেশাড়ি   বুহিত্র মাথায় করি হাথে জলঝারি।
ধান দুর্বা পুষ্পমাল্য অগৌরব চন্দন   নানা আয়াজন আনি বরএ বরণ।
জাগ নির্মাণ ডালা হাথে করে নিল   গন্ধ চন্দন পুষ্পমালা থালেতে তুলিল।
বুহিত্রে[র] কুলা মাথে মঙ্গলহাঁড়ি তায়   অগৌরব পুষ্পের ঝারা চারিভিত্যা দেয়।
রাএর বুহিত্র রানী করিল বরণ   পূর্ণপাত্র দুআরে রাখিল তখন।
শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায়   ভকত নাএকে প্রভু হবে বরদায়॥

লিখিতং শ্রীরামকান্তনাথং তিলকনাথং পণ্ডিতের পুত্র রামদেবনাথ পণ্ডিতে[র] পৌত্র শ্রীবদ্ধিনাথ পণ্ডিত গাএনে রক্ষং দেব পঞ্চাননং শ্রীবিশ্বানাথং পুত্রেং রক্ষং রক্ষং দেবগণং বংসং বিদ্ধি দিয়ং দেবংদিবিংগণৈ এই নিবাদনং ইতি॥

দ্বিজ শ্রীরঘুনন্দনের পঞ্চাননমঙ্গল

পরিশিষ্ট[১] (ক)

॥ ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

... ...তে মনহর প্রকাশ করিল জেন শশ[২] দিবাকর।
তলয়ার কাটারি বান্ধা বরচি চিকুর ঐমনি উটিল প্রভু অশ্বের উপর।
সঙ্গে চারি দূত প্রভু অপূর্ব সাজন মামুদে তড়গা বেকা চোকা চারজন।
দ্বিজ রঘুনন্দন বলে শুন পঞ্চানন নায়েকের তরে প্রভু করিহ[৩] কল্যাণ ॥

পঞ্চানন বলে বঙ্ক শুনহ বচন কেমনে হইবে পূজা কহ বিবরণ।
বঙ্কবল বলে শুন দেব পঞ্চানন বীরবল মহারাজা অবন্তীভূবন।
তাহারে ছলিয়া পূজা লহ পঞ্চানন তবে সে কহিব আমি পূজার কারণ।
পূজা জদি নাই করে দুর্জ্জয়[৪] রাজন সবংশেতে বধ তারে লইয়া জীবন।
বিনি ভয় প্রীতি[৫] নাই নাই কোন কালে ইঙ্গিতে করাব পূজা বঙ্করাজ[৬] বলে।
বঙ্করাজ বলে প্রভু করি নি[বে]দন ব্রহ্মণ হইয়া তুমি করহ গমন।
পূজা জদি নাঞি করে দুর্জয় রাজন সবংশেতে ব্যাধি লইয়া বদ্ধিব জীবন।
শুনিঞা পাত্রের কথা রায় পঞ্চানন মায়া [পা]তিআ প্রভু হইলা ব্রহ্মণ।
পাজি পুথি কখঁছতলে করিল গমন অবন্তীনগরে গিয়্যা দিল দরশন।
পাত্র মিত্র লইয়া বস্যাছে দণ্ডধর হেনকালে গেল প্রভু সভার ভিতর।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যাস্থান অবনী লোটায়া রাজা হইল প্রণাম।
রাজা বলে শুন দ্বিজ আমার বচন কী হেতু আমার পুরে কৈলে আগমন।
দ্বিজ বলে শুন রাজা আমার বচন জে হেতু তোমার পুরে কৈনু আগমন।
জত দেখ অহে রাজা ব্রাহ্মণছিষ্টি বটে এ তিন ভুবনে আমি আছি সর্ব ঘটে।
জত দেখ ব্রাহ্মণের সর্বত্র আলঅ শুনিছি লোকের মুখে তুমি মহাশয়।
কলিযুগে অবতার রায় পঞ্চানন করহ তাহার পূজা হয়্যা একমন।
তার পূজা কর রাজা বেদের বিধানে জে বর মাগিবে রাজা পাবে সেই ক্ষেণে।
ব্রাহ্মণের বাক্যা শুনি ভূপতি হাসিল দ্বিজ রঘুনন্দন বলে প্রমাদ ঘটিল ॥

---

১ এই অংশ আদর্শ পুঁথির ভিতর পৃষ্ঠা (গ, ঘ) হইতে গৃহীত। পুঁথির পাঠ পাঠান্তরের পরিবর্তন সম্পর্কে কৌতুককর নিদর্শনের মনোজ্ঞ আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২ সস ৩ কহিহ ৪ দুজ্জায় ৫ পৃিতি ৬ বকংজার

রাজা বলে পাত্র মিত্র শুনহ বচন   ব্রাহ্মণ কহিল এই কেমন বচন।
পাত্র বলে মহাঁরাজা করি নিবেদন   ভূতলিয়া এই দ্বিজ জানিয় নিদান।
ভাগবত পুরাণে রাজা দেখ রামায়ণে   পঞ্চাননপূজা রাজা আছে কোনখানে।
এককালে বলিরে ছলিলা[১] নারায়ণ   তে কারণে গেলা বলি পাতালভুবন।
সেইমত বিধান এই দ্বিজের বচন   ছলিয়া লইবে রাজা তোমার জীবন।
আমার বচন হেন শুন মহারাজ   বন্দী করি রাখ তবে [হঅ] ভাল কাজ।
দরদ মায়া বুঝিব আজি তাহা[র] আক্রিতি   তবে ত বন্দিব পদ লোটাইয়া ক্ষিতি।
পাত্রের বচন এখন ভূপতি শুনিল   তালজঙ্গ কোতোয়ালে ত্বরায়[২] ডাকিল।
কোটাল কোটাল বলি ডাকেন ভূপতি   তালজঙ্গ কোটাল শুনি আইল শীঘ্রগতি[৩]।
কোটালে দেখিয়া রাজা বলেন বচন   এই দ্বিজ লয়্যা জাও করিতে বন্ধন।
শুনিঞা রাজার বাক্য কোটালনন্দন   গৌরব তেজিয়া তারে উটায় তখন।
তালজঙ্গ কোটায়াল কারাগারে গেল   জতেক বন্ধনদড়া তথায় আনিল।
মনে মনে ভাবে তবে রোগের ঠাকুর   আজি আমি রাজার দপ্প করে জাব চূর।
ভালই রাজারে আমি দিতে আইনু বর   পঞ্চানন নামে রাজা বড়ই তস্কর।
হৃদয়ের মধ্যে যুক্তি ভাবি গুণমণি   হাথে হাথে অন্তধ্যান হইলা তখনি।
এতেক দেখিয়া কোটাল হইল বিস্মিত   রাজার সাক্ষাতে জায়্যা হইল উপনীত।
কোটাল বলেন রাজা নিবেদি তোমারে   পালাল্য বাঁমন বেটা বন্দী কারাগারে।
এতেক শুনিঞা রাজা হইলা বিস্মিত   শ্রীরঘুনন্দন বলে হইল বিপরীত॥

কোপেতে প্রকর অতি হইলা পঞ্চানন   আপনার নিজরোগে ডাকিলা তখন।
আগুদলে ধায়ে জর ধামাল্যা প্রচণ্ড   দাহনে জলিচে[৪] তনু করে লণ্ডভণ্ড।
আইল উনসত্ত জর বড়ই বিষম   সার্নিপাতিকার জর ধায় জেন জম।
সঙ্গে কূর্জ[র] ধায় কোতয়াইল ভেদি   অচল করএ পদ ধরে হস্ত আদি।
কাওরজ দোসর ভাই বড়ই বিষম   রক্ষা কর ধর্মরাজ দেব নারায়ণ।
পিল্যা তিল্যা কাওলারে চলিল উদরি   বড়ই বিষম ব্যাধি চলে সালদরি।
হামি উরি মহাব্যাধি ভুয়্যা পলা রাঙ্গা   গাধিয়া ধাইল সঙ্গে আর পয়ভাঙ্গা।
সাটি বহিনী ভগিনীর ভাই মামুষ্যা দুর্জন   চামের ইজারবন্ধ চামের ভূষণ।
চুয়ালিয়া ধায় তবে মুণ্ড বই লয়   পথের পথুক জেন রয়্যা কথা কয়।
গরগণ্ড ধায় তবে কোরণ্ডের[৫] খুড়া   কাস রোগ বলে আমি জে জোয়ান করি বুড়া।

১ জলিলা   ২ তরায়   ৩ সিগ্র-   ৪ জলিছে   ৫ কোরছেইর

বিষম পাচুর মায়া করিল গমন   হরষিতে ভালাছড়া মিলিল তখন।
ঝমকা চমকা বাই চলিল তখন   তড়ঙ্গা রাএর কাছে দিল দরশন।
একুশ ভগিনীর ভাই চোরার গমন   রাএর সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন।
উর্বল বাতর্বল করিল গমন   পক্ষাঘাত বাই বলে হরষিত মন।
উমল্যা ঝুমল্যা ঝোলা করিল গমন   ধনুকটঙ্কার চলে হরষিত মন।
চৌসট্টি ব্যাধি সঙ্গে রায় জরাসুর   শ্রীরঘুনন্দন বলে রাক্ষিবে ঠাকুর॥

জরাসুর কোপানলে   [ডা]ক দিআ কহিলা আপন দলে
মহলা করহ সর্বজন
শুন রায় মহা[শ]য়   আমারে দেখিলে ভয়
অগ্রে জর করে নিবেদন।
সুজর কুজর কয়   শুন অগ্রে মহাশয়
অস্তির ভিতর মোর বাসা
আমি জদি জীবে ধরি   ছিরকাল ভোগ করি
আমি হইলে ভিবেন্ন বাস।
পিষ্টটান কয় শোন   মহাশয় দিয়া মন
ধুনুকটঙ্কার মোর নাম
আমি ধরি নাম   লঙ্কাপুরী পড়ে টান
চাপামুষ্টি জেনই শ্রীরাম।
কম্প বলে কম্পস্তম্ভ   উরু ধরি উরুস্তম্ভ
বদনে উশ্চ রা করি ভাষ
পঞ্চাননপদতলে   শ্রীরঘুনন্দন বলে
অগ্রে নিবেদন করি কাস॥

কাস বলে শুন প্রভু করি নিবেদন   ধোঁক কাসি হইলে তার সঁশয় জীবন।
ধোঁককাস বলে শুন রায় গুণমণি   আমি অভাগিয়া প্রতি দিবস রজনী।
গরগণ্ড বলে আমি কোরডের খুড়া   কাস বলে আমি জে জোয়ান করি বুড়া।
পিল্যা তিল্যা কাঙলা বলেন বচন   উদরি এমন সময় করে নিবে[দ]ন।
জলউদরি বলে শুন আমি জেন জম   তিলেকে সংহার করি শমনভুবন।

সাষ্টি বহিনী[র] ভাই মামুদে তুর্জন   চামের ইজারবর্দ্ধ চামের ভূষণ
চামের তুয়ান হাথে ফিরি ঘরে ঘরে   মামুদে লজ্জিতা তারে কেবা দিতে পারে।
চোয়ালিয়া বলে মোর শত্রু বই লএ   পথের পথুক জেন রয়্যা কথা কয়।
পেঁচো বলে শুন প্রভু করি নিবেদন   কেয়োটার বিল্যে[১] হইল আমার জনম।
বিষম পেঁচোর মায়া বোঝা নাঞি জায়   ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে নাচে অচেতন হয়।
উর্বল বাতউর্বল তুইয়ে কহে   মহারাজার দেহে জাই তার সর্বনাশে।
বাতউর্বল বলে আমি জেত্যা বড় হীন   প্রাণে জদি নাই মারি রাক্ষ্যা জাই চিন।
একুশ ভগিনীর ভাই চোরার বচন   আঁতুড়ের ঘর হইলে হরষিত মন।

ধনুকটঙ্কার   চোরা মনুহর
মামুদে চলিল সঙ্গে
কোটালভুবনে   হরষিতমনে
টঙ্কার দিলেন রঙ্গে।
মামুদে ধয়্যা গিয়্যা   পাত্রে ধরে সিয়্যা
আনন্দিতে তারে ধরে
শ্রীরঘুনন্দন   করে নিবেদন[২]
রায় পঞ্চানন বরে॥

পাত্রের বচন শুনি রায় গুণমণি   মামুদের তরে প্রভু ডাকিলেন তখনি।
রায় বলে মামুদিয়্যা আরতি কুলাবে   শজ্যাএ আসনে পাত্রে তাহারে ধরিবে।
আরতি পাইয়্যা হল্য মামুদের গমন   পাত্রের মন্দিরে গিয়্যা দিল দরশন।
আরম্ভ করিয়া তবে পাত্রেরে ধরিল   ভূমে পড়ি পাত্র তবে অচেতন হইল।
ধুনুকটংঙ্কারে ডাকি কন পঞ্চানন   কোটালমন্দিরে তুমি করহ গমন।
পাইয়্যা রায়ের আজ্ঞা করিল গমন   কোটালমন্দিরে জায়্যা দিল দরশন।
আরম্ভ করিয়া তবে কোটালে ধরিল   ভূমে পড়ি[৩] কোটাল তবে অচেতন হইল।
পাইয়া রায়ের আজ্ঞা চোরার গমন   রাজার মন্দিরে গিয়্যা দিল দরশন।
পুত্র কোলে করি আছে রাজার মহলায়[৪]   হেনকালে চোরা তথা প্রবেশ করিলা।
খেণ লগ্ন পায়্যা চোরা ধড়ে প্রেবেশিয়্যা   মা মা বলে শিশু উঠে চমকিয়্যা।
পুত্র দেখি রাজা রানী মূর্ছাগত হইল   আকাশ ভাঁগিয়্যা জেন মুণ্ডেতে পড়িল।

১ বিল্যো   ২ নিবেদান   ৩ পতি   ৪ মহাজলায়

ডাক দিয়্যা রানী বলে শুন সর্বজন   মণিময় কেমন করে দেখ না এখন।
ধায় রাজা বীরবল প্রজাগণ লয়্যা   আপন ভুবনে গিয়্যা উত্তরিল সিয়্যা।
পুত্র দেখি মহারাজা বিস্ময় হইল   আকাশ ভাঙ্গিয়া জেন মুণ্ডেতে পড়িল।
ডাক দিয়্যা রাজা বলে শুন সর্বজন   আমার পুত্রকে জে বা করে সচেতন।
আমার বাছাকে জে বা জেয়াতে পারে   অদ্ধ রাজ্জ অদ্ধাসন দিব [আমি] তারে।
পুত্র কোলে করি রানী করেন [কিন্দন]   দ্বিজ রঘুনাথ কন শুন পঞ্চানন॥

হরি হরি মণিময় লয়্যা কোলে   রানী সে করুণা বলে।
শিরেতে কঙ্কণ হানি   অচেতন হইল [রানী]।
কোন দেশে আমি জাব   তোমা দরশন পাব।
অজধ্যা ছাড়িল রাম   বিধি হইল মোরে বাঁম।
শিরেতে কঙ্কণ হানি   উঠ উঠ গুণমণি।
অবেশ আকার রামা   মনে নাঞি দেই ক্ষেমা।
করুণা করিয়া কান্দে   [কেশপাশ নাঞি বান্ধে]।
শ্রীরঘুনন্দন [বলে] সার   মহিমা জানে কে বা আর॥

ব্যাকুল রাজার পুরী দেখি পঞ্চানন   বঙ্কবল ডাকি প্রভু বলেন বচন।
রায় বলে বঙ্করাজ আরতি কুলাবে   কেমনে হইবে পূজা আমারে কহিবে।
বঙ্কবল বলে প্রভু করি নিবেদন   রাজপুত্র মহাপ্রভু করঅ চেতন।
শুনিঞা পার্থের কথা রায় পঞ্চানন   এ মায়া পাতিয়া[১] প্রভু হইল ব্রহ্মণ বরণ।
ব্রাহ্মণ হইয়া রায় তুরিতে চলিল   রাজার বাড়িতে জায়্যা উপনীত হইল।
ব্যাকুল রাজার পুরী দেখি পঞ্চানন   বরপুত্র মহাপ্রভু করে সচেতন।
গা তোল গা তোল পুত্র কহেন হরিষি   অঙ্গ তুলি বৈসে[২] জেন রুহিনীর শশী।
পদ্মহস্ত বুলাইল সেই শিশুর গায়   প্রাণদান পায়্যা শিশু উঠিয়া ডাণ্ডায়।
সাক্ষাত স্বরূপ শিশু দেখি পঞ্চানন   বরপুত্র মহাপ্রভু করেঅ চেতন।
সাক্ষাত স্বরূপ[৩] শিশু দেখি পঞ্চানন   বিনয়[৪] করিয়া ধরে রায়ের চরণ।
এক ভাগ মাথার কেশ দুই ভাগ করিয়্যা   প্রভুর চরণতলে পড়িল ধরিয়্যা।
পুনপুন রায়মণি করি নিবেদন   আমার এতেক দুর্খ কিসের কারণ।

১ এ মায়াপতিয়া   ২ বেসে   ৩ সুরূপ   ৪ বিনোয়

রায় বলে শুন বাছা আমার বচন[১] তব পিতা বীরবর বড়ই দুর্জ্জন।
আমার বচন শুন রাজার নন্দন বারি সিংহাসন আন অমূল পাটন।
পঞ্চাননপূজা কর বেদের বিধানে জে বর মাগিবে বাছা পাবে সেইক্ষেণে।
অহংকার করি পূজা না[২] করে আমারে তে কারণে দুর্খ রাজা দিলাম তোমারে।
এতেক বলিয়া প্রভু হইল অন্তধ্যান নিমিক ভাঙ্গিয়া শিশু পাইল চেতন।
মণিময় চেতন দেখি তুজ্জয় রাজন পুত্র কোলে করি রাজা করেন কিন্দন।
নৃপসুত অচেতন স্বপন দেখিয়া গা তুলিলা মণিময় শর্জ্জা[৩] তেজিয়্যা।
রাজা বলে শুন বাপু আমার বচন তব প্রাণ অচেতন কিসের কারণ।
মণিময় বলে বাপা করি নিবেদন সাক্ষাত স্বরূ[প] মোরে[৪] কহিলা পঞ্চানন।
প্রাণদান দিয়ে বাপা কহিলা কারণে[৫] ঝারি বারি আন গিয়্যা অমূল্য পাটনে।
আনিঞা আমার পূজা করহ ত্বরায়[৬] দয়া উপজিবে প্রভু দেবের দেবরায়।
এতেক শুনিঞা তবে বলেন মহারাজ রাজা বলে বিলম্বতে আর নাঞি কাজ।
তখন ত মহারাজা কোন বুর্ধি করিল পুরুহিত দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল।
ঘট আভাহন[৭] করি দ্বিজের নন্দন একচিত্তে পূজে [রাজা] রায়ের চরণ।
ধূপ দীপ নানা পুষ্প আনিঞা চন্দন পঞ্চ উপচারে পূজে রায়ের চরণ।
মেষ মহিষ অজা তবে দিল বলিদান ভকতি নির্ভরে[৮] পূজে রায়ের চরণ।
ভাবি রঘুবল বলে রায়ের মঙ্গল নায়েকের তরে প্রভু করিহ [কল্যাণ]॥

তখন ত রাজপুত্র মনেতে ভাবিয়া বিশ্যকর্ম্মার তরে তবে আনিল ডাকিয়া।
রাজা বলে বি[শ্বক]র্ম্মা আরতি কুলাবে সপ্ত তরী মনোহর নির্ম্মাইয়্যা দিবে।
আরতি পাইয়্যা বিশাই কোন বুদ্ধি করিল সপ্ত মনোহর [তরী] গড়িতে লাগিল।
বাঁক বরাত করি কাষ্ট সুসার করিল ধ্বজ পতকা বিশাই নির্ম্মাণ করিল।
সপ্ত তরী মনোহর হইল নির্ম্মাণ বিশাই বিদায় হয়্যা নিজপুরে জান।
প্রাতঃকালে উঠি তবে রাজার নন্দন ডিঙ্গা জল দেখি তবে হরষিত মন।
ভক্ষ দির্ব মণিময় নিলা[৯] নানা ধন মুগ মাষ বাটুলা নিল করিয়া জতন।
বিচিত্র বসন নিল বহুমূল্য রাজে আগে পাছে চাপাইয়্যা জায় ডিঙ্গার মাঝে।
পাটপটি তোলে শিশু করিয়া জতন নানা দির্ব তুলে শিশু হরষিত মন।

---

১ চবন ২ ন ৩ সর্জ্জা ৪ ময়ে ৫ করণে ৬ তরায় ৭ আভাহান
৮ নির্ভ্রূরে ৯ নেলা

সপ্ত তরী মনোহর করিল সাজন   জননীর কাছে গিয়া দিল দরশন।
মোরে বিদায় দেহ জননী গো মাই   তোমার আরতি হইলে পাটনেতে জাই।
ভাল কথা কহিলে বাছা রাজার নন্দন   সাক্ষ্যাত স্বরূপ আমি দেখিব[১] পঞ্চানন।
পঞ্চাননপাদপদ্ম দেখিব নয়ানে   তবে ত জাইবে বাছা অমূল্য পাটনে।
জননীর কথা শুনি রাজার নন্দন   পঞ্চাননে স্তব স্তুতি কৈল ততক্ষণ।
ধেয়ানে জানিয়ে হইল রাএর গমন   রানীরে বলিল তবে মধুর বচন।
শুন শুন রাজরানী বলি জে তোমারে   তোমার নন্দন জাবে অমূল্য সহরে।
পঞ্চানন নাম কহিবে রাজার সভায়   না বুঝিয়া মহারাজা বাঁন্ধিবে ওহায়।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিবে নন্দন   কারাগারে উরিবেন রায় পঞ্চানন।
নিজ কন্যা বিভা দিবে দুর্জয় রাজন   বারি সিংহাসন লয়্যা দেশেরে গমন।
এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তধ্যান   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন॥

এতেক শুনিঞা রানী হরষিত মন   জয়ধ্বনি হুলাহুলি জত রামাগণ।
নাসা ধরি জাত্রা করি রাজা গুণধীর   পঞ্চাননপদ ভাবি হইলা বাহির।
জাত্রাকালে সুমঙ্গল দেখিয়া রাজন   কুম্ভে বারি পুরীনারী বাম ভিতে জান।
দধির পসরা লয়্য বাঁম ভিতে জায়   মালাকার পুষ্পহার বেচিয়া বেড়ায়।
জনক জননীর পাএ কৈল নমস্কার   জয়ধ্বনি হুলাহুলি আ[ন]ন্দ অপার।
শুভক্ষণ জানি হৈল রানীর গমন   ডিঙ্গ্য জঙ্গর কাছে [গিয়া] দিল দরশন।
কাণ্ডারীর হাতে হাতে পুত্রে সপি[২] দিয়্যা   সোপিয়া[৩] দিলেন পুত্র নিজ দির্ব দিয়্যা।
দোষ জদি করে পুত্র রোষ না করিবে   আমার বচন বাছা হৃদয়ে[৪] রাখিবে।
আর এক কথা শুন রাজার নন্দন   সঙ্কটে পড়িলে বাছা ভাবো পঞ্চানন।
দুর দেশের মাতাপিতা রায় গুণমণি   অর্জুন সারথি জেন দেব চক্রপাণি।
মণিময় বলে মাতা জায় নিজ ঘরে   বারি সিংহাসন লয়্য আসিব কুতুহলে।
তখন ত রাজপুত্র কোন বুদ্ধি কৈল   পঞ্চানন স্মঙরিয়া ডিঙ্গায় চাপিল।
উটে জপে জগরূপে ডিঙ্গা[র] উপরে   কর্ণধার হরষিত গেঠের গাবরে।
শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাশয়   নাএকের তরে প্রভু হৈয় বরদায়॥

তখন ত রাজপুত্র কোন বুদ্ধি কৈল   কামানেতে [দারু পুরি] পলিতা করিল।
সকল ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক   দারুক পুরিয় তবে আগুন দিলেক।

---

১ দেখিবে   ২ স্বর্পি   ৩ স্বোর্পিয়া   ৪ হিদয়ে

হইল বিষম শব্দ ভুবন পূরিল   আষাঢ়ের[১] মেঘ জেন গর্জ্জিতে লাগিল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   আপনার নিজ দেশ ছাড়িল তখন।
উজানি সুজানি দেশ পর্চাত করিয়্য   তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওয়াইয়্য।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   খগদ্বীপে জলে গিয়্য দিল দরশন।
মহাঁপুণ্যস্থান[২] জানি রাজার নন্দন   স্নান[৩] দান করি পূজে রায় পঞ্চানন।
মুহুর্ত্তিকে[৪] সেই ক্ষেণে বিশ্রাম করিয়্য   তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওয়াইয়্য।
হুগলি সহর তবে বাহিল রাজন   চুচুড়ায় ষাঁড়েশ্বরের বন্দিল চরণ।
পবনগমনে ডিঙ্গ্য দিগঙ্গাতে গেল   নিমগাছে জবাফুল জথায়ে ফুটিল।
বাঁমেতে সুন্দরপুর চাতরা বাহিয়্য   বল্লভপুরে রাজসুত উত্তরিল গিয়্য।
রাধার বল্লবে তবে করি জোড়হাথ   তাহার দক্ষিণভাগে ঠাকুর জগন্নাথ।
খড়দহে মণিময় গেল উচ্চ্যস্বরে   প্রণাম করিল গিয়্য শচীর কুমারে।
কোতরঙ্গ এড়াইয়া[৫] গ্রাম ভদ্রখালি   আসিয়া দক্ষিণশ্বরে পূজা কৈল শূলী[৬]।
বাহ বাহ বলে তবে রাজা ভূপবালা   চিতপুরে পূজিলেন সর্বমঙ্গলা।
চিতপুরে মহামায়ার চরণ বন্দিয়্য   ডিহি কলিকাতায় গিয়্য উত্তরিল জায়্য।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   বেতড়ের বেতাইচণ্ডীর বন্দিল চরণ।
বেতাড়ে বেতাইচণ্ডীর চরণ বন্দিয়্যা   টলণ্ড ভবানীপুরে উত্তরিল গিয়্যা।
একে একে নানা স্থান করি জোড়পুটে   উপনীত হৈল গিয়্য জয় কালীঘাটে।
দত্যানিপাতিনী দেখি শিশু চমকিত   শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের গীত॥

দেখিয়্যা দেবীর রূপ হরষিত মানিল   ভূপ কর্ণধারে কথা তখন [কহিল]।

মণিময় কই শুন   কৈ তর্ত্ত বিবরণ
বন্দ শইলসুতার চরণ
দেখ ভাই আইল অম্বিকে
ধুমুক চণ্ড মণ্ড   রক্তবীজ খণ্ডখণ্ড
সঙ্গে চলে অষ্ট নাইকে।
দেখ ভাই জোগেন্দ্রবণিত্য
বিস্তারিতে চতুভুজে   আসিয়া প্রভুর বরে
কণ্ঠে মুণ্ডমালা শুভিতে।

---

১ আসাড়ের   ২ -পুন্ন্যে ছাল   ৩ স্তান   ৪ মুমুর্ত্তিকে   ৫ মেড়াইয়্যা   ৬ সুলি

দেখ ভাই আপন নয়ানে
বন্দো দেবীর ও রাঙ্গা চরণে।
শুনিঞা দেবীর কথা হরষিত সাধুসুতা
নানা দির্ব আনিঞা সেইখানে
আপনার শুভদয়ে বুঝিয়া প্রফুল্লকায়ে
দান ধ্যন্থ দক্ষিণ বর্মনে।
খির খণ্ড আদি কিছু ভোজন করিল পাছু
শেষে গাত্রী হইল ভূষিত
পঞ্চাননপদতলে দ্বিজ রঘুনন্দন বলে
পাটনেতে চলি[ল] তুরিত ॥

কালীঘাট আদিস্থান পর্চ্যত করিয়া তরঙ্গে তরণী শিশু [চলে] ধাওয়াইয়া।
বাহ বাহ বলে তবে সাধু ভূপবালা কুদল করিল ত্যগ ভূপ খণ্ডকালা।
গ্রাম[১] রসা টোট ঘাটা পচ্চাত করিয়া তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওয়াইয়া।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন বোড়ালের ত্রিপুরার বন্দিল চরণ।
বোড়ালের ত্রিপুরার চরণ বন্দিয়া বাঁকুইপুরেতে শিশু উত্তরিল গিয়া।
বিশালনয়ানী তার চরণ বন্দিয়া খুনিয়া নগরে শিশু উত্তরিল গিয়া।
দক্ষিণরায়ের শিশু করিল পূজন হেত্যেগড় ছত্রভঙ্গে দিল দরশন।
শিশু বলে কর্ণধার শুনহ বচন ছত্রভঙ্গ নাম হইল কিসের কারণ।
কর্ণধার বলে শিশু শুনহ বচন পুরাণপ্রমাণ শিশু করহ শ্রবণ।
গঙ্গা লইয়া আইল ভগীরথ রাজন জার্ন্নমুনির সঙ্গে তবে হৈল দরশন।
গণ্ডুষ করিল মুনি করিল ভক্ষণ এতেক দেখিয়া কান্দে ভগীরথ রাজন।
দ্বাদশ[২] বৎসর রাজা করেন স্তবন সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলেন বচন।
মুখ দিয়া জদি দিই উচিষ্ট আমার গুর্ঝির দ্বায়ার দেই অক্ষ্যাতি তাহার।
তখন ত জার্ন্নমুনি কোন বুদ্ধি কৈল জাঙ্গ চিরি জার্ন্নমুনি গঙ্গা তবে দিল।
জার্ন্নবী বলিয়া নাম ক্ষেয়াতি তাহার হেনকালে হস্তী সনে দেখা হৈল তার।
গঙ্গারে দেখিয়া হস্তী বলেন উত্তর এক রাত্রি বঞ্চ রামা শুনহ সর্ত্তর।
এতেক শুনিঞা গঙ্গা বলে[ন] বচন তিন ঢেউ সহিতে পার দিব আলিঙ্গন।

১ গ্রেম ২ দ্বদস

হস্তী বলে এই কথা সহিতে পারিব তবে ত তোমার সনে আলিঙ্গন পাব।
এতেক শুনিঞা মাতা হইলেন প্রচণ্ড[১] প্রথম ঢেউতে হস্তী[২] হইল লণ্ডভণ্ড।
দ্বিতীয় ঢেউতে হস্তী[২] হৈল ছারখার তিতায় ঢেউতে হস্তী[২] হৈল সংহার।
এই শুন রাজসুত এহার কথন দুর্জয় মগরা রায় দিল দরশন।
দুর্জয় মগরার ঢেউ পর্বতপ্রমাণ গেঠের গাবর তারা হৈল কম্পমান।
স্থির নাঞি হয় তরী বিষম তরঙ্গে দেখি মুনিময় হৃদে[৩] মানিল আতঙ্গে।
বাহ বাহ বলে তবে রাজা[র] নন্দন কপিলমুনির কাছে দিল দরশন।
কর্ণধার বলে শিশু দেখ মনসুখে কেহ শেল শূল মারে কপিলের বুকে।
অশ্বচোর বলে কেহ করএ তর্জন কপিলের কোপানলে ভস্ম পুত্রিজন।
সর্ত্তযুগে ওহারা স[গ]র আনিল অনেক জতনে অশ্বমেদ জজ্ঞ কৈল।
অশ্বমেদ [জজ্ঞ[৪]] করি প্রাণ পেলো স্বর্গে ইন্দ্র হরে রাজা ইহার কারণ।
অশ্বমেধ পত্র্যর্বধি[৫] ছাড়্য দিল হয় চৌদিগে ঐমন অশ্ব করি[ল] নির্ণয়।
হেনকালে নারদ[মুনি] করিল গমন চাতুরী করিআ অশ্ব হরিল তখন।
পাতালে কপিলা ছিল তথা অশ্ব থুইল একে একে স্বর্গে মর্ত[৬] সগর চাহিল।
অশ্ব না পাইয়া মহী খোলে সর্বজন পাতালে কপিল সনে হৈল দরশন।
কেহ তোলে শেল শূল স্থাবর কুঠার তজ্জে গজ্জো করি কেহ বলে মার মার।
কেহ বলে ধ্যানে বস্থে আছে ঘোড়াচোর হেনকালে কোপদৃষ্টে[৭] মুনি চাৎপর।
মহাকোপানলে মুনি তখন চাহিল নৃপতিনন্দন জত সব ভস্ম হৈল।
ভূপতিসন্তান জদি হৈল ভস্মরাশি নৃপতি সঙ্কট জানি অঙ্শু[স]মান আসি।
অঙস্থমান স্তব করি শাস্তাইল[৮] মুনি সগরবংশের কন উদ্ধারকাহিনী।
মুনি বলে অঙস্থমান শুন রে বচন বিনা গঙ্গাজলে নাহি উহার তারণ।
ঘোড়া লয়্য অঙস্থমান জাহ নিজ দেশে জজ্ঞপুণ্য দিবে রাজা হইল অবশেষ।
এতেক বলিয়্য মুনি বলেন বচন জজ্ঞঅশ্ব আনি দিল রাজার নন্দন।
জজ্ঞ পূর্ণ করে তবে সগর ভূপতি গঙ্গা লাগিয়্য রাজা কৈল অনেক স্তুতি।
সগর তপস্য করে গঙ্গার লাগিয়্য ব্রহ্মপুরে গেল কাম্যবর না পাইয়্য।
অঙস্থমান স্তব তবে কৈল অনাহারে কাম্যবর না পাইয়া গেলা ব্রহ্মপুরে।
তাহার নন্দন তবে দিল্লিপ নৃপতি তপস্থে করিয়্য রাজা না পাই পিরিতি।

---

১ উটণ্ড ২ হস্থি ৩ হৃদে ৪ করে ৫ পুত্র্য- ৬ মঞ্চ ৭ -দৃষ্টে
৮ সান্তাইল

দুই ভগে জন্ম ভগীরথ নৃপবর   অদ্ভুত বৎসরে রাজা পাইল কাম্যবর।
ইন্দ্ররে সেবিয়া আনিল গজরাজ   দন্তে হিমালয় ভেদি[১] সাধিল সে কাজ।
আগে জায় ভগীরথ করে শঙ্খধ্বনি   পশ্চাতে প্রকাশি দেবী চলে মন্দাকিনী।
শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাশয়   নায়েকেরে মহাপ্রভু হবে বরদায়॥

গঙ্গার সঙ্গে ভগীরথ করিলা গমন   গহন কান[ন] মর্ধে দিল দরশন।
জার্হ্নমুনি স্তব করে বোনেতে বসিয়্যা   তিন জবাফুল তায়ে দিল ভাসাইয়্যা।
ধ্যান করি মুনিবর বুঝি[ল] কারণ   গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা করিলা ভক্ষণ।
পাছু ফিরে দেখে তবে রাজার কুমার   গঙ্গা না দেখিয়্যা তবে হইলা ফাফর।
কাতর হইয়া বোনে ভ্রমিয়্যা বেড়ায়   মুনির নিকটে গিয়া করজোড়ে রয়।
কে তুমি কোথা হইতে করেছ গমন   কি কারণে দাণ্ডাইয়া আছ আমার সদন।
মুনির বচনে বালা করে নিবেদন   গঙ্গারে লইয়া আমি করেছি গমন।
এতেক শুনিঞা মুনি হরষিত হইল   জাঙ্গ চিরি জার্হ্নমুনি গঙ্গা তবে দিল।
তখন ত ভগীরথ ক[রি]ল গম[ন]   গঙ্গারে লইয়া জান ভগীরথ রাজন।
আগে আগে জায় রাজা করে শঙ্খধ্বনি   পর্চাতে গোড়াইয়া তবে জান মন্দাকিনী।
ভগীরথে জিজ্ঞাসা করি মনে মনে হাসি   কোনখানে প্রিতিরিপুরুষ হইল ভস্মরাশি।
ভগীরথ বলে মাতা শুন মন্দাকিনী   আপনি বুঝিয়া কায্য কর গো আপনি।
য়েতেক শুনিঞা মাতা মনেতে ভাবিল   সপ্ত তাল ভেদি মাতা তখনয় হইল।
তুষ অঙ্গার তথা[২] ভাসিয়া উটিল   তাহা দেখি ভগীরথ নাচিতে লাগিল।
গঙ্গারে স্তবন করে ভগীরথ রাজন   পুরাণ শুনিলে পাপ না থাকে কখন।
তখন ত রাজপুত্র কোন বুদ্ধি কৈল   গঙ্গাজলে নাম্বি শিশু আহ্নিক [ক]রিল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজা[র] নন্দন   সাগরসঙ্গমে গিয়া দিল দরশন।
মহাপুণ্যস্থান জানি রাজার নন্দন   স্নান দান করিয়া করিল ভোজন।
মহাতীর্থ সেইখানে বিশ্রাম করিয়া   তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওয়াইয়া।
গেঠের গাবর গীত গায় কুতুহলে   উপনীত হৈল গিয়া ক্ষেত্র নীলাচলে[৩]।
দেউলের চূড়া দেখি মণিময় কয়   কোন পুণ্যস্থান ভাই কহিবে নিশ্চয়।
কর্ণধার বলে ভাই শুনহ বচন   পুরাণপ্রমাণ কথা মন দিয়া শুন।
সঙ্গে বলরাম আর সুভদ্রা ভগিনী   দেখিলে মুকুতা হয় জুড়ায় পরাণি।

১ ভেদি   ২ তাথা   ৩ নিলাছলে

জে জন দরশন করে আপন নয়ানে   বৈকণ্ঠে গমন তার চাপিয় বিমানে।
শুনিল অপূর্ব কথা য়েই ত সকল   আর এক [ক]থা মোরে কহিবে কিবল।
প্রভুর বাজারে অন্ন´ব্যঞ্জন বিকায়   চণ্ডালে আনিলে অন্ন´ব্রহ্মণেতে খায়।
প্রভুর বাজারে অন্ন ব্যঞ্জন[১] বিকায়   কি লাগিয়া জাতিভেদ নাঞিক হেতায়।
কর্ণধার বলিতে লাগিলা বিবরিয়া   দ্বিজ রঘুনাথ বলে শুন মন দিয়া ॥

একদিন বিশ্বনাথ করি একাদশী   কৈলাসে আছেন হর অতি রঙ্গে বসি।
নারদ এমন সময় আইল তথায়   বিষ্ণুর প্রসাদঅন্ন করিয়া মাথায়।
নারদ দেখিয়া শিব করিলা আদর   জিজ্ঞাসে নারদে কি য়েন্যচ মুনিবর।
পদ্মজনির [স্থানে] বলে শুন ত্রিলোচন   বিষ্ণুর প্রসাদঅন্ন আন্যেছি উদন।
এতেক শুনিঞা শিব হইলা হরষিত   হস্ত পাতি প্রসাদ তবে লইল তুরিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলিআ অন্ন খাইল মহেশ   মাথায় পুছিল হাত ভকতি বিশেষ।
আনন্দের সীমা নাঞী পুলকিত য়ঙ্গ   শিরে শোভে ডগমগি গঙ্গার তরঙ্গ।
উবুবাহে জান হর ফুকরি তরঙ্গ   উববাহু করিয়া জান রাজার সঙ্গ।
নাচিতে লাগিলা হর হইয়া ত্রিভঙ্গ   গলে দোলে হাড়মালা গৌরী অর্ধঅঙ্গ।
শিরে শোভে ডগমগি গঙ্গার তরঙ্গ   ...
উববাহু জান হর ফুকরি তরঙ্গ   উববাহু করি নারদ নাচেন হর সঙ্গ।
ভবের ভ্রকুটি দেক্ষি ভবানী ভাবেন   না জানি ভাঙ্গড় কি আনন্দে নাচেন।
হরপ্রিতি[২] হইমবতী জিজ্ঞাসিল তবে   কি আনন্দে নাচ প্রভু সত্ত মোরে কবে।
য়েমন তোমার আজি না দেখি কখন   শুনিঞা দুর্গার কথা ভাবেন ত্রিলোচন।
কি কহিব য়াগো দুর্গা আনন্দ জতেক   না জানি আমার ভাগ্যে আছেন কতেক।
খাইনু বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ উদন   ক্রোটি একাদশী আজি হইল পূরণ।
এতেক শুনিঞা দুর্গা হইলা হরষিত   আমারে প্রসাদ কেন হইল বঞ্চিত।
য়েতেক শুনিঞা তবে বলে বিরূপাক্ষ্য   তুমি কি বিষ্ণুর মহাঁপ্রসাদের জগ্য[৩]।
দুর্গা বলে জে প্রসাদ মোরে নাঞি দিলে   একাকার করিব আমি সয়াল সংসারে।
[এ]তেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন   অবিলম্বে বৈকণ্ঠে গিয়া দিলা দরশন।
শিবের ঘরণী বলে হইলেন সাক্ষাত   বর মাগ অভয়া কহেন জ[গ]ন্নাথ।
দুর্গা বলে য়েই বর মাগি তব পায়   তোমায় প্রসাদঅন্ন নরলোকে খায়।

---

১ বেঞ্জন   ২ -প্রিতি   ৩ জগ্য

ইন্দ্রদবন মাহাঁরাজা স্তাপিল ভূতলে   ভুঞ্জাইব সেই অন্ন নরলোক সকলে।
এতেক শুনিঞা হইল দেবীর গমন   অভিলম্বে কৈলাসে আসি দিল দরশন[১]।
আসিয়া কহিল কথা শিবের সার্ক্ষাতে   পার্বতীর কথা শুনি হাসেন বিশ্বনাথ।
এই শুন মণিময় পুরাণের কথা   তে কারণে অন্নের জাতি নাহিক হেথা।
আজি শুভদিন জগন্নাথ দেখ গিয়া   হেলায় জমের ভয় এড়ায় এই ভায়া।
এতেক শুনিঞা শিশু হরষিত মনে   তুরিত দেখিতে শিশু জায় নারায়ণে।
গলায় কাপড় দিয়া জোড় করি হাথ   প্রণাম করিল গিয়া জয় জগন্নাথ।
প্রসাদউদন শিশু তৎকালে খায়   অবিলম্বে রাজসুত চাপিল ডিঙ্গায়।
গেঠের গাবর গীত গায় মহাঁয়ানন্দে[২]   উপনীত হইল গিয়্য রামের সেতবন্ধে।
রাজা হইল বিস্মিত সাগরবন্ধ দেক্ষি   কর্ন্নধারে বলে কহ অপরূপ এ কি।
হেন কম্ম কে বা করে সয়াল ভুবনে   মনস্ব্যের সান্ধ নয় রঘুনাথ ভনে॥

শোন সেতবন্ধের কথন
রঘুবংশে[৩] ইতিহাস   শুনিলে কলুষনাশ
জম সঙ্গে না হয় দরশন।
ক্ষেতি মধ্যে মহাতেজা   দশরথ মাহাঁরাজা
আছিলেন অজধ্য নগরে
উৎপতি ভাস্করবংশে[৪]   বিষ্ণু গিয়্য তিন অংশে
জনম হইলা তার ঘরে।
কেকই কৌশল্য সতী   সুমিত্রা সুন্দরী অতি
রাজার প্রধান তিন নারী
কৌশল্যনন্দন রাম   তনু নবঘনেশ্যাম
দুরন্ত জনার দর্পহারী।
কেকইয়ের বংশধর[৫]   ভরথ পুরুষবর
সুমিত্রার জমক তনয়
বালক লক্ষ্মণ আর   শত্রুঘন সুকুমার
রূপবন্ত দোহে তেজময়।

১ দনরসন   ২ অতি. এক ছত্র বাদ   ৩ -বংশেস   ৪ ভাকর্কর বংশেস   ৫ -বর

পাইয়্যা যে চারি সুত হরিষ হইল জুত
দশরথ ময়লেতে ভূষণ
জজ্ঞ রাখি[বা]র তরে বিশ্বামিত্র মুনিবরে
লয়্যে গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অবহেলে প্রভু হরি তাড়কায় বধ করি
মুনিজজ্ঞ করিল রক্ষণ
বিশ্বামিত্র রামে লয়্যা গেল হরষিত হয়্যা
উপনীত জনকসদন।
তার কন্ত সীত্য নামা তিন লোকে অনুপামা
মহাদেবী অজনিসম্ভবা
জনকের পণ[১] এই হরধনু ভাঙ্গে জেই
জানকী তাহারে দিব বিভা।
শুন শিশু কাহিনী কৌতুক
ধনু হইল পরমাদ ভাঙ্গিলেন রঘুনাথ
দুধরিষ হয়ে[র] ধনুক।
সীত্য বিভা করি রাম আসিতে আপন ধাম
জামদঅগ্নিসুত হেনকালে
রামে আগুলিল পথে ধনুক কুড়ুল হাথে
দুরান্ত অন্তক ক্ষেত্রিকুলে।
হারিলেন পরশুরাম বীর
তবে রাম করি জয় আইলেন আনন্দয়ে[২]
বাজে জয় দুন্দুবি গম্ভীর।
রামে দিতে ছত্রদণ্ড [বিলম্ব নহে এক দণ্ড]
নরপতি বিচারিল মনে
কেকই পাষণ্ড হইল ভরথেরে রাজা কৈল
রামচন্দ্র গেলেন কাননে।
সঙ্গে গেল সীত্তা তার অনুজ লক্ষ্মণ আর
প্রেবেশিল গহন কাননে

১ পোন ২ য়ানন্দয়ে

দশরথ নররায় হুতাশেতে প্রাণ জায়
না দেখিয়্য রামের বদন
রহিলেন পঞ্চবটীর বন।
শূর্পনখা নিশাচরী লঙ্কায় প্রবেশ করি
রাবণেরে[১] সকল কথা বলে
সেই রাক্ষসের রায় কুবুদ্ধি পাইল তায়
লইতে রামের সীতা হরি
মায়াপী মারীচ সঙ্গে করি।
সুবর্ন্নের মৃগ দেক্ষি সীতা শশধরমুখী
রামেরে কহিল বিনাশিতে
করে করি ধনুক শর দূরে গেলা রঘুবর
মায়াপী মারীচ মারিতে।
খাইয়্য রামের বাণ মারীচ তেজিল প্রাণ
সুমিত্রা লক্ষ্মণে ডাক দিয়া
তাহা শুনি সীতা সতী ব্যকুল হইয়া অতি
লক্ষ্মণেরে দিল পাঠাইয়্যা[২]।
শূন্যঘরে[৩] সীত্য দেখি রাবণ হইল সুখী
ভিক্ষা ছলে আইলা তথায়
ধরিয়া সীত্যর চুলি[৪] লইল বিমান তুলি
রাখে সীত্য কনক লঙ্কায়।
মারীচ নিপাত করি শূন্ন[৩] নিকেতন হেরি
রামচন্দ্র হইলা অস্থির
শোকাকুলি দুই জন ভ্রিমিয়া বেড়ায় বন[৫]
অর্য্যাসন করিতে জান বীর।
হনুমান বীর গিয়্য লঙ্কাপুরী পোড়াইয়্য
আইলেন সীত্যর বাত্রা লয়্য
সেনাপতি নল বীর বিশ্বকর্মা সুশীল
সিন্ধু বান্ধে শিলা পর্বত দিয়্য।

১ রাবণের ২ পাঠনইয়া ৩ সন্ন- ৪ ছলি ৫ বোন

হইল দুর্জ্জয় রণ রাক্ষস বানরগণ
রাম[বা]ণে কুম্ভকর্ণ পড়ে
তবে জায়্য ইন্দ্রজিতে বধিল সুমিত্রেসুতে
অতি কোপে অঙ্গদ নীল নড়ে।
মাইল্য রাবণের বর্কস্থলে
অধোমুখ হয়্য ক্ষেতি পড়িল লঙ্কার পতি
উল্লাসিত অমর সকলে।
বিভীষণে লঙ্কা দিয়্য জান্নকীরে উদ্ধারিয়্য
অজধ্য চলিল ভগবান
শ্রীরামের আজ্ঞে হেতু লক্ষ্মণ বান্ধিল সেতু
সুকবি রঘুনাথ গান[১] ॥

সেতবন্ধ রামেশ্বর পশ্চাত করিয়া তরঙ্গে তরণী শিশু চলে ধাওয়াইয়্য।
রাজ রাজেশ্বরে ডিঙ্গা উপনীত হয়্য জোঁকদহে রাজাসুতা উত্তরিল গিয়্য।
তালবিক্ষ সম জোঁক ইলিবিলি করে দেখিয়া ত মহাঁরাজা কর্ণধারে বলে।
বুদ্ধের কাণ্ডারী তবে কোন বুদ্ধি করিল জলে চুণ খার পেল্য তথাএ জে দিল।
নির্ভ্‌য় হইয়া রাজা করিল গমন চিঙ্গড়িদহেতে গিয়্য দিল দরশন।
চিঙ্গড়ির সুঙ্গা দেখি রাজার নন্দন বিষাদ ভাবিয়্য শিশু করেন কিন্ধন।
সব ডিঙ্গায়াছিল কামান জতেক দারু পূরিয়া তায় আগুন দিলেক।
হইল বিসম শব্দ ভুবন পূরিল জতেক চিঙ্গড়ি মৎস্য জলেতে লুকাইল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজা[র] নন্দন কুম্ভীরদহেতে গিয়া দিল দরশন।
শত শত কুম্ভীরা তবে ভাসিয়্যা উঠিল তাহা দেখি রাজসুত বিস্ময় হইল।
সকল ডিঙ্গায়াছিল কামান জতেক দারু পূরিয়্য তায় আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুবন পূরিল জতেক কুম্ভীর সব জলে লুকাইল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজা[র] নন্দন হাতুয়াদহেতে গিয়্য দিল দরশন।
বুদ্ধের কাণ্ডা[রী] তবে কোন বুদ্ধি কৈল ডিঙ্গা সমুখে তবে হীর্‍্য বান্ধি দিল।
হীরায় কাটিয়া দাম ত্বরায়[২] চলিল বাহ বাহ বলি শিশু ডাকিতে লাগিল।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন রাজদহে মায়াদহে দিল দরশন।

---

১ গায় ২ তরায়

মহাঁপুণ্যস্থান দেখি রাজা[র] নন্দন   ভকতি নির্ভ্বরে পুজে রায়ের চরণ।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   শংঙ্খদহে কড়িদহে দিল দরশন।
পঞ্চাননপদ তবে ভাবি একশকে[১]   পার্বতীতরঙ্গ[২] আদি লুকাইল পাঁকে।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন   মাণিক পাটনে তবে দিল দরশন।
মাণিকপাটনে শিশু পশ্চাত করিয়্য   অমূল্যপাটনে তবে উত্তরিল গিয়্য।
রাজঘাটে জায়্য লাগে তরণী রাজার   নানা শব্দে বাদ্য বাজে ভেউর রসাল।
সব ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক   দারু পূরিয়া তায় আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুবন পুরিল   আষাড়িয়্য মেঘ জেন গজ্জিতে লাগিল।
ধনুকটঙ্কারিয়্য জেন শব্দ করে পাত্র   লোকে লাগে চমৎকার সকল ভয়ার্ত্ত।
ডরে কম্পবান তনু দুর্জয় রাজন   কোটাল ডাকিয়্য তবে বলেন বচন।
কোটাল কোটাল বলে ডাকিল ভূপতি   তাহা শুনি কোতোওয়াল আইল শীঘ্রগতি।
মজুরা হুজুর খাড়া শিরে দোলা হাত   কি লাগি আদেশ কৈলে কহ নরনাথ।
রাজা বলে নরনাথ শুনহ বচন   সাধুসুতা লয়্য আন করিয়া বন্ধন।
রাজার আরতি পায়্য কোটালনন্দন   গৌউরব তেজিয়া তারে উঠায় তখন।
সঘনে তজ্জন করে তার দিই গোপে   বড়ই ব্যকুল শিশু থরহরি কাঁপে।
দারুণ বন্ধনে শিশু কাতর হইল   জননীর কথা তবে মনে পড়ে গেল।
আসিবার কালে মাতা বলিল বচন   সঙ্কটে পড়িলে বাছা ভাব্য পঞ্চানন।
দূর দেশের মাতা পিতা রায় গুণমুনি   অর্জুন সারথি জেন দেব চক্রপাণি।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করেন রাজন   শ্রীরঘুনন্দন বলে ভবি পঞ্চানন॥

কাতর হইয়া শিশু করএ স্তবন   কায় কাঁপে থর থর শুন পঞ্চানন।
খল বড় দেক্ষিলাম কিবল রাজন   খানিক বিলম্ব হইলে বদিবে জীবন।
গগনবাসিনী রায় গুণের গরিম্য   ঘোর কারাগারে ত্বরায় তবে সে মহিম্য।
উর্চ্চারূপে[৩] অনাথেরে কর অবগতি   আসিয়া অনাথপ্রিতি[৪] রক্ষ গুণমতি।
চরণের ছায়া দিয়া রাখ মোর তরে   ছাকিয়া অলীক[৫] গুণ বধএ আমারে।
জয় কর জয় কর দাসের তনয়   ঝাটিত করিয়া ঝাট রক্ষ্য মহাঁশয়।
ঈশানয়দ্দিকে[৬] দেখ দক্ষিণ মশানে   নৃপতিরে কৈলে রক্ষ ই তিন ভুবনে।
টমক টানিয়া টাম উলিলে টোপর   ঠক কোটালের ঠাই বধয় সর্ত্তর।

১ এক সকে   ২ বার্ব্বতি-   ৩ উর্চ্চা-   ৪ রনাতপ্রিতি   ৫ রলিক-   ৬ ইসানয়-

ডাকাডাকি করি প্রভু বলি জে তোমারে   ঢঙ্গ ডাকাতের প্রায় ঢেকাগুলা মারে।
তোমার সেবক হইয়্যা হেন মোর গতি   আর কেবা তোমার চরণে মজিবেক মতি।
দয়া করি মহারাজে করহ দবন   ধরিলে ধরণীনাথ বধিবে জীবন।
নম নম নারায়ণ নম পঞ্চানন   পার কর পাতকীরে আমি অভাজন।
ফাফর হইলাম আমি রাজার সভায়   ফিরিয়া দেশেরে জাত্য না পারি নিশ্চয়।
বিবিধ বিধান নাঞি করে নৃপবর   মিনি দোষে প্রাণ জায় রাখ কারাগার।
ভরসা পাইয়া প্রভু করেছি[১] গমন   কারাগারে উর প্রভু রায় পঞ্চানন।
মম[২] দুঃর্খ দেখি প্রভু কৃপা কর রাজে   জয় বিনে পরাজয় তবে কেন পূজে।
লহ লহ পঞ্চানন তর্পণের পানি[৩]   তোমার ঠাঞি মণিময় মাগেন মেলানি।
সংসারবিজই নাম রাজা পঞ্চানন   সাগরের মাঝে তরী রহিল এখন।
হা হা প্রভু পঞ্চানন কি করিলে মোরে   ক্ষেমারূপী দোষ ক্ষেম বালকের তরে।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিলা রাজন   দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন॥

চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিল রাজন   মলয়াশিখরে প্রভু টলিল আসন।
মুখের তাম্বুল খসি পড়ে ততক্ষণ   ডানি চক্ষু নাচে তার অদভুৎ কথন।
অমঙ্গল দেখি তবে রায় পঞ্চানন   বঙ্কবলে ডাকি প্রভু বলেন বচন।
শুন শুন বঙ্কবল আমার বচন   অমঙ্গল দেখি আজি কিসের কারণ।
বঙ্কবল বলে প্রভু শুনহ বচন   মণিময় গিয়াছেন অমূল্য পাটন।
পঞ্চানন নাম কৈল রাজার সভায়   না বুঝিঞা মহাঁরাজা বান্ধিল তাহায়।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করিল রাজন   কারাগারে উর প্রভু রায় পঞ্চানন।
এতেক শুনিঞা প্রভু ক্রোধিত হইলা   অরুণ সমান আখি[৪] তথায় করিলা।
দাদুড় করিব রায্য নৃপতি দুরন্ত   অর্চনা না করে ক্ষেতি জদি না হয় শাস্ত।
এত[৫] শুনি বঙ্কবল বলেন বচন   স্বপ্নকথা কয় গিয়া জথায় রাজন।
শিয়োরে সর্পন কয় রায় পঞ্চানন   তবে ত খালাস হইবে রাজার নন্দন।
শুনিঞা পার্থের কথা রায় পঞ্চানন   য়ে মায়া পাতিয়া প্রভু হইলা ব্রহ্মণ।
ব্রহ্মণ হইয়া প্রভু করিলা গমন   দুর্জয় রাজার কাছে দিল দরশন।
শিয়োরে সপন কন রায় পঞ্চানন   মম[২] ব্রতদাস বটে সাধুর নন্দন।
নিজ কন্য বিভা দেয় দুর্জয় রাজন   বারি সিংহাসন দেহ শুনহ বচন।

---

১ করাছি   ২ মোম   ৩ পনি   ৪ আকি   ৫ এয়েত

আমার বচন জদি নাই শুন রায় সপরিবার রাজা বিনাশি[ব] ঠায়।
এতেক বলিয়া প্রভু হৈইল অন্তধ্যান নিমিক ভাঙ্গিয়া রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া তবে দুর্জয় রাজন পাত্র মিত্র বলে তখন মধুর বচন।
শুন শুন পাত্র মিত্র আমার বচন সপনে কহিলা মোরে রায় পঞ্চানন।
নিজ কন্য বিভা দিবে দুর্জয় রাজন বারি সিংহাসন দিবে কহিমু কারণ।
এতেক [ক]হিল জদি দুর্জয় রাজনে এতেক শুনিঞা হাসে পার্থের নন্দনে।
পার্থ বলে মহারাজা করি নিবেদন সপনের কথা সত্ত না হয় কখন।
সপনে সুবর্ণ[১] পায় জাগিলে না রয় নিশ্চয় কহিমু রাজা শুন মহাশয়।
ভকত নায়েকে প্রভু হবে বরদায় [পঞ্চানন ভাবিয়া শ্রীরঘুনন্দন গায়॥]

সুবুদ্ধি পাত্রেরে তবে কুবুদ্ধি লাগিল সপনের জত কথা নিন্দা জে করিল।
এতেক শুনিল প্রভু রায় পঞ্চানন মামুদে ডাকিয়া প্রভু বলেন বচন।
শুন শুন মামুদিরে আমার বচন সভায় আছেন পাত্র ধরিবে এখন।
আরতি পাইয়া হইল মামুদ্যের গমন সভায় আছিল পাত্র ধরিল তখন।
আরম্ভ করিয়া তবে পাত্রকে ধরিল ভূমে পড়ি পাত্র তবে অচেতন হইল।
এতেক দেখিয়া রাজা বিস্ময় হইল করজোড় করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
নম নম পঞ্চানন নম নারায়ণ তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি মন।
তখন ত মহারাজা কোন বুদ্ধি কৈল পুরহিত দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল।
ঘট আর্ভাহন করি দ্বিজের নন্দন ভকতি করিয়া পূজে রায়ের চরণ।
রাজা বলে কোত্তোয়াল শুনহ বচন খালাস করিয়া আন সাধুর নন্দন।
আরতি পাইয়া হইল কোটালের গমন দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন।
কারাগার ঘর অতি দিবসে আন্ধার জতনে ত্তবাস করে কোটালকুমার।
রাজপুত্রে দরশন তথায় পাইল করজোড় করি কোটাল কহিতে লাগিল।
কোটাল বলেন সাধু শুনহ বচন তোমারে[২] আদেশ কৈল দুর্জয় রাজন।
ইসদ হাসিয়া তবে সাধুর নন্দন কোটাল সঙ্গেতে করি হইল গমন।
রঙ্গিয়া খড়ম পায় রাজার নন্দন দুর্জয় রাজার কাছে দিল দরশন।
জামতা দেখিয়া উঠে দুর্জয় রাজন করে কর ধরি রাজা বলেন বচন।
শুন শুন রাজপুত্র আমার বচন জত দুঃর্খ পাইলে বাছা মোরে কর দান।

---

১ সুবন ২ তোমার

মণিময় বলে শুন ধরণীভূষণ তোমার কি দোষ রাজা লল্লাটের লিখন।
জত কিছু চলাচল কপালে লিখন কপালের লিখন রাজা না জায় খণ্ডন।
এতেক শুনিঞা রাজা হরষিত হইল পুরহিত দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল।
রাজা বলে পুরহিত ঝাট কর দিন তনয়ারে দিব বিভা বিলম্ববিহীন।
জানিঞা মঙ্গলবার পরম উষাস[1] শুভক্ষণে কন্য বরে গন্ধ অধিবাস।
কন্য অধিবাস করি আনি নিজ পুরী কৌতুকে সহিল জল জত রাজনারী।
ষোড়শ[2] মাত্রিক্য পূজে দিল বসুধারা[3] নান্নীমুখ প্রিতিশ্র্যর্দ্ধ আদি কৈল সারা।
রাজার রমণী[4] নীল[5] সরসির্জ্জেমুখী[6] শত শত মুনিগণে আনিলেন ডাকি।
বর কন্য স্নান করায় জত রামা নারী নানা অলঙ্কার দিল বলিতে [না] পারি।
বিভার সময়ে বর চলিল সাজিয়া সভে ধন্য ধন্য বলে সুন্দর দেখিয়া।
জামতা বরেণ রাজা বেদের বিধানে স্ত্রীআচার[7] করিল জতেক রামাগণে।
নন্দনী করিল দান জতেক প্রবাল বর কন্য ঘরে নিল নিয়মিত কাল।
দ্বিজ রঘুনাথ বলে রায় মহাশয় ভক্ত নায়েকে প্রভু হবে বরদায়॥

কুমারে লইয়া রায় হরিষে প্রফুল্লকায়
নিজ পুরী প্রেবেশে তখন
করিয়া অপূর্ব স্থান দ্বিজগণ বেদ গান
মঙ্গল করেন রামাগণ।
ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল তায় দির্বপাত ফল
ধ্যান ভ্রুমে করিয়া যাপন
প্রথমেতে গিয়া তথা বরিতে জামতা
নিছিয়া[8] ফেলিল পান।
চরণে দধি ডালি দিলেন অঞ্জলি
মাণিক অঙ্গরি দিলা দান
বিধির নির্বন্ধ ছিল দুই জনে বিভা হইল
ছায়নী করিলা দুই জন[9]।

১ উসাস ২ সোড়োষ ৩ বসুধার ৪ অমনি ৫ নিল ৬ -মুখ ৭ স্ত্রী-
৮ খানি চিয়া ৯ -জনে

শর্জরস কুতুহলী গগনে উবৎ বেলী
কুসুমে শজ্যা রচিলা
শ্রীরঘুনন্দন ভাবি পঞ্চানন
মালতীর মন্দিরে গেলা ॥

বিভাহ করিয়া রাজা হইল বিস্ময় নানা সুখভোগে রহে শ্বশুরআলয় ।
পঞ্চাননঠাকুরের নাঞি হইল পূজা ভুলিয়া পাটনে রহি[ল] মণিময় রাজা ।
রায় বলে বঙ্কবল শুনহ বচন কেমনে আসিবে দেশে রাজার নন্দন ।
বঙ্কবল বলে প্রভু করি নিবেদন স্বপ্নকথা কহ গিয়া জথায় রাজন ।
শিয়রে সপন কয় রায় পঞ্চানন তবে দেশে আসিবেন রাজার নন্দন ।
শুনিঞা পাত্রের কথা রায় পঞ্চানন এ মায়া পাতিয়া প্রভু হইল ব্রহ্মণ ।
ব্রহ্মণ হইয়া প্রভু করিলা গমন সাধুর শিয়রে গিয়া দিল দরশন ।
সুবুদ্ধি হইয়া রাজা কুবুদ্ধি হইল তে কারণে শ্বশুরালয়[১] ভুলে রহিল ।
আমার বচন শুন সাধুর নন্দন বারি সিংহাসন লয়্য দেশেরে গমন ।
এতেক বলিআ প্রভু হইল অন্তধ্যান নিমেষে ভাঙ্গিল ঘুম পাইল চেতন ।
সুয়[২] সোয়া সম নীল মলিন পদস্থল[৩] কুন্দুল করহ কেন অগ্রে মোরে বল ।
বিষণ্ন বদন শিশু দেখিয়া বনিতা শুন প্রাণেশ্বর কই কন্দুলের কথা ।
পঞ্চানন মম পুরী করিল টলমল অবশ্য জাইব দেশে শুনহ বচন ।
মালতী বলেন প্রভু শুনহ বচন তোমার সঙ্গেতে আমি করিব গমন ।
ছিবৎস্ত রাজার [জবে] শনিপীড়া হইল চিন্তাবতী নারী তার সঙ্গেতে চলিল ।
বার মাসের জে জে ভোগ করি নিবেদন দ্বিজ রঘুনন্দন বলে ভাবি পঞ্চানন ॥

বৈশাখ জইষ্ট মাসে প্রবল তপন পীড়য়ে সখীর জ্বালে রবির কিরণ ।
আষাড়[৪] শ্রাবণ মাসে ঘন মেঘ ডাকে নবীন জলধর মত্ত ডাকয়ে[৫] দাদ্ধকে ।
ভাদ্রপদাত্তিক মাসে দুরন্ত বাদল বড় [বড়] গ্রেহেস্তের টুটিল সম্বল ।
য়ো প্রাণনাথ য়হে প্রভু আমার হে
প্রাণনাথ কি বুঝাব তোমায় বড় দুঃখ রহিব বাপ মায় ॥
বড়ই দুর্জয় মাস বড়ই দুর্বার পাকুএ[র] গন্ধে প্রভু ভুলিব নেকার ।

১ সবুরায়াল ২ বুর ৩ পদ্ম- ৪ আসাড় ৫ ডাকেয়ে

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করিয় হরিষে   ষোড়শ উপচারে পূজা অজা মেষ মহিষে।
কার্ত্তি[ক] অগ্রাণ মাসে হিমন্ত প্রেবেশ   বাড়য়ে হিমের জন্ম দিবসে দিবসে।
কার্ত্তিক অগ্রাণ মাসে সকলি নইতন   সালি অন্ন[১] খিরখণ্ড করাব ভূজন।
ধন্ন ধন্ন বলিয়া বাখানি পৌষ মাস   সেই[২] নর ভাগ্যবন্ত জার আছে চাষ।
অই ত পৌউষ মাস আইল মাঘ মাস   দান দিয়া তুষিয় বিপ্রের[৩] অভিলাষ।
জত তুমি দান কর তত দিব ধন   সব সখীর মাঝে তোমার বাড়াব সম্মান।
ফাগুন চৈইত্র মাসে ফোটে নানা ফুল   মল্লিকা মালতী জুতী ফুটিবে কাঞ্চন।
নির্মাণ করিয়া পিতি হরষিত হয়্য   কৌতুকে দোলাইল রাধা বিনদিয়া।
অই ত চইত্র মাস মারুত মন্দ মন্দ   বিন্দু বিন্দু ছায়া পড়ে কিবল মকরন্দ।
বার মাসে তের ভোগ কৈন্থ নিবেদন   দ্বিজ রঘুনন্দন বলে ভাবি পঞ্চানন॥

রাম রাম স্মৌরণে প্রভাত রজনী   খট্টা তেজি গা তুলিলা সেই নৃপমুনি।
প্রাতক্রিতি দন্তধাবন করিলা রাজন   প্রাতস্নান করি পূজে রায়ের চরণ।
খির খণ্ড মহাঁরাজা করিলা ভোজন   কর্পূর তাম্বুল খাইল মুখেরে শুধন।
তথা হৈতে মণিময় করিল গমন   দুর্জয় রাজার কাছে দিল দরশন।
জামতা দেখিয়া রাজা সম্ভমে উঠিল   করে কর ধরি রাজা কঁহিতে লাগিল।
শুন শুন রাজপুত্র আমার বচন   কি কাজে আইলে বাছা কহিবে এখন।
মণিময় বলে শুন ধরণীভূষণ   অবশ্য আপন দেশে করিব গমন।
আম লাগি মাতাপিতা করয়ে ক্রন্দন   নিশ্চয় জাইব দেশে শুনহ রাজন।
এতেক কহিল জদি রাজার নন্দন   দশরথ দারুণ শোক পাইল জেমন।
মৃগয়া করিতে রাজা গেলেন কাননে   অন্ধমুনিসুত সনে হইল দরশনে।
কুরঙ্গী বলিয়া রাজা মারিলেন বাণ   বাণে ফুটি মুনিসুত তেজিল পরাণ।
চরণের শব্দ শুনি অন্ধমুনি বলে   জীবন রাখিয়া পুত্র বৈস আসি কোলে।
ধ্যান করি মুনিবর জানিলেন ধ্যনে   দশরথ রাজা তুমি বধিলে নন্দনে।
মুনি বলে পুত্রশোকে প্রাণ তেজি আমি   বির্দ্ধকালে পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজ তুমি।
এতেক শুনিঞা হইল রাজার গমন   মুনির সমুখে রাজা দিল দরশন।
রাজা বলে জে বাক্য[৪] বলিলে মহাঁশয়   বিধ্যতা বঞ্চিত মোর পুত্র নাহি হয়।
মুনি বলে মোর বাক্য[৫] অন্নর্তা না হব   বিষ্ণু গিয়্যা তিন গর্ভে চারি পুত্র হব।

---

১ রন্ন   ২ জেই   ৩ কিপ্রেব   ৪ বার্ক   ৫ বার্ক

দশরতে সাঁপ দিল না জায় খণ্ডন   কত দিন ব্যজে হইল এ চারি নন্দন।
পালিতে পিতার সত্য রাম গেল বনবাসে   দশরথ প্রাণ তেজে পুত্রের হুতাশে।
তেমনি দারুণ শোক পাইল রাজন   অবধানে শুন কই পুরাণ রামায়ণ।
রাম রাবণে যুদ্ধ হইল জেই কালে   লক্ষ্মণ পড়িল রাবণের শক্তিশেলে।
ঔষদ আনিতে গেলেন বীর হনুমান   হনুমানে দেখি ঔষদ পর্বতে লুকান।
ঔষদ না পায়্যা বীর বিস্মিত হইল   আশি[১] জোজন পর্বত মাথায় কর্যা নিল।
পর্বত মাথায় করি হনুমান জায়   ভরথ বসিয়া আছে দিখিবারে পায়।
ছায়া দেখি ভরথ তবে আনন্দিত সুখে   সন্ধান পূরিয়া বাটুল মারে হনুর বুকে।
রাম রাম করিয়া আছাড় খায়্যা পড়ে   রাম রাম শুনিঞা ভরথ ধায় রড়ে।
ধায় বীর শত্রুঘ্ন সুমিত্রানন্দন   পাত্র মিত্র ধায় তবে জত প্রজাগণ।
পদ্মহস্ত বুলাইলেন হনুমানের গায়   প্রাণদান পায়্যা হনু উঠিয়া দাণ্ডায়।
ভরথ বলেন কহ বীরচূড়মণি   শ্রীরাম লক্ষ্মণের কথা কহ দেখি শুনি।
হনুমান বলে প্রভু করি নিবেদন   রাবণের শক্তিশেলে পড়েছে লক্ষ্মণ।
চল বাছা হনুমান তোমার সঙ্গে জাব   চারি দণ্ডে চারি ভাই লঙ্কাপুরী লব।
এতেক শুনিঞা হনু নাঞি কয় কথা   আজ্ঞা নাঞি প্রভু রামের কেমনে জাবে তথা।
এতেক বলিয়া হনু করিলা গমন   শুভক্ষণে প্রাণ পাইল ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তেমতি দারুণ শোক পাইল রাজন   জামতারে কোলে করি করেন ক্রন্দন।
অশ্বতর্মা হুত বল য়েতেক গজ ধীর   পুত্রশোকে মরিলেন দ্রোণাচার্য বীর।
তেমতি দারুণ শোক পাইল রাজন   দ্বিজ রঘুনন্দন বলে শুন পঞ্চানন॥

কন্যর গমন শুনি   কান্দিয়া ব্যকুল রানী[২]
বদন ভাসিল আখের জলে
কেনে বিধি হেন কৈল   কি মোর কপালে ছিল
কন্যরে আনিঞা তবে বলে।
অঙ্গে নিকুলিল ঘাম   জেন মুখ তারাদাম
অজ্ঞান হইল রাজদারা
হাথে পাইয়াছিলাম নিধি   রিপু[৩] হইয়া আইল বিধি
কোলে হইতে হয়্যা গেল হারা।

১ আসি   ২ বারি   ৩ ঋপু

আরে বাছা ইন্দ্রমুখী তোমাঅ আমি নিত্য দেখি
কেমনে ছাড়িয়া জাবে মোরে
বিধি কৈল পরমাদ কি মোর জীবনে সাধ
ছাড়্যা জাবে অভাগী মায়েরে।
শুন ঝি গো বলি তোরে জাইবে শ্বশুরঘরে
নিজ স্বামী দেখিবে দেবতা
শাশুড়ীচরণ সার না করিবে অহঙ্কা[র]
কাহারে না কয়ো উচকথা।
স্বামী হর্তা স্বামী কর্তা স্বামী জীবনের দাতা
স্বামী বিনে জীবন অসার
নিজ স্বামী হ[য়] মন্দ তথাচ প্রাণের অঙ্গ
স্বামী বিনে গতি নাহি আর।
রানীর ক্রন্দন শুনি কন্য বলে শুন বাণী
অবধানে করি নিবেদন
জন্মিলে পরের হয় সংসারপুরাণে কয়
কেন কান্দ তুমি অকারণ।
তুমি ছিলে বাপঘরে বিভা দিল নৃপবরে
এই ঘর হৈল তোমার
পূর্ব তপিস্যফলে নৃপতিরী পুণ্যে ভাল মেল্যে
কন্য কভু নয় আপনার।
দেবতা গন্ধর্ব নর শিব মুনি বিদ্যাধর
এইরূপ বিদিত সংসার
পূর্ব তপীস্যর ফলে পতি পত্না ভাল মেল্য
ইহা জান্য না কান্দিহ আর।
কন্যর বচন শুনি ক্ষেমা দিল রাজরানী
মুখে নীর দেয় সখীগণ
নেতের আচল দিয়া বদন দিল মুছাইয়া
চিন্তে[১] রামা[২] সম্বরে ক্রন্দন।
কন্যরে বুঝায় সর্বজন

---

১ চিত্তে ২ বামা

পঞ্চাননপদতলে শ্রীরঘুনন্দন বলে
দেশে চলে রাজার নন্দন ॥

তখন ত মণিময় কোন বুদ্ধি করিল আপন ডিঙ্গায় জঙ্গ সাজন করিল।
ভক্ষদির্ব্য সাধুপুত্র লইল নানা ধন মুগ মাষ মুসুরি নিল করিয়া জতন।
বিচিত্র বসন নিল বহুমূল্য রাজে আগে পাছে চাপাইয়া জায় ডিঙ্গার মাঝে।
পাট পটি তোলে শিশু করিয়া জতন লবঙ্গ জায়ফল তবে তুলিল তখন।
নাসা ধরি জাত্রা করি সাধু গুণধীর পঞ্চাননপদ ভাবি হইল বাহির।
জাত্রাকালে সুমঙ্গল দেখিল রাজন কুম্ভিবারি পুরীনারী বাঁমেতে গমন।
দধির পসরা মাথে গোয়ালিনী জায় মালাকার পুষ্পহার বেচিয়া বেড়ায়।
শ্বশুর শাশুড়ীর পায় হইল প্রণাম ডিঙ্গে জঙ্গের[১] কাছে গিয়া দিল দরশন।
উঠে দর্পে গজঝম্পে ডিঙ্গার উপর কর্ণধার হরষিত গ্যেঠের গাবর।
সকল ডিঙ্গায় ছিল কামান জতেক দারু পুরিয়া তায় আগুন দিলেক।
হইল বিষম শব্দ ভুবন পূরিল বাহ বাহ বলি শিশু ডাকিতে লাগিল।
অমুল্যপাটনখান পর্চাত করিয়া শঙ্খদহে কড়্যদয়ে উত্তরিল গিয়া।
পঞ্চাননপদ তবে ভাবে য়েকসক্য বাবতিতরঙ্গ আদি লুকাইল পক্য।
বাহ বাহ বলে [তবে] রাজার নন্দন রাজদহে মায়াদহ দিল দরশন।
মহাঁপুণ্য[২] জানি তবে রাজার নন্দন একচিত্তে পূজা করে রায়ের চরণ।
রাজদহ মায়াদহ পশ্চাত করিয়া সেতবন্ধে রামেশ্বরে উত্তরিল গিয়া।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া দিল দরশন।
প্রসাদউদন শিশু কিন্ত তথা খায় অবিলম্বে রাজপুত্র চাপিল ডিঙ্গায়।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন সাগরসঙ্গমে গিয়া দিল দরশন।
মহাঁপুণ্যস্থান জানি রাজার নন্দন স্নান দান করি পূজে রায়ের চরণ।
মহার্ত্তরু সেইক্ষ্যণে বিশ্রাম করিয়া তরঙ্গে তরণী সাধু চলে ধাওয়াইয়া।
বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন দুর্জয় মগরায় আসি দিল দরশন।
দুর্জয় মগরার ঢেউ পর্বতপ্রমাণ গাটের গাবর আদি হইল কম্পবান।
হেত্যেগড় ছত্রভঙ্গ পশ্চাৎ করিয়া খুনিয়া নগরে সাধু উর্ত্তরিল গিয়া।
দক্ষিণরায়ের পদ পূজা ত করিয়া বাঁকুইপুরেতে সাধু উর্ত্তরিল গিয়া।

---

১ জগ্যের. ২ -পুন্ন

বিশালনয়ানী তাঁর বন্দিল চরণ   বোড়ালে পুরের কাছে দিল দরশন।
কালীঘাট মাহাস্থান পশ্চাৎ করিয়া   বেতোড়ে বেতাইচণ্ডীর চরণ বন্দিয়া।
বাহ বাহ বলে তবে সাধু ভূপবালা   চিতপুরে পূজিলেন গিয়া সর্বমঙ্গলা।
পবনগমনে ডিঙ্গা দিঘঙ্গেতে আইল   নিমগাছে জবাফুল জথায় ফুটিল।
ত্রিপিনি মহাঁস্থান পশ্চাত করিয়া   উজানি সুজানি দেশে উর্ত্তরিল গিয়া।
বাহ বাহ বলে তবে সাধুর নন্দন   অবন্তীনগরে আসি দিল দরশন।
আপনার দেশ জদি আইলা নন্দন   দূত পাঠাইয়া দিল আপনার ভুবন।
[দূতমুখে শুনে তবে বীরবর রাজন   জয়ধ্বনি] হুলাহুলি জত রামাগণ।
দ্বিজ রঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের [পায়   আসর সহিত প্রভু হবে বরদায়॥

বধূ]গণ সঙ্গে করি রাজার মহিলা   তুরিতগমনে রানী নিজঘাটে গেলা।
ডিঙ্গা জঙ্গ বরণ করেন হরষিত মন   পুত্রবধূ ঘরে লয় করিয়া জতন।
তখন ত মণিময় কোন বুদ্ধি কৈল   জনক জননীর পদধূলি মস্তকে বন্দিল।
মণিময় বলে বাপা করি নিবেদন   পঞ্চাননপূজা হইলে ভাল বুঝি মন।
এতেক শুনিঞা তবে বলে মহাঁরাজ   রাজা বলে বিলম্বতে আর নাই কাজ।
তখন ত মহাঁরাজা কোন বুদ্ধি কৈল   পুরূহিত দ্বিজবরে ডাকিয়া আনিল।
ঘট আবাহন করি দ্বিজের নন্দন   ভক্তিযুগ করি পূজে রায়ের চরণ।
ধূপ দীপ[১] নানা পুষ্প আনিয়া চন্দন   ভকতির নির্ভ্বরে পূজে রায়ের চরণ।
অঙ্গনেস করনেস ভূৎশুদ্ধি কৈল   আঁচমন করিয়া মন্ত্র উচ্চারিল।
পুরূহিত আদি করি জত বিপ্রগণ[২]   ধাত্তি পুন মহাঁষষ্টী করিল পূজন।
কুশা তিল জব লয়্যা নিজগ্রহ নামে   সঙ্কল্প করিল রাজা রায় পূজি কামে।
মূর্ত্তির[৩] সলন করি কৈল মন্ত্র আবাহন   ষোড়শ উপচারে রাজা করিল পূজন।
মেষ মহিষ অজা [আদি] নানা উপহার   নৈবির্দ্ধি দিলেন করি অনেক উপকার।
নানা আওজন রাজা কৈল বহুতর   সুবর্ণ দক্ষিণা দিল মনের সাদর।
পূজায় সন্তুষ্ট প্রভু রায় পঞ্চানন   রাজারে বলেন তবে মধুর বচন।
শুন শুন মহারাজা আমার বচন   বর মাগ্যে লহ রাজা কাম্য করি মন।
রাজা বলে মহাঁপ্রভু তুমি অনুবল   অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণে দিয় স্থল।
দ্বি[জ] [র]ঘুনন্দন বলে পঞ্চানন পায়   পূজা সাঙ্গ হইল অষ্টমঙ্গলা হয়॥

---

১ দ্বিপ   ২ রিপুগন   ৩ মুর্ত্তির

শুন শুন মহাঁরাজা তুমি নরপতি   সপুরী সহিত রাজা স্বর্গে কর স্তিতি।
হেন কথা কহি প্রভু বর দিয়্য গেল   হেনকালে অন্তরীক্ষে বিমান আইল[১]।
দাসদাসীগণ সব তুরিতে আইল   জয় দিয়্য রথেতে তবে ত্বরায়[২] তুলিল।
স্বর্গে ইন্দ্র কৈল তবে সভে পুষ্পবিষ্টি   সকল সংসারে দিয়া জায় শুভদৃষ্টি[৩]।
কৈলাসশিখরে প্রভু পাইল নিজ স্থান   বিশ্বনাথে রায়মুনি হইল প্রণাম।
বিশ্বনাথ বলে বাছা শুনহ বচন   অষ্টদিনের ব্রতকথা কহিবে কখন।
রায় বলে শুন প্রভু করি নিবেদন   অষ্টদিনের ব্রতকথা করহ স্মরণ।
জোগেতে জর্ম্ম কৈলে দেব ত্রিলোচন   পারিজাতহরণ ইন্দ্র করিল জখন।
তথা হইতে পূজা লয়্য করিনু গমন   জমের পুরীতে গিয়্য দিলাম দরশন।
ব্যধগণ লয়্য পুরী চলিলাম তখন   নিজকন্য বিভা দিল জমের নন্দন।
রক্তমুখী কন্য তবে বিভাহ করিয়া   পঞ্চ উপচারে তথায় পূজা জে লইয়া।
তথা হইতে পূজা লয়্য করিলম গমন   য়্যেসিনী নগরে গিয়া দিলাম দরশন।
য়্যেসিনী নগরে রাজা নাম গুণবান   দ্বাদশ বৎসর জান কানন ভ্রমণ।
পঞ্চ মাস গর্ভবতী তাহার রমণী   বনে গেলেন রাজা হরষিত মানি।
প্রসব হইলা রানী বেলা শুভক্ষণে   নম নম নম হে ঠাকুর পঞ্চাননে।
দ্বাদশ বৎসর হইতে রাজা করিলা গমন   পুত্ররে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
কাহার নন্দন রানী কহিবে এখন   পঞ্চ মাস গর্ভকালে করিলাম গমন।
রাজা বলে এই কথায় পির্তয় না জাই   সদয় হইয়া জদি কহেন গোসাঞি।
ধিয়ানে জানিলা হোথা রায় পঞ্চানন   তোমার নন্দন বটে শুনহ রাজন।
শুনিঞা সন্তুষ্ট তবে হইলা রাজন   পুরূহিত পঞ্চাননে পূজে ততক্ষর্ণ।
তথা[৪] হইতে পূজা লয়্য করিলা[ম] গমন   অবন্তীনগরে গিয়া দিলাম দরশন।
পঞ্চানন নাঞি মানে বীরবল রাজন   ব্যধগণ লয়্য পুরী করিলাম গমন।
পঞ্চ উপচারে পূজা করিল রাজন   মণিময় গেল তবে অমূল্যপাটন।
নম নম পঞ্চানন নাম করি রাজসভায়   না বুঝিয়া মহাঁরাজা বাহ্মিল[৫] তাহায়।
চৈতিশ অক্ষরে স্তব কৈল রাজার নন্দন   কারাগারে উরি তায় করি উর্ধারণ।
খালাস হইল তবে রাজার নন্দন   নিজ কন্য বিভা দিল দুর্জয় রাজন।
পঞ্চ উপচারে রাজা করিল পূজন   বারি সিংহাসন লয়্য রাজার নন্দন।
আপনার দেশে জদি আইল রাজন   দাস দাসী লয়্য তবে করিলা গমন।

১ আইল বিমান   ২ তথায়   ৩ যুভদৃষ্টী   ৪ তথায়   ৫ বন্ধিল

অষ্টদিনের ব্রতকথা হইল সমাপন   বিশ্বনাথ বলেন বাছা শুনহ[১] বচন।
প্রিথিবির লোক তবে করিহ পালন⋯
বিশ্বনাথে রায়মুনি প্রণাম করিয়া   মলয়াশিখরে প্রভু উত্তরিল গিয়া।
সিংহাসনে মহাপ্রভু ঢালিলেন গা   দাসদাসী দেয় শ্বেত চামরের বা[২]।
রত্ন সিংহাসনে প্রভু রহিলেন তখন   এত দূরে মঙ্গল সায় হইলা সমাপন[৩]।
জে জন গাওয়ায় গীত ভক্তি করি মনে   সর্বকাল স্থখে জায় তুর্খ নাঞি জানে।
রণে বনে জয় হয় সর্বত্তরে[৪] তুল   ভাবনা ভকতি পূজা সকলের মূল।
একমনে শুনে জেবা ঠাকুরের গীত   ধনপুত্রবর পায় সদা হরষিত।
শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায়   হরি হরি বল ভাই সংগীত হইল সায়॥

বিপ্রবর্গে মহাপ্রভু না ছাড়িবে দয়া   অবিরত দিবে রাঙ্গা চরণের ছায়া।
জমিদারবর্গে রক্ষ রায় পঞ্চানন   রাজবিত্তি ধনপুত্র বাড়ায় সম্মান।
যোলয়ানাবর্গে রক্ষ রায় গুণমণি   ধনপুত্রলক্ষ্মীলাভ[৫] রাখিবে আপনি।
নায়েকের তরে প্রভু না ছাড়িবে দয়া   অবিরত দিবে রাঙ্গা চরণের ছায়া।
অবশেষে গায়েনে বায়েনে দিবে বর   হাতে দিবে তাল মান গলায়[৬] দিবে স্বর[৭]॥

ইতি সন বার ১২ সাল ১২০২ সয় ২১ সাল॥   লিখিতং শ্রীরামকান্ত পণ্ডিতং সাকিম থুরুট ২৫ য়গ্রা[ণ] যুকু বার এক পর বেলা তিথি ত্রিয়দসি—এই সাদতং॥

॥ ইতি বরণ ॥

সাধু[৮] আইল লহ গ নারী এয়ে
স্থনিঞা[৯] রাজরানী   ডাকিআ রমণী
জলঝারি তবে দেএ
শংক কঙ্কণ হাতে   মঙ্গলহাঁড়ি তাতে
সাধুরে বরণ করএ।
আগ নির্ম্মাইয়ে   বরণডালা লইয়া
পুষ্পঝারা চারিভিতে

১ সোনহ   ২ বায়   ৩ সমার্পন   ৪ স্বর্ব্বর্ত্তরে   ৫ লক্ষিনাব   ৬ গয়ায়   ৭ ষর
৮ সাহু   ৯ স্থনিঞ্ি

ধান দূর্ব দিআ পুলকিত হিয়া[1]
রানী বরেণ হরষিতে।
বুহিত্র বরণ করে রামাগণ
নানা বাদ্য জয়কার
কুলা মাথে[2] করি নগরে নাগরী[3]
আনন্দ হয়ে অপার।
নানা আয়জন[4] পূর্ণপাত্রসন
বুহিত্র বরয়ে একমনে
শ্রীরঘুনন্দন ভাবি পঞ্চানন
নাএকের করহ কল্যাণে॥

...আর এক বুড়ী বলে শুন বলি রানী কোলব্যঙ্গ কর্য়া রাখ অযুদ দিব আমি।
নাপতিনী সই বলে রাজরানী তরে বানর করিয়া জামাঞি রাখ তব ঘরে।
আর একটি রামা বলে শুন[5] মন দিয়া বিড়্যল[6] করিএ রাখি তোমার জামাএ।
হেনকালে হাসে বলে ছুতরের মেয়্যে তোমার জামতায়ে আমি চিড়্যা কুটাই লএ।
শংঙ্করী পদ্মিনী[7] রামা কহে ত্বরাতরি সলি মর্চ্চর মতো আমি করিতে জে পারি।
এইরূপে রামাগণ কএ হাসি হাসি শূকর[8] করিলে বাছা তবে ভালো বাসি।
ভাজন নামেতে বুড়ী বড় দুরচার য়োষুদ করিতে পারে নানা উপকার।
শনি[9] মঙ্গ[ল]বারে আন শূকরের দড়ি তেমাত্রা পতে হইতে কুড়ায়ে আন কড়ি।
অর্ব্যেবাহী নারীর কাটায়ে আন সুতো তোমার জামাঞে করে রাখি শূকরের মতো[10]।
এতো বলি রাজরানীর পড়ে গেল ত্বরা শীগ্রগতি আন দাসী অষুদের গোড়া।
তেমাত্রা পথের হতে কড়ি আনাইল সূত্র দিয়া তিন ভাগ জামাঞি জোঁকিল।
অযুদ বাঁধিতে[11] হইল শূকরের মতো শ্রীরঘুনন্দন বলে ঘটে বিপরীত॥

স্বামীরে শূকর দেখি কান্দিয়া ব্যকুল অতি
শিরে কর হানি রাজদারা
কেন বিধি হেন কৈল কি মোর কপালে ছিল
সাধু হইল শূকরের পারা।

১ হিয়া ২ মাতে ৩ নাগুরি ৪ য়াআজন ৫ সোনো ৬ বিরাল ৭ পদ্দিনি
৮ ষুকর ৯ ষনি ১০ মোতো ১১ বাঁদিতে

এইরূপে দিন দশ কান্দে রামা অবশ
শোকে শির্যা করাঘাত হানি
রাজপুরী চমকিত শুনি বড় বিপরীত
তখন রানী কান্দিচে অবনী।
কিবা হইল বলে সতী গড়াগড়ি জায় খিতি
শুনিতে পাইল মহারাজ
ধাইল রাজন তবে পুরীখণ্ড আইল সবে
নিজ ধাম পড়্যাছে প্রমাদ।
রাজা বলে রানী তবে এ আর কেমন
নৃপতিরে নিবেদিল সব বিবরণ কৈল
শুনি ভূপ মলিন বদন।
মূর্ছাগত হল্য ভূপ কি হইব কোথা জাব
কেবা মোরে করে পরিত্রাণ
ভকতে বিপদ দেখি মলেয়াশিখরে[১] থাকি
অমঙ্গল দেখে পঞ্চানন।
বঙ্কবল পাত্র দেবে বচন বলিচে তবে
শীঘ্র প্রভু করহ গমন
ব্রহ্মচারী বেশ ধরি জান দেব তারাতরি
উপনীত ভক্তের ভুবন।
হাতে কর্য জলঝারি দাণ্ডাইলা জটাধারী
নৃপেরে কহিচেন সবি[শেষ]
শুন অবুদ রাজতা রাখ মোর বারতা
কহ না জে দিব অর্ধ দেশ।
প্রিতিজ্ঞা করিয়া রায় অমৃতকুণ্ড জল দেয়
ভুবনমোহন সাধুসুত
জামতা মনুষ্য[২] হইল রায় [অ]স্তধ্যান পাইল
অন্তরে জানিল রাজা তত্ত্ব।
দ্বিজ রঘুনন্দন বলে পঞ্চাননপদতলে
বিদায় মাগেন রাজজামতা[৩] ॥

১ -সিকরে ২ মনুষ্য ৩ রাজা-। এইখানে প্রাপ্ত পাঠের সমাপ্তি।

শীতলামঙ্গল

মানিকরাম গাঙ্গুলী

শ্রীশ্রীরামঃ। নমো শীতলায়ৈ ॥

একদিন শীতলা আনন্দ মনে মন জরাসুরে ডাকি মাতা কহেন তখন।
চল আজি মুনিপুরে [পূজা] নিতে জাব লব কুশে বিষমুণ্ডা বসন্ত ধরাব।
জরাসুর বলে মাতা করি নিবেদন সীতা লক্ষ্মী শ্রীরাম আপুনি নারায়ন।
কৈইকৈই পাষণ্ডী[১] দুষ্‌খ দিয়্যাচে বিস্তর বোনে বোনে বেড়াইলা এ চর্দ্দ বর্চ্ছর।
রাবণ হরিল সীতা সকাতর রাম বান্ধিলেন সমুদ্র স্বাহায় হনুমান।
পর্জটন করিয়্যা সমুদ্র হল্যা পার রাবণ করিয়্যা বধ সীতার উদ্ধার।
দেশাগমনের পরে দৈবের প্রকাশ পুনর্বার সীতাকে দিলেন বোনবাস।
পাচ মাস গর্ভ্য সীতার প্রভু নাঞি জানে রহিলেন মা জানকী বাল্মীকভবনে।
লবের হইল জন্ম বাল্মীকের ঘরে পালন করেন সীতা পরম সাদরে।
বাল্মীকে বলেন সীতা বচন কোমল লবে দেখ্য পিতা আমি লয়্যা আসি জল।
জায় বাছা বল্যা মুনি জোগেতে বসিলা লবে লয়্যা সীতাদেবী ভ্রমে উঠ্যা গেলা।
লবে না দেখিয়্যা মুনি ছড়িলা নিঃশ্বাস কুশের পুনা কর্যা দিলা জীবর্ন্যাস।
এইরূপে লব কু[শ] হল্য দুটি ভাই আছিল মুনির ঘরে আ[ন]ন্দ বাধাই।
এত দুষ্‌খ পায়্যাচেন জনকনন্দিনী পুনর্বার দুষ্‌খ তাকে না দিয় জননী।
শীতলা বলেন বাছা না হলে সে নয় কি করিয়্যা হবেক পূজার পরিচয়।
এত শুন্যা জরাসুর আনন্দে তরল দেখিব সীতার আজি চরণকমল।
বসন্তে ডাকেন দেবী বিজোগ আনন্দে মুনিপুর জাব চল পূজার প্রবন্ধে।
আজ্ঞামাত্রে সাজে এথা বসন্ত সকল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শীতলামঙ্গল ॥

চামুদল চলিল চৌষট্টি[২] রোগ সঙ্গে রক্তমুণ্ডা বসন্ত সাজিল অতি রঙ্গে।
বেঙচ্যা বসন্ত সাজে বড়ই বিষম[৩] জীবনসংশ[য়] করে জার সখা জম।
তিল্যাকল্যা কাঁঠাল্যা সাজিল[৪] মহাবল আর সাজে মুসুর‍্যা ধুকুড়্যা চামুদল।
অগ্নিমুণ্ডা বসন্ত সাজিল ঘোরতর জলনে[৫] জীবন জায় নেই জমঘর।
বিষমুণ্ডা বসন্ত সাজিল নানা জাতি আঁটিকা বসন্ত সাজে ডুমুর‍্যা সঙ্গতি।
গরুলা তেঁতুল্যা সাজে প্রধান বসন্ত বতর‍্যা ঘিফুর‍্যা তারা বড়ই দুরন্ত।
আলকুস্যা বসন্ত সাজিল অতি রঙ্গে টিউর‍্যা ছপর‍্যা সাজে বিশাল্যার সঙ্গে।
মিলামিলা সাজ্যা চলে মটর‍্যা সহিতে ধরিলে সে ছাড়ে নাঞি জীবন থাকিতে।

১ পাসণ্ডি ২ চৌসণ্ডি ৩ বিসম ৪ জাজিল ৫ জলনে

সুচিমুণ্ডা বসন্ত সাজিল খরতর   পটল্যা পানিফল্যা তারা বড়ই দুষ্কর।
লুআগড়া বসন্ত সাজিল্য অতি ঠাটে   মানুষ মরিলে পুন হয় মড়াকাঠে।
ধানশিষা বসন্ত ধাইল কত জন   মাদারয্যা বসন্ত সাজেন নীলবদন।
গলগণ্ড সাজিল গর্হিত কর্য্যা রোষ   বিষফোটক সহিত সাজিল জত খোস।
এইরূপে নানা জাতি বসন্ত সাজিল   আসিয়্যা দেবীর পায় প্রণাম করিল।
শীতলা বলেন বড় অভিলাষ আছে   কার কত প্রতাপ কহিবে মোর কাছে।
ভনিতা ॥

এত শুন্যা জোড়হাতে কয় চামুদল   জার অঙ্গে ধরি তার রক্ত করি জল।
পরমাউ থাকিতে পরাণ নিতে পারি   পারে নাঞি রাখিতে আপুনি ধনর্ম্ম্যতরি।
গরল্যা ব[স]ন্ত বলে মোর গুণ ঢের   ঠেকে জদি মোর ঠাঞি কপালের ফের।
অন্তরে লুকায়্যা থাকি দেখা নাঞি দি   পরমাউ থাকিতে জমের ঘর নি।
ধুকুড়্যা বসন্ত বলে আমি জাকে ধরি   দিন দশ মধ্যে তার বংশ নাশ করি।
মিসমিস্যা সাজ্যা চলে মটর্য্যা সহিতে   ধরিলে সে ছাড়ে নাঞি জীবন থাকিতে।
সুচিমুণ্ডা বসন্ত সাজিল খরতর   পটল্যা পানিফল্যা সাজে বড়ই দুষ্কর।
গলগণ্ড সাজিল গর্হিত কর্য্যা রোষ   বিস্ফোটক সহিত সাজিল জত খোস।
এইরূপে নানা জাতি বসন্ত সাজিল   আসিয়্যা দেবীর পায় প্রণাম করিল।
শীতলা বলেন বড় অভিলাষ আছে   কার কত প্রতাপ কহিবে মোর কাছে।
এত শুন্যা জোড়হাতে কয় চামুদল   জার অঙ্গে হই তার রক্ত করি জল।
পরমাউ থাকিতে পরাণ নিতে পারি   পারে নাঞি রাখিতে আপুনি ধন্নন্তরি।
বিষমুণ্ডা বলে আমি জার ঘর জাই   একে একে আমি তার সবংশ গুড়াই।
গরল্যা বসন্ত বলে মোর গুণ ঢের   ঠেকে জদি মোর ঠাঞি কপালের ফের।
অন্তরে লুকায়্যা থাকি দেখা নাঞি দি   পরমাউ থাকিতে জমের ঘর নি।
ধুকুড়্যা বসন্ত বলে আমি জাকে ধরি   দিন দশ মধ্যে তার বংশ নাশ করি।
এক জনে অগ্নি দেই আর জন শ্বসে[১]   এমনি প্রতাপ মোর তোমার আশিসে[২]।
আলকুস্যা বলে মাতা শুন মোর ভাষ[৩]   আমি জাকে ধরি তার করি সর্বনাশ।
পরমাউ থাকিতে জমের ঘর নি   দশ দিন শ্মশান নিবাতে নাঞি দি।
তিল্যাকুল্যা বলে মাতা নিবেদি গোচরে   আমার প্রতাপ বড় শনি মঙ্গলবারে।

১ শ্বসে   ২ আসিসে   ৩ ভাস

দেখা দিয়্যা পুনর্বার ডুবি থায়্যা থাকি পরমাউ লয়্যা তার পাছে তুল্যা রাখি।
কাঁঠ্যালা বসন্ত কয় করি নিবেদন আমার প্রতাপ জত জানে নারায়ণ।
সর্বাঙ্গ থাকিতে আগে গলা করি বন্ধ বিধাতা রাখিতে নারে বাঁচিবা অসাধ্য।
খোসু বলে জাকে ধরি খুসি করি তাকে উলঙ্গ হইয়্যা নাচে আগুন জাল্যা সেকে।
কেঁড়্যায় মনের[১] সুখে না জানে কারণ ধরণী লোটায় ধরি জলন জখন।
এক কালে স্ত্রী পুরুষকে জদি করি কৃপ্যা খাতে শুতে বসিতে কেবল জায় খেপ্যা।
[মুনিস্যা বুলায় হাত মাগীটির গায় সুখের নাহিক সীমা উঠি স্বর্গ জায়।
জখন জীবন জায় জলনের চোটে ধাওধাওা করিয়্যা ত মন কাঁদ্যা উঠে]।
এইরূপে প্রতাপ কহিল জার জেবা শীতলা বলেন তবে হল্য মোর সেবা।
চল বাছা গোকুল চপল কর্য্যা চল আজি আমি লইব কৃষ্ণের কুল জল।
এতেক বলিয়্যা দেবী করিলা গমনে শীতলামঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে॥

উপনীত হল্যা মাতা জমুনার তীরে জরাসুর বসন্ত রহিল অন্তশ্চরে।
মায়া কর্য্যা হল্যা মাতা অতি বৃদ্ধ বুড়ি ছেঁড়া কাঁথা পরিধান গায় উড়ে খড়ি।
বসন্ত চুপুড়ি কাখে মধ্যপথে বস্যা ব্যঙ্গ কর্য্যা ব্রজশিশু বলে হাস্যা হাস্যা।
কোথা হত্যে আল্যে বুড়ি কোথা তোমার ঘর কি কারণে আল্যে বল গোকুল নগর।
কি আছে পেথ্যায় তোমার দেয় মোরা খাই বুড়ি বলে বাছা সব আছয়ে কলাই।
ভিক্ষা মাগ্যা পায়্যা…
আগুদলে জরাসুর চলিল কৌতুকে তীখ্‌ন শরাসন হাতে চাপিয়্যা ভল্লুকে।
ছালয় শকটে ভারে চলিল বসন্ত ছয় ক্রোশ জুড়্যা পথ নাঞি হয় অন্ত।
মায়া কর্য্যা শীতলা হলেন বৃদ্ধ বুড়ি রঞ্জন চুপড়ি কাখে হাতে রাঙ্গা বাড়ি।
পাছু পাছু জান মাতা আনন্দ অন্তর বলিকে ছলিতে জেন জান দামুদর।
বিগতপ্রমাণ মূর্তি হলা ভগবান বলিরাজা ত্রিপাদ ধরণী দিল দান।
এক পদে স্বর্গ[২] গেল আর পদে খিতি অবশেষে ত্রিপাদ বলির মাথে স্থিতি।
সেইরূপ জান মাতা গমন তুরিত মুনিপুরে অবিলম্বে হলা উপনীত।
জরাসুরে ডাক্যা তবে বলেন শীতলা পালু খাটাইয়্যা রাখ ব[স]ন্তের ছালা।
আজ্ঞা পায়্যা জরাসুর সেইরূপ করে রহিলেন শীতলা আপু[নি] অন্তস্তরে।
মুনির বালক সঙ্গে লব কুশ খেলে হাসে নাচে গীত গায় আনন্দবিভোলে।

১ অতি. মনের ২ সর্গ

চন্দ্রচূড় চিন্তামণি চতুর্ভুজ হরি   আইল বুড়ির কাছে কোলাহল করি।
লব কুশ বলে বুড়ি কোথা হতে আলি   এমন রঙ্গন পাথ্যা কোথা পায়্যাছিলি।
কিসের এ সব ছা কি হেতু কহিবে   কি নাম তোমার বুড়ি পরিচয় দিবে।
শীতলা বলেন মোর সুরপুরে ঘর   বেপার করিয়্যা বুলি দেশ দেশান্তর।
জগতে আমার নাম শ্রীমতী মঙ্গলা   এই সব দেখ বাছা কলায়ের ছালা।
শুন্যা এত শিশুগণ সহাস্যবদন[১]   বুড়ির কলাই আজি করিব ভক্ষণ।
কেহ বলে বুড়ি কেন দিবেক অমনি   কেহ কয় কি হয় সুধালে তবে জানি।
কেহ বলে নয় তবে লুটি কর‍্যা খাব   কেহ কয় না হয় উচিত মূল্য দিব।
কেহ কয় বুড়ি গো বড়ই ভাগ্য তোর   খায়াইলে কলাই পুণ্যের[২] নাঞি য়োর।
বুড়ি বলে কড়ি বিনে না দিব অমনি   ছালা ধর‍্যা লব কুশ করে টানাটানি।
কৌতুক করেন মাতা ক্রোধিত অন্তরে   এথা কেন আলি তোরা মরিবার তরে।
শ্রীরামের বেটা তোরা এত অহঙ্কার   বসন্তে মরি ফেট্যা হবি ছারখার।
অহঙ্কার কর‍্যাছিল রাজা পরীক্ষিত   তে কারণে ব্রহ্মসাঁপ হল্য সমচিত।
সপ্তাহের মর্ধে তবে হব সর্পাঘাত   এত শুন্যা বিকল হইল নরনাথ।
শ্রীমতভাগবত রাজা সাত দিন শোনে   ব্রাহ্মণের বাক্য তবু না গেল খণ্ডনে।
হস্তিনানগরে ঘর রাজা দুর্জোধন   অহঙ্কার কর‍্যা কৃষ্ণে কৈল কুবচন।
গোধন চরায়্যা তোর গেল সর্বকাল   গুয়ালার ভাত খায়্যা এত ঠাকুরাল।
সবংশে মরিল শেষে সেই অহঙ্কারে   জুধিষ্ঠির রাজা হল হস্তিনানগরে।
অহঙ্কার করিয়্যা মান্ধাতা[৩] কোথা গেল   শম্ভু নিশম্ভু দত্য অহঙ্কারে মল।
শোন ওরে লব কুশ বচন নিষ্ঠুর   এখনি করিব তোদের অহঙ্কা[র] চূর।
লব কুশ বলে বুড়ি বলিলি বিস্তর   শ্রীরামের বেটা মোরা নাঞি করি ডর।
এক চড়ে এখনি পরাণ তোর নিব   জত আছে কলাই সকল খায়্যা জাব।
এতেক বচন শুন্যা আনন্দে আকুলা   ব্যবধান মহারণ্যে[৪] হলেন শীতলা।
লুটি কর‍্যা কলাই খেলেন লব কুশ   সুমিষ্ট সুন্দর জেন পদ্মের পীযূষ[৫]।
মুনির বাল[ক] জত সঙ্গে আস্যাছিল   কিছু কিছু লয়্যা তারা ভক্ষণ করিল।
জরাসুরে ডাক্যা মাতা কন তার পর   তুমি জায়্যা সভাকার অঙ্গে কর ভর।
একে একে আমি সব বসন্ত পাঠাব   মুনিপুরে ঘরে ঘরে পূজা আজি লব।
এত শুন্যা জরাসুর আনন্দে বিদায়   শীতলামঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক গায়॥

---

১ সহাষ্ব-   ২ পুন্নের   ৩ মান্ধাধা   ৪ মহারন্নে   ৫ পিজুস

দেবীর আদেশ পায়্যা জরাসুর রোষে আগে এস্যা আকর্ষণ[1] কৈল লব কুশে।
মুনির বালক জত আস্যাছিল সঙ্গে একে একে কৈল ভর সভাকার অঙ্গে।
অজ্ঞ্যান হইয়্যা সভে অ[ব]নী লোটায় কেহ বলে কি হল্য বিখে[রে] প্রাণ জায়।
কেহ বলে বুড়ির কলাই কেন খেলে ঘর জাব কি কর্য্যা চরণ নাঞি চলে।
মাথা ধর্য্যা বস্যা কেহ করে মনস্তাপ কেহ বলে বুড়ি পারা দিল অভিসাঁপ।
সভে মেল্যা উচ্চস্বরে করয়ে রোদনে জানকী শুনিতে পাল্যা বস্যা নিকেতনে।
মুনিঃপত্নী জে জার পুত্তে বোলনি ব্যস্তা হয়্যা আল্য ধায়্যা আকুলা ঐমনি।
জে জার তনয়ে তুল্যা করিলেন বুকে জর জর অত্যাকুল মা জানকী শোকে।
লব কুশে লয়্যা তবে গেলা নিকেতন বাল্মীক বলেন বাছা কিসের কারণ।
জানকী বলেন পিতা আমি অভাগিনী কি হইল্য লব কুশের কিছুই না জানি।
নাঞি মাতা নাঞি পিতা আছি বোনবাসে পাস্বর্য্যাচি সব দুঃখ তোমার আশ্বাসে।
বাল্মীক বলেন বাছা লক্ষ্মীশ্বরী[2] তুমি শ্রীরাম আপুনি বিষ্ণু ইহা আমি জানি।
পতিসাঁপে অহল্যা পাষাণ হয়্যা ছিল পদরজপরশে সে পরিত্রাণ পাল্য।
অগাধ সমুদ্রে শিলা ভাসে জার গুণে পরম দয়াল রাম মহিমা কে জানে।
জার গুণে বোনের বানর বন্দী হয় জার নাম জপ্যা শিব হল্যা মৃত্যুঞ্জয়।
আমি বড় দুরাত্মা আমার পাপমতি নিজগুণে দয়া কৈলা রাম দাশরথি।
রাম রাম উর্চ্যস্বরে করিতে না পারি মরা মরা জপিয়্যা হল্যাম ব্রহ্মচারী।
মোর সম ভাগ্যবান কে আছে ভুবনে তাঁর পত্নী তুমি লক্ষ্মী মোর নিকেতনে।
পিতা বল্যা জখন আমাকে ডাক তুমি তা শুনিয়্যা তখন কিতার্থ হই আমি।
লব কুশে আশীর্বাদ করি পূর্ণ্যভাবে চিন্তা নাঞি আপদ বালাই দূরে জাবে।
এত বল্যা মুনিবর তপস্যায় গেলা এখানে বসন্তে ডাকা বলেন শীতলা।
বিষমুণ্ডা জায় বাছা লব কুশে ধর সর্বাঙ্গ থাকিতে আগে গলা বর্দ্ধ কর।
অগ্নিমুণ্ডা জায় তুমি অগস্তের বাস সেবা জদি না করে করিবে সর্বনাশ।
আলকুস্যা জায় তুমি বশিষ্টের ঘরে সবংশে বধি[বে] জদি সেবা নাঞি করে।
বেঁঙচ্যা বসন্ত জায় গৌতমের বাসে অহঙ্কার করে জদি বধিবে সবংশে।
এইরূপে বসন্তে করিয়্যা নিজজিত গোপনে রহিলা মাতা হয়্যা তিরোহিত।
দু দিন জ্বরের তবে অধিকার গেল তিন দিনে বসন্ত আসিয়্যা দেখা দিল।
ধুকুড়্যা বসন্ত জাকে ধরিলেক জায়্যা জলনে[3] জীবন তার জায় বারি হয়্যা।

---

১ আকর্সন ২ লক্ষিশ্বরি ৩ জলনে

আলকুশ্যা অগ্নিমুণ্ডা জাকে আস্যা ধরে   রাত্রি এক মধ্যে তার রক্ত জল করে।
কাঁঠাল্যা বসন্ত জাকে ধরিলেক আস্যা   মাংস ফাট্যা রক্ত ঝরে হাত পড়ে খস্যা।
চামুদল বসন্ত হইল আস্যা জার   গলা রূর্দ্যা হল তার না চলে আহার।
মুনিপুরে ঘরে ঘরে উঠিল ক্রন্দন   লব কুশ[১] লয়্যা কিছু শোন বন্ধুজন।
বিষমুণ্ডা[২] বসন্ত সে বড়ই দুর্জয়   লব কুশের হল তবে জীবনসংশয়।
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে হয় জ্ঞান   মলিন হইল তবে কমল বয়ান।
ক্রন্দন করেন সীতা অঝো[র] নআনে   শীতলামঙ্গল দ্বিজ শ্রীমাণিক ভনে॥

লব কুশে কর্য্যা কোলে   ভাসেন নআন জলে।
নাঞি মোর মাতা পিতা   বড় অভা[গি]নী সীতা।
রাবণের লঙ্কাপুরে   রাক্ষসী তর্জন করে।
মারিত বেতের বাড়ি   কান্দিত্যাম ভূমে পড়ি।
তাতে মৃত্যু নাঞি হল্য   কি দেখিতে প্রাণ ছিল।
ডাক অভাগিনী মায়   দেখ্যা ছাতি ফেট্যা জায়।
মানিক রতন ধন   কেমনে ধরিব প্রাণ।
আর মোর কেবা আছে   দাণ্ডাইব কার কাছে।
পরাণ কেমন করে   ছাড়া জাবে অভাগীরে।
ইহা না কি সহে প্রাণে   আমি না মরিল্যাম কেনে।
লব কুশ বলে শোন   রোদন করিব কেন।
বিধাতা লেখ্যাচে ভালে   মৃত্যু হয় অল্পকালে।
ব্রথা কর মায়া মোহ   বিজোগে বিদায় দেহ।
কোলে কর একবার   বাঁচাতে নারিলে আর।
পরাণ কেমন করে   বাক্য মুখে না নিস্বরে।
শুনিঞা পুত্রের বোলে   পড়িলা ধরণীতলে।
মুনিপত্নী আল্য[৩] ধায়্যা   তুলে মুখে জল দিয়্যা।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে   শীতলা ভাবিয়্যা মনে॥

এইরূপে মা জানকী করেন রোদন   এখানে নার[দ]মুনি করিলা সাজন।
ঢেঁকির উপরে চাপ্যা ঢঙ্গ কর্য্যা জান   গদগদ বীণায়[৪] গোবিন্দগুণ গান।

---

১ কস   ২ বিশমুণ্ডা   ৩ অল্য   ৪ বিনায়

ঢেঁকি বলে জাতে নারি পুআ গেল নড়্যা মুষলে কুশল নাঞি সামা এল্য পড়্যা।
এতেক বচন শুন্যা কন দেবরিসি ভাল কর্যা দিব সাজ ফির্যা চল আসি।
এতেক বলিয়্যা তবে গমন তুরিত মুনিপুরে আস্যা মুনি হলা উপনীত।
বন্দিলেন জানকীর অভয় চরণ জিজ্ঞাসা করেন তবে কিসের কারণ।
জানকী বলেন রিসি হল পরমাদ বাঁচে নাঞি লব কুশ কর আশীর্বাদ।
নারদ বলেন মাতা করি নিবেদন তুমি লক্ষ্মী শ্রীরাম আপুনি নারাঅন।
তোমার্দ্দের পুত্র লব কুশ মহাবলী কিছু না হবেক মন্দ না কর ব্যাকুলি।
প্রভুর সেবক বীর পবননন্দন স্মরণ করিলে তিনি আসিব এখন।
ধন্নন্তরি বদ্য আছে ধন্য ধন্য লোকে পাঠাইয়্যা হনুমানে আনায় তাহাকে।
এতেক শুনিঞা সীতা সুখোচিত মন হনুমানে মাতা তবে করিলা স্মরণ।
কৌতুকে আছিলা বীর কদলী কাননে জয় রাম শ্রীজানকী জপেন বদনে।
গুরুপত্নী স্মরণ হইল কর্ন্নগত সেই দণ্ডে মহাবীর হলা উপনীত।
অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা বীর বন্দিলা চরণ আশিস[1] করিলা মাতা আশ্বাস বচন।
সমুদ্র বন্ধন করি রাবণে বধিলে লক্ষ্মণের প্রাণ দান দিলে শক্তিশেলে।
প্রাণপোণে অভাগীর কর্যাচ উর্দ্ধার লব কুশে প্রাণ দা[ন] দেহ এইবার।
ধন্বন্তরি বদ্য আছে ডাকে গিয়্যা আন তুমি মোর প্রভুর কেবল প্রাণধন।
এত শুনি হনুমান করিলা গমন ধন্বন্তরি[2] কাছে আস্যা দিলা দরশন।
হনুমানে দেখি তবে জুড়ি দুই কর প্রণমিল ধন্বন্তরি[3] আনন্দ অন্তর।
কিতার্থ হল্যাম আজি তব দরশনে কহিবে সক[ল] সত্য আলে কি কারণে।
এতেক বচন শুনি কন কপিস্বর পাঠালেন মা জানকী চল মুনিপুর।
বিষমুণ্ডা বসন্ত হয়্যাচে লব কুশে অতেব আস্যাচি আমি কহিল্যাম বিশেষে।
ধন্বন্তরি বলে আমি জাতে নাঞি পারি শুনিলে শীতলা কোপ করিবেন ভারি।
বসন্ত বিষম ব্যাধি জাকে গিয়্যা ধরে নিশ্চয় জানিয় বীর বিধি বাম তারে।
না বাচিব লব কুশ মরিব এখন এত শুন্যা হনুমান ক্রোধে হুতাশন।
পুত্রশোকে মা জানকী সদাকুল প্রাণে এমন নিষ্ঠুর কথা কহিলি কেমনে।
আমি বীর হনুমান নাঞি করি শঙ্কা ছারখার পুড়ায়্যা কর্যাচি কন[ক] লঙ্কা।
রোমে রোমে পর্বত বাঁধ্যাচি অবহেলে ডুবাইব দণ্ডটাক স[মু]দ্রের জলে।
আপন মঙ্গল চায় চল গুটিগুটি নয় তবে দেখিবি কিলের পরিপাটি।

---

১ আসিস ২ ধন্নন্তরি ৩ ধন্ব-

এত শুনি ধন্বন্তরি কাঁপে থর থর   গড় করি মহাবীর মোরে রক্ষা কর।
আগে চলে হনুমান পাছু ধন্বন্তরি   মুনিপুরে গমন করিলা ত্বরাতরি[১]।
তখন আকাশবাণী বলেন শীতলা   সাবধান হবি বেটা না করিবি হেলা।
পূজার প্রকাশ জেন হয় মুনিপুরে   নয় তবে প্রমাদ পাড়িব তোর ঘরে।
ধরিবেক এখনি ধুকুড়্যা চামুদল   আজি তোর পরিবারে নিব রসাতল।
ধন্বন্তরি বলে তবে করিয়্যা বিনতি   প্রকাশ করিব পূজা দেয় অনুমতি।
এতেক বলিয়্যা তবে গমন তরিত   জানকীর কাছে আস্যা হল্য উপনীত।
প্রণমিলা পদযুগে অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা   বিনয়ে বলেন সীতা কান্দিয়্যা কান্দিয়্যা।
ধন্বন্তরি বলে মা কান্দ নাঞি আর   লব কুশ প্রাণ দান পাবেন তোমার।
ধন্বন্তরি নাম শুন্যা আল্য মুনিগণে   কেহ বলে রক্ষা কর আমার নন্দনে।
কেহ বলে মোর পুত্রে দেহ প্রাণ দান   কেহ বলে বাছা তোর বাড়ুগ কল্যাণ।
ধন্বন্তরি বলে প্রভু নিবেদি গোচরে   শীতলার সেবা সভে কর মুনিপুরে।
চিকিৎসা করিব আমি চেষ্টা জথোচিত   আরোগ্য[২] হবেন সভে না হয় চিন্তিত।
এত শুনি মুনিগণ আনন্দিত হল্য   শীতলার সেবা সভে আরম্ভ করিল।
স্থাপন করিয়া [ঘট করি]ল আবাহন   একান্ত হইয়া সেবে অভয় চরণ।
স্তুতি করে মুনিগণ হয়্যা কৃতাঞ্জলি   ভবভয়বিনাশিনী তুমি ভদ্রকালী।
মাহেশ্বরী মঙ্গলা শীতলা মহামায়া   জয়ন্তী মঙ্গলা তুমি তুমি সর্বজয়া।
পরমকারিণী তুমি পতিতপাবনী   আদ্যাশক্তি অষ্টভুজা অনন্তরূ[পি]ণী।
অনুকুল হবে মাতা এই মুনিপুরে   আজি হতে সর্বকাল পূজিব তোমারে।
এত স্তুতি মুনিগণ কৈল জোড়হাথে   প্রসিদ হলেন মাতা পরিতোষচির্ত্তে।
ছোব দিল ধন্বন্তরি বসন্ত উঠিল   আনিঞা নিম্বের ডাল মন্ত্র উহ কৈল।
পাক ধরে বসন্ত সে পঞ্চদশ দিনে   তা দেখিয়্যা মুনিগণ আনন্দিত মনে।
শীতলার সেবা সভে করে অভিলাষে[৩]   করাল্য আরোগ্যস্নান[৪] একুশ দিবসে।
ধন্বন্তরি বিদায় হইয়্যা গেল ঘরে   আনন্দ উদয় বড় হল্য মুনিপুরে।
সমাপ্ত হইল গীত মুনিপুর পালা   দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়্যা শীতলা॥
ইতি পালা সাঙ্গ তারিখ ২০ চইত্র॥

---

১ তরা-   ২ আরগ্য   ৩ ভভিলাসে   ৪ আরগ্য-

নমো শীতলায়ৈ ॥

অনন্তহৃ[দ]য় ভাবি বন্দিব শীতলা দেবী
রোগ শোক সন্তাপকারিণী
রাসববাহনে স্থিতি করিবর জিনি গতি
করে শোভে কলস মার্জনী।
চৌষট্টি বসন্ত সঙ্গে নি[র]বধি ফিরে রঙ্গে
সরসিজোদরে[১] জাম
জেবা করে অহঙ্কার নিস্তার নাহিক তার
জননী আপুনি তারে বাম।
দেবতা কিন্নর নরে আদিভূত চরাচরে
আপুনি উড়াতে পার দৃষ্টে
গোকুল রক্ষার আশে জ্ঞান ভক্তি সবিশেষে
গোবিন্দ সেবিলা জ্ঞানগোষ্টে।
সেবিলেন সীতা রাম লব কু[শ] পাল্য প্রাণ
সুরপুরে ইন্দ্র কৈল সেবা
আপুনি সেবিলা হর সেবিলেন পরাৎপর
অপার মহিমা জানে কেবা।
চরণে নপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী সাজে
স্থর্প সুমণ্ডিত সুমস্তকে
[উর আস]রে মোর সঙ্গীতের বিঘ্ন হর
[র]ক্ষা কর আপন নায়কে।
দুর্বোধ বুঝিতে নারে তোমায় অনাদর করে
অধর্পাতে জাবার কারণ
নিজগুণে কর দয়া দেহ ছুটি পদছায়া
য়ো রাঙ্গা চরণে রহু মন।
জগতজননী তুমি মহিমা কি জানি আমি
অবধানে কর অবগতি
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমাণিকরাম
তবে পদে করিল প্রণতি ॥

১ সরসিজোদরে

পরিশিষ্ট (ক)

এক জনে অগ্নি দেই আর জন শ্বসে[১]   এমনি প্রতা[প] মোর তোমার আশিসে
বিষমুণ্ডা বলে আমি জার ঘর জাই   একে একে আমি তার সবংশ গোড়াই।
অগ্নিমুণ্ডা বলে আমি জাকে ধরি জায়্যা   জলনে[২] জীবন তার জায় বারি হয়্যা।
বেঁওচ্যা বসন্ত বলে আমি জাকে ধরি   রাত্রি এক মধ্যে তার রক্ত জল করি।
আলকুশ্তা বলে মাতা শোন মোর ভাস   আমি জাকে ধরি তার করি সর্বনাশ।
পরমাউ থাকিতে তারে জমের ঘর নি   দশ দিনে শ্মশান নিবাতে নাঞি দি।
তিল্যাকুলা বলে মাতা নিবেদি গোচরে   আমার প্রতাপ বড় শনি মঙ্গল বারে।
দেখা দিয়্যা পুনর্বার ডুবি খায়্যা থাকি   পরমাউ লয়্যা তার গাছে তুল্যা রাখি।
কাঠাল্যা বসন্ত বলে করি নিবেদন   আমার প্রতাপ জত জানে নারাঅন।
সর্বাঙ্গ থাকিতে আগে গলা করি বন্ধ   বিধাতা রাখিতে নারে বাঁচি বা অসাধ্য।
খোস বলে খুসি করি আমি ধরি জাকে   উলঙ্গ হইয়্যা নাচে আগুন জাল্যা সেকে
কেভুঁায় মনের সুখে না জান্যা কারণ   ধরণী লোটায় ধরি জলন জখন।
এইরূপে প্রতাপ [কহিল] জার জেবা   শীতলা বলেন তবে হল্য মোর সেবা।
চল বাছা মনিপুর দ্রুত কর্যা চল   আজি আমি সীতার লইব ফুল জল।
এত বল্যা জান মাতা তুরিত গমনে   শীতলামঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে॥
॥০॥ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমো ॥০॥০॥ গোপালায় নম ॥০॥০॥

পরিশিষ্ট (খ)

…এইরূপে শুদ্ধভাবে সেবে নিরনিরন্তর॥
পুষ্প জল দেই তবে সভাকার গায়   আরোগ্য হইল সভে দেবীর কৃপায়।
এইখানে সমাপ্ত হইল এই পালা   দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়্যা শীতলা॥
উচ্চস্বরে হরিধ্বনি কর বন্ধুজন   সংসার অসার সার গোবিন্দচরণ॥

---

১ সসে   ২ জলনে

ধর্মপুরাণ

পশ্চিম-উদয় পালা

হৃদয়রাম সৌ

॥ গৌরচন্দ্র ॥

একবার এস হে গৌরচাঁদ আমার হে। একবার এস হে নদীয়ার চাঁদ ॥

এস মাতা[1] সরস্বতী বাগ্‌বাদিনী মোর কণ্ঠে বলাও শ্রীধর্মকাহিনী।
ক্রোধ করি যাই যবে হইয়া ব্যাকুল গীত গাহ্ বলি ধর্ম দিয়াছিলেন ফুল।
গীত গাহ হৃদয়রাম গীত গাহ তুমি তোমারে[2] সদয় হইল[3] চাঁদরায় আমি।
সেই রূপ মনে ভাবি দাণ্ডায়েছি[4] আমি ভাঙ্গিলে গীতের পদ লাজ পাবে তুমি।
হৃদয়রামচরণ হৃদে করিয়ে ধারণ কাতরে ডাকিছে আজি[5] দাস জনার্দন[6] ॥

গৌরচন্দ্র গীয়তে

ধুয়া[7]। সোম তাল

গোরারূপ লাগিল নয়নে ॥

॥ পয়ার ॥

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় জয় গদাধর নরহরিপ্রাণনাথ মোর প্রতি কর দয়া শুভ দৃষ্টিপাত।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণাভরণ প্রভু হেম গোরারায় বন্দিয়া গাইব যে শীতল রাঙ্গা পায়।
সকল ভক্ত লইয়া আসিও আসরে শ্রীপদাশ্রিত বালা সুখকলেবরে।
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞ দেবের শিরোমণি যাঁর পদ পরশে এ ধন্য ধরণী।
বন্দিয়া গাইব যে সীতার প্রাণনাথ করুণা করহ প্রভু জোড় করি হাত।
অভিন্ন চৈতন্য যিনি ঠাকুর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ নাম ধর রোহিণী কা সুত।

১ মা গো ২ তোমায় ৩ হইলাম ৪ স্মরণ করে দাঁড়িয়ে আছি ৫ আজ

৬ কবি হৃদয়রামের উত্তরপুরুষ, ধর্মমঙ্গল-গায়ন, উচকরণনিবাসী জনার্দন দেবাংসীর সন ১৩২৬ সালে কৃত কড়চা অবলম্বনে, আদিত্যপুর (শান্তিনিকেতন পো, বীরভূম) গ্রামের শ্রীমান্ গৌরহরি সাহা কর্তৃক ৫-৭-১৯৬০ তারিখে অনুলিখিত ও বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগে প্রদত্ত প্রতিলিপির (পুঁথিসংখ্যা ১৬২০) এবং মূল কড়চার সহিত মিলাইয়া মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সহিত ১৩-৭-১৯৬০ তারিখে সাক্ষাৎ আলোচনায় জানিলাম, তাঁহার নিকট হৃদয়রামের কোনও পুঁথি বা পত্রাংশ নাই। উচকরণ গ্রামেও বর্তমানে চাঁদরায় ধর্মঠাকুরের মন্দিরে কবির সম্পূর্ণ মূল পুঁথির সন্ধান মিলিল না। ৭ তাল

গৌরগুণগরবে জগত মাতা যার   বন্দিয়া গাইব যে শ্রীচরণ তাঁহার।
মিশ্র পুরন্দর বন্দ বিশ্বম্ভরের পিতা   শচী ঠাকুরানী বন্দ ঠাকুরের মাতা।
নবদ্বীপ মহী বন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া[১] মা   যাঁরে[২] অলঙ্কারে সে প্রভুর রাঙ্গা পা।
পণ্ডিত[৩] গোসাঞ বন্দ হইয়া একমন   ঈশ্বর মাধবপুরীর বন্দিয়া চরণ।
গোসাঞ গোবিন্দ বন্দ আর বক্রেশ্বর   গৌরপদকমলে মত্ত মধুকর।
পুরী যে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী   গদাধরদাস বন্দিব শিবপুরী।
গুপ্তবেশ বন্দিব হরিষ মনোরথে   গোরাগুণ গাই যদি দয়া কর চিতে॥

॥ গুরুবন্দনা ॥

ধুয়া। তাল ঠুংরী

গুরু কে চিনিবে তোমারে।   নিবার আমার মন এ পাপ সংসারে॥

॥ পয়ার ॥

গুরুদেব দয়া কর দীনহীন জনে   মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে।
গুরু তুমি জগন্নাথ জগতের গুরু   তব দয়া তুল্য নহে কোটি কল্পতরু।
সরোবরসলিলে সরোজ শিশু জ্ঞান   ফোটে যদি তোমার চরণ করে ধ্যান।
এ বড় আশ্চর্য পাদপদ্মে পদ্ম ফুটে   ভাবিলে ভাবুকজনার কত ভাব উঠে।
কত গুণ ও চরণে কহনে না যায়   পাপপঙ্ক পাদোদক পরশে শুকায়।
যেই বাকশুদ্ধ বীর ধীর ধন্য শুচি   উচ্ছিষ্ট খাইতে প্রভু যাঁর আছে রুচি।
গুণের অধিক গুণ বর্ণিতে কে পারে   বুদ্ধিসাধ্য নহে সে বর্ণনে বর্ণ হারে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন   হইয়াছে এ শরীরে অপূর্ব গ্রহণ।
জ্ঞানচন্দ্র অজ্ঞান রাহুতে গিলিয়াছে   স্থিতি নয় নয় দণ্ড সদাকাল আছে।
একা নয় রাহু সঙ্গে সেনা ছয় জনা   তার পিছে দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণা।
যুক্তি করি মুক্তিপথ করিতে বারণ   ভাবিতে না দেয় প্রভু তোমার চরণ।
দাসের দুর্গতি হর দূর কর খেদ   ইঙ্গিতে আসিয়া প্রভু রাহু কর ছেদ।
রাহু গেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন   অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয় জন
জন্ম জন্ম তোমার দাসের আমি দাস   এই ভিক্ষা করি পূর্ণ কর অভিলাষ॥

গুরুবন্দনা সমাপ্ত

১ বিষ্ণুপুর   ২ যাঁর   ৩ পণ্ডিৎ

॥ দেশমালাবন্দনা ॥

ধুয়া। তাল

॥ পয়ার ॥

প্রথমে বন্দিব আমি ভাস্কর চরণে   রোগ শোক বিয়োগ নাশ যাহার ভজনে।
বিধি বিষ্ণু মহেশের চরণে প্রণাম   দয়াময় তিন জন সার মাত্র নাম।
সরস্বতী বন্দিলাম মহিমা অপার   বোবা জীবে কথা কয় দয়া হইলে যার।
প্রণিপাত কমলার চরণকমলে   যার কৃপা বিনা লোক কটু কথা বলে
দশমহাবিদ্যা দশরূপে অবতার   সে পারে কহিতে পঞ্চ মুখ যার।
মৎস্য আদি তিন রাম নৃসিংহ বামন   ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম প্রভু দশ জন।
বরুণ পবন বন্দ বন্দ দেবরাজ   বসু জন্ম নাগ বন্দ কিন্নরসমাজ।
গন্ধর্ব কুবের বন্দ বন্দ হুতাশন   বন্দিলাম দিকপাল যত ঋষিগণ।
নবগ্রহ অনুগ্রহ বিনা দুঃখ পায়   ভগবান শিলা কাটেন গণ্ডকীতে তায়।
গ্রহপীড়া জন্য দেখ রাম বনবাসী   গণেশের মুণ্ড নাই মহেশ সন্ন্যাসী।
বন্দিলাম প্রয়াগ হিঙ্গুল হরিদ্বার   এই তিন তীর্থ সার অতি চমৎকার।
পিতা মাতা সম গুরু নাহি বেদে বলে   অসংখ্য প্রণাম তাঁদের চরণকমলে।
অন্নপূর্ণা আশুতোষ আনন্দ কারণে   দয়াময় প্রণাম আমি তোমার চরণে।
শীতলার চরণ বন্দ ষষ্ঠী পঞ্চানন   বন্দিলাম যমরাজ মহিষবাহন।
দ্বিজের চরণ বন্দি হৃদয়ে ধরিয়ে   বন্দিলাম চাঁদরায় ভূমিতে পড়িয়ে।
আর যত ভ্রমক্রমে দেবদেবীগণ[১]   একে একে বন্দি আমি সবার চরণ।
আসর সহিত বন্দি যত সভাজনে   শ্রীচরণে স্থান দিও দাস জনার্দনে॥

ইতি দেশমালাবন্দনা সমাপ্ত

---

১ অতি. আছেন

॥ অথ গণেশবন্দনা[১] ॥

ধুয়া। তাল ঠুংরী

॥ পয়ার ॥

বন্দ গজানন গৌরীর নন্দন
প্রণাম হই পদযুগে
সকল দেবের মূল লম্বোদর
যার[২] পূজা সর্ব আগে।
খর্বাঙ্গ[৩] স্থুল তনু জিনি প্রভাতের ভানু
জিনি অঙ্গ অধিক সুন্দর
ভক্তজনার প্রাণ নিরবধি যোগ ধ্যান
অগুরে লেপিত কলেবর।
সিন্দূরে[৩] মণ্ডিত মুণ্ড জলধর জিনি শুণ্ড
কেবল করুণার[৪] [ধাম]
তিলক[৩] চন্দন সাজে চরণে নূপুর বাজে
হৃদে শোভে মণিময় দাম।
পারিজাত গলে শোভে অলি ধায় মধুলোভে
নিরবধি জপ কৃষ্ণনাম
তুয়া পদে দিয়া ভক্তি মুনিগণ পাইল মুক্তি
গণপতি দেবের প্রধান।
ব্যাস আদি যত কবি তোমার চরণ সেবি
প্রকাশিল আগম পুরাণ ॥
অঙ্গে বোলায় হার শোভে নানা অলঙ্কার
যেবা নাই ভজে রাঙ্গা পায়
ষষ্ঠী আদি পূজা শ্যামা আগে নাই পূজে তোমা
বিঘ্ন বেড়িয়া থাকে তায়।
স্মরণে[৫] কাতরে দাস আসরে পূরাও আশ
কৃপা কর ভক্ত নায়কে

---

১ গনেশের- ২ যাহার ৩ অতি. দেবের ৪ করুময় তুমি ৫ স্মরণ করে

তুয়া পদে করি আশ গাইল হৃদয়দাস
উদ্ধারিয়া লইবে বিপাকে ॥

॥ ধর্ম বন্দনা ॥

কাতর কিঙ্কর ডরে আসরে স্মরণ করে
তেজ ধর্ম বৈকুণ্ঠশিখর
দেবতা অসুর নর সবে তোমার কিঙ্কর
গয়ায় বোলাইলা গদাধর।
বন্দ দেব দিবাকর তিমিরের বৈরিবর
তুমি ধর্ম সয়ালের[১] আঁখি
এই না মর্তপুরে ভাল মন্দ যেবা করে
ইহার প্রমাণ তুমি সাক্ষী।
বিষম ধর্মের ঘর দেখে বড় লাগে ডর
এক মন হইলে হয় পার
দুই মন করে[২] যদি তারে বাম হন বিধি
আচম্বিতে পড়ে মহামার।
মুই মূর্খ অল্পজ্ঞানী ভাল মন্দ নাহি জানি
কৃপা কর আপনি আসিয়া
বিলম্ব না কর কত দেখ শুন নাট গীত
দানপতি আছে মুখ চেয়া।
এক রূপ নানা ঠাঁই নিয়ম করিতে নাই
তেজপুরে আছের দেহারা
দেবতা অসুর নর সবে হয়ে একত্তর
পরিপূর্ণ কৈল গীতভরা।
বাল্লুকী[৩] নদীর তটে অঞ্জলি করিয়া পুটে
চারি পণ্ডিত[৪] পূজে নিরঞ্জন
দিয়া জয় জয় ধ্বনি ধর্মরাজে ভাল শুনি
জয় জয় এ তিন ভুবন।

---

১ সোঁয়ানের ২ কর ৩ বাগুখী ৪ পণ্ডিৎ

তম্যলোকের[১] বর্গভীমা[২] কেবা দিতে পারে সীমা
আক্রুরে বোলাইলা বৈদ্যনাথ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ নবদ্বীপে
উড়িষ্যায় বোলাইলা জগন্নাথ।
হইয়া নন্দের কানু মুরারীতে দিলে সানু
শুনে গোপী না রহিল ঘরে
ত্বরা ধায় গোপীগণ প্রবেশিয়া বৃন্দাবন
পরশ করিল গদাধরে।
তোমার অনেক লীলা পাতিয়া দানের ছলা
দান ছলে নৌকার কাণ্ডারী
মথুরার বিকে[৩] গিয়া শ্রীরাধারে সঙ্গে লইয়া
কৌতুকে হইলা রাধাভারী।
রাম অবতার হৈলা দশরথের ঘরে রইলা
সীতা বন্দী রাবণের ঘরে
ছেদি তার দশ স্কন্ধ বিভীষণে রাজদণ্ড
দিয়া সীতা আনিলে মন্দিরে।
চন্দ্রকেতু নামে রাজা করিল তোমার পূজা
পুত্র কাটি দিল বলিদান
মদনা[৪] রাজার দারা[৫] যার চক্ষে না বয় ধারা
আত্মপূজা কৈলা সমাধান।
নিশি দিশি তুয়া ভাবি রচিল হৃদয় কবি
সরেস[৬] মঙ্গল আদি আশে[৭]
সৌ কুলে উৎপত্তি কমল সৌএর নাতি
গোবিন্দনন্দন ইহা ভাষে॥

---

১ তথ্য- ২ বক্ৰ- ৩ বুকে ৪ মদন ৫ দ্বারা ৬ সরেষ ৭ আছে

॥ হাকন্দে লাউসেন ॥

ধুয়া। তাল ঠুংরী

আমি পাব গো গোবিন্দপদ কি সাধনে। আমি হরির কমলপদ কি সাধনে পাব গো ॥

॥ পয়ার ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে বালা দিল দরশন সামুলা মাসীর পায়ে করে নিবেদন।
লোহিত[১] বরণ নদী হাঁকন্দের জল কোনখানে পূজিব ধর্ম সত্য করি বল।
কারাগারে[১] বন্ধ ঘরে জনক জননী যাঁহার লাগিয়ে প্রাণ কাঁদে দিবস রজনী।
আপনার বন্ধন মায়ের পায়ে দিয়া মুই মূর্খ অভাজন বড় অভাগিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে বালা চক্ষে পোছে লো কোলে নিল সামুলা আমিনী[২] বুনপো।
কেন কাঁদ লাউসেন ওরে বাছাধন আমি মানাইয়া দিব ঠাকুর নিরঞ্জন।
সত্যার আমিনী আমি কহি এই নিয়ড়ে শতেক জনমের কথা মোর মনে পড়ে।
প্রমাণ করিতে পারি বরিষণের ধারা গণে দিতে পারি যত আকাশের তারা।
চম্পকেরে[৩] রঞ্জা যবে শালে ভর দিল পূজার বিহিত কথা সকলি কহিল।
শালে ভর দিয়া বুন হইল ছত্রিশখানি পিতামহ সঙ্গে দেখা দিল চক্রপাণি।
প্রণিপাত কর ইতে হয় রাজা পশ্চিমঘাটেতে দেখ অসুরের শিবপূজা।
উত্তরঘাটেতে দেখ কিন্নরের নাট পারটি পাথরে বাঁধা হাঁকন্দের ঘাট।
দক্ষিণ দরিয়ায় গুরু জঙ্গম জঙ্গাল সিংহ ডাকে সম্মুখে শার্দূল বিশাল।
পূর্বেতে আছিল এই ধর্মের শাসন নালা[৪] খানা পূরে গেল বাজি বেনার বন।
এইখানে সন্ধ্যা অস্ত দিনমণি যায় এই তীর্থ হাকন্দ যে সর্বশাস্ত্রে গায়।
আর যত সুখ দুখ ললাটের লেখা মন দৃঢ় হইলে দেবতার পায় দেখা।
আমার বচন বাছা শুন মন দিয়া ইছা রাণা হাড়ীকে আন ডাক দিয়া।
ইছা রাণা হাড়ীকে ডাকিয়া পান দাও পশ্চিমউদয়পূজা উদ্ধারিয়া লও।
লাউসেন বলে বাছা শুন ইছা রাণা পশ্চিমউদয় পূর্ণ হইলে কর্ণে দিব সোনা।
আমার বচন বাছা শুন মন দিয়া স্থান করে দাও বাছা পূজার লাগিয়া।
মায়ের বন্ধন কবে ঘুচিবে কারাগারে পশ্চিমউদয় দিয়া উদ্ধারিও তারে।
হাতে বন্দ গুবাক ইছার শিরে বন্দ পান আরতি মাথান রাজার বিদ্যমান।
কানন কাটিতে এখন ইছা রাণা যায় ময়ূরভট্ট[৫] বন্দিয়া হৃদয়রাম গায় ॥

---

১ অতি. ওগো ২ আমি নি ৩ চম্পকের ৪ লালা ৫ অতি. ইহা

সোনার কোদাল নিল রূপার কুঠার   বাজি[১] বেনা ইছা রাণা কাটে একাকার।
হিজল বহড়া বৃক্ষ কাটিল প্রচুর   শ্বেত চন্দন কাটে যার গন্ধ যায় দূর।
ওকোড়া বৌখোরা বৃক্ষ কাটিয়া বিনাশ   অশোক কিংশুক কাটে আর যে পলাশ।
হেতাল তমাল কাটে আর কাটে শাল   খয়রা ক্ষীরঙ্গ বৃক্ষ কাটিলেক ভাল।
তাল তেতুল কাটে আর কাটে নিম   পক্ষী পলায় কত ভূমে ফেলে ডিম।
রামকলা ভেলা কাটিল জাইফল   জামীর কাটিল জাম জোড়ানারিকল।
কানন কাটেন ইছা হয়ে শুদ্ধ মন   দু ধারে তুলসী রাখে অতি বিচক্ষণ।
ধর্মপূজা করিবেন রাজা ব্রত উপবাসী   গণে গণে দিবে ধর্মে লক্ষেক তুলসী।
রচিল নব খণ্ড হীরাবাঁধা চূর্ণ   রাখিল শুকান কাষ্ঠ পুড়াইতে ধূন।
চাঁচিয়া ছিনিয়া সোসর কৈল মাটি   সপ্ত বার চন্দনের দিল ছড়াঝাঁটি।
কপিলার গোময় লেপিয়া কৈল তথি   শুদ্ধমন হয়ে ইছা বাঁধিল জগতি।
আকাশে আলম চাঁদ করে ঝলমল   তার অধিক শোভা করে চামর গঙ্গাজল।
লাউসেনের পায়ে ইছা করে নিবেদন   স্থান হইল মহারাজা পূজ নিরঞ্জন।
লাউসেন শুনিল ইছার বিনয়   গাইল হৃদয়রাম মুকুতাতনয়॥

সংযাত ভকিতা সবে একত্র হইয়া   কহিতে লাগিল সেন সবাকে ডাকিয়া।
চল রে ভকিতা সবে হাঁকন্দ সিনাব   জ্ঞান অজ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডাইব।
এতেক শুনিয়া সবে করিল গমন   হাঁকন্দের ঘাটে সবে দিল দরশন।
ত্রিধারা হয়েছে যথা পতিতপাবনী   স্বর্গের উপরে ধারা দেখে মন্দাকিনী।
শ্বেতগঙ্গা পাতালেতে নেমেছে জননী   পৃথিবীতে আর ধারা পতিতপাবনী।
সেইখানে মহারাজা দিল দরশন   একমনে করে সবে স্নান ও তর্পণ।
তর্পণ করিয়া সবার অঙ্গে হৈল জ্যোতি   ভিজা বস্ত্র ছাড়িয়া পড়িল শুকনা ধুতি।
তিন ক্রোশের জল রাজা করিল বন্দনা   পবিত্র হইল যেন পাবকের সোনা॥

১ বাছি

॥ অথ গঙ্গার বন্দনা ॥

ধুয়া। তাল দো ঠুঁকী

মা তোর চরণে শরণ[১] নিলাম মা তোর চরণ বই আর জানি না মা ॥

॥ পয়ার ॥

প্রণাম করি মা গঙ্গে চরণে তোমার কৃপা কর কাতর কিঙ্করে একবার।
গুণাতীত গুণ তব বলে শক্তি কার কহিতে পারেন কিছু পঞ্চ মুখ যার।
সুখদা মোক্ষদা নাম জানে কোন জন কোন ভাবে কারে কিসে করেন তারণ।
মুক্ত হয় কোন রূপে মৈলে তব জলে জ্ঞানের অপেক্ষা করে বালকেতে বলে।
সাগরসন্তানে উদ্ধারিলে সাক্ষী তার স্তব নহে তোমার মহিমা অপার।
তব নীরে যে করে তর্পণ স্নান দান নিজ মুক্তি হয় করে ত্রিকুলের ত্রাণ।
মা হয়ে করেন ত্যাগ গর্ভে জন্ম যার সময়ে[২] কর মা কোলে হেন দয়া কার।
নিরাকার সাকার মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল অনন্তরূপিণী শিবা সকলের মূল।
অভেদ জ্ঞানদা গঙ্গা পাষণ্ডমর্দিনী কিঞ্চিৎ কটাক্ষে হের পতিতপাবনী ॥

ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত

তবে ধম্বল যোগান বায়েন হরিহর বেতহাতে নাচেন দুর্লভ সদাগর।
জগতী বেষ্টিত হৈয়া সংজাত বসিল পূজার বিহিত কথা সকলি কহিল।
কাঞ্চন পাদুকা রাজার গলায় ছিল অভিষেক করি পাদুকা আসনে বসাইল ॥

গীত

ধুয়া। তাল

ধর্ম পূজিব রে ও মনের আনন্দে ॥

॥ পয়ার ॥

নমো নমো নমঃ ধর্ম নমো নিরঞ্জন এত বলি পূজে রাজা শ্রীধর্মচরণ।
ধূপ দীপ লয়ে রাজা জালিল[৩] পাঁজলা আতপ তণ্ডুল কত বেড়া চাঁপাকলা।
নানা দ্রব্য রাখিল পূজার আয়োজন রবি জবা সমান সিন্দূর আশি মণ।

---

১ শরন ২ সে সব ৩ জালিল

চন্দনে রচিয়া দিল করবীর মালা   উপরে মালুর পত্র সীতা দধি কলা।
আম্র কদলী দিল গুবাক নারিকেল   বারমেসে তাল দিল দাড়িম্বের ফল।
এইরূপে নানা দ্রব্য দিলেন সকল   খণ্ড উখুরা চিনি নাড়ু গঙ্গাজল।
স্তব করেন মহারাজা একান্ত হইয়া   কৃপা কর ধর্মরাজ ভকত বলিয়া।
বিদ্যাপতি বিদুর সনক সনাতন   সবে আশা করে তোমার ও রাঙা চরণ।
ভক্তকল্পতরু তুমি ভক্তের পতি   পুরাণে শুনেছি তুমি পাণ্ডবসারথি।
কেহ বলে পাণ্ডব পুড়িল জৌঘরে   সে সব তোমার মায়া কে বুঝিতে পারে।
যবে জৌঘরে অনল দিল দুর্যোধন   তাহে রক্ষা কৈলে পাঁচ পাণ্ডুর নন্দন
মস্তকেতে ধুনা পোড়ায় ইছা রাণা হাড়ী   ধর্ম জয় বলে বাছা যায় গড়াগড়ি।
এত বলে অর্ঘ্য দিল ব্রত উপবাসী   গণে গণে দিবে ধর্মে লক্ষেক তুলসী।
এক অর্ঘ্য দিলেক দুর্লভ সদাগর   গৌড়ের পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর।
রাজসভা করে বসে রায় গৌড়েশ্বর   হেথা মনে মনে যুক্তি করে গৌড়ের পাত্তর।
নিরঞ্জনের মহিমা কহনে না যায়   ময়ূরভট্ট বন্দিয়া ধর্মের দাস গায়॥

নানা দ্রব্য দিয়া পূজা করে রাজেশ্বরে[১]   মানাইতে না পেরে ধর্ম বলে সবাকারে।
অন্য দিন পুষ্প দিই সাঁজ স্বর্গ যায়   আজ কেন পুষ্প ঘরে তিয়রে শুকায়।
কিবা জানি মাতা পিতা মৈল কারাগারে   অধর্ম হইল কিবা ময়নানগরে।
এমন বান্ধব মোর আছে কোন জন   এনে দেয়[২] গৌড়[৩] ময়নার বিবরণ।
কাঁদিতে লাগিল সেন বোলে এত কথা   পিঞ্জরে বসিয়া সারী শুক নোয়াইল মাথা।
সারী শুক বলে রাজা যদি আজ্ঞা পাই   সমাচার কারণ আমরা দোঁহে যাই।
কাঁদিতে লাগিল রাজা শুনিয়া এমন   একে একে আমারে ছাড়িবে সর্বজন।
সুখেতে পুষিলাম পক্ষ ঘৃত অন্ন দিয়া   বিপদ[৪] সময় বুঝি যাবে রে ছাড়িয়া।
পক্ষ বলে মহারাজা আমরা কেনে যাব   তোমার সঙ্গেতে থাকি[৫] ধর্মরাজে পাব।
আমাদের জন্ম শুন কহি এই নিয়ড়ে   জাতিস্মরা বটি মোরা সকল মনে পড়ে।
ব্রাহ্মণের নন্দন বটি আমরা দুই জন   গুরুর নিকটে আমরা পড়িতাম সর্বক্ষণ।
এক দিন পঞ্চবটী খড়ি দেখি দুই জন   হেনকালে পক্ষ আনে ব্যাধের নন্দন।
পক্ষ দেখিতে খড়ি হৈলাম বিস্মরণ   বলিতে নারিলাম খড়ি গুরুর কোপ মন।
পড়া ছাড়ি পক্ষ দেখিতে হৈল মন   পক্ষের উদরে জন্ম লহ গা দু জন।

---

১ রাজরাজেশ্বরে   ২ যে এনে দেয় গিয়ে   ৩ গৌর   ৪ অতি. আজ   ৫ থাকিব মোরা

কাতর হইয়া স্তব করিলাম বিস্তর দৈবে শাঁপ দিল প্রভু হৈল শাঁপান্তর।
কোপে শাঁপ দিনু আমি না জায় খণ্ডন ঐসার খগের গর্ভে জন্ম লও গা[১] দুই জন।
দিন কতক বই ব্যাধে ধরিবে তোমারে তোমাদিগে বেচিবেক লাউসেনের ঘরে।
লাউসেন যাবেন যখন পশ্চিমউদয় দিতে উদয়ের তরে তোমরা যাবে তার সাথে।
সেন নবখণ্ড হইয়া মরিবে সংঘাত লইয়া সেই সঙ্গে প্রাণ হারাইবে সেনের লাগিয়া।
সেনকে জয়াইতে আসিবেন[২] প্রভু নিরঞ্জন প্রভুর পরশে মুক্ত হইবে তখন।
এতেক বলিয়ে হৈল জনম[৩] মোক্ষণ পক্ষের উদরে জন্ম হৈল ততক্ষণ।
মায়ায় মোহিত হৈয়া মনে কৌতূহলী দিবসক্রমে বই উড়ান শিখান বুলি[৪]।
বটবৃক্ষে[৫] ফল খাইতে তুণ্ডে লাগে মিঠা হেনকালে ব্যাধ ধরে পাখায় দিয়া আঠা।
ত্রাসযুক্ত হৈয়া প্রাণ হইল আকুল ব্যাধ বলে পোড়াইয়া করিব নকুল।
পথে যাইতে তব সঙ্গে হৈল দরশন মোদের কিনে নিলেক রাজা দিয়ে ষোল পণ।
নিশ্চয় জানিও রাজা আমরা নাহি যাব তোমার সঙ্গে মরে মোরা ধর্মরাজ্যে পাব।
মরে যাই পক্ষ রে তোমার বালাই লৈয়া ধর্মরাজ্যে পাব আমি তুমি জান ইহা।
কতক্ষণে আসিবে তোমরা দুই জন কহিয়া যাও মোরে সকল বিবরণ।
সারী শুক বলে রাজা মোরা নই ভণ্ড আসিতে যাইতে বেলা হবে চৌদ্দ দণ্ড।
সেন বলেন[৬] বাছা [রে] বিদায় হও তুমি তোমাদের মুখপানে চাহিয়া রৈলাম আমি।
চৌদ্দ দণ্ড বৈ যদি দেখা নাহি পাব তোমাদের শোকে আমি প্রাণ হারাইব।
পত্র গলায় বেঁধ্যে করিল বিদায় গাইল[৭] হৃদয়রাম সখা চাঁদরায়॥

গীত

ধুয়া। তাল তেঠুঁকী

হেই রে পক্ষ না যাইও ছাড়িয়ে রে।
আজ আমার বিপদ দেখে না যাইও ছাড়িয়ে রে॥

॥ পয়ার ॥

বিদায় হইয়া যায় পক্ষ শূন্যে করি ভর পূর্বমুখ করে দিশা গৌড়নগর।
দিশা করি চলিল দারুণ সেই নিশা পূর্বমুখে যায় ভাবে পাছে লাগে দিশা।

---

১ লাওগা ২ অতি. যখন ৩ জন্ম ৪ বুলী ৫ অতি. একদিন ৬ বলিলেন
৭ অতি. ইহা

গগনে উঠিয়া পক্ষ মারে মালসাট   ছয় দণ্ডে গউড় পায় ছয় মাসের বাট।
গৌড় যাইয়া বসে কারাগারের দ্বারে   রঞ্জা জননী বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রঞ্জা বলে পোতামাঝি শুন রে বচন   একবার ঘুচাও ভাই দারুণ বন্ধন।
এত শুনি পোতামাঝি বন্ধন অলাইল   উঠিতে[1] শকতি নাই হামা দিয়া আইল।
কারাগারের দুয়ারে বসে একদৃষ্টে চায়   সারী শুক দেখে রঞ্জা করে হায় হায়।
কহ বাছা সারী শুক কহ প্রিয়বাণী   সেনের কল্যাণ আগে কহ দেখি শুনি।
আছে কিবা নাই বাছা কহ বিবরণ   মানাইতে পেরেছেন কি না ঠাকুর নিরঞ্জন।
পক্ষ বলে পত্র পড়ি দেখহ নজরে   মুদ ভাঙ্গি পত্র পড়েন সমাদরে।
মুদভাঙ্গা পত্র রামা দেখিবারে পান   মায়ের[2] চরণে লিখেছে কোটী প্রণাম।
বার ছালা ধূনা আমি অঙ্গে পোড়াইনু   একাদশ বাণ[3] আমার অঙ্গে ভেঙ্গে গেনু।
মানাইতে নারিলাম ধর্ম কোন অপরাধে   নিজ সমাচার মাতা[4] লিখিবে ইহাতে।
এতেক দেখিয়া রামা কাঁদিতে লাগিল   নিজ সমাচার রামা পত্রেতে লিখিল।
পক্ষের গলায় পত্র বাঁধি বিদায় করিল   কাঁদিয়া সেনেরে কিছু বলিতে লাগিল।
সেনে কহিও অস্থি চর্ম আছে কলেবরে   কেবল রেখেছি প্রাণ লাউসেনের তরে।
আর দশ দিন যদি না দেখিব তারে   সেনে বলো[5] জননী মরিবে কারাগারে।
এতেক বলিয়া পক্ষে করিল বিদায়   বেগেতে উঠিয়া পক্ষী ময়নানগর পায়।
ছারখার হয়েছে দেশ রাজা নাই ঘরে   কোনখানে সেনের বাড়ী চিনিতে না পারে।
সেনের বাড়ীতে এক দাড়িম্ববৃক্ষ ছিল   সেই অনুসারে দুই পক্ষ ত বসিল।
কলিঙ্গাজননী বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে   কানড়া বলেন বুঝি প্রভু আইল ঘরে।
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া এলেন ধীরে ধীরে   পক্ষ দুটী দেখিয়া কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে।
কহ বাছা সারী শুক কহ প্রিয়বাণী   প্রভুর কুশল আগে বল দেখি শুনি।
কোন দেশে আছেন ময়নার গুণমণি   আছে[6] কিবা নাহি আছে বল দেখি শুনি।
মানাইতে নেরেছি মোরা রাজরাজেশ্বরে   তোমার প্রাণনাথ ধর্ম পূজে হাঁকন্দভিতরে।
সমাচার দিতে আমরা এসেছি দুই জন   কানড়া বলেন বাপু দেখ বিবরণ।
নব লক্ষ দলে আইল গউড়ের নড়বর[7]   চৌবেড়ে বেড়িল আসি ময়নানগর।
সাখা সুখা বার দলুই সমরে নিধন   বীর কালু কাটা গেল সত্যের কারণ।
তারপর রণে গেল কলিঙ্গা রাজরানী   রণে গিয়া প্রাণ দিল তোমার জননী।

---

১ অতি. রঞ্জার   ২ অতি. সেন   ৩ বান   ৪ মা   ৫ বো'লো   ৬ অতি. আরে
৭ নরবর

শুনিয়া কাঁদেন পক্ষ ছাড়িয়া নিশ্বাস   হরি হরি দৈবে মাতা হইল বিনাশ।
মুই অভাগিয়া মোরে বিধাতা করিল   এমন সময়ে[১] তোমা দেখিতে না পাইল।
চিত্রসেন পুত্রে মাতা ভূমে ফেলাইয়া   আমারে করিত কোলে তনয় বলিয়া।
এত বলে কাঁদে পক্ষ জননীর তরে   হেথা কানড়া লেখেন সব পত্রের উপরে।
লিখন পাইয়া পক্ষ হইল বিদায়   দুগ্ধ চিড়া কানড়া খাইতে দিল তায়।
যাইতে বেজায় হবে হাঁকন্দ ভিতরে   কিছু খাইয়া দুই ভাই যাও ধীরে ধীরে।
এত শুনি সারী শুক বলে রাম রাম   তিন বার মনে[২] করে ঠাকুরের[৩] নাম।
মায়ের শোকেতে প্রাণ যায় বিদরিয়া   কি করিয়া খাব বল এমন শুনিয়া।
কানড়া বলেন বাছা শুন মোর ঠাঁই   ধর্মসূত্র গলে তোমার[৪] ইথে দোষ নাই।
ধর্মসূত্র পরিত্যাগ করিবে যখন   তবে সে করিবে তার সপিণ্ডকরণ।
পক্ষ বলে সমাচার দিব সেনবীরে   তবে সপিণ্ডন করিব মায়ের গঙ্গাসাগরে।
নতুবা মায়ের শোক পাসরিতে নারিব   সেইখানে দুটি ভাই প্রাণ হারাইব।
বিদায় তোমার পায়ে হই এই ঠাঁই   জন্মের মত বিদায় হলাম আর দেখা নাই।
এতেক বলিয়া পক্ষ হইল বিদায়   গাইল[৫] হৃদয়রাম সখা চাঁদরায়॥

॥ বাচান ॥

সারী শুক পক্ষ গৌড় ও ময়নানগরের বিবরণপত্র লইয়া রাজা লাউসেনের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া পত্র দিয়া বলিতেছে,—এই পত্রেতে সকল জ্ঞাত হউন॥

গীত

ধুয়া। তাল

পক্ষ কহ না রে ও মধুর প্রিয়বাণী॥

॥ পয়ার ॥

কহ কহ সারী শুক কহ প্রিয়বাণী   কেমন আছেন মোর জনক জননী।
আছে কি বা নাই মাতা কহ বিবরণ   পক্ষ বলে পত্র পাঠ কর তপোধন।
মুদ ভেঙ্গে পত্র রায় পড়ে সমাদরে   দেখিয়া মায়ের দুঃখ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আকুল হইয়া শুধায় সংজাতগণ   কি কারণে কাঁন্দ রাজা কহ বিবরণ।

১ সময়েতে   ২ স্মরণ   ৩ ভগবানের   ৪ তোমাদের   ৫ অতি. ইহা

সেন বলে দুঃখের কি কহিব কথা কারাগারে উপবাসে মোর পিতা মাতা।
যত দিন এসেছি পশ্চিমউদয় দিতে অনাহারে কারাগারে মা সেই হইতে।
ক্ষুদ চাল কর্পূর তিন কড়া দেয় তারে পোতামাঝি কেড়ে খায় খরচের তরে।
ময়নাতে[১] মিষ্টান্ন খাওয়া নাহি যায় খুদ[২] পেলে কারাগারে প্রাণরক্ষা পায়।
তার পর মহারাজা দৃষ্ট দিয়া চায় ময়নার সমাচার দেখিবারে পায়।
নব লক্ষ দলে ছিল[৩] গৌড়ের নড়বর চৌবেড়ে বেড়িল আসি ময়নানগর।
শাখা শুখা বার দলুই সমরে নিধন বীর কালু কাটা গেল সত্যার কারণ।
ধন্য ধন্য ওরে কালু ডোমের নন্দন যেন ডোম হইয়া করিয়াছ সত্যার পালন।
দেশে যদি যেতে পাই পূজে মায়াধরে তোমারে জিয়াইব আমি নিরঞ্জনের বরে।
তার পর মহারাজা একদৃষ্টে চায় কলিঙ্গা[৪] সংগ্রামে মৈল দেখিবারে পায়।
মূছিত পড়িলা ভূমে ছাড়িয়া নিশ্বাস হরি হরি দৈবে প্রভু হইলে নিরাশ।
মরি[৫] যাই পক্ষ রে তোমার বালাই লইয়া কেমন সাহসে রণে গিয়াছিল সাজিয়া।
পুষ্পের ঘাত[৬] মেরেছিনু[৭] বাসরঘরে এখন বলিতে মোর অঙ্গ ব্যথা করে।
গুণের পদ্মিনী রামা ননীর পুতলী কেমন সাহসে প্রিয়া রণসাজে গেলি।
তাহা দেখি সংজাত করে মায়া মো[৮] কোলে নিল সামুলা আমিনী বুনপো।
কেন কান্দ লাউসেন ওরে বাপু ধন স্ত্রীর তরে শোক সাধু করে কোন জন।
শোক দূর কর বাপু পূজ দয়াল[৯] হরি দেশে গিয়া জিয়াইবে কলিঙ্গা বিদ্যাধরী।
তার অধিক যদি পাই পরম সুন্দরী তথাপি কলিঙ্গার গুণ পাসরিতে নারি।
চিত্রসেন বালা [তথা] আছে মোর ঘরে কেমনে বাঁচিবে শিশু কান্দি তার তরে।
শামুলা বলেন বাছা শোক ত্যজ দূরে তোমার জননী বাঁধা উদয়ের তরে।
উদয় হইবে পূজা কর দয়াল[৯] হরি দেশে গেলে জিয়াইব কলিঙ্গা বিদ্যাধরী।
কোন[১০] ধনে মানাইব ঠাকুর নিরঞ্জন কি[১০] করে পাইব মাসী কহ বিবরণ।
অবধানে শুন রে ময়নার তপোধন শতদল কমলে পূজা কর নিরঞ্জন।
শতদলে তুষ্ট হন দেব নিরঞ্জন বলিলে শত ভার আনিতাম তখন।
এক কমল দেখে এলাম কানাই বৃন্দাবনে দূর দেশে রহিল কমল পাইব কেমনে।
এক কমল দেখে এলাম তারাদীঘির নীরে আর কমল বিকায় কত আমার বাজারে।
কড়াকড়ি কমল বিকায় কত সেথা স্রোতে নদী বহে যায় কমল পাব কোথা।
শামুলা বলেন ওরে ময়নার মহাশয় অবধানে শুন বাছা সে কমল নয়॥

---

১ অতি. মা বলে ২ অতি. আজ ৩ এসেছিল ৪ কলিছা ৫ মরে ৬ আঘাত
৭. অতি. আমি ৮ মৌ ৯ দয়াময় ১০ অতি. আর

॥ বাচান ॥

শামুলার এই কথা শুনিয়া রাজা লাউসেন বলিতে লাগিলেন,—সে কি প্রকার কমল? সে কমল কোথায় পাওয়া যায়?

গীত

তাল। ঠুংরী বা তে ঠুঁকি

ধুয়া। তাই বল গো মাসী শতদল কমল কোথায় পাব গো॥

॥ পয়ার ॥

এক কমল দেখে এলাম কানাই বৃন্দাবনে   দূর দেশে রহিল কমল পাইব কেমনে।
এক কমল দেখে এলাম তারাদীঘির নীরে   আর কমল বিকায় কত আমার বাজারে।
কড়াকড়ি কমল বিকায় কত সেথা   স্রোতে নদী বহে যায় কমল পাব কোথা।
শামুলা বলেন ওরে ময়নার মহাশয়   অবধানে শুন বাছা সে কমল নয়।
দুই হস্ত বটে তোমার কমলের লতা   বক্ষঃস্থল বটে তোমার কমলের পাতা।
দুই পদ বটে তোমার কমলের মূল   মুণ্ড কাটি দেহ ধর্মে শতদল ফুল।
যত দেখ দুঃখ সুখ ললাটের লেখা   মন দৃঢ় হইলে দেবতার পায় দেখা।
জন্মবন্ধ্যা আছ মাসী সংসার ভিতরে   পুত্রের বেদন কিবা লাগিবে তোমারে।
আমার জননী যদি থাকিত এই স্থানে   কাহার যোগ্যতা বলি মরিবার কারণে।
শামুলা বলেন বাছা মরিতে ডরাও তুমি   বসে দেখ কুণ্ড করে আগে মরি আমি।
মরিবার তরে তবে সামুলা ত যায়   অন্তরে গোবিন্দপদ লাউসেন ধেওয়ায়।
আজি মরি কালি মরি এক লক্ষ্য[১] বৈ   জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নই।
চল রে সকল ভকিতা হাঁকন্দ সিনাব   জ্ঞান অজ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডাইব।
ধম্বুল যোগায় বায়েন হরিহর   বেত হাতে নাচেন দুর্লভ সদাগর।
হাঁকন্দ গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন   যথা হৈতে হইয়াছে গঙ্গার আগমন।
ত্রিধারার জল রাজা করিল বন্দনা   পবিত্র হইল যেন পাবকের সোনা॥

॥ বাচান ॥

ইত্যাদি প্রকারে রাজা লাউসেন ভক্তগণসঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া মা দুর্গার স্তব আরম্ভ করিলেন॥

---

১ লক্ষ

॥ স্তব ॥

কুলকুণ্ডলিনী কালরাত্রি কপালিনী   কমলা কুন্তলা কালী করালবদনী।
কার্ত্তিকজননী কামপ্রদা কাত্যায়নী   কটাক্ষে করুণা কর কলুষনাশিনী।
ফলসংহারিণী দুর্গা শিষ্টসুপালিনী   খাট কৈল খুল্লনার দুঃসহ সতিনী।
গোকুলে গিরিজাপূজা করে গোপীবৃন্দে   গোপনে কৃপায় তব পাইল গোবিন্দে।
ঘোরতরা রূপ তব ঘোষণা সংসারে   ঘন ঘন ডাকি দুর্গা পড়িয়ে দুস্তারে।
ঘটে অধিষ্ঠান হয়ে ঘুচাও যন্ত্রণা   ঘৃণা ত্যজি হীনজনের পূরাও কামনা।
চণ্ডিকা চামুণ্ডা চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী   চৌদিকে ফিরিয়া নাচে চৌষট্টি যোগিনী।
চিরদিন চিন্তামণি চিন্তা করে চিতে   চন্দনে চর্চিত জবা শ্রীচরণে দিতে।
ছার দুরাচার আমি কি জানি ভজনা   ছল করে পাছে দেবী না কর করুণা।
জয়ন্তী যামিনী জয়া যশোদানন্দিনী   যদুনাথ জন্ম হেতু জন্মিলা জননী।
জাহ্নবী হইয়া জানাইলে পারাবার   জনক সহিতে কৈলে জনার্দনে পার।
ঝগড়ায় সুরগণ ঝড়ের আমার   ঝটিতে ঝঞ্ঝনা নাদ করিলে সংহার।
টলমল যখন জলধি কালকূটে   টিকিতে নারিল দেবগণ সিন্ধুতটে।
টানাটানি ত্রিদশের প্রাণ দেখ ঈশ   টানিয়া লইল দেখ কালকূট বিষ।
ঠাঁই নাই রাখিবারে প্রবল গরল   ঠাহুরে হৃদয়ে শিব রাখিল সকল।
ডুবিয়াছি দুখের পাথারে মহামায়া   ডাকিতেছি জননী গো দেহ পদছায়া॥

ধম্বুল যোগান বায়েন হরিহর   বেত হাতে নাচেন দুর্লভ সদাগর।
সূর্যঅর্ঘ্য দিল সব সংযাত মেলি   সামুলা আমিনী দিল জয় হুলাহুলি।
জগতী নিকটে সবে দিল দরশন   বেষ্টিত হইয়া বসে ভকিতা বার জন।
মস্তকেতে ধুনা পোড়ায় ইছা রাণা হাড়ী   ধর্ম জয় বলে বাছা যায় গড়াগড়ি।
ধূপ ধুনা লইয়া রাজা জালিল[১] পাঁজলা   নৈবেদ্য আতব তণ্ডুল চিনি চাঁপাকলা।
সম্মুখে বসিল [তথা] কুলের ব্রাহ্মণ   পুলকে পূর্ণিত সেন করে নিবেদন।
যাও যাও ব্রাহ্মণ ভকিতা সবাই যাও দূরে   সমাচার কহিবে মোর জননীগোচরে।
পশ্চিমউদয় দিতে লাউসেন না পেরে   মায়ে বলো মৈল সেন নবখণ্ড করে।
আর প্রবোধ করিহ দেশের যত লোক   মায়ে বলো যেন [তিনি] না করেন শোক।
সংজাত বলে রাজা আমরা কেন যাব   তোমার কারণে মোরা[২] সবাই মরিব।

---

১ জালিল   ২ আমরা

যাও বাছা বেট্যা[1] কুক্কুর যাও তুমি ঘরে   প্রবোধ করিহ মোর জননীগোচরে।
বেট্যা বলে মহারাজা আমি কেন যাব   তোমরা মরিলে আমি আগুনে থাকিব।
তিন দিন বই যদি ধর্ম নাহি পাব   তোমাদের শোকে আমি তনু তেয়াগিব।
এতেক বলিল তবু কেহ নাহি গেল   ধর্ম পূজিতে রাজা লাউসেন বসিল।
যখন হাকন্দে আছে বার দণ্ড রাতি   হরি বল পূজায় বৈসে ময়নার অধিপতি ॥

॥ পূজারম্ভ ॥

গীত

ধুয়া।   হরি হে নারায়ণ গোবিন্দ রাম রাম ॥

॥ পয়ার ॥

যখন হাঁকন্দে আছে বার দণ্ড রাতি   হরি বল পূজায় বৈসে ময়নার অধিপতি।
যখন হাকন্দে আছে বার দণ্ড রাতি   মস্তকের কেশে রাজা ভেজাইল কাতি।
মস্তকের কেশ কাটি চামর ঢুলায়   তথাপি নিষ্ঠুর ধর্মের দয়া নাহি হয়।
যখন হাঁকন্দে আছে একাদশ দণ্ড রাতি   মালুইচাকি কাটি রাজা সাজাইল বাতি।
কড়িআঙ্গুল কাটি রাজা পলিতা যোগাইল   মস্তকের ঘৃতে সেন প্রদীপ জালিল[2]।
তথাপি নিষ্ঠুর ধর্মের দেখা না পাইল···
যখ[ন] হাঁকন্দে আছে দশ দণ্ড রাতি   নিজ জিহ্বা কাটিবারে লইলেক কাতি।
নিজ জিহ্বা কাটি রাজা নৈবেগু যোগায়   তথাপি নিষ্ঠুর ধর্মের দেখা নাহি পায়।
যখন হাকন্দে আছে নয় দণ্ড রাতি   দক্ষিণ বদনে রাজা ভেজাইল কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস যজ্ঞকুণ্ডে দিল   শুক্ল করবী হইয়া প্রভুর চরণে লাগিল।
যখন হাকন্দে আছে আট দণ্ড রাতি   বাম বদনে মহারাজা ভেজাইল কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের কির্ব[3] কুণ্ডে ফেলাইল   শ্বেতজবা হইয়া প্রভুর চরণে লাগিল।
যখন হাকন্দে আছে সাত দণ্ড রাতি   দক্ষিণ ভুজেতে রাজা ভেজাইল কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস যজ্ঞকুণ্ডে দিল   মল্লিকা হইয়া প্রভুর চরণে লাগিল।
যখন হাকন্দে আছে ছয় দণ্ড রাতি   বাম ভুজে ভেজাইল রাজা হীরাধার কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস যজ্ঞকুণ্ডে দিল   নবমল্লিকা হইয়া ধর্মের চরণে লাগিল।

১ বেট্যা   ২ জালিল   ৩ কির্ব্ব

যখন হাকন্দে আছে পাঁচ দণ্ড রাতি   দক্ষিণ বক্ষেতে রাজা ভেজাইল কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস যজ্ঞকুণ্ডে দিল   শতদল মল্লিকা হয়ে চরণে লাগিল।
যখন হাকন্দে আছে চারি[১] দণ্ড রাতি   বাম বক্ষে মহারাজ ভেজাইল কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস কুণ্ডে ফেলাইল   জোড়টগর[২] হইয়া প্রভুর চরণে লাগিল।
যখন হাকন্দে আছে তিন দণ্ড রাতি   দক্ষিণ উরুপত্রে রাজা ভেজাইল কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস কুণ্ডে ফেলাইল   জাতীপুষ্প হইয়া প্রভুর চরণে লাগিল।
যখন হাকন্দে আছে দুই দণ্ড রাতি   বাম উরুপত্রে রাজা ভেজাইল কাতি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস যজ্ঞকুণ্ডে দিল   যুঁইপুষ্প হইয়া ধর্মের চরণে লাগিল।
যখন হাকন্দে আছে এক দণ্ড রাতি   সবে হরি বল রাজা গলে দিল কাতি।
গলে কাতি দিয়া রাজা এক টান দিল   কাটা গেল সেনের মুণ্ড দুই খান হইল।
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড ধর্ম ধর্ম বলে   বাছা বাছা বলি বসুমতী তুলে নিল কোলে।
স্কন্ধের উপর মাথা দিতে প্রাণদান[৩] পাইল   প্রাণদান পেয়ে রাজা কহিতে লাগিল।
সেন বলে সামুলা মাসী করি নিবেদন   বসুতে পড়িয়া মুণ্ড না হয় মরণ।
এবার কাটা গেলে মুণ্ড রেখো তেকাঠা উপরে   তবে লাউসেন নাম লুকায় ভারতভিতরে।
এত বলি পুন রাজা দুই খান হলো   ধর্ম নাম বলিতে সামুলা বদনে হাত দিল।
সেই মুণ্ড লয়ে সামুলা তেকাঠায় রাখিল   শতদল কমল হয়ে প্রভুর চরণে লাগিল॥

নব খণ্ড হয়ে মলো রাজা রঞ্জার নন্দন   পুঁথি বুকে করে মৈল ব্রাহ্মণ সনাতন।
লাঠিতে ভর দিয়া মৈল ভকিতা বার জন   কুণ্ড করি শ্যামুলা আমিনী ত্যজিল জীবন।
শারী শুখ পক্ষ মৈল পিঞ্জরে করি ভর   ঢাকে কাটি দিয়া মৈল বাএন হরিহর।
ইছা রাণা হাড়ী[৪] মৈল কোদাল লয়ে বুকে   কপিলাসুন্দরী মৈল তৃণ করি মুখে।
সংঘাত সহিতে মৈল রাজা ময়নার ঠাকুর   দ্বার[৫] আগুলিয়া রহিল বেটুয়া কুকুর।
নিরঞ্জনের মায়া কহনে না যায়   ময়ূরভট্ট বন্দিয়া হৃদয়রাম গায়॥

সংজাত সহিতে রাজা লাউসেন মলো   একাকিনী হইয়া বেটা কাঁদিতে লাগিল।
কোথাকারে গেলি রে দুর্লভ সদাগরে   শ্যামুলার বচনে মলো লাউসেন বীরে।
আপনার বন্ধন মায়ের পায়ে দিয়া   বিদায় হইয়া আইলে উদয় লাগিয়া।
মহারাজা রয়েছেন হাকন্দ পানে চেয়ে   কতক্ষণে[৬] উদয় দিবেন লাউসেন ভেয়ে।

---

১ চার   ২ জোর-   ৩ অতি. সেন   ৪ হারী   ৫ দার   ৬ কতক-

উদয় না দেবে রাজা যদি প্রতিজ্ঞার দিনে রঞ্জা কর্ণসেন মরিবে দারুণ বন্ধনে।
কি করে বাঁচিবে ভাই অনুজ কর্পূর হায় হায় কি করিলে শ্রীধর্মঠাকুর।
ধর্ম ধর্ম বলে বেটা গড়াগড়ি যায় কাঞ্চনপাদুকা রাজার ভূমিতে লুটায়।
দেখিতে দেখিতে রাজার শুকাইল চাঁদমুখ রাজা বিনে[১] আমার বিদরে যায় বুক।
হায় হায় নিঠুর বড় দেব নিরঞ্জন এত হত্যা হইল প্রভু না করিলে মন।
তবে কেন এমন খলের পূজা করে এত হত্যা বলে দয়া না করিলে তারে।
আমি কাকে চিনি যাইব কার ঠাঁই আপনার গুণে উর[২] আপনি গোঁসাই।
লাউসেন রাজা মৈল পশ্চিমউদয় বিনু কেমন আনন্দে থাকিবেন তবে ভানু।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা আগে এ সব পাপ গিয়া কেন ভানুকে না লাগে।
এত বলি[৩] কাঁদে বেটা উর্দ্ধবাহু হয়ে ধর্ম বলে ডাকে সেনের মুখপানে চেয়ে।
হেথা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা হৈল এ সব পাপ ভানুর রথেতে লাগিল[৪]।
ধল ছিল রথখান কাল হয়ে গেল খান খান হয়ে রথ খসিতে লাগিল।
ভানু বলে এ মোর হইল প্রমাদ আচম্বিতে রথ গলে ভাবেন বিষাদ।
বুঝি কুঁইলা বলদ কেবা জোড়ে[৫] আগুহালে এই হেতু আমার বিমানখান গলে।
বুঝি দিবায় রমণ করে কেবা পরের সুন্দরী এই হেতু রথ নাহি চলে উদয়গিরি।
ধেয়ানে বসিয়া ভানু সকলি জানিল পশ্চিমউদয় বিনা লাউসেন মলো।
বিষম বুঝিয়া হইল ভানুর গমন ধর্মের নিকটে আসি দিল দরশন।
পূজার বেলায়[৬] তুমি হবে নিরঞ্জন হত্যার[৭] পাতকী আমি হব কি কারণ।
এত শুনি চিন্তিত হইল চক্রপাণি কেবা কোথা হত্যা হইল আমি ত না জানি।
পশ্চিমউদয় দিতে লাউসেন না পারে[৮] সংজাত সহিত মলো নবখণ্ড করে।
ঠাকুর বলেন কি বলিলে মরিল তনয় চল সেনে বাঁচাইব দিয়া পশ্চিমে উদয়।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর [সকল] বয়ে গেল তিন যুগে হেন কর্ম কেহ না করিল।
দেবতার সাধ্য যেবা কার্য নাহি হয় মানুষে কেমনে দিবে পশ্চিমে উদয়।
অন্য জনে বিষয় দেহ শুন ধর্মরাজ এমন বিষয়ে আমার নাই কোন কাজ।
বিষয় ত্যজি ক্রোধ করি ভানুদেব যায় ভক্তশোকে ভূমে পড়ি[৯] কান্দেন ধর্মরায়।
ভানুকে ফিরাইতে না পারেন দেবগণ এমন সময়ে আইল নারদ তপোধন।
নারদ বলেন সাবধানে বিচার কর[১০] তুমি প্রকারে ভানুকে ফিরাইয়া আনি আমি।

---

১ অতি. তোমা ২ উড় ৩ বলে ৪ নাগিল ৫ যোরে ৬ অতি. পূজা নেবার
৭ অতি. বল এত ৮ পেরে ৯ পড়ে ১০ করো

শুনিতে অপূর্ব কথা নিরঞ্জনের গুণ   শুনিলে না ছাড়ে লক্ষ্মী বাড়য়ে দ্বিগুণ।
ধর্মমঙ্গল গীত বড় অপরূপ   নারদের ক্রন্দন শুন এ বড় কৌতুক।
নিরঞ্জনের চরণে মজুক নিজ চিত   রচিল হৃদয়রাম ধর্ম হরষিত ॥

॥ নারদকীর্তন ॥

এ স্থখ নারদের মহিমাগুণ গায়   রাম রাম বলে বীণা বাজায় ॥

গীত

ধুয়া। তাল ঠুংরী

গুণ গায় নারদমনি কি বীণাতে রে ॥
গুণ গায় বিনা পায় ঢুলু ঢুলু চলি যায়।
তান তোলে করতালি দিয়ে কি বীণাতে রে[১] ॥

॥ পয়ার ॥

আইল নারদমুনি স্থরপুর হইতে   হাতে বীণা কৃষ্ণগুণ গাহিতে গাহিতে[২]।
যে পথে ভান্থদেব যায় নিজাগারে   সেই পথে দাঁড়াইল নারদমুনিবরে।
আপনার জটা ঐমুনি এলাইল   বেনাবনে বাঁধি জটা কদলী নাগাইল।
পথরেণু গায়ে ধূলা নারদ মাখিল   কাটার আঁচড় গুটিক অঙ্গে ধরাইল।
বিন্দু বিন্দু ঠাঁই ঠাঁই রুধির পড়য়ে   যুগললোচনে ধারা মুখে কৃষ্ণ গেয়ে।
এত মায়া করি নারদ পড়িয়া রহিল   ভান্থ আসি দেখি তারে কাঁন্দিতে লাগিল।
একে ত বিধর্ম হতে এলাম পলাইয়া   মহামুনির শাস্তি এমন কে করিল আসিয়া।
বুঝিতে না পারে ভান্থ এ কেমন ধর্ম   কোন মূর্খ আসিয়ে করেছে এমন কর্ম।
ইহারে এমনে রেখে যদি যাই ঘরে   তবে ব্রহ্মহত্যার পাপ আসি বেড়িবে আমারে।
এত দয়া করে ভান্থ বন্ধন এলাইল   লাফ দিয়া[৩] উঠে নারদ কোমরে ধরিল।
নারদ বলেন বেটা ভান্থ ভাস্করে   স্তব ভঙ্গ করিলি মোর কিসের প্রকারে।
আপনার শাস্তি আমি আপনি করিয়া   বেনাবনে কৃষ্ণ ভজি একান্ত হইয়া।

---

১ বিনাতেরে   ২ গাইতে-   ৩ দিয়ে

মোর দুঃখ দেখিয়া যখন আসিবেন নারায়ণ স্তব ভঙ্গ করিলি হারালাম জনার্দন।
ইহার উচিত ফল ধরাব তোমারে অবশ্য শাঁপিব নহে কৃষ্ণ দেহ মোরে।
ভানু বলে ভাল করিতে কপালে এমন হলো বেনাবনে কৃষ্ণ আছে এতদিনে শুনাইল।
নারদ বলে জান না বেনাবনে কৃষ্ণ নাই বিচার[১] করিব ইহার ধর্মরাজের ঠাঁই।
ভানু বলে ক্রোধ করে এসেছি গোঁসাই প্রতিজ্ঞা কর তবে যাব তাঁর ঠাঁই।
প্রতিজ্ঞার বচনে হারিবে যেই জন তারে পশ্চিমউদয় দিতে হবে তপোধন।
এত শুনি নারদ বলেন ভাই ভাই ধর্মের দোহাই বাপু আমি ইহা[২] চাই।
কোমরাকোমরি করিয়া চলিল দুই জন গাইল[৩] হৃদয়রাম গোবিন্দনন্দন॥
ময়ুরভট্ট দ্বিজ বন্দ গুণের সাগর গাইল[৩] হৃদয়রাম ধর্মের নফর॥

॥ বাচান ॥

ভক্তশোকে কাঁন্দি ধর্ম গড়াগড়ি যায় কোমরাকোমরি করি দুই জনে দাঁড়ায়।
শোক দূর করহ ঠাকুর নিরঞ্জন আমাদের বিচারে আপনি দেহ মন।
বীণাযন্ত্র[৪] লৈয়া গান গোলোকেতে[৫] কৈলাম সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দেখা না পেলাম।
জলে ডুবে তপস্যা অনেক করিলাম সেই স্থানে গোবিন্দের দেখা নাহি পেলাম।
এত রূপে ভজি কৃষ্ণচন্দ্রে নাহি পাই কৃষ্ণ অনুরাগে বড় মনে দুঃখ পাই।
আপনার শাস্তি আমি আপনি করিয়া বেনাবনে কৃষ্ণ ভজি একান্ত হইয়া।
মোর দুঃখ [জানি] সেই প্রভু নারায়ণ কৃপা করিতে আসেছিলেন[৬] লক্ষ্মী জনার্দন।
যখন ঠাকুর আমি পাব দরশন স্তব ভঙ্গ করিলেন হারাইলাম নারায়ণ।
ভানু বলেন শুনহ ঠাকুর নিরঞ্জন বেনাবনে আছেন তিনি কেমন নারায়ণ।
দারুণ বন্ধনে এহার[৭] বিদরে জীবন এত নাহি জানি তাই ঘুচাইলাম বন্ধন।
ভাল করিতে আমার কপালে এমন হলো বেনাবনে আছেন কৃষ্ণ শুনা[৮] গেল।
গোঁসাই বলেন বাছা না বলো এমন ভক্তের অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভজ রে ভজ রে ভাই ভজনে নাই বাদ যে যেমন[৯] রূপে ভজে তার তেমনি প্রসাদ।
যে জন যেখানে ভজে [ভজে] যে যে স্থানে সেই[১০] রূপে দেখা দিতে পারেন নারায়ণে।
জলে স্থলে পাতালে কৃষ্ণ অভিলাষে অবধানে কহি শুন ধ্রুব ইতিহাসে।
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয় কৃষ্ণ ভজিবারে বনে লইল আশ্রয়।

১ অতি. চল ২ উহাই ৩ অতি. ইহা ৪ বিনা- ৫ গোলকেতে ৬ আসিতেছিলেন
৭ উহার ৮ অতি. এত দিনে ৯ অতি. বা ১০ অতি. তারে

অগ্নিতে ডুবিয়া ধ্রুব তপস্যা করিল অগ্নিতে যাইয়া কৃষ্ণ ধ্রুবে রক্ষা কৈল।
অগ্নিতে[১] ডুবিতে যখন পারেন নারায়ণে নারদের[২] তরে বেনাবনে আসিব[৩] না কেনে।
সর্বত্রে জয় হয় যার কৃষ্ণে অভিলাষ আর[৪] কিছু কহি শুন পুরাণ ইতিহাস।
হিরণ্যকশিপু ছিল দৈত্যের ঈশ্বর তার ঘরে জন্ম নিলেন প্রহ্লাদকুমার।
শিশুকাল হৈতে শিশু কৃষ্ণগুণ গাই পড়িবারে দেয় শিশু ব্রাহ্মণের ঠাঁই।
যত কিছু ব্রাহ্মণ পড়ান শিখায় না[৫] পড়িয়ে না শুনিয়ে গোবিন্দ ধেওয়ায়।
এক দিন রাজা বলে কি পড়িলে কুমার প্রহ্লাদ বলেন সত্য রাম দামোদর।
মিছা মায়ায় বদ্ধ পিতা গোঁয়ায় সকল কেবল পড়ি আমি ভকতবৎসল।
রিপুনাম দৈত্যরাজা শুনেন শ্রবণে প্রহ্লাদে বধিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে।
পুত্র রিপুনাম করে সদা সর্বক্ষণ সত্বরে বধিয়া আন প্রহ্লাদ নন্দন।
প্রহ্লাদে বধিতে সবে নানা উপায় করে নানা অস্ত্র গায় ভাঙ্গে তবু নাহি মরে।
হস্তী আনাইয়া প্রহ্লাদের বুকে দিল দণ্ড তাহে মরণ এড়াই[৬] শিশু স্মরিয়া অনন্ত।
পর্বত উপরে বাঁধি ফেলাইল ঠেলি তাহে মরণ এড়াই[৬] শিশু রাম নারায়ণ বলি।
কোন মত প্রকারে প্রহ্লাদ নাহি মৈল বুকে শিলা বাঁধি শিশুর সাগরে ফেলিল।
সবে বলে নাই এবার প্রহ্লাদ ডুবে মৈল প্রহ্লাদের জননী শুনি ধাইয়া আইল।
হাহাকার করিয়া কাঁদেন সব লোক প্রহ্লাদের জননী কাঁদে পেয়ে বড় শোক।
কোথাকারে গেলি রে প্রহ্লাদ গুণমণি কি করে বাঁচিবে তোর অভাগা জননী।
ধূলায় লুটায়ে কাঁদে প্রহ্লাদের জননী কৃষ্ণশোকে[৭] কাঁদে হেথা যশোদা রোহিণী।
জলের ভিতরে শিশু আসন করিয়া ঠাকুরের নিজ মূর্তি হৃদয়ে ধরিয়া।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা গলে সেই মূর্তি ধ্যান করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
ভক্তের কারণে হরি ডুবিলেন জলে প্রহ্লাদ করিতে কোলে পাথর ভাসে জলে।
শিলা ছিল ভেলা হইল সাগরের জলে প্রহ্লাদ বসিয়া তাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
পুরাণ ইতিহাস শুন কত কহিব আর স্ফটিকের[৮] স্তম্ভে হইল নৃসিংহ অবতার।
প্রহ্লাদের তরে এত রূপ নারায়ণে[৯] নারদের তরে বেনাবনে আসিবে[১০] না কেনে।
প্রতিজ্ঞাবিচারে বাছা হারিলেন নিশ্চয় তোমাকে করিতে হইল পশ্চিমে উদয়।
ভানুদেব বলে প্রভু বুঝিলাম উচিত[১১] নিশ্চয় জানিলাম সব তোমার চরিত।
বুঝিলাম সকল কথা শুন ধর্মরায় পশ্চিমমুখেতে মোর রথ নাহি যায়।

১ অতি. দেখ ২ অতি. তবে ৩ আসিবেন ৪ আরও ৫ অতি. সে ৬ এরাই
৭ অতি. যেমন ৮ স্ফুটিকের, অতি. দেখ ৯ নারায়ণের ১০ আসবেন ১১ চরিত

গোসাঞ বলেন বাপু রথ ফিরাও তুমি   সেনের লাগিয়া রথের কাছি টানি আমি।
হনুমান বলে কি চিন্তা কর তার   বীর হনুমান হেন নফর যাহার।
তোমার শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি আমি পায়   রথখান[১] মাথায় করে হাকন্দ চলি যায়।
গোসাঞ বলেন বাছা ন বল এমন   সূর্যের তেজ সহিতে পারয়ে কোন জন।
হনুমান বলে বাবা তুমি সব জান   উহার যতেক শক্তি মন দিয়া শুন॥

॥ ত্রেতায় রাম অবতারের কথা॥

গীত। তাল তেতালা

॥ ধুয়া ॥

হেই রে রাম নাম কে আনিল রে।   ব্রহ্মার দুর্লভ রাম নাম কে আনিল রে॥

॥ পয়ার ॥

রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন   যে নাম শ্রবণে হয় পাপ তাপ বিমোচন।
রাম নাম বলিয়ে যেবা পথে চলি যায়   পথের কাঁটা ঘুচান রাম বাজয়ে ভক্তের পায়।
রাম রাবণেতে যখন প্রলয় হইল রণ   শক্তিশেলে পড়েন যবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ পড়িল শেলে লোটায়ে ধরণী   কি হইল কি হইল বলি ধায় রঘুমণি।
লক্ষ্মণ পড়িল শেলে কপিগণ বলে   ধেয়ে গিয়ে রামচন্দ্র ভাই নিল কোলে।
ভাই কোলে করিয়া কাঁদেন ভগবান   বিশল্য আন গা হনু বলে জাম্বুবান।
শুনিয়া ত্বরায় হইল আমার গমন   রাত্রি প্রভাত হৈলে লক্ষ্মণের মরণ।
রাবণের আদেশ ঐ সূর্যঠাকুর পেয়ে   উদয়গিরি উদয় করিতে যাইছেন ধেয়ে।
আমি বলি ঔষধে কোন প্রয়োজন   রাত্রি প্রভাত হৈলে[২] লক্ষ্মণের মরণ।
জিজ্ঞাসা করিতে নাম কহিলেন ভানু   আমি বলি আরে ভাই মোর নাম হনু।
মিতা বলি সম ভাষা করিলাম দুই জন   আসি দেহ মিতা [তুমি] প্রেমআলিঙ্গন।
মিতা বলি কোলাকুলি করিলাম সেইকালে   সাতঘোড়ার রথ সহিত রাখিলাম বগলে।
সাত দিন এক রাত্র করিলাম তখন   ঔষধ আনিয়া বাঁচাই ঠাকুর লক্ষ্মণ।
জয় দিল বানরগণ লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ   তবে সূর্যঠাকুর[৩] পেয়েছে পরিত্রাণ।

১ অতি. তবে   ২ অতি. হবে   ৩ অতি. ঐ

এতেক শুনিয়া গোসাঞ হনুকে নিল কোলে   এক লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে।
তোমার গুণের কথা কি কহিব আর   সাগর বাঁধিয়া কৈলে জানকীউদ্ধার।
যে রূপে রাখিলে সীতা রামের ঘরণী   সেই রূপে রাখ বাছা ময়নার গুণমণি ॥

গীত সমাপ্ত

॥ বাচান ॥

এতেক বলিয়া ভানুর রথ ফিরাইল   রথের কাচি টানি বীর হনুমান চলিল।
গোসাঞ বলেন আইস যত দেবগণ   হাকন্দে যাইব সবে উদয় কারণ।
হংসে ব্রহ্মা চলিলেন গরুড়ে নারায়ণ   বৃষ আরোহণে চলিলেন পঞ্চানন।
হরিণের পৃষ্ঠে উনপঞ্চাশ পবন   মক্ষিকা বাহনে বরুণ করিল গমন।
শ্বেতকাকে চাপিয়া চলিল সরস্বতী   মকর বাহনে চলিল গঙ্গা ভাগীরথী।
মূষিক বাহনে যান দেব গণপতি   সিংহবাহিনী দেবী শার্দূলে পার্বতী।
ময়ূরে চাপিয়া যান কার্ত্তিক কুমার   মনুষ্য বাহনে যান ধনের[১] ঈশ্বর।
মহিষ বাহনে যম আইল শীঘ্রগতি   ঐরাবত বাহনে আইলা শচীপতি।
স্বর্গলোক গন্ধর্বলোক লোকপতি যত   পশ্চিমউদয় দিতে হাকন্দে উপনীত।
অস্তগিরির নিকটে আসি একদৃষ্টে চায়   আগুলে রহেছে বেটা দেখিবারে পায়।
দেবগণ[২] বলে শুন পতিতপাবন   কুক্কুরে কেমনে সবে দিব দরশন।
কুক্কুরে খেদারিয়া দেহ রাজরাজেশ্বরে   বাঁচাইয়া দিব তোমার লাউসেন বীরে।
যা বলিলে তায় বটে মোর মনে লয়   কুক্কুরে কেমনে আগে হইব সদয়।
কুক্কুর খেদারিতে মায়া করে যুগপতি   গাইল হৃদয়রাম[৩] ক্ষুরূলে যার স্থিতি ॥

বনমধ্যে মায়ামণ্ডপ করিল সৃজন   চারি মেঘে আজ্ঞা দিল প্রভু নিরঞ্জন।
শিলাবৃষ্টি কর গা গিয়া বেট্যার উপর   কাতর হৈয়া পলায় মণ্ডপ ভিতর।
বেট্যায় মণ্ডপ বেড়ি হইবে বরিষণ   আমি গিয়ে বাঁচাইব রঞ্জার নন্দন।
ধর্মআজ্ঞা পেয়ে চলে মেঘ চারি জন   বেট্যার উপরে করে শিলা বারি বরিষণ ॥

১ ধর্মের   ২ দেবতারা   ৩ হৃদয়ে-

গীত। তাল

॥ ধুয়া ॥

কালিয়া মেঘে কৈল অন্ধকার রে। মেঘ দেখে লাগে ভয় না জানি কি হয় ॥

॥ পয়ার ॥

ঈশানে[১] উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর উত্তরপবনে মেঘ করে দুরদুর।
দুদু্র শব্দে করে মেঘের গর্জন হারা কোণ চাপিয়া উড়িল চারি জন।
হুড়হুড় ডাক ছাড়ে দুদু্র শিল যুবতীর টাটের খসিয়া গেল খিল।
বেট্যার উপরে শিলা পড়য়ে নির্ঘাত কত ঠাই যুবতীর গর্ভ হৈল পাত।
চারিপানে চায় বেট্যা নাহি পায় দিসা কাতর হৈল বেট্যা দেখে ঘোর নিশা।
দুদু্র করি শিল পড়ে তার গায় সহিতে না পারে বেট্যা চারিপানে চায়।
শিলাঘাত খাইয়া বেট্যা মনেতে ভাবয় মণ্ডপ রয়েছে বনে দেখিবারে পায়।
বেট্যা বলে প্রাণ রাখি মণ্ডপভিতরে বৃষ্টি গেলে আগুলিব লাউসেন প্রভুরে।
এতেক বলিয়া বেট্যা কাতর হইয়া সেনকে রাখিয়া বেট্যা যায় পলাইয়া।
পা চারি যাইয়া বেট্যা ফিরে পুন চায় সোনার শরীর পড়ে দেখিবারে পায়।
বেট্যা বলে যদি যাব মণ্ডপভিতরে পাছে মহারাজে ছোয় শৃগাল কুকুরে।
আজ মরি কাল মরি এক লক্ষ্য[২] বই জনমিলে মরণ আছে এড়াবার নই।
থাকিয়া সেনের ঘরে খেয়েছি লবণ বিপদ সময়ে কেন ছাড়িব এক্ষণ।
সেনে আগুলিয়া মরিব এই বার তবে আমি পরকালে সত্যে হব পার।
এতেক বলিয়া বেট্যা নাহি পলাইল সেনকে আগুলিতে বেট্যা পুন ফিরি আইল।
দুদু্র করি শিলা পড়িতে লাগিল শিলার আঘাতে বেট্যা নাহি পলাইল।
শিলা খাইয়া বেট্যা চারিপানে চায় আসনে পাদুকা আছে দেখিবারে পায়।
বেটা বলে বাবার পাদুকা আছয়ে নিকটে তবে কেন মরি আমি বিষম সঙ্কটে।
দুই হাতে করিয়া ধর্মের পাদুকা তুলি নিল মাথায় করিয়া পাদুকা পূর্ব মুখে[৩] বসিল।
হেথা দুদু্র করি শিলা পড়ে বেট্যার গায় বেট্যা বলে প্রাণরক্ষা কর ধর্মরায়।
গায়েতে[৪] পড়িয়া শিলা ভাঙ্গি ভাঙ্গি যায় বেট্যারে[৫] না বাজিয়া বাজে আনে[৬] ধর্মের কৃপায়।
বৃষ্টি হৈল মেঘ অতিশয় প্রচুর বেট্যা বলে প্রাণ রাখ শ্রীধর্মঠাকুর।

১ ঈশানে ২ লক্ষ ৩ মুখেতে ৪ অতি. হেথা ৫ বেট্যায় ৬ আর

আর বৃষ্টি হইও না বলেন গোসাঞ বেট্যার সমান ভক্ত কেহ মোর নাই।
এত শুনি মেঘ সব গেল নিজালয় গোসাঞ চলিলা বেট্যায় হইতে সদয়।
কত মায়া জানেন ঠাকুর মায়াধরে রাক্ষস ব্রাহ্মণ বেশে আইলা ধীরে ধীরে।
ধন্য ধন্য ওরে বেট্যা তোমার জীবন এতগুলা মরা তুই করিলি ভক্ষণ।
তোমার তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাই এতগুলা মরা তোরে দিয়েছেন গোসাঞ।
একাদশী করে আছি রাক্ষস ব্রাহ্মণ একটি মরা দেহ ভাই করি গা ভোজন।
বেট্যা বলে মরা মরা বল না ব্রাহ্মণ মরা নয় এইগুলি ধর্মরাজের ধন।
সংজাত সহিত মৈল নবখণ্ড হইয়া আগুলিয়া রয়েছি আমি ধর্মমুখ চেয়া।
তিন দিন বই যদি ধর্ম নাহি পাব ইহাদের শোকেতে হেথা আমিও মরিব।
একটি মরা বলে কেন চাও বারে বারে পরশু এস সবগুলা[১] খাবে একত্তরে।
গোসাঞ বলেন ক্ষুধায় মরি চলে যেতে নারি হের শুন ওরে বেট্যা যুক্তি একটি করি।
কোনখানে শুনিয়াছ বিষম ধর্মের কথা বল দেখি ধর্মরাজের ঘর বটে কোথা।
কোনখানে আছেন ধর্ম নিরঞ্জনে মানুষগুলা[১] মরেছেন তিনি আসিবেন[২] কেনে।
বৃথা পচাও কেনে কার মুখ চায় সদ্য আছে এস দুই জনায় খায়।
সেন মরা বলিতে বেট্যার ক্রোধ হইল কোপান্বিত হৈয়া বেট্যা বলিতে লাগিল।
বারে বারে মরা মরা বল না সেন বীরে পলাইয়ে যাবি কোথা কামড়াইব[৩] তেড়ে[৪]।
এতেক বলিয়া বেট্যা বিকট মূর্তি ধরে অন্তরে ডরাইলা প্রভু রাজরাজেশ্বরে।
গোসাঞ বলেন মোরে না চেনে এখন কামড়াইতে পারে জানি কুকুরের মন।
মায়া ছাড়ি দূরে গেল পড়িল আরং গোসাঞ দিতেছে হেথা পরিচয় তরং।
ধন্য ধন্য ওরে বেট্যা তোমার জীবন ধন্য খাইয়াছ তুমি সেনের লবণ।
মনোনীত বর রে মাগিয়া লও তুমি তোমারে সদয় হইলাম ধর্মরাজ আমি।
হাসিতে লাগিল বেট্যা শুনিয়া বচন রাক্ষস হইয়া চাও হইতে নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা আদি দেব যারে না পায় ধেয়ানে হেন ধর্ম হইতে তোমার সাধ গেল মনে।
গোসাঞ বলেন বাছা বর মাগ তুমি ভক্তের দিব্য রে নিরঞ্জন [বটি] আমি।
এমন বচনে প্রত্যয় নাহি হই নিজ রূপ হও যদি দেখিবারে পাই।
কোন রূপ হব বাপু কোন অবতারে কোন রূপ দেখিতে চাও বল দেখি মোরে।
বেট্যা বলে দেখি নাই শুনেছি শ্রবণে চতুর্ভুজ রূপ আমি দেখিব নয়নে।
গোসাঞ বলেন বাছা বিমুখ হও তুমি চতুর্ভুজ রূপ হৈয়া সদয় হই আমি।
কুকুর বলে ব্রাহ্মণ করি নিবেদন এতক্ষণে করিলে বুঝি পলাইবার গণ[৫]॥

১ -গুলো ২ আসবেন ৩ কামড়াব ৪ তেরে ৫ গোন

গীত

ধুয়া। তাল

ওহে দীননাথ ঐ রাঙ্গা চরণ বিনা আমি আর কিছু জানি না হে ॥

॥ পয়ার ॥

ভক্ত বলিয়া প্রভু যদি আছে দয়া দুখানি চরণে ধরি দেহ পদছায়া।
লাফ দিয়া ধরে বেট্যা দুখানি চরণ চতুর্ভুজ হইলেন ঠাকুর নিরঞ্জন।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাধারী শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে পীত বসন পরি।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা হইলেন নারায়ণ যে রূপেতে শঙ্খাসুরে করিলেন নিধন।
গোসাঞ বলেন বেট্যা এই দেখ চায় চতুর্ভুজ রূপ হরির দেখিবারে পায়।
একদৃষ্টে প্রভুর রূপ দেখিলা সকল বেট্যা বলে ধন্য মোর জনম সফল।
মূর্ছিত হৈয়া বেট্যা পড়ে ভূমিতলে পূর্ণব্রহ্ম হৈয়া প্রভু তুলে নিল কোলে।
চেতন পাইয়া বেট্যা প্রভুর গোচর ঠাকুর বলেন বেট্যা মাগি লহ বর।
বেট্যা বলে গোসাঞ আমি মাগি[১] এই বর আমাকে তুলসী কর রাজরাজেশ্বর।
গোসাঞ বলেন হৈল অপরূপ কথা কুক্কুর হৈতে চাই তুলসীর পাতা।
গোসাঞ বলেন বেট্যা করহ শ্রবণ নীচ হৈয়া তুলসী হতে চাও কি কারণ।
রাজা[২] মেরে রাজা করি সংসার ভিতরে রথে[৩] চাপ লয়ে যায় গোলোকনগরে[৪]।
আছিলাম রাজা আমি পুরন্দর দেশে শিবের শাঁপে কুক্কুর আমি হয়েছি বিশেষে।
এমন বরেতে আমার নাহি কোন কাজ চাঁপা[৫] নাগেশ্বর মোরে কর ধর্মরাজ।
পুষ্পবর যদি মোরে না দিবে গোসাঞ সেনকে[৬] বাঁচাইতে আমি ছেড়ে দিব নাই।
ইঙ্গিতে বুঝিলেন প্রভু কুকুরের মন দুষ্ট[৭] সরস্বতী জিহ্বায় বসাইলে তখন।
সরস্বতা বসি তার জিহ্বার উপর হাকন্দে[৮] আকন্দ কর রাজরাজেশ্বর।
গোসাঞ বলেন যাও তোরে দিলাম বর আকন্দ হৈয়া থাক সংসার ভিতর।
বেট্যা বলে কেমন প্রভু বর দিলে তুমি ক্ষণেক দাঁড়াও গোসাঞ দেখে আসি আমি।
আকন্দপুষ্পের বনে একদৃষ্টে চায় আপনার নিজরূপ দেখিবারে পায়।
উর্দ্ধে দুটি কাণ দেখে বাঁকা লাঙ্গুল ভাল বর দিয়াছেন মোরে শ্রীধর্মঠাকুর।

১ মাগী ২ অতি. বল ৩ অতি. নয় ৪ গোলক- ৫ অতি. নয় ৬ অতি. তবে
৭ দুষ্ট ৮ অতি. বলে

মনোনীত বর দিলে রাজরাজেশ্বরে বল দেখি কোন দেবে পরিবে[১] আমারে।
শিবের শাপে কুকুর হৈলে ভজিতে ত্রিলোচন আকন্দ[২] হৈয়া পাবে শিব দরশন
চৈত্র মাসেতে যেবা শিবের ব্রত করে শিবের ভক্ত হৈয়া তোমায় দেখিবে নজরে।
নজরে দেখিয়া যেবা তোমায় নাহি দিবে গোহত্যার পাতকী সেই ভুকিতা হইবে।
পাঁশকুড়ের কুকুর তুমি অনেক বুদ্ধি পাবে আড়াই পা গেলে তুমি সকল ভুলে যাবে।
এতেক বলিতে হৈল বেট্যার জনম মোক্ষণ শরীর ত্যজিয়ে গেল গোলোকভুবন[৩]।
নিরঞ্জনের চরণে মজুগ নিজ চিত গাইল শ্রীহৃদয়রাম ধর্ম হরষিত ॥
হৃদয়রামচরণ হৃদে করিয়ে ধারণ অমনি দয়া জনার্দনে করুন নারায়ণ ॥

॥ বাচান ॥

অনাথবান্ধব প্রভু দেব নিরঞ্জন বেট্যার জনম হরি করিলা মোক্ষণ।
অস্তগিরির ঘাটে রৈইল যত দেবগণ সেনে বাঁচাইতে চলিলেন নিরঞ্জন।
যেখানে মরেছে রাজা নবখণ্ড হৈয়া কাঁদিতে লাগিল ধর্ম ভক্তেরে দেখিয়া।
মরে যায় ভক্ত রে তোমার বালাই লৈয়া কলিযুগে[৪] মৈলে এমন নবখণ্ড হৈয়া।
কাঁধের উপর মাথা দিয়ে পদ্মহাত বুলাইল একে একে যত কাটা সব জোড়া গেল।
জল তুলসী লৈয়া ধর্ম মারিল আছড়া[৫] মরেছিল লাউসেন দিল পাশমোড়া[৬]।
পুনঃ মন্ত্র পড়ি ভগবান মারিল আহুর্বাণ সবে হরি বল সেন পাইল প্রাণদান।
প্রাণদান পাইল রাজা ময়নার রায় সেনকে পরাইতে[৭] গায়েনে কাপড় চায়।
প্রাণদান পাইয়া রাজা চারিদিকে চায় অন্তর্ধ্যান হলেন প্রভু দেখা নাহি পায়।
সেন বলে আমারে বাঁচাইল কোন জন বাঁচাইয়া বাম হৈল কিসের কারণ।
এ ছার জীবনে মোর কোন প্রয়োজন মাতা পিতা বন্ধনে আছেন দুই জন।
এত মনে করি রাজা মরিবারে যান বাহু পসারিয়া[৮] আগে দাঁড়ান ভগবান।
মরিবারে যাও কেন বর মাগ তুমি অনেক দুঃখেতে তোমায় বাঁচাইলাম আমি।
সেন বলে কে বট চিনিতে না পারি গোসাঞ বলেন আমি দয়াময় হরি।
সেন বলে কহিবারে অন্তরে ডরাই নিজ রূপ বিনা প্রত্যয় নাহি যায়।
কোন রূপ হব বাপু কোন অবতারে সেই রূপ হৈয়া বাছা দেখা দিব তোরে।

১ পড়িবে ২ অতি. যাও ৩ গোলক- ৪ অতি. যেন ৫ আছরা ৬ -মড়া
৭ পড়াইতে ৮ পাসরিয়া

সেন বলে দেখি নাই শুনেছি শ্রবণে   জ্যোতির্ময় রূপ আমি দেখিব নয়নে।
চারি যুগের বর্ণ মূর্ত্তি যদি দেখিবারে পাই   মনোনীত বর মাগি লব তোমার ঠাই।
ভক্তাধীন গোসাঞ ভক্তের কারণ   চারি দিকে চারি মূর্তি হৈলেন নিরঞ্জন ॥

গীত

ধুয়া। তাল

মরি হেই রে ও রূপ সজল জলদ রূপ রে।   এমন রূপ ত কোথায় দেখি নাই রে ॥

॥ পয়ার ॥

পূর্ব্বেতে হৈল বর্ণ অগ্নির সমান   পশ্চিমে হৈল বর্ণ হেম দশ বাণ।
উত্তরে হৈল বর্ণ কালিয়া সমান   দক্ষিণে হৈল বর্ণ নবঘনশ্যাম।
জ্যোতির্ময় রূপে ধর্ম সেনেরে[১] সদয়   দর্শন করেন রূপ ময়নার মহাশয়।
চারি যুগের রূপ হরির দেখিল সকল   সেন বলে হৈল মোর জনম সফল।
রূপ দেখি মূর্ছিত হয়ে পড়িল ভূমিতলে   বাছা বাছা বলি ধর্ম তুলে নিল কোলে ॥

॥ লাউসেন কোলে করিতে হৈলে নিম্নোক্ত[২] কয়েকটি পদ গান করিতে হয় ॥

সেন কোলে করি ধর্ম চারিপানে চায়   কার কোলে দিব পুত্র ভাবেন ধর্মরায়।
বলিতে লাগিল ঠাকুর যুগপতি   যেবা কোলে নিবে সেই হইবে পুত্রবতী।
এতেক বলিয়া ভাবেন ভগবান   ভক্তজনা উপস্থিত দেখেন বিদ্যমান।
ইহার বাসনা পূর্ণ করিবে প্রভু তুমি   তোমায় ধ্যান করি কোলে সেন দিলাম আমি।
মনোরথ পূর্ণ কর আগে হৈয়া হরষিত   মনোরথ পূর্ণ হৈলে মানস একপুথি গীত।
অতএব ধর্মগীত শুন সর্বজন   সবে আজ্ঞা কর সেন করি সমর্পণ।
পুত্রবর দেন এরে ধর্ম মহাশয়   হুলাহুলি রামাগণ দেয় জয় জয়।
মাগে বাছা লাউসেন মাগি লও বর   যে বর মাগিবে তাহা পাইবে সত্বর।
লাউসেন বলে প্রভু মাগি এই বর   পশ্চিমউদয় দেহ রাজরাজেশ্বর।
সেনের বচন শুনি বলেন গোসাঞ   আর কিছু মাগ বাছা উহা হবে নাই।
সেন বলে যদি উদয় না দিবে ধর্মরাজ   নিবেদন করি আমার বরে নাই কাজ।

---

১ সেনের   ২ নিম্নক্ত

আপনার বন্ধন মায়ের পায়ে দিয়া হাঁকন্দে পূজিলাম ধর্ম উদয় লাগিয়া।
বড় সাধ করে লোক পিণ্ড দানের তরে অভাগার মাতা বান্ধা উদয়ের তরে
আগম নিগম যত শুনিল পুরাণে মায়ের সমান গুরু নাই ত্রিভুবনে।
এমন পরমব্রহ্ম মাতা পিতা বান্ধা দুই জনে হাঁকন্দে পূজিলাম ধর্ম উদয় কারণে।
আমি পুনরপি[১] প্রাণ ছাড়ি বরে কাজ নাই তুমি বল পশ্চিমে উদয় হবে নাই।
এতেক বলিয়া সেন কাঁদিতে লাগিল বাছা[২] বাছা বলে ধর্ম সেন কোলে নৈল।
আর না কাঁদিহ ময়নার মহাশয় অস্তগিরির[৩] ঘাটে দিব পশ্চিমউদয়।
সেন বলে উদয় যদি দিবেন নিরঞ্জন বারেক জিয়াও মোর সংজ্ঞাতগণ।
গোঁসাই বলেন রে ময়নার তপোধন বাসনা করে নাই তবে দেখিবে কেমন।
যে যারে ধেয়ায় সে অবশ্য তারে পায় এ কথা অন্যথা নয় সর্ব শাস্ত্রে কয়।
সংজ্ঞাত[৪] সব যখন ত্যাজেছে জীবন মনে করেছে চক্ষে দেখিব নিরঞ্জন।
উদয় হইলে জিয়াইয়া দেখা দিব সর্বজনে সেন বলে তবে প্রত্যয়[৫] যাবে কেমনে॥

॥ ধুয়া ॥

ধর্ম জয় জয়। পূর্বের ভানু রে পশ্চিমে উদয়॥

॥ পয়ার ॥

যামিনী প্রকাশ হৈল পশ্চিমে উদয় দেবতারা সকলেতে দিলেন জয় জয়।
গৌড়ের রাজা দেখে পশ্চিমে উদয় নানা ধন করে দান দিয়ে জয় জয়।
অন্নদান বস্ত্রদান রজত কাঞ্চন দক্ষিণা এমান রাজা করে বিতরণ।
পশ্চিমে উদয় যে জন করিয়ে শ্রবণ ধনে বংশে বৃদ্ধি তারে করেন নিরঞ্জন।
অপুত্রের পুত্র হয় ধর্মরাজের বরে লক্ষ্মীহীনা হৈলে[৬] তারে লক্ষ্মী কৃপা করে।
লাউসেনের পিতা মাতা কারাগারে মুক্ত হয় সকলেতে বল এবে[৭] ধর্ম জয় জয়।
হৃদয়রামপদ হৃদে করিয়ে ধারণ পশ্চিমউদয়গীত গায় জনার্দন।
গাইল হৃদয়রাম ধর্মের নিয়রে যারে দেখা দেন প্রভু তুলসী পুষ্করিণী পারে।
তুলসী পুষ্করিণী ছাড়ি আসরে কর ভর বড় দয়া হও প্রভু নায়ক উপর।

---

১ পুনরুপি ২ অতি. পুন ৩ অতি. আইস ৪ অতি. তোর ৫ অতি. রাজা
৬ হইলে ৭ বলুন

ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন   ধবল আসনে বিরাজ কর নিরঞ্জন।
ধবল আসনে বাপা[1] তুলে মেল পা   হনুমান করুক আসি চামরের বা ॥

গীত

॥ ধুয়া ॥

দয়াময় দয়া কর[2] বাঞ্ছা পূর্ণ কর।   বাঞ্ছাপূর্ণকারী নাম ধর ॥

॥ পয়ার ॥

বিপ্রবর্গে নিরঞ্জন করিও কল্যাণ   শ্রীযুক্ত রাজার কুশল কর[2] ভগবান।
মুচ্ছুদ্দিবর্গেতে দয়া কর[2] মায়াধর   গ্রামের ঠাকুর প্রভু তুমি দিও বর[3]।
আসর সহিত সবার করিও কল্যাণ   হরি হরি বল গীত হইল সমাধান ॥

ইতি সমাপ্ত ॥

---

১ বাবা   ২ কর়ো   ৩ বড়

ওঁ শ্রীহরিঃ ॥

অথ মীন [মছন্দ গোর]খ গোষ্ঠ লিখ্যতে ॥

তুমি সে গুরু গোশাঞি আমি সে শিষ্য।
শ[বদকে পুছো গুরু মনে ত না করিহ রোষ।
কোন গুরু কোন চেলা,
কোন বিধি ফিরে একেলা]।
সুনে গোরক্ষ মীনের চেলা ॥

[গোরক্ষ] উবাচ ॥ শুচি নিদ্রা পানিহ আহার।
গুরু গোশাঞি
কথা উৎ[পত্তি নিদ্রা,
কথাতুৎপত্তি আহার,
কথাতুৎপত্তি সুধা,
কথাতুৎপত্তি কাল ॥

মছ]ন্দ উবাচ ॥ মনসা উৎপতি ক্ষুধা,
ইৎসা উতপতি আহার।
আহার উৎপতি নিদ্রা,
নিদ্রা উৎপতি কাল ॥

[গোর্খনাথ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি
আদেশের কোন উপদেশা,
শূন্যের কোথা বাসা]।
জ্ঞানের কোন পরিচয় ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,
আতসের অসু উপদেশা,
শূন্যের নিয়ন্ত বাসা।
[জ্ঞানের অকথ্য মুদ্রা,
শুন গোর্খ মীনের চেলা ॥

গোর্খনাথ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি
কে]মন গুরু কেমন চেলা,
[কেমন মূল কেমন বেলা।
কেমন তন্ত্র লেকে ফিরে একেলা,
কহ মছদলি শুনে গোর্খ চেলা] ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,

মন মূল পবন বেলা,
শব্দ গুরু সুরৎ চেলা।
নির্ম[ল তন্ত্র লেকে ফিরে একেলা,
কহে মছন্দলি শুন গোর্খ চেলা ॥

গোর্খনাথ-উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি]

কর্ন সরোবর পানি বিনা।
কোন মূল বিন্দু ডাল।
কোন পরিমল বাস বিনো।
কোন মৃত্যু বিন কা[ল ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,

মন সরোবর পানি বিনো,
পবন বিনো ডাল।
আশা পরিমল বাসা] বিন্দু,
নিদ্রা মৃত্যু বিনা কাল ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোশাঞি,

কোন অমাবস্যা কোন পরিত্তয়া,
[কোথাকার মহারস কোথা চলায়া।
কোন স্থানে রুনিপুনি রহে,
সতগুরু হয়ে তো পুছে ক]হে ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,

রবি অমাবাস্যা চান্দ পরিত্তয়া।
অধের মহারস উর্দ্ধে লেয় তুলিয়া।
[গগনস্থানে রুনিপুনি রহে,
পুছে গোর্খ মছন্দলি কহে ॥

গোর্খনাথ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি

আদেশের কো]ন গুরু,
ধরতীর কোন ভাতার।
শূন্যের কথা বাসা,
সাধিবেক কোন দুয়ার ॥

মছন্দ উবাচ ॥ [অবধু,
আদেশের অনাদি গুরু,
ধরতীর অমর স্বামী।
শূন্যের নিরন্তর বাসা,
সাধিবেক আন্ত অন্ত দ্বারা ॥

গোর্খনাথ উবাচ ॥] গুরু গোশাঞি
মনের কোন জিউ,
পবনের কোন [আহার।
জ্ঞানের কোন মুদা,
পরিচয়ের কোন ধারা ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,
জ্ঞানের কোমল জিও,
পবনের শূন্য আহার।
জ্ঞানের অকথ্য] মুদ্রা,
পরিচয়ের অকথ্য দ্বার ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোশাঞি
[কথা বৈসে মন,
কথা বৈসে পবন]।
কথা বৈশে শব্দ,
কথা বৈশে চন্দ্র ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,
হৃদয়ে বৈশে মন,
নাভিতে বৈশে পবন।
রূপে বৈশে শব্দ,
গগনে বৈশে চন্দ্র ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোশাঞি
হৃদয় না ছিল জখন
কথা ছিল মন।
নাভি না ছিল জখন
কথা ছিল পবন।

রূপ না ছিল জখন
কথা ছিল শব্দ।
গগন না ছিল জখন
কথা বৈশে চন্দ্র ॥

মছন্দ উবাচ ॥ হৃদয় না ছিল জখন
নিরঞ্জনে ছিল মন।
নাভি না ছিল জখন
নির্মলে বহে পবন।
রূপ না ছিল জখন
নির্মলে বহে শব্দ।
গগন না ছিল জখন
উনহৃৎ বহে চন্দ্র ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ রাত্রি না ছিল দিন কথা হইতে আইল।
দিয়া বুঝে জ্যোতি কথা গিয়া রহিল।
পিণ্ড নাহি প্রাণনাথ কথা [হইতে] আসা।
ইহ তত্ত গুরু গোশাঞি উন পরমহাসা ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,
রাত্রি নহিলে দিন সহজে হি নাহি।
দিয়া বুঝে জ্যোতি উন জায় সামাই।
পিণ্ড নাই প্রাণনাথ ব্রহ্মস্থানে বাসা।
কহে মছন্দ লহ লেহ বাসা ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি
কথ মন করে গুণ আসগুণ।
কথ পবন করে আয়নগয়ন।
কোন ঘরে চন্দ্র নিয়ত রহে।
কোন সুখে কাল নিদ্রা করে ॥

মছন্দ উবাচ ॥ [অবধু,]
হৃদয়ে করে মনস গুণ আনগুণ।
নাভি পবন করে আয়নগয়ন।
গগণমুখে চন্দ্র নিরন্তর রহে।
মনসুখে কাল নিদ্রা করে ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি

কোন ঘরে বাসা,
কোন গর্ত্তে রহে দশ মাসা।
কোন মুখে পানি,
কোন মুখে স্থিতি।
কোন গর্ত্তে হয় উৎপতি ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,

অনিল ঘরে অভ্যাগত বাসা।
অতীত ঘরে রহে দশ মাসা।
মনমুখে পানি
পবনমুখে স্থিতি
অতীত গর্ত্তে ভয়ে উৎপতি ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,

কিঙ্কিনী নালে জীব সঞ্চারে,
শুখমনি বৈশে জিউ।
বেকানালে সে পিউ ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি

কোন শূন্যে উৎপতি,
কোন শূন্যে সো আয়ে।
কোন শূন্যয়ো কা সামায়ে।
কোন শূন্য সৎগুরু লখায়ে ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,

সহজ শূন্য সোঁ উৎপতি,
অমিল শূন্য সোমায়ে।
অতীত শূন্য সোঁ জায় সামায়ে,
পবন শূন্য সৎগুরু লখায় ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি

কোন ধরতি কোন আকাশ,
কথা বৈশে পঞ্চতত্ত্ব [পাশ]।
কথা বৈশে মাতা পিতাকে বিন্দু।
কথা বৈশে কায়াজী কায়াজীউকে চন্দ্র ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু

সহজে ধরতি পবন আকাশা,
পরিচয় পঞ্চতত্তকে বাসা।
সহজে শুরতি বান্ধে হিয়া···

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি

কোন মুখে লাগে সমাধি।
কোন মুখে লোক নেঅ বান্ধি।
কোন মুখে লাগে বান্ধা,
কোন মুখে অজয় অমর হয় কান্ধা ॥

মছন্দ উবাচ ॥ গুরুমুখে [লাগে সমাধি,

উল্টা বিন্দু আপ]নে বান্ধি।
পবনমুখে লাগে বান্ধা,
শূন্যমুখ জোওায়ে অজয় অমর হয় কন্ধ ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি

কোন কমলে বসে শ্বাস উশ্বাসা।
কোন কমলে হংসে করে বাসা।
[কোন কমল] সম্পূর্ণ রহে,
সতগুরু হয় তবে পুছিলে কহে ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু,

নাভিকমলে বৈশে শ্বাস উশ্বাসা।
হৃদয়কমলে হংসে করে বাসা।
সহস্রদল কমলে সম্পূর্ণে রহে,
গগণ মূলপদ্ম গুরু কহে ॥

গোরক্ষ উবাচ ॥ গুরু গোসাঞি

কোন পরীচয় মায়া মোহ ছুটে।
কোন পরিচয়ে শশিঘর টুটে।
কোন পরিচয়ে লাগে বান্ধা।
কোন পরিচয়ে অজয় অমর হয়ে কান্ধা ॥

মছন্দ উবাচ ॥ অবধু

মন পরিচয় মায়া মোহ ছুটে।
পবন পরিচয় শশিঘট টুটে।

আত্মা পরিচয় লাগে বাল্কা।
জ্ঞান পরিচয় অজয় অমর হয় কাল্কা॥

গোরক্ষোবাচ॥ গুরু গোশাঞি
দৃষ্ট মোহ দৃষ্ট হুয়া রহে জীউ।
অদৃষ্ট সোজো [অদৃষ্টে] শামাউ
গুরু শিষ্য সব একক বাউ।
গুরুর বচন মনটি ওলাই।
সো চেলা পরম পদ পায়॥

মছন্দ উবাচ॥ শো চেল সুখ পায়ে
পরিচয় হোয় ত ছোড় না জায়।
গুরুর বচন জো মন চিত্ত লগয়ে।
সৌহি মুক্তি দরশন পায়ে॥

গোরক্ষ উবাচ॥ গুরু গোশাঞি
এক মাতা এক সব ঠাঙ।
এক নিরঞ্জন কা কতে নাঙ।
এক জোতি জেঞি সকল প্রকাশা।
মহিমণ্ডল [পাশ] আকাশা॥

মছন্দ উবাচ॥ অবধু
গুরুবচন যো মন চিত্ত না আওে।
শোঝা পন্থ শোহি দেখলায়ে।
মনবা এহি দুঃখ কেনি হয়
সুখমতি চাহ কোই প্রথম তরু পল্লব করে
ওঁ পুনশ্চ ন পল্লব হোয়॥

ইতি মছন্দ গোরক্ষ গোষ্ঠ সমাপ্তঃ॥

॥ সংযোজন ॥

(১৮৭ পৃষ্ঠায় প্রথমাংশ)

[ত্রিনয়া]নং মহাযোগী মহেশ্বর মহাপাতকহরং দেবং মকারায় নমো নমঃ॥
গঙ্গার বধিআ হইল [দেবীর গমন পূর্বদিগে] আ[সি দেবী] দিলা দরশন।
পূর্বদিগে মালিনী দুর্গা গেলেন ভ্রমিতে দেখিলা তাম্রের গড় নারিল লঙ্ঘিতে।
দেখিআ মালঞ্চ [গড়] হইল আনন্দ থাকুক লঙ্ঘিবার দায় দেখিআ লাগে ধন্দ।
পূর্বদিগ মালি তথা পথ না পাইলা ডাহিনে মালঞ্চ থুয়্যা দক্ষিণেতে গেল[া]।
দক্ষিণে সুবর্ণের গড় সহস্র জোজন উর্দ্ধমুখ হয়্যা দেবী ভাবে মনে মন।
এতেক সুবর্ণ কোথা পাইল ত্রিলোচন কোন পথে [মালঞ্চ] আজি করিব গমন।
দক্ষিণদিগে ভগবতী পথ না পাইল দক্ষিণে মালঞ্চে থুয়্যা পশ্চিমে চলিল।

পশ্চিমে পাষাণ গড় বিধির [নির্মা]ণ না জানি ঠাকুরের মন কিরূপ বিধান।
উত্তরমুখে মালঞ্চেরে জান ভগবতী মৃত্তিকার গড় দেখি পূর্ণ হইল মতি।
ত্রলক্ষ্যের মূর্ত্তি[কার] উপরে ভগবতী হেনকালে দেখা তার দৈত্যের সংহতি।
গড়াগড়ি দিল দৈত্য নিদ্রার কারণ হস্তে গদা করি দৈত্য ধায় চারি জন।
[স]ভ্রমে উঠিআ দৈত্য গদা নিল করে কার কন্যা কেন আইলে মালঞ্চভিতরে।
কার কন্যা কোথা জাহ কোথা তোমার ঘর কোথা [তোমা]র স্বামীর ঘর সে জন বর্বর।
নিত্যে নিত্যে মালঞ্চে পুষ্প কর‍্যা জাহ চুরি ঠেকিলে দৈত্যের হাথে ভাঙ্গিব ভারিভরি। ..

(২১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

[গর্জন] করিআ ফেরে
ফণিমণি শিরের শোভন।
কি কব বদনছটা শিরে শোভে ঘোর জটা
পঞ্চমুখে ক[রে] কৃষ্ণ নাম
[থাকিআ] কৈলাসগিরি অর্ধ অঙ্গে শোভে গৌরী
শিবের ডমুরু বলে রাম নাম।
ত্রিজটা ত্রিনয়ান দহিছে ম[দনবাণ
হাতে শোভে] নাগের কঙ্কণ
গান শিব হরিগুণ তাহে উনমত মন
তেকারণে হল্য পঞ্চানন।
অলিকুল ভ্রঙ্গরাজ কণ্ঠে শোভে ব[ঙ্করাজ]
কৃষ্ণসিংহ হৃদে ভাল সাজে
করে বন্ধো কপাল গলে দোলে হাড়মাল
এ তিন ভুবনে জারে পূজে।
জারে ক্রিপাম্বি[তী] আর্দ্রশকতি
করিল দেবের সেবা রাজা
ব্রহ্মা বিষ্ণু জারে ধেয়ানে না পায় তারে
সুরপতি জাহার পরজা[১]।
সমুদ্র[মন্থনকা]লে (অ)কালকূট হলাহলে
সেই বিষে সংসার সংশয়
সুরস্থ কারণ বিষ কৈল ভক্ষণ
নাম তায় হল্য মৃত্যুঞ্জয়।
শিবের ভালে [চন্দ্র রাজে] বাঘছাল কটিতে সাজে
রত্ন নূপুর পায় বাজে
বিনয়লক্ষ্মণ কয় শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়
ক্রিপা কর শুন দেবরাজে॥

---

১ পরপরজা

॥ শব্দপঞ্জী ॥

আবখেলা ; খুকন ১৫৪ (আ) পদার ; খেদাবিয়া ৩২০ তাড়াইয়া ; খোটা ১১১ মেরুদণ্ড ; খোলেত আরম ১৩৬ খুদসিক ; গগণ মূলপদ্ম ৩৩৬ শিরঃস্থ সহস্রার পদ্ম ; গঙ্গা দামুন্দা ৭২ (অম্বিক) গাং বা নদী দামুদা ; গঙ্গাঘর ২৬৭ গঙ্গাস্নান, তীর্থ-বি. ; গটাল ২৩৩ ঘটাইল ; গড়ায় ৪২ গোড়ায়, অনুসরণ করে ; গড়ি ৮ বংসতর ; গড়ে ১৩০ই. অজস ; গণ ১৪০ই. দল, পক্ষ ; গণ্ডকের ৬ই. গণ্ডারের ; গন্ধার বোলাইলা গদাধর ৩০১ বিষ্ণুপদচিহ্ন—কূর্মপৃষ্ঠে ধর্মপদচিহ্ন ; গয়া নেকড়া ১২৫ মোটা কানি ; গর্ভপত্র ১৪৩ গর্ভধারিণী স্ত্রীর প্রমাণ-পত্র ; গাএর লোম উজান ৯৮ প্রাণশঙ্কার লক্ষণ ; গাছে চক্র ১৯২ ; গাছে পার্বতী ১৯২ ; গাছের তলায় শিব ১৯২ ; গাজন ৯৭ হুঙ্কার শব্দে মুণ্ড বলিদানে সাংঘাত পূজা, 'মুণ্ডা-গাজন' ; গাটের গাবর ২৭৭ই. গ্রন্থিযুক্ত বা পেশলদেহী জলজীবী ; গাড়ে ৫৩ই. গর্তে ; গারে ৭৬ই. আগারে ; গীতভরা ৩০১ ঘরভরণ গান ; গুমান ২১ (ফা) অহঙ্কার ; গুর্বিণী ৪৪ পূজনীয়া ; গৃহমঙ্গল ২৪০ ; গেদড় ১৩৪ মোটা ও লম্বা ; গেলি ৫৪ গেল ; গোঙ্গালে ১০ কাটাইলে ; গোড়াই ২৩১ই পায়ে পায়ে ; গোপথে ৮৩ গোচারণ-ভূমিতে ; গোবালক ডুরি ২০৫ গরুর লেজের চুলবালা বিনানো দড়ি, 'গোবালি' ; গোরক্ষ্য জাতি ২০৭ ইনি শিবেরও মান্ত ; গোষ্ঠ ৩২৯ই. গোষ্ঠী, সভা, সংলাপ ; গৌরী অর্ধ অঙ্গ ২৩২ ; ঘটে ৬৫ দেহে ; ঘাই ১৬৮ ঘাট ; ঘাঘরবদনে ৯৫ জোব্বার প্রান্তে ; ঘুঙরি ২২০ গলা-ঘড়ঘড়ানি ; ঘুড়ি ২২১ দ্র. ঐ ; ঙুহজরূপে ২৩৭ ইচ্ছাময়ী রূপে ; চক্রবাণ ১৯২ আয়ুধ-বি., দ্র. সা-প্র ৪ ; চণ্ডিক্যাপুরাণ ১১৮ ; চতুর্ভুজরূপ ৩২২ বিষ্ণু-ধর্ম ; চন্দ্র ৩৩১ শিরঃস্থিত সোমমণ্ডল ; চন্দ্র উদয় ২১০ ; চন্দ্রতেজ ১১১ই. ; চম্পকেরে ৩০৩ চাঁপাইয়ের ঘাটে ; চাউ ৪৯ চাও ; চাকি ১১৬ চক্র ; চাড়িয়া ১৬৫ উৎখাত ; চাংপর ২৬২ চাহেনা+অতঃপর ; চাঁদমালা ৬৩ দ্র. চি. প. স. ২ ; চাপান ১৪০ ভিড়ানো ; চামড়ার মারে বাড়ি ২০৫ ডুবকি করতালে ঘা মারে ; চার গঙ্গা ১৪৩ দ্র. সা-প্র ৪ ; চারি দৈত্য ১৮৭ ; চারি মেঘ ৩২০ ; চারি যুগের বর্ণ মূর্তি ৩২৫ ; চাসি ১৯ চাইস, তাকাস ; চিজিঞা ১০৫ স্বজিয়া ; চিতপুরে চিত্রেশ্বরী ২২৭ই. ; চিত্র ২৩ ভিত্তিচিত্র ; চিয়াড় ১৫ই. বাঁশের চুনী ; চিয়াড় বাগের ঝি ৩৯ ; চিরকাঁর ১০৭ চিরকালীন ; চিকুর ২১৭ই. অস্ত্র-বি. ; চিলের তরে শঙ্খ কাচলি ১৯৭ ; চুয়ালিয়া মুণ্ড বই লয় ২৫৪ মুণ্ডপ্রতীক চোয়ালে পেঁচো ; চেলনা ৩১ই. রেশমী বস্ত্র-বি. ; চৈতন্ত চোয়াঙ্গিনাথ ১১০ ; চোকশরে ১৩৫ শাণিত তীর দ্বারা ; চোয়াড় ৯ আদিম জাতি-বি. ; চোরাশি অঙ্গলি শরীর ১১৬ ; চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব ২২৬ই. ; চৌসট্টি বধ ২২০ই. ; চৌসট্টি মাহস্তি ১৯৩ ; চ্ছাড় ১৯৩ হেয় ; ছড় ৩৪ আঁচড় ; ছড়ি ২০২ পশুচর্ম ; ছন্দ ২০৩ আশয় ; ছান্দলা ২০৬ ছাদনাতলা ; ছন্দে নাহি কহ কথা অন্ত কহ ভাষা ২০২ ; ছাদিল ২০৯ গোপনে ছাড়িল ; ছানিল ৯০ মার্জিত করিল ; ছামনি ১৯৫ ছাউনি ; ছায়নি ২৪১ই. শুভদৃষ্টি ; ছালয় ২৮৭ শণাদ্রিক কথা ; ছাল্যা ২০২ ছেলে ; ছিটনি ২৩০ বাঙ্গালা ঘরের চালে রং-বিরঙের ফেল-বুটাদার কানকাযুক্ত বংশশলাকাবিন্যাস ; ছিমিয়া ৩০৪ ভাজিয়া মিলাইয়া ; ছুটা খাঁ ১৩৪ ; ছেরু ১৬৩ ছ্যাকা ; সেক ; ছেরি ২৯২ প্রলেপ ; ছোলাঙ্গ ১৮৯ টাবা লেবু ; জএ বারি ১৪০ পুণ্যোদকপূর্ণ কুম্ভ ; জগজমোহন ১৬ বস্ত্র-বি. ; জগতি ৩০৪ই. পূজাবেদী ; জগন্নাথ ৫৬ই. ; জঙ্গ ১২৪ই. (ফা) যুদ্ধ ; জঞ্জাল ১৫৪ জঞ্জাল ; জটাধারী ২৩৮ই. পঞ্চানন্দ ; জটিআ ২০২ শিব ; জনির পাঁকে বাতি ১৯ জুরাশা অর্থে প্রবচন-বি. ; জড়া বাঁজি ৪৯ অজ্যার টক

তোয়া ৯ই (আ.) পাগড়ীর শিখা ; তোলাউটা ২২০ ওলাউঠা : ত্রণ ৩৪ তৃণ ; ত্রিদশবৎসর ৯১ দেববৎসল ধর্মঠাকুর ; ত্রিমাত্রা পথ ২৪৫ তেমাথা রাস্তা ; ত্রিসক ১৯১ (ত্রিশিখ) ত্রিশূল ; থম্ব ৯৬ স্তম্ভ ; থানে ৫৪ আস্তানায় ; থুড়িলাফ ২১ই. স্ফূর্তিতে প্রদত্ত লম্ফ ; দক্ষিণ দরিয়ার গুরু ই. ৩০৩ ; দক্ষিণ বর্মণে ২৬১ ; দক্ষিণ মশানে ২৩৯ই. চণ্ডীকাব্যের শ্রীমন্তের এবং পঞ্চাননমঙ্গলের মণিময়-কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষণীয় ; দক্ষিণ রায় ৭ই. ; দক্ষিণ সহর ২৪৮ ; দক্ষিণসিদ্ধি ১১৬ ; দক্ষিণেশ্বর ১১৭ ; দক্ষিণেশ্বরে বাসলি ২২৭ ; দক্ষিণে সুবর্ণ গড় ৩৪১ ; দনা ১৮১ দ্রোণপুষ্প ; দম ১৩৮ (ফা) যোগশক্তি ; দরবেশ কাচ ২০৫ দরবেশের ছদ্মবেশ ; দলায় ১৬ ডুলীতে ; দলিছ্যা ১৫ই. (ফা) ডুলীচা, কার্পেট-বি. ; দশস্কন্ধ ৩০২ ; দাউর ১৮২ *বাউর ; দাদুড় ২২৩ই. (অষ্ট্রিক) মুণ্ডা-গাজনের প্রারম্ভে ব্যাংএর মতো কুম্ভক-যোগে শব-কাচের কৃচ্ছ্রসাধ্য জলকৃত্য-বি. । নদী বা সরোবরের যে ঘাটে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার সাধারণ নাম 'দাদুর'- বা 'কোলা'-ঘাট, ছারখার ; দানপতি ১৯৪ই ; দানী ৪০ শুল্কগ্রাহী ; দাম ৭ই. দামামা ; দামুদর ৮ই. ; দায়ান ১৩৪ (ফা) দেওয়ান ; দারু ২২৭ ই. মদ ; দারুকে ২৪২ই. ব্যাং ; দিগঙ্গা ২৬০ই. ; দিট ২০ দৃষ্টি ; দিঠ ১২ ঐ ; দিব্বপাটা ৬১ যোগপট্ট ; দিয়টী ১২৩ দীপ ; দিয়া বুঝে ৩৩৪ দীপ নিভিলে ; ঢুকাটি বাজাঞা ৯৫ ঝগড়া বাধাইবার ডুক্ ; ঢুবরাজ ৪৬ (অষ্ট্রিক) ধান্য-দেবতা, 'কুমারস্বামী' ডুবে রাজা ; দুয়ান ২২১ই গদা ; দুর্ধরিষ ২৩৩ই দুর্ধর্ষ ; দুষ্টুকাল ১৬৩ অশুভ কাল ; দুষ্ট সরস্বতী ৩২৩ *পাপ-ভাবনা ; দেউ ৬৬ দাও ; দেক্ষি ২৬৪ দেখিয়া ; দেখলায়ে ৩৩৭ (হি) দেখাইয়া ; দেবদত্ত ১১৬ বায়ু-বি. ; দেবস্থল ২০৮ মন্দির ; দেশমালা বন্দনা ২৯৯ দিগ্‌বন্দনা ; দৈত্য ভাতার ১৯৩ ; দৈত্য শিব নৈরাকার ১৯৩ ; দোচতালি ১৩৮ (ফা) মিত্রতা ; দোয়াল ৫১ দ্বিগুণ ; দ্বাদশ গোপাল ১৬৩ ; দ্বাদশ নড়ি ২০৩ ; দ্বাদশ প্রমাণ ১১৬ ; দ্রপ ২১৭ দ্রব ; দ্রপমই ২৪ গঙ্গা ; দ্রারপাল ব্রহ্মা রাবণের শত বার মুণ্ড ছেদন ১৫৬ ; ধম্মুল ৩০৫ই. (ধর্ম বোল) দ্র. সা.-প্র. ৩ ; ধরতি ৩৩২ই. ধরিত্রী ; ধর্ম বৈকুণ্ঠশিখরে ৩০১ ; ধর্মরিসিজ্বর ২২১ জ্বরের নাম-বি ; ধর্মসূত্র ৩০৯ যজ্ঞসূত্রের অনুরূপ ; ধলের নন্দিনী ৪৪ই কলিঙ্গা— ধবলভূম-রাজকন্যা, লাউসেনের পত্নী ; ধাই ৩৫ দৌড় ; ধাউ ১৮২ ধাতু ; ধাউড় ১১২ দস্যু ; ধাড়ি ১৩১ ধাত্রী ; ধানকি ৪৮ ধনুর্যোদ্ধা ; ধান ভূমে রূপান ২৪০ বিবাহের কৃত্য-বি. ; ধানস্য ১৯০ ধনু ; ধামাসে ২১৯ দুরন্ত ; ধারগুরু ৩৫ *বিষ্ণু ; ধিরালা ১৯৪ ধীর ; ধুকুরি ৯৫ই. (হি) ঝুলি কাঁথা ; ধুজনি ১৯ ধুচনি ; ধুমুল আগমুনি কন্ধ ৯৯ দ্র. 'ধম্মুল' ; ধোড়া ২১ (ধট-) পোশাক, ইজার ই. ; নইল ৫৫ না হইল ; নকল ২০৭ (আ) ভাঁড়ামি ; নকুল ১৫ই. (আ.) চাট ; নড়বর ৩০৮ই. ধূর্ত, নাবড় ; নব খণ্ড ৬৩ই ; নবাত ২৫ (ফা) মিষ্টান্ন-বি ; নবি দুর্গা ১৮৮ই. পার্বতী ; নরকুন্দ ৪১ই. নাপিত ; নব ব্যাকরণ ১৮৩ ; নর্ব ১৬৫ নব্য ; নহীয় ৫০ না হইও ; নাইবে ১২ না হইবে ; নাংট ২০৯ নগ্ন ; নাক ২১১ স্বর্গ ; নাগপাটা ২০৮ ; নাঙ ৩৩৭ *নাথ, নাম ; নাজা রস ২১ লাছা বা লাক্ষার আঠা ; নাড়ু গঙ্গাজল ৩০৬ গঙ্গাজলী নাড়ু ; নাতোল ১৪৪ (আ) তোলপাড় ; নাব ১৬৫ নব ; নাবড়ি ১০ চাতুরী ; নারেঙ্গ ২৫ কমলালেবু ; নাল ১১২ নালি, খালজোল ; নান্টিম ১৬৫ লাটিম ; নাসা ২৪৭ই. প্রতিবিধান ; নিকলিল ২৪৫ই (হি) বাহির হইল ; নিকালে ১৩৬ (হি) বাহির হয় ; নিছিআ ১৯৮ই. বরণ করিয়া ; নিজকন্ত বিভা ২২৬ই. ; নিজকুম্ভদার ১৫২ ; নিদাটী ২৭ ইন্দ্রা চোরের ঘুমপাড়ানি মন্ত্রপড়া মাটি

নাগার নিদ্রা ; নিদান খালি ৬০ অন্তিম কামড় নিদি ; নিন্দ্রা ৩৩১ নিদ্রা ; নিন্দের ভালে মন্ত্র উহ কৈল ২৯২ ; নিরক্ষিলেম ২৩০ দেখিলাম ; নিরঞ্জনে ছিল মন ৩৩৪ ; নির্বাণ ১১০ই ; নিশ জাগরণ ৮৯ই. ; নিশির রাক্ষস ৭৭ কোটাল ; নীরেতে মানবদেহ ১৬৭ ; নীল অনীল ১৯৪ ; নুতি হয়্যা ৮১ প্রণাম করিয়া ; নুনিস্থা ২৮৭ নমীর মতন ; নেওলক ১১৬ ; নেকার ২৪২ই. অকার ; নেজা ৮ (কা) বরশা ; নেজাড় ১৯২ (হি) মণি-বি ; নেত ৩১ই. রেশমী বস্ত্র-বি. ; নেয়াই ২৬ বাঁঝা তর্ক ; নেলের বরি ৯৫ (কা) তোশকের ফিতা ; নেহালি ১৬ই (কা) গদি ই. পক্য ২৭৭ পক্ষ ; পক্ষি ২২২ একপক্ককাল ; পঞ্জের ১৬৭ ভিত্তির, দেহের ; পগার ১৮৭ প্রাকার-স্তূপ ; পক্ষী ১৭৮ পক্ষি ; পচাল ১৬৬ (গ্রা) কটুকথা ; পঞ্চ ঘাট ৭৪ ; পঞ্চচুলা ৪১ পঞ্চচূড়া, পঞ্চশিখা, নেড়া হওয়া ; পঞ্চ তত্ত্ব পায়ে নিরঞ্জন ১০৬ ; পঞ্চতুঅ ৯৮ পঞ্চ তোয় ; পঞ্চ পাত্র ১৩৫ দক্ষিণরায়ের পঞ্চ পারিষদ ; পঞ্চ পীঠ ১০৬ ওড্ডিয়ান, জালন্ধর, কামরূপ, পুণ্যগিরি, শ্রীহট্ট ; পঞ্চবটী খড়ি ৩০৬ অঙ্ক-বি. ; পঞ্চম আবস্তা ৪৫ পঞ্চম দশা—মলিমাদতা, বৈবর্ণ্য ; পঞ্চম গৌড়েশ্বর ৫ *গৌড়াধিপতি দক্ষ, *ধর্মপাল ; পঞ্চম হেত্যার ৬০ *শাণিত হেতের ; পঞ্চানন্দপূজা ম্লেদের বিধানে ২২৫ই ; পঞ্চাননের বারা ঝারা ২৪৯ দ্র. সা.-প্র. ৪ ; পটী ১৩৪ বস্ত্রখণ্ড ; পটু ২২৬ই. লোমজাত বস্ত্র-বি ; পড়া ২৪৭ ঢাক ; পড়িনাতি ২১২ নাতির ছেলে ; পড়্যাল ৭ প্রতিহারের পদবী-বি. ; পদস্থল ২৪১ পদচিহ্ন ; পদুমা ৭২ই প্রাচীন ‘পদুবন্না’—বর্তমান আরামবাগের নিকট অবস্থিত ; পবড়ি ১৩৪ই. মুগুর ; পবল ১৫৫ *প্রবল ; পয়দল ৪৮ই পদাতিক সৈন্য ; পয়ন ১৩৬ পাওনা ; পরজা ৩৪২ প্রজা ; পরিচ্ছেদ ১১১ নাশ ; পরিত্তয়া ৩৩২ (হি) পছিতয়া, পূর্ণিমা ; পরিহার ১৩৮ প্রসাদ-ভিক্ষা ; পশুরূপে পশুপাতি ১১৫ ; পশ্চিম উদয় ৬২ই. ; পশ্চিম ঘাটে অসুরের শিবপূজা ৩০৩ ; পাকল ৭২ই রক্তবর্ণ, রোষযুক্ত ; পাঁকুএর ২৪২ই. পক্কক্ষতি— পাকুই ঘা ; পাকেতে ৪০ কারণে ; পাথর ২৯ই (প্রকৃক্ষর) শ্বেতকুষ্ঠ ; পাঙ ১০৮ পা ; পাচুর ২১৯ পঞ্চাননের ; পাছ কাছাড়িএল ৯৪ পাছা চাপড়াইয়া (খেদে) ; পাচ্ছান ১৯৭ পশ্চাদগমন ; পাঁজলা ৩০৫ই. ধুনাচি, পেঁজালি ; পাঁজি পুথি কথঁছতলে ২১৮ই. তুল. সা.-প্র. ৪ ; পাট ২৪৭ রেশম-বি ; পাটন ১৪৬ই পট্টন, নগর ; পাটশাল ১৯৬ই. বৈঠকখানা ; পাটা ৭৬ পাট্টা, কাষ্ঠ বা শিলা ফলক ; পাটেখাড়ি ২৫২ পাটের কাপড় ; পাড়িআ ২০৯ ফেলিয়া ; পাঁড়ুর নাগ ২০৫ ; পাত ৩৯ই. নাশ ; পাতালে কপিলা ২২৯ ; পাতি ২০৩ ছোট মাকলা ; পাথ্য ১০০ পাত্র ; পাথ্যা ২৮৮ পেতে ; পাদীয়ে ১৩০ বাস্তকর্ম করিয়া ; পাবরা ২০৯ কিছু ; পামরি ১৬ই. রেশমী বস্ত্র-বি ; পারটি ৩০৩ দামী পাথর-বি. ; পারা ৩২ প্রায় ; পার্থর ৫২ই পাত্র ; পালান্যা ভিঠাতে ১৮৮ পোড়ো ভিঁটেতে ; পালি ২০৩ বেতের পাত্র-বি. ; পালু ২৮৭ পাল, তাঁবু ; পালেক ২০৩ পাইল ; পাশকথা ২৯ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ; পাসুর্যাচি ২৮৯ ভুলিয়াছি ; পায়ু ৩৩৭ পাউক ; পিচিটব ১৫৫ ; পিণ্ড ১০৫ই দেহ ; পিণ্ডি ১১২ দেহ ; পির্ত্তয় ২৫০ই. প্রত্যয় ; পুআ ২৯১ পদ ; পুথুরগাবাল ৩৩ পুকুরের গর্ত্ত-আল ; পুছো ৩৩১ (হি) প্রশ্ন করি ; পুত্রবলিদান পূজা ১৪১ ; পুরউকি ১৫৩ ; পুরুষরাম ২০৪ পরশুরাম ; পুষনিয়া ২৭ পোষা ; পুলগ্রামে ঘর ১৯৪, ২০৩, ২০৯ কবি বিনয়লক্ষ্মণের বাসগ্রাম, দ্র. পুঁ-প ১ ; পূরক ১১৬ যোগকৌশল-বি. ; পূরা ২৬ই বাঁশের তৈয়ারী মড়াই-বি. ; পূর্বব্রহ্ম ২২৩ ধর্মঠাকুর ; পৃথিবীর নাভিপদ্ম বর্ধমান ৮০ ;

পেকের ৩৪ পাইকের; পেঁচর মায়া ২২১ই. দেবতা পেঁচোখেঁচোর ছলনা; পেঁচো ২৫৬ই. কৈবর্তের বিলে জাত ব্যাধিদেবতা— পেঁচোখেঁচো; পেটে ৪১ আঘাতে; পেথ্যায় ২৮৭ পেতেতে; পেলি ১৯১ ফেলি; পোতামাঝি ৩০৮ *কারারক্ষী; পোলো পঞ্চ কাটির ১৯৯ পাঁচটি কাঠি দিয়া তৈরী মাছ-ধরার পলুই; পোলো হাতে বল্লুকাকূলে ১৯৯; প্রকর ২৫৪ প্রখর; প্রক্ষত ১৫৭ প্রখ্যাত; প্রথরি ২০৪ প্রথারই; প্রালক্ষে ১১১ লক্ষ স্থির করিয়া; প্রিতিপুরুষ ২৩১ পিতৃপুরুষ; প্রিতিহার ৭ গুর্জর-প্রতিহার, দ্বারপাল; প্রিবিন ১৩৭ প্রবীণ, নিপুণ; ফকির সেনা ১২৩ই. দ্র. পুঁ.-প. ২, ভূ; ফটকি মাল ৯ স্ফটিকের মালা; ফয়েতা ১৪৩ (আ) পীরপুজা; ফান্দনা ৪৭ লম্ফ; ফাগুড়ি ১৬৪ ফাঁসুড়ে; ফিকস্বর ২২০ স্নায়বিক বেদনা; ফিরাউ ৭৯ ঘুরাইয়া পর; ফুকরি ২৬৪ বিদীর্ণ করিয়া; ফেরি ১৩৫ করতাল-বি.; বউলি ৫১ মুকুলাকৃতি অলঙ্কার-বি.; বক্রেশ্বর ২৯৮ *গৌরগণ-বি.; বঙ্ক ৮৩ প্রতিকূল; বঙ্কপাত্র ২১৮ই. পঞ্চাননের পারিষদ, পেঁচোখেচো; বঙ্করাজ ৫৪২ সর্প-বি.; বজ্রকায় ৫ দ্র. সা-প্র ৩, ৪; বটবৃক্ষবর ৮৫ই. দ্র. সা-প্র. ৩, ৪; বঠ ২১০ *ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত 'বট' নামক ষোড়শ বন; বড় দত্ত বীর ১৩৪; বড় দেও ১০৫ আদিম 'বুড়ো' ধর্ম বা শিব; বড়কা ১৩০ই. বড়খাঁ গাজি; বড়া ৩৫ বড়াই; বতন্তা লালই ১৩৩ *বদন লালাসিক্ত হয়; বদ্য ২৯১ বৈদ্য; বদ্য মিত্তুপোকা ১৩৩ই. দ্র. সা-প্র. ৪; বয়্যা ১৯২ বসিয়া; বরছি ৮ই. বর্শার মতো অস্ত্র-বি.; বরাত ২২১, ২২৫ই *বরাদ্দ, ঠিক মাপ; বর্কস্থলে ২৬৮ বক্ষস্থলে; বর্যাতি ২০৫ই. বরযাত্রী; বলিব ৮৩ বললাভ করিবে; বল্লুকার কূলে দুর্গা ১৯৭; বসুধারা ২৪০ই. আভ্যুদয়িকে চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে গৃহভিত্তিতে কর্তব্য ঘৃতধারা; বহু ১৯৫ বধূ; বাআ ১৪১ বাদা; বাআলের গণ ১৭১ বাদাওয়ালারা; বাইতি ৬৩ই. ঢক্কাবাদক ডোমজাতি-বি.; বাউই ১২৮ *বাঘাই; বাউড় ২৩৭ পাগল; বাউলে ১৪০ ছোট নৌকা-বি., 'ভাউলে'; বাকড়া ১২৬ বক্র; বাকুড়া ৫৯ই. খল-স্বভাব ধর্মঠাকুরের নাম-বি; বাগ ৪৯ বল্গা; বাগডোর ৯৫ (হি) লাগাম, গরুর 'নাকাল' দড়ি; বাগদি ৭ জুঝার জাতি-বি; বাগ রাঢ় ১৩৩; বাগরায় ৭ই.; বাঘছড়ি ২১২ই বাঘের ছাল; বাচান ৩২০ শাস্ত্রকথার সার-স্মরণ; বাছরা ৫০ বাছুর; বাছের বাছ ২০৫ বাছা বাছা; বাজি বেনা ৩০৩ই. বাঁঝা বেনাঝাড়; বাটুআ ২০৩ থলি-বি.; বাটুয়া ৬৩ই পথের (কুকুর); বাটুয়া ঈশান ৬৪ রুদ্রমূর্তি কুকুর; বাটুলা ২২৬ই. মটর কলাই; বাণ ১১০ই সহস্র, শত, সোপান ও অহেতু—এই বাণচতুষ্টয়ে নির্মিত শরীর, বর্ণ, পরিমাণ-বি; বাণপাট ৮০; ঐ পুর ৭২ কাইতি, দ্র. 'শারদীয় বর্ধমান' ১৩৬৭—'কাইতির শ্বেতগঙ্গা'; বাণ হাকণ্ড ৯৭ দ্র. 'বাণ', 'হাকন্দে আকন্দ কর'; বাতর্বল ২২০ বায়ুরোগ-বি.; বাতাসে ৭৭ অত্যল্প সংশ্রবে; বাদায়চিত ১২৫ (আ) বাদার উপযুক্ত; বাদে ১১ বৈর সাধনে; বাদ্দ ১৪৩ বাদ্য; বাধাই ২৮৫ বৃদ্ধি উৎসব; বানরপুর ৮ বাণের পুরী, বর্ধমান জেলার কাইতি গ্রাম, দ্র. 'বাণপাট', 'ঐ পুর'; বানা ৭ই (তা.) বা-না, ধ্বজা; বান্ধব ২২৬ বান্ধিবে; বায় ২০৭ বাজায়; বার ৫ই. (ফা) বার্, দরবার; বার ডোম ১৫; বার ভূঞা ৯; বারমতি ৬৫ই; বারা ১৯৫ই.; বারাম ৫৬ই. দরবার; বারাল গিয়া ১৩৭ গিয়া বেষ্টন করিল; বারিপুরে বিশলক্ষী ১৪৩; বার্ক ১৩৮ই বাক্য; বাহুড়েআ ১৫৯ ফিরিয়া; বাহুকের বল ২১ বাহুর বল; বাহুত্তরি মণ্ডল ৫; বিকে ৩০২বিক্রী হয়; বিথেরে ২৮৯ অপঘাতে; বিগতপ্রমাণ মূর্তি ২৮৭ বার অঙ্গুলি প্রমাণ আকৃতি; বিগোতিয়া বোড়া ৪৭ বিঘত-প্রমাণ বোড়া সাপ; বিচক্ষণ ২০৮

মথুরা মোকাম ১৩৪ বর্তমান কলিকাতার বেহালার নিকট অবস্থিত; মছন্দ ৩৩১ দ্র. গো.-বি; মজাক ১৪৪ (ফা) মজা; মণিময় ২৩১ পঞ্চানন্দের ব্রতদাস; মণ্ডল্যা ৭ই. অধিকারিবৃন্দ; মদনকৌড়ি ১৯ কর্ণভূষণ-বি.; মদনা ৩০২; মধু ১৪ মদ্য; মনবা ৩৩৭ *মনেতে; মন মৎসঙ্কর ১১০; মনরথ ৬৩ই. শিবের বৃষ, দ্র. সা.-প্র ৪; মনসা ৩৩১ (মনসি) মনে; মন হস্তী ১১০ দ্র. গো-বি; মনুষ্যবাহনে ধনের ঈশ্বর ৩২০ কুবের; মনুরায় ১০৭ই.; মম জামা ৯ মোমলেপা বর্ম-বি; ময়না ৫ই; ময়ূরভট্ট ৩০৩; মরণের মরণ ১২৫; মরুআর ফুল ১৮৯ পুষ্পবৃক্ষ-বি.; মলটি ৩৩৭; মলঃমল ৮ই. মসলিন-বি.; মলয়াশিখর প্রভু [পঞ্চানন] ২৫১ই.; মলায়ে ২১৮ মলয়পর্বতে; মসুরী ২০৪ *মসলিন-বি; মস্তকের ঘৃতে প্রদীপ ৩১৩ দ্র. সা-প্র ৪; মহরম (আ) ৭৭ দুঃখের কাহিনী; মহলা ২২০ই. মহড়া; মহাদাপ ১০৫ মহাদর্প; মহাপুরূঠাটে ১৪৫ *মহাপুরুষের ভঙ্গীতে; মহারস ৩৩২ দ্র. গো-বি; মাকু ২৪৪ই. (ফা) তুরী (shuttle); মাগমণ্ডল ব্রত ২১০; মাগুর ২২২ ব্যাধি-বি.; মাতআল ৩৩ মাতাল; মাতা ২৯৮ মত্ত; মাতা বান্ধা উদয়ের তরে ৩২৬; মাতাল কাচ ২০৫ মাতাল সাজিয়া; মান ঝাঁটী ৩৭ মানকচুর ঝাড়; মান সরোবর ৬৬, ৬২ই. মানসসরোবর, (যোগশাস্ত্রে) মন; মানাইতে নেরেছি ৩০৮ প্রসন্ন করিতে পারি নাই; মান্দারণ ২৫ প্রাচীন অপর-মন্দার, বর্তমান আরামবাগের (প্রাচীন 'আরম্য নগর') নিকট অবস্থিত; মাপি ২০৬ (আ) মাফিক; মামুদে ২১৭ই. মামুদো, মুসলমান ভূত; মামুন্ত্যা ৮৪ লাউসেনের মাতুল; মায়াবিষ্টী ৯৬ অঘোর বাদল; মারে গাল ৭৬ গল্প বা বড়াই করে; মাল ৭ই. মল্ল; মালসাট ৩৬ই. হুঙ্কার; মালি ৯৮ই. মল্লিকা ফুল; মালুই চাকি ৩১৩ জানু-সন্ধির চক্রবৎ অস্থি। পাছার চক্রাকার স্থূল মাংসপিণ্ড—দ-রা; মালুর পত্র ৩০৬ বেলপাতা; মাল্ল্যাপ্র[ল]অ ১৫৭ প্রলয়ের মালা; মাষ ২৪৭ মাষকলাই; মাসা ২২৬ *মাসের অধিপতি গ্রহ-নক্ষত্রাদি; মাহুধাড়ি ৫ দ্র. মামুন্ত্যা; মিত্তু ৫৪ই. মৃতদেহ; মিত্তুসেনা ৭১ মৃতসেনা; মিরাস ১৯ (আ.) পৈতৃক সম্পত্তি; মিলমিল ১৬ মলমল; মীন ৩৩১ মীননাথ; মীনকেতন ১৯৪ কামদেব; মুকুতা ২৬৩ মুক্তি; মুক্তি ২০৮ মোতি; মুখনালি ৫৩ই ঘোড়ার লাগাম বা গরুর গেঁজে; মুখের তাম্বুল খসি পড়ে ২৩৮ই. অত্যন্ত অশুভ-সূচক; মুছিতে আউটিল সুবর্ণ ১৯৯ মৃৎপাত্রে সোনা গলাইল; মুচ্ছুদ্দি ৩২৭ (আ) এজেণ্ট; মুড়া ১১১ই. মাথা; মুড়ে ৪৯ ঢাকে; মুণ্ড কাটি দেহ ধর্মে শতদল ফুল ৩১১; মুণ্ড বলি ৯১ দ্র. সা-প্র. ৩, ৪; মুণ্ড বলি দিয়া মরি ধর্মের গাজনে ৯২; মুদ ৩০৮ মুদ্রা, সীলমোহর; মুদ্রা ১০৯ই. রহস্য, সঙ্কেত; মুরারী ৩০২ মুরলী; মুষলে (কুশল) ২৯১ ঢেঁকির মোনা (pestle); মুহুর্ত্তিকে ২৬০ মুহূর্তমাত্র; মূর্তির সলন ২৭৮ দেবতার নিকট প্রদত্ত মূর্তিপ্রতীক (votive offering); মূল ৩৩১ আদি কারণ; মেখলা ২০৩ সাধুর পরিধেয়-বি; মেদুনি পুরুষ ১৫২; মেরুশৃঙ্গ ১০৭ *গগন, মস্তক; মেলানি ২৭০ দ্র. 'মেলেনি'; মেলেনি ১৪৩ বিদায়; মেল্যার সাজ ১৩৪ সভার বা যুদ্ধের সজ্জা; মো ৩১০ মোহ; মোট ১৪৪ মঠ, দেবকুল; য়ভেক্য ১৭৭ অভক্ষ্য; য়র্বেহতি ১৪২ অব্যাহতি; যুগপতি ১৯৫ই. শিব বা ধর্মঠাকুর; যুতি ২৫ জ্যোতি; যুয়ানে ২২১ যুবকে; যুলি ১৯৮ জোল, গর্ত; য়েক সক্য ২৭৭ (একশক্য) অনন্যসাধনায়; য়েছা ১৪৪ (হি. এ্যায়সা) এই রকম; য়ের জাগে ১৪৩ এয়ো স্ত্রীসকল জাগরণ করে; য়ৈসিনী নগর ২৭৯ তুল. 'ইছানী' ঐ; য়োকড়া ১৮৭ দ্র. 'য়োড়'; য়োড় ১৮৯

ওড়, জবা ; য়োড়ে ২০৬ ওড়ে ; যৌন্মিল ১৫৫ জন্মিল ; রক্তমুখী কন্য ২৫০ই. দ্র. 'রক্তাবতী'— সা.-প্র. ৪ ; রক্তমুণ্ডি ৫০ রক্তাক্ত কাটা-মুণ্ডের আসন ; রক্ষক বাটুআ কুকুর ৯৪ ; রঘুবল ২৫৮ লেখকের নামান্তর 'রঘুনাথ'—তাঁহার বল ; রঞ্জন চুপড়ি ২৮৭ রঙীন পেতে ; রঙ্গিনী খড়ম ২৪০ দ্র. গো-বি ; রঙ্গিয়া বাঁশী ৬ ; রড়ারড়ি পাড়ে ২০৯ দ্রুত ফেলে ; রত্নদ্বীপ ১৫৮ ; রত্ন নূপুর পায় ৩৪২ শিবের পায়ে সোনার নূপুর ; রথের উপর রায় কৈলাসে জায়্যা ২৫০ দ্র. সা.-প্র. ৪ ; রবয় ২০৯ থাকিব ; রবি শশী ১০৭ ; রম ১৫১ রোম, লোম ; রমতি ৮ই. রামাবতী, রামপালের প্রতিষ্ঠিত নগর ; রসাগ্রাম ২২৮ই. বর্তমান কলিকাতা সহরের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ; রসানি ৭৯ রসপানি, রসধারা ; রহান ২০৩ থামানো ; রাইঅত ১৩ (আ) রায়ত ; রাউত ১৮ই দ্র. গো.-বি, পৃ ২১৬ ; রাউতি ১৩ই. রাজপুত্রী ; রাক্ষস ব্রাহ্মণ ৩২২ ধর্মঠাকুরের ছদ্মরূপ ; রাক্ষস মূরতি ২০৬ ত্রিনয়না চণ্ডী ; রাখিবে ২৫৫ রাখিবে ; রাঙ্গা নাঙ্গুল ৯৮ বাটুয়ার লাল লেজ, আকন্দফুলের লাল পরাগকেশর ; রাঙ্গা বাড়ি ২৮৭ লাল লাঠি ; রাজগাঁড় ২২২ উদরমধ্যস্থ স্ফোটক-বি. ; রাজতা ২৮২ রাজা ; রাজবির্ত্তি ২৮০ রাজবৃত্তি ; রাজে ২৪৭ই. *রাজভেট ; রাণ্ড ৩৬ বিধবা ; রাধাভারী ৩০২ রাধার ভারবাহী, তুল. শ্রীকৃ-কী ; রামরামি ৫ 'রাম'-নাম উচ্চারণ-পূর্বক সম্ভাষণ-বি.—দ-রা। দক্ষিণ রাঢ়ে মুচি ও হাড়ি জাতি অন্য জাতির শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে এইভাবে সম্ভাষণ জানাইয়া থাকে ; রুদ্রপাএ ১৫৮ রুদ্রপাদ, ব্রহ্মা-বি. ; রুদ্র ১৫৮ ব্রহ্মা-বি. ; রুদ্রপালের ১৫৮ই. ; রুহিনীর শশী ২২৪ই. রোহিণীবল্লভ চন্দ্রোপম ; রুনিপুনি ৩৩২ *গগনস্থানে অর্থাৎ মস্তিষ্কে রুনুঝুনু ধ্বনি ; রূপে বৈশে শব্দ ৩৩৩ ; রুসি ১৬৫ ঋষি ; রুহি-ঘুণ-পকা ১৬৪ উই-ঘুণ-পোকা ; রেলা ৮ (হি. রৌলা) প্রাচুর্য ; রোমাবলি ১১০ ; রোমে রোমে পর্বত ই. ২৯১ ; লথমা ৫৪ *লক্ষ্মী ; লখায় ৩৩৫ লক্ষ্য করায়, দেখায় ; লঙ্ঘন ১৯৬ লঙ্ঘন ; ললনা ৫১ লোলন, সঞ্চালন ; লহে ১৯৯ নহে ; লাঙ্গট ২০৮ নগ্ন, নেংট, উলঙ্গ ; লাফান কথা ১১ স্পর্ধার কথা ; লাফানি ১১ স্পর্ধা ; লাফানের গা ১১ শারীরিক উদ্দামতা ; লেকে ৩৩১ (হি) লইয়া ; লেঙ্গট ২০৭ দ্র. 'লাঙ্গট' ; লেঙ্গাপেঙ্গা ২০৭ নগ্ন রসিকতা ; লেপড়ে ২২০ লিপ্ত করিয়া ; লেহ ৩৩৪ লহ, নাও ; লো ৩০৩ নো, 'নুয়া', চক্ষুজল ; লোওঙ্কারের ১৭৮ লোক + ওঁকারের ; লোহিতবরণ নদী হাঁকন্দের জল ৩০৩ দ্র. সা.-প্র ৩, প্রবে. ; শঙ্খাসুর ৩২৩ দ্র. সা.-প্র. ৪, পুঁ.-প ৩ ; শতদল পদ্ম ১০৮ই. ; শত প্রদীপ ২০৬ ; শতমুখ ব্রহ্মা ১৫৪ ; শনিবারে পূজা ৯৯ ; শন্যভরে নিরঞ্জন ৯৮ শূন্য ও নিরঞ্জনের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় ; শবদ ৩৩১ আপ্তবাক্য ; শরবন্ধ ২১৭ তূণ ; শরীর কথা ১৬৩ দেহতত্ত্ব ; শরীর ধাউত ১৬৩ *দেহধাতু ; শরের মুচি ৩০ তূণ ; শর্জরস ২৭৩ শয্যাসুখ ; শলেমানা ১৩৪ জনৈক পীর ; শশ ২৫৩ চন্দ্র ; শশিঘট ৩৩৬ ঐ ; শশিঘর ৩৩৬ চন্দ্রস্থান, ললাট ; শাকিম কর ১৪১ (আ) বাসগ্রামে যাও ; শাখা সুখা ১২৬ ইহারা রায়মঙ্গলের ব্যাঘ্র-চরিত্র। ধর্মমঙ্গলের কালুডোমের পুত্রদ্বয়ের নামও এই। উভয় মঙ্গলকাব্যের ঐক্য লক্ষণীয় ; শান্তাইল ২৬২ শান্ত করিল ; শামশের ১৩৫ লৌহাস্ত্র-বি. ; শামাউ ৩৩৭ (হি) সামায়, প্রবেশ করে ; শার ১৫২ চন্দ্র-বি. ; শালেভর ৩০৩ দ্র. সা.-প্র ৩, ৪ ; শিখা নইদি ১৫২ কৈলাসশিখরনিঃসৃত নদী ; শিব জুগি ১৮৮ শিবযোগী ; শিরাতে ২২৪ শিরেতে, মাথায় ; শিষ্য হঞা পুছে গোসাঞী ১৭৭ তুল. মী-ম-গো-গো ; শুখমনি ৩৩৫ শুকপক্ষী, জীবন, জীবাত্মা ; শুখ্যাতে ১২ শুষ্ক ভূমিতে ; শুচি ৩৩১ (হি. সচ্) সত্য ; শুতিয়া ২৭ শুইয়া ;

শুরতি ৩৩৬ (আ) সৌন্দর্য ; শুষিয়া ৩৭ টানিয়া ; শূন্য ৩৩১ ; শূন্যচক্র ১৫৪ ; শূন্যমুখ ৩৩৬ ; শূন্যাকারে নিরঞ্জন ৮৬ ; শূলপাণি হাকণ্ডে ৯১ শিব ও ধর্ম অভিন্ন ; শো ৩৩৭ (হি) সে ; শোঝা পন্থ ৩৩৭ (হি) সোজা রাস্তা ; শৌল্‌সুতা ১৫৩ শৈলসুতা ; শ্চার ৪২ই. ছার ; শ্বেতকাকে সরস্বতী ৩২০ সরস্বতীর বাহন সাদা কাক, রূপরামে ইহা কোকিল ; শ্বেতগঙ্গা ৩০৪ দ্র. সা.-প্র. ৩, ৪, 'শারদীয় বর্ধমান' পত্রিকা, ১৩৬৭ ; শ্বেততীর্থ ১৫৫ ঐ ; শ্বেতমাছি ২১০ ; শ্বেতসার ১৫৬ ব্রহ্মা-বি ; শ্রীকণ্ঠ ২১২ যাঁহার কণ্ঠে কালকূটশ্রী, শিব ; শ্রীমতী মঙ্গলা ২৮৮ মঙ্গলচণ্ডী শীতলা, দ্র. সা-প্র ৪ ; শ্রীহট্ট ১০৬ দেহস্থ পীঠস্থান-বি. ; ষটচক্রভেদ ১০৬ ; ষণ্ড মনরথ ৬৩ই. দ্র. সা.-প্র ৪ ; ষমক্ষাষ ১৭৯ সঙ্কাশ, তুল্য ; ষাট ভগিনীর ভাই ২১৯ই. ; ষুশিয়ে ১৩৭ টানিয়া ; সই সেঙ্গাতিন ২০৪ সখী সাঙ্গাতিনী ; সংকাস্তিপুরুষ ১৫৭ শুভাশুভ জ্ঞানার্থ নক্ষত্রাঙ্কিত নরাকার চক্র ; সংযাত ৩০৪ই. সাংযাত্রিক, দ্র. সা.-প্র. ৩ ; সংসার পুরাণ ২৪৬ই. ; সকলা ১৭৭ সকল কলাযুক্ত ; সকলাত ২০৪ (আ) গাঢ় লোহিত বস্ত্র-বি. ; সঞ্জব ১২০ সংযোগ ; সঞ্জমে ১১৫ সংযমে, সংযোগে ; সতেশ্বরী ১৯৪ শতনরী ; সত্ত ৭৪ই. সত্য ; সত্তে ৪৬ শত শত ; সদাকাল ২৯৮ *রুদ্রকাল ; সদাগর ৬২ই. ইহা এখানে লাউসেনের অভিধা। মঙ্গলকাব্যের নায়কমাত্রই সদাগর। ইহাঁরা কায়াপাটনে বাণিজ্যযাত্রা করেন ; সদাশিব ১৮২ই. রুদ্রশিব, দ্র. সা.-প্র ৪ ; সধলি গধলি ১৪৩ ধূলিসমাকীর্ণ গোধূলি ; সন্ধি ৮২ই. সঙ্কেত ; সপ্ত ঘট [পরীক্ষা] ১৯৮ই. সচ্ছিদ্র সাতটি কলসীতে বিনা পাতনে জল আনয়নরূপ সতীত্বের পরীক্ষা-বি. ; সপ্ত তাল ভেদি ২৩১ই. ; সপ্তদ্বীপ ১৬৮ ; সপ্তবার ১৯৮ ; সপ্তবার চন্দনের ছড়া ঝাঁটি ৩০৪ ; সপ্ত সমুদ্র ১৬৮ ; সব্ব ৯৭ সর্ব, শিব ; সভায় ১৩৬ সমায়াত, সামায়, প্রবেশ করে ; সভ্রমে ৩৩৮ বিভ্রান্ত হইয়া ; সমরস রবি শশী ১১১ ; সমাএ ১৭০ সময়ে ; সমাঙ্গ ১৪০ই. নিখুঁত ; সমাঞি ১৮১ সকলেই ; সমাধি ৩৩৬ ; সমান ১১৬ই. দেহস্থ পদ্ম নাড়ি ; সমিত ১১৪ সম্বিত, বোধ ; সমুদ্র পার ১৯৭ বল্লুকাসমুদ্রপার ; সয়চান ১২ই. সেচান, বাজপাখী ; সয়াল ১৮৭ সকল ; সরদ্দার ৫ (ফা) দলপতি ; সরসিজ্যামুখী ২৪০ সরসিজমুখী ; সরসিজোদরে জাম ২৯৩ পদ্মমধ্যে জাত, শীতলা ; সরাই, সহর সুফুল্যা ৮, ৭২, ৮০ বর্তমান 'সগরাই জুবলে'র 'চটি'।—বর্ধমান সহরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে, বাবরকপুরের পরবর্তী গ্রাম ; সরোবর ৩৩২ মানসসবোবর ; সর্পন ২৭০ স্বপন ; সর্পের মড়াই ৪৫ ক্রূরতার আধার ; সর্বজয়া ১৮৮ বস্ত্র-বি ; সলন ২৭৮ দ্র. 'মূর্তির সলন' ; সলি ১৫ ধান-চালের মাপ-বি, এক সলি প্রায় আধ মণ ; সলি মৎস্য ২৪৪ শকুল বা সোল মাছ ; সহজ ৩৩৪ই. ; সহর কলিকাতা ২২৭ ; সহস্রদলপদ্ম ১০৮ ; সহস্র পাকড়ি কমল ১৮৯ ; সহস্র বাণ ১১০ ; সহিল জল ২৪০ ; সাই ১৬৯ সমুদ্র ; সাকঃ ১৯৯ সাক্ষ্য ; সাধা সুখা বার দলুই ৩০৮ দ্বাদশ দলপতির অন্যতম ; সাঙ্গ ৯৪ সাংযাত্রিক, ধর্মপূজার সঙ্গী জলপথযাত্রিদল ; সাঙ্গানে ৯৫ প্রভৃত ভার বহিবার দণ্ড ; সাজত ৩০ সাজে ; সাজপত্র ২০৯ সাজসজ্জা ; সাঁজ ৩০৬ সদ্যস্, তৎক্ষণাৎ ; সাঁজোয়াল ৮ বর্ম ; সাঁড়েশ্বর ২৪৮ই. দ্র. সা.-প্র ৪ ; সাত বার মর ২১২ দ্র. গো.-বি. ; সাত সমুদ্রের পার শিবমালঞ্চ বাড়ি ১৯৭ ; সাত সিদ্ধি গুড়া ১৯২ ; সাধুকান ১৪৬ (সাধীয়ান্) অতি সাধু ; সানা ৪৯ (সন্নাহ) বর্ম ; সান্থ ৩০২ স্বান, ধ্বনি, বাদ্যরব ; সান্দি ৩০ দ্র. 'সন্ধি' ; সাপের দুটী পা ৪৫ অহঙ্কারে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করা ; সাবল ১৯৮ (দে) খনিত্র-বি. ; সাভায় ১৩৭ (সামায়) প্রবেশ করে ;

সামলা ৬০ই. সামুলা মাসী ; সামলা আমিনি ৬৬ ইনি সহায়িকা হইতে—পরে কালীঠাকুর হইয়াছেন ; সামা ২৯১ ঢেঁকির মূষলীর লৌহবলয় ; সামাই ৩৩৪ (হি) প্রবিষ্ট হয় ; সারক্ষ ১৩৮ সাক্ষ্য ; সারদ্ধার ১২ সারোদ্ধার, সারসংক্ষেপ ; সারম মল্লিক্যা ১৫১ সুরম্য মল্লিকা ; সারী সুয়া ২৪১ *শুক শাড়ি ; সারেস ২৭ সারস পক্ষী ; সার্ক ১৪২ সাক্ষ্য ; সাল দরি ২৫৪ শল্যবৎ ব্যথাজনক ব্যাধি-বি. ; সালি অন্ন ২৭৪ কলমাদি ষষ্টিকাদি ধান্যের ভাত ; সাহেব ১৪৪ (আ) নৃপতি ; সিআ ১৮৯ই. আসিয়া ; সিদ্ধায়ে ১১৩ সিদ্ধ সাধকে ; সিদ্ধিপিণ্ড ১০৫ মুক্ত শরীর ; সিদ্ধের ঝুলি ২০৩ ; সিধি জাএ ১৪৪ সোজা যাওয়া হউক ; সিন্ধালিয়া ২৬ সন্ধিচোর, চতুর যোগ-কৌশলী, সিঁদেল চোর ; সিন্ধু ১৯৯ বল্লুকা ; সিফাই ৫ (ফা) সৈনিক ; সিয়্য ২২৩ই. আসিয়া ; সিংহবেড়ের বন ১৯ কোনও বাস্তব স্থানের ইঙ্গিত ; সীতা ৩০৬ সিতাখণ্ড, বিশুদ্ধ মধুজাত শর্করা ; সুক্তি ২০৮ সুকৃতি ; সুখমতি ৩৩৭ সুখকর বিষয় ; সুপুত্র ১৫৩ সুপর্ণ, অরুণ, পক্ষি-বি. ; সুবর্ণ দুই হাতে ১৭১ দেহস্থ জগন্নাথের কায়া সুবর্ণনির্মিত এবং দুই হাতে স্বর্ণকঙ্কণ ; সুবর্ণের বারি ২৫১ স্বর্ণঘট ; সুমেরু ১৩ই. ; সুমেরুশিখরে ব্রহ্ম ১৭৯ ; সুরঙ্গ ২৫ সুলোহিত ; সুরৎ ৩৩২ (হি.) রূপ ; সুরন্তি পর্বত ১৫৪ ; সুরমণ অর্জগিরি ১৫১ সুরম্য অজর পর্বত ; সুরসোয়া ২৭৩ শুক শাড়ি ; সুরস্ত কারণ ৩৩৮ দেবতার জন্য ; সুরা ১৯৫ শূর, বীর ; সুলস্থামূর্তি মহাদেব ২১০ ষোড়শবর্ষীয় নবযুবকমূর্তি শিব ; সুষুম্না ১৭৮ই. ; সুসর ২২৫ সোসর, সমান ; সুসর্প হইলে বিষ হুহুঙ্কারে ফিরে ৪৭ সর্প অতিখল না হইলে তাহার বিষ মন্ত্রাধীন হইয়া অপগত হয় ; সুসার ১৯৩ই. শোভন ; সুপা ১৬৫ শোভন ; সূর্য অর্ঘ্য ৩১২ ধর্মপূজায় সূর্যার্ঘ্য প্রদান ; সূর্যশ্বর ২৪১ সূর্য ঈশ্বর ; সেই ১৮১ শ্বেত ; সেই নর ভাগ্যবন্ত জার আছে চাষ ২৪২ই. ; সেঙ্গা ২০৭ একাধিকবার বিবাহ বা পুরুষ-সঙ্গ ; সেতবন্ধ রামেশ্বর ১৪৪ই. রামের জাঙ্গাল ; সেতুস্তা ১৫৫ *শ্বেত ; সেনা ছয় জনা ২৯৮ ষড়রিপু ; সেবৎসর ১৫৪ সেবকবৎসল ; সেয়ানা ২১ চতুরা ; সেরুয়া ১৩ জনৈক শুঁড়ীর নাম ; সোজো ৩৩৭ সে জ্ঞে, সোজা ; সোনা ঘুটি ৫১ সোনার ঘুঙ্গুর ; সোলোআনাবগ্রে´ ২৫১ই. গ্রামের প্রত্যেককে ; সোসর ৮ই. সদৃশ ; সোস্থিত ৩১ আস্তৃত, সুবিন্যস্ত ; সৌহি ৩৩৭ সে-ই ; স্কন্ধের উপর মাথা দিতে প্রাণদান ৩১৪ ; স্ত্রীর তরে শোক ই. ৩১০ করিতে নাই ; স্থল্য ১৮১ স্থূল ; স্থাপর ২৩০ই. ; স্বপনে স্বুবর্ণ পায় ই. ২৬৯ ; স্বর বেঞ্জনে ১৮১ তুল. 'আলি কালি'—চ.-প ; স্বর্গের আদিত্য ৮৪ লাউসেন স্বর্গের সূর্য—'লাউ আদিত্য' ; স্বাহায় ২৮৫ সহায় ; স্মরণ ১০৫ ইচ্ছা ; হুউ ১২ই. হও, হয় ; হংস চরয় ১৮০ দ্র. সা -প্র. ৩ ; হংসরাজ ঘোড়া ১৬ হাঁসাঘোড়া, দ্র. সা.-প্র. ৩ ; হত্তা ৯২ বধজন্য পাপ ; হনুমান ই. ৩২৭ ধর্মঠাকুরের কিংকর ; হরতকী দ্বাদশ ২০৮ সন্ন্যাসীর সাঙ্কেতিক দান-বি. ; হরিপাল সিমূলভূপতি ৪৫ ; হরিশ্চন্দ্র মহারাজা ১৪২ ; হরি হরি গীত সমাধান ৩২৭ ধর্মমঙ্গলগীতের সমাপ্তিতে হরির ধ্বনি ; হল্য অন্ন ২১১ তৈরী ভাত ; হস্তী ২২৯ দ্র. সা.-প্র. ৪ ; হাইহামলতি ২০৬ ; হাকণ্ড ৫ই ; হাকণ্ডপুরী সর্বস্থানসার ৭৩ আলোচনা দ্র. সা-প্র. ৪ ; হাকণ্ড সিনাঁব ৯১ই. ; হাঁকন্দ গঙ্গার ঘাট ৩১১ ; হাকন্দ তীর্থজল ৩০৩ ; হাকন্দে আকন্দ কর ৩২৩ 'হাকন্দ'—'আনন্দ-স্কন্ধ'। আলোচনা দ্র. সা.-প্র. ৩ ; হাকন্দে লাউসেন ৩০৩ ; হাঁড়িয়া চামর ৭ই. বড়ো চামর ; হাড়ের মালা ২০৪ই. ; হাত্তেরা কুঠুরি ১৩৪ হাতিয়ার কুঠার ; হাদু দহ ২৪৮ দ্র. সা.-প্র. ৪ ; হাদুয়াদহ ২৩৬ ; হামারি ১৬৩ (হি হামার) আমারই ; হাম্বি ১১৬ হাই ; হারুরিয়া ৯৫

॥ সঙ্কেত ॥

আ = আরবী
ই = ইত্যাদি
ও = ওড়িয়া
গো-বি = গোর্খ-বিজয় (বিশ্বভারতী, ১৩৫৬)
চ-প = চর্যাগীতি-পদাবলী (১৯৫৬)
চি. প. স. = চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৩৫৯)
তা = তামিল
তু = তুর্কী
তুল = তুলনীয়
দ-রা = দক্ষিণ রাঢ়
দে = দেশী
দ্র = দ্রষ্টব্য
পুঁ. প = পুঁথি-পরিচয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৩৫৮, ১৩৬৪, ১৩৬৯)
পৃ = পৃষ্ঠা
প্রবে = প্রবেশক
প্রা = প্রাকৃত
ফা = ফারসী
বি = বিশেষ
বী-ভূ-বি ৩ = বীরভূম-বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড (১৯২৭)
ভূ = ভূমিকা
রূ. ধ. = রূপরামের ধর্মমঙ্গল (সেন-মণ্ডল, ১৩৫১)
শ্রীকৃ-কী = শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সা.-প্র = সাহিত্যপ্রকাশিকা, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৩৬৫, ১৩৬৭)
হি = হিন্দী

॥ পাঠ পাঠান্তর পুনশ্চ শুদ্ধি ॥

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর, পুনশ্চ, শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর, পুনশ্চ, শুদ্ধি
৭	১০	রাধন	রাঢ়ন	১৫৭	২৩	বস্তুধা	বসুধা
২৩	২৩	রায়	বায়	১৬৪	২১	তৈজে	তৈছে
২৬	২৬	বনজন্তু	বনজন্তু	১৮১	১৩	হীন দাপ্ত	হীনদীপ্ত
৩১	৯	সুরধার	ক্ষুরধার	১৮২	১৪	আটমি লিকে]	আট মিনিকে]
৫১	১২	উঠালি	উঠানি	১৮৩	৯	সমাপ্ত	সমাপ্ত
৭২	২৫	কাজলা	কাজনা	১৯০	২৭	জারকে	জাবকে
৭৫	২০	মহা থলে	মহাথলে	২০০	১৩	দেয়	লেয়
৮০	২২	কজ্জলা	কজ্জনা	২০৫	২১	বিছে	পিছে
৮৯	১	ধর্মপুরাণ	নিরঞ্জনমঙ্গল	২০৮ই.	১০	আগ	আগ
১০৫	২৩	সংহারের	সংহারেব	২১০	১	বেলে	বেলি
১০৬	১২	রবয়	য়বর	২১৯	১৫	আত	অতি
১০৬	১৯	ক্রমদ্ধ	ক্রমর্দ্ধ	২১৯	২১	কাঁতলা	কাঙলা
১১০	৩	লেজ্জয়ে	নেজ্জয়ে	২১৯	২৪	ধাই…শক্র	ধায়…মুণ্ড
১১১	২৭	প্রদিপতি	প্রতিপদি	২২১	১৭	দুয়াল	দুয়ান
১১২	১৯	বাহানিয়া	বা হানিয়া	২২২	২৫	আত	অতি
১১৪	৫	চালে	চলে	২২৬	১৯	পুরীনারী	পুরি নারী
১১৫	৩	চানে	জানে	২৩২	৮	হইলে	কইলে
১১৫	২২	দূরসজে	দূরজ সে	২৩৬	১৯	এক মর্কে	একসর্কে
১২৫	২৬	না দাপেটা	নাদাপেটা	২৩৭	২	মজুরে হুজুর	মজুর হুজুরে
১৩০	১৫	হেল	হেন	২৪৪	১৮	তিনি	তিমি
১৩৩	২২	করি	কহি	২৫৪	২২	কোতয়াইল	কোত য়াইল
১৩৪	২	শরারে	শরীরে	২৫৪	২৩	কাণ্ডরজ্ঞ	কাণ্ডর জ্ব[র]
১৩৫	১৯	পাগড়ি	পাবড়ি	২৫৫	২৫	কোরডের	কোরণ্ডের
১৪০	১২	বাজন	সাজন	২৭২	১৯	বাপন	রূপন
১৪৩	২	মেলেনি	মেলেনি।	২৭৪	৮	দোলাইল	দোলাইব
১৪৩	১৯	সদাগর	গুণমণি	২৯২	৯	কাম্ব	কান্দ
১৪৬	১৪	থেম	থেম[া]	৩০১	২১	তেজপুরে	যাজপুরে
১৫৩	১০	আশ্চম	আশ্রম	৩০৭	৬	জায়াইতে	জীয়াইতে
১৫৩	১৯	রেশ	বেশ	৩১৬	৫	সুখ	মুখ
১৫৫	৬	সেওস্থা	সেতুস্থা	৩২৩	২১	সরস্বতা	সরস্বতী
১৫৬	২৭	না!রি:ক	নারিবে	৩৩৭	২১	মনবা	মনরা

———